শ্রীশ্রীহরিঃ

শরণং।

শ্রীমদ্ভাগবতীয়

একাদশ স্কন্ধঃ।

এবং

মান্যবর শ্রীযুক্ত সনাতন চক্রবর্ত্তী মহাশয় কর্ত্তৃক তদর্থ ভাষা প্রতিপন্ন
প্রকাশ্যমান গ্রন্থ নানা শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চূড়ামণি
ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক সংশোধিত হয়, একণে পুনর্ব্বার
সংশোধিত হইয়া মুদ্রিত হইল।

এতদাস্থ প্রকাশক

শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস।

কলিকাতা সূচারু যন্ত্রে

শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোং দ্বারা, বাহির মৃজাপুর, ১৩ সংখ্যক ভবনে
দ্বিতীয় বার মুদ্রিত হইল।

শকাব্দাঃ ১৭৮০। সন ১২৬৫।

[মূল্য ২ টাকা মাত্র।]

ভূমিকা।

শ্রীশ্রীহরিলীলা শ্রবণ কীর্ত্তন প্রভৃতিই পরম শ্রেষ্ঠ এতদ্রূপ জ্ঞানপূর্ব্বক যে সকল পুণ্যবান্ ব্যক্তি শ্রীহরিলীলা শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে প্রবৃত্তি করেন তাঁহাদিগের তদুপায় নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থকার ভূমণ্ডলের ভার হরণ এবং ভার হরণের কারণ নিজ ঐশ্বর্য্য দ্বার যদুবংশকে ভূষিত করণ এবং যদুবংশে ইন্দ্রাদি দেবগণের অংশকে অবতীর্ণ করণ প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের বহুবিধ লীলা বর্ণন সকল গ্রন্থের মুকুট ভূষণ স্বরূপে শ্রীমদ্দশমস্কন্ধে করিয়াছেন। সংপ্রতি যোগমায়ার কার্য্যের নির্ব্বাণ এবং নিজ ভক্তকে আত্মতত্ত্বের উপদেশ এবং লীলা নিমিত্ত মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ কথিত দেবগণের অংশের মৌষল লীলাচ্ছলে স্বীয়২ পদ লাভ এতদ্রূপ লীলা করণপূর্ব্বক ব্রহ্মাদি দেবগণে কৃপাকরণার্থে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং বৈকুণ্ঠধাম গমনরূপ লীলা বর্ণন উক্ত গ্রন্থকার কথিত প্রবর্ত্ত জনের আনন্দ জন্য অখিল শাস্ত্ররূপ নক্ষত্রগণের মধ্যে উদিত পূর্ণচন্দ্র সম শ্রীমদেকাদশ স্কন্ধে একত্রিংশৎ অধ্যায় দ্বারা করিতেছেন। ইহাতে বিশেষ এই যে একত্রিংশৎ অধ্যায় মধ্যে প্রথমাধ্যায়ে তত্ত্ব জ্ঞানের হেতু বিষয়াভিলাষ ত্যাগ তন্নিমিত্ত যদুবংশে ব্রহ্মশাপচ্ছলে অতি উদ্ধত বিষয় সুখের অনিত্যত্ব বিজ্ঞাপন। তৎপর অধ্যায় চতুষ্টয় করণক কবি হবি অন্তরীক্ষ প্রবুদ্ধ পিপ্পলায়ন আবির্হোত্র দ্রবিড় চমস এবং করভাজন এই নয় জন যোগীন্দ্র আর নিমি রাজা এই উভয়ের সম্বাদে পরিকরের সহিত পরম তত্ত্বের নিরূপণ। তদনন্তর এক অধ্যায়ে যদুবংশজলধিজাত পূর্ণচন্দ্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং পরম ভাগবত শ্রীকৃষ্ণ প্রেমাস্পদ শ্রীমদুদ্ধব মহাশয় এই উভয়ের সম্বাদ প্রস্তুত। তদুত্তর ত্রয়োবিংশতি অধ্যায় করণক দুষ্পার সংসারার্ণব তরণে কর্ণধাররূপ শ্রীমদুদ্ধব মহাশয় প্রতি সংসার দুঃখজলধি অনায়াস তরণে তরণীরূপ চরণপঙ্কজ শ্রীভগবানের তত্ত্ব নিরূপণ। তৎপর অধ্যায় দ্বয় করণক মৌষলক্রীড়া অর্থাৎ পরস্পর বিরোধ জননানন্তর যদুকুল ক্ষয় ইত্যাদি। এইরূপ একাদশ স্কন্ধের প্রবৃত্তি সেই একাদশ স্কন্ধের ব্যাখ্যা পূর্ব্বাচার্য্য মতাবলম্বন করিয়া স্ববুদ্ধ্যনুসারে করিতেছি॥

প্রথমাধ্যায়ে মৌষলক্রীড়া প্রসঙ্গ নিমিত্ত দশমস্কন্ধে বর্ণিত কথাই পুনর্ব্বার শ্লোকদ্বয়ে কহিতেছেন।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

শরণং।

বংশী বিভূষিত কর নবঘনশ্যাম। পীতাম্বর সর্ব্বলোক মন অভিরাম॥ পঙ্কজলোচন ওষ্ঠ অধর অরুণ। পূর্ণেন্দু সুন্দর মুখ অসংখ্যক গুণ॥ এই রূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ চরণে। প্রণমি প্রবর্ত্ত হই ভাষা বিরচনে॥ অনুগত বিপ্র সুতে ব্যাখ্যাধিক্য হইতে। উদ্ধারিতে হবে প্রভু নয়ন ভঙ্গিতে॥ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ কল্পবৃক্ষ রূপ। প্রণব জানিবে তার অঙ্কুর স্বরূপ॥ প্রভু ভগবান্ বীজ ভক্তি মূলাধার। দ্বাদশ স্কন্ধেতে হয় তাহার বিস্তার॥ ত্রিশত পঞ্চত্রিংশৎ অধ্যায় যাহার। সর্ব্বলোকে প্রকাশিত স্বরূপ শাখার॥ অষ্টাদশ সহস্র যে শ্লোক দল তার। বাঞ্ছিত অর্পণ শীল মহিমা অপার॥ এই রূপ কল্পবৃক্ষ পৃথিবী ভিতরে। সুলভ বিরাজমান সবার উপরে॥ মায়ারূপ অন্ধকার আছয়ে যাহার। উক্ত গ্রন্থ একাদশ রাকা সম তার॥ সেই একাদশ ব্যাখ্যা করিব পয়ারে। কৃপাময় যদি কৃপা করেন আমারে॥ অধ্যায়ের প্রথমেতে যতেক আভাস। গদ্যেতে করিব তার অর্থের প্রকাশ॥ আভাসের বিবরণ শুন সর্ব্বজন। সংক্ষেপেতে অধ্যায়ের অর্থ নিরূপণ॥ কৃপা করি এই ব্যাখ্যা ক... ন গ্রহণ। ইহাতে হইবে ভাব অর্থ প্রকাশন॥

বিজ্ঞাপন।

স্বধর্ম্ম রক্ষার্থে সুযত্নবান্ পরম কারুণিক ভগবদ্ভক্তি পরায়ণ জনগণ সন্নিধানে অস্মদাদির আবেদন মিদং যে এতৎ প্রদেশ মধ্যে বেদ মহাভারত এবং পুরাণ প্রভৃতি নানাবিধ গ্রন্থ চিরকালাবধি প্রচলিত থাকাতেও পণ্ডিত মণ্ডলি ভিন্ন কেহ মর্ম্মার্থ বুঝিতে সক্ষম নহেন এতন্নিমিত্ত সর্ব্বসাধারণ ব্যক্তিব্যূহের সুখ বোধার্থে অনেকানেক গুণি মহাশয়েরা পুরুষার্থ সাধনজন্য তত্তদ্গ্রন্থের কোনং অংশ গৌড়ীয় ভাষায় অতি সুললিত গদ্য পদ্যে প্রকটন পূর্ব্বক দেশের অশেষ বিশেষ উপকার করিতেছেন বিশেষত মান্যবর শ্রীযুক্ত সনাতন চক্রবর্ত্তী মহাশয় মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত শ্রীমদ্ভাগবতীয় একাদশ স্কন্ধ যাহা প্রাকৃত ভাষায় পয়ারাদি ছন্দে প্রকটন করিয়াছিলেন তাহা স্বভাবত সুকঠিন ও মূলের সহিত অনৈক্য বিধায় নানা শাস্ত্রাধ্যাপক ভগবদ্ধর্ম্ম পরায়ণ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চূড়ামণি ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক যথা সাধ্য মূলের সহিত ঐক্য করণানন্তর সম্পূর্ণ রূপে ভাষা সংশোধন করিয়া সজ্জনানুরঞ্জনার্থে এবং সাধারণের হিত জন্য মূল ও তন্নি-ভাগে প্রয়োজনানুসারে স্থানেং ভাগবতশ্রেষ্ঠ মহামান্য পরম পবিত্র শ্রীশ্রীধরস্বামির টীকার অর্থ ও ভাবার্থ গ্রহণপূর্ব্বক অর্থ প্রকাশ করাগিয়াছেন। অনেক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি বন্ধুবর্গের সুযত্নে পয়ারচ্ছন্দে এতদ্দুরূহ ব্যাপার সম্পন্নে যদ্যপি মূলের ভাব-রক্ষাকরণ জন্য স্থানেং সুলালিত্য ও সুশ্রাব্যতার অভাব তথাপি সংসারাবদ্ধ জীবের আশু মুক্তিপদপ্রদ যে ভগবদ্ধর্ম্ম ইহাতে স্বধর্ম্মানুরাগি শ্রীশ্রীহরি পরায়ণ ব্যক্তিবর্গের কদাচ অনাদরণীয় নহে অতএব প্রার্থনা এই যে ইষ্টনিষ্ঠ ধর্ম্মিষ্ঠ মহাশয়েরা স্বীয় মহত্ত্বানুসারে সমস্ত দোষ পরিবর্জ্জন পুরঃসর শূর্পবৎ গুণ গ্রহণে পরিতুষ্ট হইবেন ইত্যলমতি বিস্তরেণ॥

নিম্ন স্বাক্ষরিত গ্রন্থপ্রকাশক ও যন্ত্রাধ্যক্ষের অনুমতি ভিন্ন কেহ এই পুস্তক মুদ্রিত করিলে ব্যবহার নিবর্ত্তক প্রচলিত ব্যবস্থানুসারে রাজদ্বারে দণ্ডভাগী হইবেন ইতি।

শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস।

যন্ত্রাধ্যক্ষ।

নির্ঘণ্ট পত্র।

প্রথম অধ্যায়।

পৃষ্ঠা।

মৌষল উপক্রম ১

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ভক্তিমান শ্রীবসুদেব মহাশয় ভাগবত ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করাতে নিমি রাজার এবং নবযোগেন্দ্রের সম্বাদ দ্বারা দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীনারদ মুনি সকল ভাগবত ধর্ম্ম কহিতেছেন ৬

তৃতীয় অধ্যায়।

শ্রীঋষভ দেবের পুত্র নব যোগেন্দ্রের প্রতি মায়াপ্রশ্ন মায়াতরণ প্রশ্ন ব্রহ্ম-প্রশ্ন এবং কর্ম্মপ্রশ্ন এতৎ প্রশ্ন চতুষ্টয় শ্রীনিমিরাজা কর্ত্তৃক ক্রমে হয়। উক্ত নব যোগেন্দ্রের মধ্যে অন্তরীক্ষ প্রবুদ্ধ পিপ্পলায়ণ এবং আবির্হোত্র এতজ্জন চতুষ্টয় কর্ত্তৃক ক্রমে তদুত্তর হয় শ্রীমদ্গ্রন্থকার তৃতীয়াধ্যায়ে প্রশ্নাদ্যনুসারে এতদ্বর্ণন করিতেছেন ১৮

চতুর্থ অধ্যায়।

শ্রীভগবানের যে যে অবতার এবং তাঁহাদের যে যে কর্ম্ম নিমি রাজা ইহার প্রশ্ন করাতে মনুষ্যের মধ্যে সাত্তম জয়ন্তীনন্দন শ্রীমান দ্রবিড় নামক যোগেন্দ্র উত্তর করেন। এতদ্বর্ণন শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থকার চতুর্থাধ্যায়ে করিতেছেন ৩৩

পঞ্চম অধ্যায়।

ভক্তিহীন জনের কি গতি এবং প্রতি যুগে বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিতে হয় কি প্রকার এই প্রশ্ন নব যোগেন্দ্রের প্রতি নিমি রাজা করাতে তাঁহাদের মধ্যে শ্রীচমস এবং শ্রীমান করভাজন এই দুই জন ক্রমে কথিত প্রশ্নের উত্তর করেন গ্রন্থকর্ত্তা পঞ্চমাধ্যায়ে ইহা বর্ণন করিতেছেন ৪০

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ব্রহ্মাদি দেবগণ দ্বারকায় গমন করেন তৎপর দ্বারকাতে শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করেন তৎপর বৈকুণ্ঠধামে শ্রীকৃষ্ণের গমনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞাত করিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাদির বাক্য স্বীকার করিবার পর দেবগণের সহিত ব্রহ্মা

নির্ঘণ্ট পত্র।

আপন ধামে গমন জন্য তদন্তর শ্রীকৃষ্ণ নিকটে শ্রীউদ্ধব মহাশয় প্রার্থনা [illegible] বৈকুণ্ঠ ধাম প্রাপ্ত করাও। এই বর্ণন গ্রন্থকার ষষ্ঠাধ্যায়ে করিয়াছেন ৫২

সপ্তম অধ্যায়।

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীউদ্ধবের আত্মজ্ঞান সিদ্ধির নিমিত্তে অবধূতের ইতিহাসেতে উক্ত হইয়াছে যে সকল গুরু তন্মধ্যে অষ্ট গুরুর বর্ণন সপ্তম অধ্যায়ে করিয়াছেন ৬৩

অষ্টম অধ্যায়।

অবধূত ব্রাহ্মণ অজগর প্রভৃতি নব জন হইতে যাহা শিক্ষা করেন তাহাই শ্রীকৃষ্ণ বিবেকার্থে পরম ভাগবত শ্রীউদ্ধব মহাশয়ের প্রতি অষ্টমাধ্যায়ে কহিতেছেন ৭৮

নবম অধ্যায়।

কুরর আদি এবং দেহ হইতে অবধূত ব্রাহ্মণ যাহা শিক্ষা করেন যদুরাজা তাহা শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হন তাহাই নবম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের প্রতি বর্ণন করিয়াছেন ৮৭

দশম অধ্যায়।

চতুর্ব্বিংশতি গুরুর উপাখ্যানেতে আত্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভের সম্ভাবনায় আতুর হওয়াতে উদ্ধবের সম্বন্ধে আত্মতত্ত্ব প্রাপ্তি বিষয়ে সাধনের উক্তি অতঃপর ইহা জানিবে দেহ সম্বন্ধ জন্য আত্মার সংসার ঘটে আপন হইতে ঘটে না এই বর্ণন দশম অধ্যায়ে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ করিয়াছেন ৯৫

একাদশ অধ্যায়।

বদ্ধ এবং মুক্তগণের লক্ষণ আর সাধুদিগের এবং ভক্তির লক্ষণ ইহাই একাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শ্রীউদ্ধবের প্রতি কথিত হইয়াছে ১০৪

দ্বাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়ে প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের প্রতি সাধুসঙ্গ মহিমার এবং তদনন্তর কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা কর্ম্ম ত্যাগের ব্যবস্থার বর্ণন করিয়াছেন ১১৫

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ হংসের ইতিহাস দ্বারা সত্ত্ব শুদ্ধিতে করে বিদ্যার উদয়ের ক্রম এবং চিত্তের গুণ দোষ বর্ণন শ্রীউদ্ধবের প্রতি করিয়াছেন .. ১২১

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ভক্তি ইহাই পরম শ্রেয়ো অন্য পরম শ্রেয়ো নয় এই ইহাকে এবং বহু সাধনের সহিত ধ্যানযোগকে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বর্ণন করিতেছেন ১৩০

পঞ্চদশ অধ্যায়।

তদনন্তর শ্রীবিষ্ণু পদ সংপ্রাপ্তি বিষয়ে ব্যবধানত্ব রূপে অভিমত ধারণানুগত সকল সিদ্ধিকে পঞ্চদশ অধ্যায়ে কহিয়াছেন ১৩৯

ষোড়শ অধ্যায়।

হরির আবির্ভাবযুক্ত বিভূতি সকল এবং জ্ঞান বীর্য্য প্রভাব আদি ষোড়শাধ্যায়ে বিশেষ বর্ণন করিতেছেন ১৪৬

সপ্তদশ অধ্যায়।

তদনন্তর সপ্তদশাধ্যায়ে ভক্তিলক্ষণ স্বধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করাতে হংসদেব কর্ত্তৃক উক্ত ব্রহ্মচারির এবং গৃহীর ধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব মহাশয়ের প্রতি কহিতেছেন .. ১৫৪

অষ্টাদশ অধ্যায়।

বানপ্রস্থ এবং যতির ধর্ম্ম আর অধিকারী বিশেষে উক্ত ধর্ম্মের বিশেষ অষ্টাদশ অধ্যায়ে কহিয়াছেন ১৬৫

একোনবিংশতি অধ্যায়।

আশ্রম ধর্ম্মতো জ্ঞানাদির নির্ণয় পূর্ব্বেতে করিয়া একোনবিংশতি তমাধ্যায়ে জ্ঞানাদির ত্যাগ কহিতেছেন ১৭৩

বিংশতি অধ্যায়।

অধিকারি বিস্তার হেতু গুণ দোষ ব্যাবস্থার নিমিত্তে ভক্তিযোগ জ্ঞানযোগ এবং ক্রিয়াযোগ এই যোগত্রয় বিংশাধ্যায়ে কহিয়াছেন ১৮২

একবিংশতি অধ্যায়।

একবিংশতি অধ্যায়ে ক্রিয়া জ্ঞান এবং ভক্তিতে অনধিকারি কামীদিগের দ্রব্য দেশাদিতে গুণ দোষ বিস্তার করিয়াছেন ১৯০

দ্বাবিংশতি অধ্যায়।

তত্ত্ব সংখ্যা সকলের অবিরোধ প্রকার প্রকৃতি পুরুষ বিবেক এবং জন্ম মৃত্যু প্রকারাদি দ্বাবিংশাধ্যায়ে কহিতেছেন ২০০

ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়।

ভিক্ষু গীতানুসারে বুদ্ধির দ্বারা মানসের সংযমরূপ তিরস্কার সহনের উপায় ত্রয়োবিংশাধ্যায়ে কহিতেছেন ও দুর্জ্জনের উপদ্রব নিশ্চয় দুঃসহ অতএব ক্রমশঃ অধ্যায় চতুষ্টয়ে তাহার উপায় বর্ণন করিতেছেন ২১২

চতুর্বিংশতি অধ্যায়।

আত্মার সকল পদার্থের উৎপত্তি এবং বিনাশ চিন্তাদ্বারা সাংখ্যযোগেতে করেয় মনের মোহ নিবারণ চতুর্ব্বিংশাধ্যায়ে করিতেছেন ·· ·· ২২৩

পঞ্চবিংশতি অধ্যায়।

আত্মার নৈর্গুণ্য জ্ঞানের নিমিত্তে চিত্তপ্রভাব সত্বাদি গুণের অনেক প্রকার বৃত্তি নিরূপণ পঞ্চবিংশাধ্যায়ে করিতেছেন ·· ·· ·· ·· ২২৯

ষড়্বিংশতি অধ্যায়।

দুষ্টসঙ্গ দ্বারা যোগেতে নিষ্ঠার বিঘাত আর সাধুসঙ্গ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা এই বর্ণন ষড়্বিংশাধ্যায়ে করিতেছেন। সঙ্গ দ্বারা যোগির যোগ বিভ্রংশ হয় অতএব সর্ব্বথা সঙ্গ নিবারণের নিমিত্তেঐলরাজার গীত বিস্তার করিতেছেন ২৩৩

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

সদ্যশ্চিত্ত প্রসন্নতা কারক আর সর্ব্বকাম প্রাপ্তির হেতু অঙ্গের সহিত ক্রিয়াযোগের উক্তি সংক্ষেপেতে সপ্তবিংশাধ্যায়ে করিয়াছেন ·· ·· ২৪১

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

পূর্ব্বে যে জ্ঞানযোগ বিস্তার করিয়া বর্ণন করিয়াছেন পুনর্ব্বার তাহা অষ্টাবিংশাধ্যায়ে সংক্ষেপ করিয়া নিরূপণ করিতেছেন ·· ·· ·· ·· ২৫৪

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

পূর্ব্বে যে ভক্তিযোগ বিস্তার করিয়া নিরূপণ করিয়াছেন তাহাই ঊনত্রিংশাধ্যায়ে স্বভক্তের নিমিত্ত সংক্ষেপে কহিতেছেন ·· ·· ·· ·· ২৬৪

ত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ স্বীয়ধামে গমনেচ্ছুক হইয়া প্রথমাধ্যায়ে উপক্ষিপ্ত মৌষল লীলাচ্ছলে নিজ কুল সংহার করেন ইহা ত্রিংশাধ্যায়েও গ্রন্থকার বর্ণন করিয়াছেন ·· ২৭৪

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

ভূমণ্ডল হইতে ভগবান্ স্বীম ধাম গমন করেন তদনন্তর বসুদেবাদি তাঁহার পশ্চাৎ প্রীতিযুক্ত হইয়া গমন করেন প্রথমে দেবগণের অংশকে যদুগণ রূপে অবতীর্ণ করিয়া পুনর্ব্বার সেই অংশ সকলকে দেবগণে মিলন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ইচ্ছায় স্বীয় দেহের সহিত স্বীয় ধামে প্রবেশ করেন ইহা একত্রিংশাধ্যায়ে গ্রন্থকার বর্ণন করিয়াছেন ·· ·· ·· ·· ·· ·· ২৮৩

শ্রীকৃষ্ণো
জয়তি।

শ্রীমদ্ভাগবতীয়

একাদশ স্কন্ধঃ।

শ্রীশুক উবাচ। ১। কৃত্বা দৈত্যবধং কৃষ্ণঃ সরামো যদুভির্বৃতঃ।
ভুবোঽবতারয়দ্ভারং জবিষ্ঠং জনয়ন্ কলিং॥

কহেন শ্রীশুকদেব শুন পরীক্ষিৎ। দৈত্যবধ করি কৃষ্ণ রামের সহিত॥
যদুগণাবৃতে দূর কৈলা ভূমি ভার। কলহ জন্মান প্রভু যাহাতে সংহার॥

। ২। যে কোপিতাঃ সুবহু পাণ্ডুসুতাঃ সপত্নৈর্দুর্দ্যূতহেলনকচগ্রহণাদিভিস্তান॥
কৃত্বা নিমিত্ত মিতরেতরতঃ সমেতান্ হত্বা নৃপান্নিরহরৎ ক্ষিতিভার মীশঃ

যেরূপ কলহ জন্মাইয়া নারায়ণ। ভূভার হরেণ তার শুন বিবরণ॥
দুর্য্যোধন আদি সবে বৈরতা আচরি। কপট পাষক ক্রীড়া অবজ্ঞাদি করি॥
যে পাণ্ডবে কোপ করাইল বহুবার। সেইত পাণ্ডব সেই কুরুকুল আর॥
পরস্পর নিমিত্ত করিয়া নারায়ণ। উভয় পক্ষেতে যে মিলিত রাজাগণ॥
সে সকল নৃপতির করিয়া সংহার। হরিলেন কৃষ্ণচন্দ্র অবনির ভার॥

। ৩। ভূভাররাজপৃতনা যদুভির্নিরস্য
গুপ্তৈঃ স্ববাহুভিরচিন্তয়দপ্রমেয়ঃ।
মন্যেঽবনের্ননু গতো ঽপ্যগতং হি ভারং
যদ্‌যাদবং কুলমহো অবিসহ্য আস্তে।

পৃথিবীর ভার ভূত যত নরপতি। সেই রূপ তাহাদের যত সেনাপতি॥
স্ববাহু রক্ষিত যত যাদবের দ্বারে। বিবাহাদি ছলে বধ করি তা সবারে॥
এই রূপ চিন্তা করিলেন নারায়ণ। শুনহ নৃপতি সে চিন্তার বিবরণ॥
লোক প্রতীতিতে গত অবনির ভার। সে ভার আছয়ে মনে সর্ব্বদা আমার॥
যেহেতু আছয়ে সব যাদব দুর্ব্বার। ইহারা থাকিতে কি রূপেতে গেল ভার॥
কৃষ্ণের এচেষ্টা নাহি জানে যদুগণে। ঈশ্বরের চিন্তা তারা জানিবে কেমনে॥

।৪। নৈবান্যতঃ পরিভবোঽস্য ভবেৎ কথঞ্চি-
ন্মৎসংশ্রয়স্য বিভবোন্নহনস্য নিত্যং।
অন্তঃ কলিং যদুকুলস্য বিধায় বেণু-
স্তম্বস্য বহ্নিমিব শান্তি মুপৈমি ধাম॥

অন্য হইতে পরাভব এসবার নয়। যেহেতু আমারে নিত্য করেছে আশ্রয়॥ তার মধ্যে অশ্ব মাতঙ্গাদি বলান্বিত। নাহিমানে লোক ধর্ম্ম বিভব গর্ব্বিত॥ মনে কৈলা যাদব কিরূপে নাশ হবে। আপনি নাশিলে অপকীর্ত্তি লোকে গাবে॥ পরস্পর বিরোধ সবার যদি হয়। তবে সে দেখি যে আমি যদুকুল ক্ষয়॥ বংশবনে বহ্নি যেন বংশ করে নাশ। সেরূপে একুল নাশে নাহবে আয়াস॥ যদুবংশ ধ্বংস করি শান্তিকে লভিব। তার পর নিজ ধাম বৈকুণ্ঠে চলিব॥

।৫। এবং ব্যবসিতো রাজন্ সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বরঃ।
শাপব্যাজেন বিপ্রাণাং সংজহ্রে স্বকুলং বিভুঃ॥

দেখ ভূপ ঈশ্বরের যে হয় মনন। কোন প্রকারেতে নহে তাহার খণ্ডন॥ এসব বিচার মনে করিয়া নিশ্চয়। বিপ্র শাপ ছলে বংশ করিলেন ক্ষয়॥

।৬। স্বমূর্ত্ত্যা লোকলাবণ্যনির্ম্মুক্ত্যা লোচনং নৃণাং।
গীর্ভিস্তাঃ স্মরতাং চিত্তং পদৈস্তা ঈক্ষতাং ক্রিয়াঃ॥

অবতার প্রয়োজন সম্পন্ন করিয়া। নিজধাম গতি তাঁর শুন স্থির হৈয়া॥ লোকের সৌন্দর্য্য যাহে করে অপ্রকাশ। হেন মূর্ত্তি পৃথিবীতে করিয়া প্রকাশ॥ শরীর লাবণ্য তাঁর অতি মনোহর। সেরূপ দেখিয়া অন্য নাহি দেখে নর॥ অবিরত সুধা সম বলিয়া বচন। সবাকার চিত্ত তাহে করিলা হরণ॥ সেবাক্য স্মরণ যারা নিরন্তর করে। তারা কি অপর বাক্য চিত্তে আর ধরে॥ যেখানে সেখানে কৃষ্ণ করিত ভ্রমণ। সেপদের চিহ্ন যারা করিত দর্শন॥ তাহারা কি অন্য স্থানে কিসেও করে মনঃ। এইরূপে নয়নাদি করি আচ্ছাদন॥ সেকালের বর্ত্তমান যত জীব ভূরি। নেত্রাদির বৃত্তি তাদের আত্ম নিষ্ঠ করি॥

।৭। আচ্ছিদ্য কীর্ত্তিং সুশ্লোকাং বিতত্য হ্যঞ্জসা নু কৌ।
তমো হনয়া তরিষ্যন্তীত্যগাৎ স্বং পদমীশ্বরঃ॥

অতঃপর জন্মিবেক যত জীবগণ। ইহাতেই তাদেরাশু ভব নিস্তরণ॥ এই রূপ কৃপাময় করিয়া মনন। যেই লীলা শ্লোক করি গায় কবিগণ॥

সেই রূপ নিজ লীলা মর্ত্ত্যেতে বিস্তরি। স্বধর্ম্মেতে শুভগম করিলা শ্রীহরি॥
অতএব হরি লীলা করিবে শ্রবণ। কৃতাঞ্জলি করি কহে দ্বিজ সনাতন॥

শ্রীরাজোবাচ। ৮। ব্রহ্মণ্যানাং বদান্যানাং নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনাং।
ব্রহ্মশাপঃ কথমভূদ্বৃষ্ণীনাং কৃষ্ণচেতসাং॥

এত শুনি রাজা তবে কহেন বচন। শুন২ মুনিবর করি নিবেদন॥
বৃদ্ধের সেবক নিত্য ব্রহ্মণ্য সুদাতা। যদু বৃষ্ণি বংশ শুনি কৃষ্ণে এক চেতা॥
হেন যদু বংশে কেন ব্রহ্ম শাপ হৈল। এক কথা শুনিতে বড় কৌতুক জন্মিল॥

। ৯। যন্নিমিত্তঃ স বৈ শাপো যাদৃশো দ্বিজসত্তম।
কথমেকাত্মনাং ভেদ এতৎ সর্ব্বং বদস্ব মে॥

যে নিমিত্ত শাপ হৈল অহে মুনিবর। যাদৃক সে শাপ কহ করিয়া বিস্তর॥
এক আত্মা সবার কলহ কেন হৈল। যে কলহে যদুগণ বিনাশ পাইল॥
এই সব প্রশ্ন মুনি কহ বিবরিয়া। তব কৃপা বলে যাব সংসার তরিয়া॥

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ। ১০। বিভ্রদ্বপুঃ সকলসুন্দরসন্নিবেশং কর্ম্মাচরন্
ভুবি সুমঙ্গল মাপ্তকামঃ। আস্থায় ধাম রমমাণ-
উদারকীর্ত্তিঃ সংহর্ত্তুমৈচ্ছত কুলং স্থিতকৃত্যশেষঃ॥

এত শুনি বলিতে লাগিলা মুনিবর। কৃষ্ণ কথা সর্ব্বথা করিয়া সমাদর॥
শুন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র পূর্ণব্রহ্ম ময়। সকল কামেতে পূর্ণ জানিহ নিশ্চয়॥
তথাপি অদ্ভুত রূপ ধরি নারায়ণ। সুমঙ্গল কর্ম্ম করিলেন আচরণ॥
দ্বারিকা নগরে থাকি করিলা বিহার। গৃহি হেতু গৃহ ধর্ম্ম করিলা প্রচার॥
বহু ফল প্রদা কীর্ত্তি করিয়া বিস্তার। শেষ যে আছিল কার্য্য হরিতে ভুভার॥
তাহা সংপূর্ণেতে কৃষ্ণ করিয়া মনন। নিজ কুল হরিতে ইচ্ছিলা নারায়ণ॥

। ১১। কর্ম্মাণি পুণ্যনিবহানি সুমঙ্গলানি গায়জ্জগৎকলিমলাপহরাণি কৃত্বা।
কালাত্মনা নিবসতা যদুদেবগেহে পিণ্ডারকং সমগমন্ মুনয়ো নিসৃষ্টাঃ॥
বিশ্বামিত্রোঽসিতঃ কণ্বো দুর্ব্বাসা ভৃগুরঙ্গিরাঃ।
কশ্যপো বামদেবো২ত্রির্ব্বশিষ্ঠো নারদাদয়ঃ॥

ঈশ্বরেচ্ছা ব্রহ্ম শাপ দেখহ রাজন। পুণ্য কর্ম্ম হেতু বিপ্রে কৈলা নিমন্ত্রণ॥
মুনিগণ হরষিতে দ্বারকা আইলা। অশ্বমেধ আদি কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণ করিলা॥
সুমঙ্গল কর্ম্ম করিলেন নারায়ণ। যে কর্ম্ম গাইলে কলি মলের হরণ॥
যদুদেব গৃহে কাল রূপী ভগবান। বিবিধ মঙ্গল কর্ম্ম করি সমাধান॥

পরেতে বিদায় করিলেন নারায়ণ। পিণ্ডারকে চলিলেন যত মুনিগণ॥
বিশ্বামিত্র অসিত দুর্ব্বাসা মুনিজন। ভৃগু কণ্ব অঙ্গিরা কশ্যপ তপোধন॥
বামদেব বশিষ্ঠ নারদ আদি করি। কিকহিব শ্রীকৃষ্ণের লীলার মাধুরি॥

।১২। ক্রীড়ন্তস্তানুপব্রজ্য কুমারা যদুনন্দনাঃ।
উপসংগৃহ্য পপ্রচ্ছুরবিনীতা বিনীতবৎ॥

যাদব কুমার সব খেলিতে খেলিতে। মুনিগণ নিকটে গেলেন হরষিতে॥
বিনয় পূর্ব্বক সবে ধরিয়া চরণ। মনে উপহাস বাহ্যে বিনয় বচন॥

।১৩। তে বেশয়িত্বা স্ত্রীবেশৈঃ সাম্বং জাম্ববতীসুতং॥

সেই সব শিশুগণ মিলিত হইয়া। জাম্ববতী সুত সাম্বে স্ত্রীবেশ করিয়া॥

।১৪। এষা পৃচ্ছতি বোবিপ্রা অন্তর্ব্বত্ন্যসিতেক্ষণা। প্রষ্টুং বিলজ্জতী সাক্ষাৎ
প্রব্রূতামোঘদর্শনাঃ॥ প্রসোষ্যন্তী পুত্রকামা কিংস্বিৎ সংজনয়িষ্যতি॥

কুমার সকলে কহে করি সম্বোধন। মুনিগণ সবে হন অমোঘ দর্শন॥
অহে মুনিগণ দেখ এইত যুবতী। প্রসুত সময় এর হয়েছে সংপ্রতি॥
সাক্ষাতে আসিয়া লজ্জা করে জিজ্ঞাসিতে। এই হেতু আমাদিগকে বলিছে কহিতে॥ পুত্র কিম্বা কন্যা হবে করি নিরূপণ। এগর্ব্ভেতে কি আছে বলহ মুনিগণ॥ পুত্র অভিলাষ বড় হয়েছে ইহার। কি হবে বলহ সবে করিয়া বিচার॥

।১৫। এবং প্রলব্ধা মুনয়স্তানূচুঃ কুপিতা নৃপ।
জনয়িষ্যতি বো মন্দা মুষলং কুলনাশনং॥

পরিহাসে এত যদি বলে শিশুগণ। কোপেতে সকল মুনি বলেন তখন॥
ওরে মন্দা এই গর্ব্ভেমুষল জন্মিবে। তোমরা সকুলে যাতে বিনাশ পাইবে॥

।১৬। তৎ শ্রুত্বা তেঽতিসংত্রস্তা বিমুচ্য সহসোদরং।
সাম্বস্য দদৃশুস্তত্র মুষলং খল্বয়স্ময়ং॥

এত শুনি শিশুগণ সভয় হইল। বস্ত্র নিরাবৃত করি উদর দেখিল॥
বাহির হইল তাহে লোহার মুষল। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা ইহা জানিবে সকল॥

।১৭। কিং কৃতং মন্দভাগ্যৈর্নঃ কিং বদিষ্যন্তি নো জনাঃ।
ইতি বিহ্বলিতা গেহানাদায় মুষলং যযুঃ॥

আমা সবাকার সম মন্দভাগ্য নাই। পরস্পর সবে বলে কি করিনু ভাই॥
কি বলিবে একথা শুনিলে সর্ব্বজন। এই রূপ ব্যাকুল হইয়া শিশুগণ॥
মুষল লইয়া গৃহে করিলা গমন। শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় শুন সর্ব্ব জন॥

। ১৮। তচ্চোপনীয় সদসি পরিম্লানমুখশ্রিয়ঃ।
রাজ্ঞ আবেদয়াঞ্চক্রুঃ সর্ব্বযাদবসন্নিধৌ॥
শ্রুত্বামোঘং বিপ্রশাপং দৃষ্ট্বা চ মুষলং নৃপ।
বিস্মিতা ভয়সংত্রস্তা বভূবুর্দ্বারকৌকসঃ॥

উগ্রসেন রাজা ছিল সভাতে বসিয়া। যাদব সকল ছিল তাঁহাকে বেড়িয়া॥ মুষল লইয়া সবে রাজাকে কহিল। দৈবাধীনে কেহ কৃষ্ণে নাহি জানাইল॥ অলঙ্ঘ্য বিপ্রের শাপ না হয় খণ্ডন। তাহা শুনি দ্বারকার যত প্রজাগণ॥ মুষল দেখিয়া সবে বিস্মিত কাতর। সর্ব্বনাশ উপস্থিত ভাবে পরস্পর॥

। ১৯। তচ্চূর্ণয়িত্বা মুষলং যদুরাজঃ স আহুকঃ।
সমুদ্রসলিলে প্রাস্যল্লোহঞ্চাস্যাবশেষিতং॥

রাজা উগ্রসেন মনে বিচার করিল। চূর্ণ করি মুষল সমুদ্রে ফেলাইল॥ চূর্ণ অবশেষ যেই মুষল আছিল। তাহাও সমুদ্র জলে ফেলাইয়া দিল॥

। ২০। কশ্চিৎ মৎস্যোঽগ্রসীল্লোহং চূর্ণানি তরলৈস্ততঃ।
উহ্যমানানি বেলায়াং লগ্নান্যাসন্ কিলৈরকাঃ॥

লৌহশেষ এক মৎস্য আসিয়া গিলিল। মুষলের যত চূর্ণ জলে পড়েছিল॥ সে সব তরঙ্গ বেগে কুলেতে লাগিল। এরকার বনরূপে তাহাতে জন্মিল॥

। ২১। মৎস্যো গৃহীতো মৎস্যঘ্নৈর্জালেনান্যৈঃ সহার্ণবে।
তস্যোদরগতং লোহং স শল্যে লুব্ধকো ঽকরোৎ॥

অন্য মৎস্য সহযোগে জালেতে ধীবর। ধরিলেক সেই মৎস্য সমুদ্র ভিতর॥ ব্যাধ তারে কিনিলেক ভক্ষণ কারণ। মৎস্যোদরে লৌহ পায়্যা হরষিত মন॥ সেই লৌহ ফল করি শর অগ্রে দিল। যত্নকরি আপনার তুণেতে রাখিল॥

। ২২। ভগবান্ জ্ঞাতসর্ব্বার্থ ঈশ্বরো ঽপি তদন্যথা।
কর্ত্তুং নৈচ্ছদ্বিপ্রশাপং কালরূপ্যন্বমোদত॥

ইতি শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে মৌষলোপক্রমঃ প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥

সর্ব্বার্থজ্ঞ ভগবান সকল জানিয়া। ব্রহ্মশাপ নিবারণে সমর্থ হইয়া॥ ইচ্ছা না করিলা ব্রহ্মশাপ নিবারণে। কাল রূপী হেতু অতি আহ্লাদিত মনে॥ একাদশ স্কন্ধের এই অধ্যায় প্রথম। দ্বিজ সনাতন ভণে মৌষলোপক্রমঃ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়ের আভাস।

দ্বিতীয়ে নিমিজায়ন্তসম্বাদেনাহ নারদঃ।
ধর্ম্মান্ ভাগবতান্ ভক্ত্যা বসুদেবায় পৃচ্ছতে॥

ভক্তিমান শ্রীবসুদেব মহাশয় ভাগবত ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করাতে নিমি রাজার এবং নবযোগেন্দ্রের সম্বাদ দ্বারা দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীনারদ মুনি সকল ভাগবত ধর্ম্ম কহিতেছেন।

শ্রীশুক উবাচ। ১। গোবিন্দভুজগুপ্তায়াং দ্বারবত্যাং কুরূদ্বহ।
অবাৎসীন্নারদো হভীক্ষ্ণং কৃষ্ণদর্শনলালসঃ॥

তদন্তে কহেন শুক শুন নৃপবর। কৃষ্ণভুজ রক্ষিত যে দ্বারকা নগর॥
সতত নারদ মুনি থাকেন তথায়। কৃষ্ণ উপাসনাতে লালসা সর্ব্বদায়॥
অনুক্ষণ কৃষ্ণ তাঁরে করেন বিদায়। তথাপিহ পুনঃ পুনঃ থাকেন তথায়॥

॥ ২॥ কো নু রাজন্নিন্দ্রিয়বান্ মুকুন্দচরণাম্বুজং।
ন ভজেৎ সর্ব্বতো মৃত্যুরুপাস্যমমরোত্তমৈঃ॥
তমেকদাতু দেবর্ষিং বসুদেবো গৃহাগতং।
অর্চ্চিতং সুখমাসীন মভিবাদ্যেদমব্রবীৎ॥

মুক্ত দেবঋষি তবু থাকি দ্বারকায়। সদা আমোদিত হন কৃষ্ণের সেবায়॥
অহে ভূপ কোন্ জীব ইন্দ্রিয় ধরিয়া। মুকুন্দ পদারবিন্দ না ভজে পাইয়া॥
অমর উত্তম আদি ভজে যে চরণ। সে পদ ভজিতে ভূপ কার নহে মন॥
মুক্ত ভিন্ন যত জীব ভুবনে আছয়। সর্ব্বত্র জানিহ তার আছে মৃত্যু ভয়॥
মৃত্যু ভয় জিনিতে কেবল কৃষ্ণ সেবা। ইন্দ্রিয় ধরিয়া তাহা নাহি করে কেবা॥ এক দিন বসুদেব গৃহে ঋষি গেলা। অশেষ যতনে তেঁহ নারদে পূজিলা॥ আসনে বসিল মুনি পুজিত হইয়া। তদন্তরে বসুদেব বলেন বন্দিয়া॥

। ৩। শ্রীবসুদেব উবাচ॥ ভগবন্ভবতো যাত্রা স্বস্তয়ে সর্ব্বদেহিনাং।
কৃপণানাং যথা পিত্রো রুত্তমঃশ্লোকবর্ত্মনাং॥

অনন্তর বসুদেব স্থির করি মন। নারদ নিকটে কন বিনয় বচন॥

পিত্র্যাদির আগমন অপত্য কুশলে। যথা মহতের যাত্রা দীনের মঙ্গলে॥
ভগবান রূপ তুমি তব আগমন। সকল দেহির হয় কল্যাণ কারণ॥

।৪। ভূতানাং দেবচরিতং দুঃখায় চ সুখায় চ।
সুখায়ৈব হি সাধুনাং ত্বাদৃশামচ্যুতাত্মনাং॥

দেবতা হইতে শ্রেষ্ঠ হন সাধু জন। সাধু হইতে সর্ব্বসুখ হয় অনুক্ষণ॥
দেবতা হইতে সুখ দুঃখ দুই হয়। বিবরিয়া বলি শুন তার পরিচয়॥
অতিশয় বৃষ্টি যদি দেবতা করয়। তবেত সবার দুঃখ হয় অতিশয়॥
সুবৃষ্টি করিলে শুভ লভে সর্ব্বজন। এই হেতু দেব হইতে অধিক সজ্জন॥
তব সম যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণেতে মন। তাঁহাদের এই রূপ হয় আচরণ॥

।৫। ভজন্তি যে যথা দেবান্ দেবা অপি তথৈব তান্।
ছায়েব কর্ম্মসচিবাঃ সাধবো দীনবৎসলাঃ॥

সুখ দানে দেবগণ যেইরূপ হন। সেই রূপ সাধুজন কদাপিও নন॥
যে রূপেতে দেবতারে ভজে যেই জন। সেই রূপে দেবগণ দয়াবান্ হন॥
ছায়া সম দেবগণ কর্ম্মেতে সহায়। দীনের বৎসল সাধু জানি সর্ব্বথায়॥

।৬। ব্রহ্মংস্তথাপি পৃচ্ছামো ধর্ম্মান্ ভাগবতাংস্তব।
যান্ শ্রুত্বা শ্রদ্ধয়া মর্ত্ত্যো মুচ্যতে সর্ব্বতো ভয়াৎ॥

যদ্যপি ব্রহ্মন্ তব শুভ আগমনে। কৃতার্থ হয়েছি আমি ইহা জানি মনে॥ তথাপি তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব। যে ধর্ম্মে তোমায় তুষ্ট হইল মাধব॥ শ্রদ্ধাকরি যেই ধর্ম্ম শুনি মর্ত্ত্য জন। সংসারাদি সর্ব্ব ভয় হৈতে মুক্ত হন॥ সেই ভাগবত ধর্ম্ম জিজ্ঞাসি তোমায়। মনে অভিলাষ এই কহিবে আমায়॥

।৭। অহং কিল পুরানন্তং প্রজার্থো ভুবি মুক্তিদং।
অপূজয়ং ন মোক্ষায় মোহিতো দেবমায়য়া॥

যদি বল তোমার তনয় ভগবান। তোমা হতে প্রসাদের পাত্র কেবা আন॥
এ কথা কখন মুনি না করিহ মনে। আমার বৃত্তান্ত বলি তোমার চরণে॥
পূর্ব্বে করেছিলাম ঐ কৃষ্ণে আরাধন। সেই আরাধন মুনি পুত্রের কারণ॥
মোক্ষের কারণে নাহি সেবিলাম তাঁয়। মোহিত হইয়া ছিলাম দেবের মায়ায়॥ মুক্তিদাতা সেই কৃষ্ণ পুজিলাম তাঁরে। পুত্র অভিলাষে মাত্র অবনি ভিতরে॥

।৮। যথা বিচিত্রব্যসনাদ্ভবদ্ভি র্বিশ্বতো ভয়াৎ।
মুচ্যেমহ্যঞ্জসৈবাদ্ধা তথা নঃ শাধি সুব্রত॥

এইত সংসারে মুনি বিচিত্র ব্যসন। ভয়ের কারণ ইহা হয় অনুক্ষণ॥
যেরূপে কৃপায় তব সংসার হইতে। অনায়াসে তরে যাই সংপুর্ণরূপেতে॥
এইরূপ শিক্ষা দেহ প্রভু কৃপাময়। শোভন নিয়ম তব তুমি দয়াময়॥

।৯। শ্রীশুকউবাচ॥ রাজন্নেবং কৃতপ্রশ্নো বসুদেবেন ধীমতা।
প্রীত স্তমাহ দেবর্ষি র্হরেঃ সংস্মারিতো গুণৈঃ॥

কহেন শ্রী শুকদেব পরীক্ষিত ভূপে। বসুদেব প্রশ্ন যদি কৈল এইরূপে॥
শ্রীহরির গুণে মুনি হইয়া স্মারিত। সন্তুষ্ট হইয়া তবে বলেন ত্বরিত॥

।১০। শ্রীনারদউবাচ॥ সম্যগেতদ্ব্যবসিতং ভবতা সাত্বতর্ষভ।
যৎপৃচ্ছসে ভাগবতান্ ধর্ম্মাংস্ত্বং বিশ্বভাবনান্॥

কৃপা করি শ্রীনারদ কহেন তখন। মন দিয়া শ্রেষ্ঠমতি করিবে শ্রবণ॥
কৃত নিশ্চয়েতে হলে প্রশংসা ভাজন। ভাগবত ধর্ম্ম জিজ্ঞাসিলে যে কারণ॥
বিশ্বের শোধক যেই ভাগবত ধর্ম্ম। জানিতে করিলে ইচ্ছা সে ধর্ম্মের মর্ম্ম॥

।১১। শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাত আদৃতো বানুমোদিতঃ।
সদ্যঃ পুনাতি সদ্ধর্ম্মো দেববিশ্বদ্রুহোঽপি হি॥

শ্রবণাদি মাত্রে যেই ধরে গুণ চয়। দেব বিশ্ব দ্রোহিকেও পবিত্র করয়॥
সে ধর্ম্ম শুনিতে তব হইল বাসনা। আমারেও করাইলে কৃষ্ণে একমনা॥

।১২। ত্বয়া পরমকল্যাণপুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
স্মারিতো ভগবানদ্য দেবো নারায়ণো মম॥

পরম কল্যাণ পুণ্য শ্রবণ কীর্ত্তন। স্মরণ করালে তুমি হেন নারায়ণ॥
অদ্য দেব ভগবানে স্মরণ করালে। এঘটনা হৈল মম কিবা ভাগ্যফলে॥

।১৩। অত্রাপ্যুদাহরন্তীম মিতিহাসং পুরাতনং।
আর্ষভাণাঞ্চ সম্বাদং বিদেহস্য মহাত্মনঃ॥

এই ভাগবত ধর্ম্ম নির্ণয় কারণ। কবিরা বলেন ইতিহাস পুরাতন॥
ঋষভ পুত্রের সহ বিদেহ রাজার। সম্বাদ হইয়া ছিল যে ধর্ম্ম কথার॥
সে কথা শ্রবণ কর হয়্যা স্থির মনঃ। ভাগবত ধর্ম্ম যাহে হয় নিরূপণ॥
বিদেহ রাজার কিছু শুন বিবরণ। জানিবে তাঁহার হয় অতিশ্রেষ্ঠ মন॥

।১৪। প্রিয়ব্রতো নাম সুতো মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্য যঃ।
তস্যাগ্নীধ্রস্ততো নাভি র্ঋষভস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ॥

প্রিয়ব্রত সায়ম্ভুব মনুর তনয়। অগ্নিধ্র তাহার পুত্র জানিহ নিশ্চয়॥
অগ্নিধ্রের পুত্র হৈল নাভি নরপতি। নাভির হইল সুত ঋষভ সুমতি॥

।১৫। তমাহুর্বাসুদেবাংশং মোক্ষধর্ম্মবিবক্ষয়া
অবতীর্ণং সুতশতং তস্যাসীদ্ব্রহ্মপারগং॥

বাসুদেব অংশ তেঁহ সর্ব্ব শাস্ত্রে গায়। পৃথিবীতে মোক্ষ ধর্ম্ম কবার ইচ্ছায়॥
অবতীর্ণ হৈল তেঁহ বড়ই সুভগ। শত পুত্র হৈল তাঁর বেদেতে পারগ॥

॥১৬॥ তেষাং বৈ ভরতোজ্যেষ্ঠোনারায়ণপরায়ণঃ।
বিখ্যাতং বর্ষমেতদ্ যন্নাম্না ভারতমদ্ভুতং॥

শত পুত্র মধ্যেতে ভরত হৈল জ্যেষ্ঠ। নারায়ণ পরায়ণ বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠ॥
অজনাভ নাম এই বর্ষের আছিল। ভরতের নামে বর্ষ ভারত হইল॥
অদ্ভুত আখ্যান হৈল ভারত ভূমিতে। ভরত মহিমা কেবা পারয়ে বর্ণিতে॥
নরপতি হইয়া ভরত যশোধন। এই পৃথিবীরে ধর্ম্মে করিলা পালন॥

॥১৭॥ সভুক্তভোগাং ত্যক্ত্বেমাং নির্গতস্তপসা হরিং।
উপাসীনস্তৎপদবীং,লেভে বৈ যন্মভিস্ত্রিভিঃ॥

সেই রাজা অবনির বিষয় ভোগিল। তদন্তর কহি শুন যাহা তেঁহ কৈল॥
বিরক্ত হইয়া ভোগ ভোগ তেয়াগিয়া। গৃহ হৈতে বিনির্গত বনে প্রবেশিয়া॥
তথায় তপস্যা করি হরি উপাসিলা। তিন জন্মে কৃষ্ণ পদ ভূপতি লভিলা॥

॥১৮॥ তেষাং নবনবদ্বীপপতয়োঽস্য সমন্ততঃ।
কর্ম্মতন্ত্রপ্রণেতারএকাশীতির্দ্বিজাতয়ঃ॥

শত পুত্র মধ্যে তার পুত্র নয় জন। নব খণ্ড পতি হৈল শুনহ রাজন॥
একাশীতি নয় রহে ব্রাহ্মণ ধর্ম্মেতে। কর্ম্ম মার্গ প্রচারিল ভারত.বর্ষেতে॥

॥১৯॥ নবাভবন্মহাভাগামুনয়োহ্যর্থশংসিনঃ।
শ্রমণাবাতবসনাআত্মবিদ্যাবিশারদাঃ॥
কবির্হবিরন্তরীক্ষঃ প্রবুদ্ধঃ পিপ্পলায়নঃ।
আবির্হোত্রোঽথ দ্রবিড়শ্চমসঃ করভাজনঃ॥

শেষ নয় পুত্র সেই ঋষভের ছিল। পরমার্থ.ধর্ম্মে তারা পারগ হইল॥
শ্রম করিতেন নিত্য আত্ম অভ্যাসেতে। দিগম্বর সুখি আত্ম বিদ্যা নৈ-
পুণ্যেতে॥ তাসভার নামবলি সর্ব্ব গোচরার্থং। কবি হবি অন্তরীক্ষ প্রবুদ্ধ

চতুর্থ॥ পঞ্চম পিপ্পলায়ন আবির্হোত্র ছয়। দ্রবিড় চমস কর ভাজন এনয়॥
এ নব জনের পুণ্য কেবা করে অন্ত। এই নব ঋষি হন মহাভাগ্যবন্ত॥

॥২০॥ তএতে ভগবদ্রূপং বিশ্বং সদসদাত্মকং।
আত্মনোঽব্যতিরেকেণ পশ্যন্তোব্যচরন্মহীং॥

এই নয় জন হন অতিশয় জ্ঞানী। আত্ম বিশারদ হৈয়্যা ভ্রমেণ ধরণি॥
স্থূল সূক্ষ্মরূপে বিশ্ব হয়েছে সৃজন। ঈশ্বরের রূপ এক নানা নিরূপণ॥
কিন্তু আত্মা হৈতে অব্যতিরেক কেবল। দেখিয়া বেড়ান সবে ভুবন মণ্ডল॥

॥২১॥ অব্যাহতেষ্টগতয়ঃ সুরসিদ্ধসাধ্যগন্ধর্ব্বযক্ষনরকিন্নরনাগলোকান্।
মুক্তাশ্চরন্তি মুনিচারণভূতনাথবিদ্যাধরদ্বিজগবাং ভুবনানি কামং॥

সর্ব্বত্র বেড়ান সবে হয়ে কৃষ্ণ মতি। যথা ইচ্ছা তথা যান অব্যাহত গতি॥
দেবলোক সিদ্ধলোক সাধ্যলোক যান। ইচ্ছা হৈলে গন্ধর্ব্বের নগরে বেড়ান॥
যক্ষ নর কিন্নর ভুজঙ্গ লোক গতি। সর্ব্বত্র বেড়ান কিন্তু অনাসক্ত অতি॥
মুনি ভূতনাথ আর চারণ নগরে। সর্ব্বদা বেড়ান দ্বিজ বিদ্যাধর পুরে॥
গোলোক ভ্রমণ নিত্য করেন আদরে। যথা ইচ্ছা যান কেহ নিবারিতে নারে॥

॥২২॥ তএকদা নিমেঃ সত্রমুপজগ্মুর্যদৃচ্ছয়া।
বিতায়মানমৃষিভিরজনাভেমহাত্মনঃ॥

দৈবাধীন এক দিন এই নয় জন। ভারতবর্ষেতে সুখে করিতে ভ্রমণ॥
নিমির সদনে গেলা ভ্রমিতে২। দেখিলেন নিমি আছে যজ্ঞ সদনেতে॥
ঋষিগণ করিতেছে যজ্ঞ অনুষ্ঠান। নব সিদ্ধ প্রবেশিল যজ্ঞ সন্নিধান॥
মহাত্মা সে নিমি রাজা বিদিত ভুবন। যে রাজার গুণ সবে করেন বর্ণন॥

॥২৩॥ তান দৃষ্ট্বা সূর্য্যসঙ্কাশান্ মহাভাগবতান্ নৃপ।
যজমানোঽগ্নয়োবিপ্রাঃ সর্ব্বএবোপতস্থিরে॥

মহা ভাগবত তারা সিদ্ধ নয় জন। শরীরের জ্যোতি যেন রবির কিরণ॥
সিদ্ধগণে দেখিয়া উঠিল যজমান। অগ্নিসহ বিপ্রগণ উঠিয়া দাণ্ডান॥

॥২৪॥ বিদেহস্তানভিপ্রেত্য নারায়ণপরায়ণান্।
প্রীতঃ সংপূজয়াঞ্চক্রে আসনস্থান্ যথার্হতঃ॥

অনুমানে বুঝিলেন বিদেহ নৃপতি। নয় জন নারায়ণ পরায়ণ অতি॥

তুষ্ট হৈয়া আসনেতে বসাইলা আনি। কর পুটে কহে রাজা গদ গদ বাণী ॥
আনন্দিত মন হৈল বিদেহ রাজার। বিধি মতে পূজন করিল তাসবার ॥

॥২৫॥ তান্ রোচমানান স্বরুচা ব্রহ্মপুত্রোপমান নব।
পপ্রচ্ছ পরমপ্রীতঃ প্রশ্রয়াবনতোনৃপঃ ॥

তা সবারে দেখিলা অত্যন্ত রোচমান। শরীরের কান্তি ব্রহ্ম পুত্রের সমান ॥
দেখি প্রীতি যুক্তে রাজা হয়ে অবনত। সবিনয়ে জিজ্ঞাসিলা নিজ অভিমত ॥

বিদেহউবাচ।২৬। মন্যে ভগবতঃ সাক্ষাৎ পার্ষদান্ বোমধুদ্বিষঃ।
বিষ্ণোর্ভূতানি লোকানাং পাবনানি চরন্তি হি ॥

সাক্ষাৎ যে ভগবান শ্রীমধুসূদন। বুঝিনু তোমরা তাঁর পারিষদ গণ ॥
বিষ্ণু ভক্ত গণ সবে ভুবন মধ্যেতে। সতত ভ্রমেণ জীবে পবিত্র করিতে ॥

।২৭। দুর্লভোমানুষোদেহোদেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।
তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনং ॥

দেহিগণ মধ্যে এই মনুষ্যের দেহ। ক্ষণ ধ্বংসী হইলেও দুঃখে লভ্য সেহ ॥
তাহে যদি হয় কৃষ্ণ প্রিয় দরশন। অত্যন্ত দুর্লভ এই হেন লয় মন ॥
এইত দর্শন যদি আমার ঘটিল। সুপ্রভাত নিশা মম অদ্য হয়েছিল ॥

।২৮। অতআত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামোভবতোঽনঘাঃ।
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ সেবধির্নৃণাং ॥

অতএব আত্যন্তিক মঙ্গল জিজ্ঞাসি। সর্ব্বরূপে অনিন্দ্য তোমরা গুণরাশি ॥
ক্ষণার্দ্ধ নরের যদি সাধু সঙ্গ হয়। সেই সে পরম নিধি আনন্দ আলয় ॥
এসংসারে অল্প কাল হৈলে সাধু সঙ্গ। তাহাতে নরের হয় সুখের তরঙ্গ ॥

।২৯। ধর্ম্মান্ ভাগবতান্ ব্রূত যদি নঃ শ্রুতয়ে ক্ষমং।
যৈঃ প্রসন্নঃ প্রপন্নায় দাস্যত্যাত্মানমপ্যজঃ ॥

পূর্ব্বোক্ত মঙ্গল হেতু ধর্ম্ম ভাগবত। তাহা কহ যদ্যপি আমরা অভিমত ॥
যে ধর্ম্ম হইতে তুষ্ট হৈয়া ভগবান। প্রপন্ন জনায় দেন আত্মাকেও দান ॥

শ্রীনারদউবাচ।৩০। এবং তে নিমিনা পৃষ্টাবসুদেবমহত্তমাঃ।
প্রতিপূজ্যাব্রুবন প্রীত্যা সসদস্যর্ত্বিজং নৃপং ॥

নারদ বলেন তবে বসুদেব শুন। এরূপেতে জিজ্ঞাসিত হয়ে ঋষিগণ ॥

সদস্য ঋত্বিক সহ নৃপতির তরে। প্রশংসিয়া রাজ বাক্য বলেন সাদরে॥

শ্রীকবিরুবাচ। ৩১। মন্যেঽকুতশ্চিদ্ভয়মচ্যুতস্য পাদাম্বুজোপাসনমত্র নিত্যং।
উদ্বিগ্নবুদ্ধেরসদাত্মভাবাৎ বিশ্বাত্মনা যত্র নিবর্ত্ততে ভীঃ॥

তুষ্ট হৈয়া ঋষিগণ রাজার বাক্যেতে। অত্যন্ত মঙ্গল কবি কহেন অগ্রেতে॥ অসৎ দেহকে যারা চিন্তে আপনার। সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন চিত্ত হয় তা সবার॥ যথা তথা তাহাদের নাহি ঘুচে ভয়। কৃষ্ণ পাদ পদ্ম সেবা সকল অভয়॥ কৃষ্ণ পদাম্বুজ যদি সেবন করয়। এভব সংসার পার অবশ্যই হয়॥ শ্রীকৃষ্ণ চরণ সেবা অত্যন্ত মঙ্গল। যাহাতে ঘুচয়ে জীবের যত অকুশল॥

। ৩২। যে বৈ ভগবতা প্রোক্তাউপায়াআত্মলব্ধয়ে।
অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান॥

ভাগবত ধর্ম্মের লক্ষণ শুন বলি। যে কথা শুনিলে তুমি হবে কুতুহলি॥ মনু আদি ধর্ম্ম শাস্ত্র বক্তা যত ছিলা। আশ্রমাদি ধর্ম্ম তাঁর মুখে প্রকাশিলা॥ পরম রহস্য এই ভাগবত ধর্ম্ম। কৃষ্ণ বিনা ইহার না জানে কেহ মর্ম্ম॥ অনায়াসে আত্ম লাভ করিবে অজ্ঞান। এই হেতু নিজ মুখে প্রভু ভগবান॥ যতেক কহিলা আত্ম লাভের উপায়। শুন রাজা ভাগবত ধর্ম্ম বলি তায়॥

। ৩৩। যানাস্থায় নরোরাজন্ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ॥

যে ধর্ম্ম আশ্রয় করি নর সুখে তরে। তার বিবরণ শুন বলিহে তোমারে॥ যোগী যথা যোগ ধর্ম্মে বিঘ্নে অভিভূত। সেরূপে এধর্ম্মে জীব নহে বিঘ্নে হতঃ॥ শ্রুতি স্মৃতি না জানিয়া শুনহে রাজন। ক্রম ভঙ্গে অথবা করিলে আচরণ॥ প্রত্যবায়ী ফলভ্রষ্ট অন্য ধর্ম্মে হয়। যে ধর্ম্মেতে নাহি এই উভয়ের ভয়॥ সেই ভাগবত ধর্ম্ম শুনহ বিদেহ। যাহার শ্রবণে তব ঘুচিবে সন্দেহ॥

। ৩৪। কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ।
করোতি যদ্যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ॥

ভাগবত ধর্ম্ম কহি বিদেহ রাজন। সকল শাস্ত্রেতে যাহা করে বিরূপণ॥ নিজ চিত্ত অনুগত যে স্বভাব হন। সেই হেতু কর্ম্ম করে যত জীব গণ॥

কায় মনো বাক্য বুদ্ধি ইন্দ্রিয়েতে করি। নানাবিধ কর্ম্ম করে কে কবে বিস্তরি ॥ সেই সব কর্ম্ম যদি পর নারায়ণে। অভিমান তেজি জীব করে সমর্পণে ॥ এইরূপ কর্ম্ম রাজা ভাগবত ধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণের উক্তি ইহা গীতায় আছে মর্ম্ম ॥

।৩৫। ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ
স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ ॥
তন্মায়য়াঽতোবুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥

যদি বল কি কারণ ঈশ্বর ভজিবে। অজ্ঞান কল্পিত ভয় জ্ঞানে নিবর্ত্তিবে ॥
ইহার উত্তর শুন বিদেহ নৃপতি। যাহাতে সন্দেহ যাবে শুদ্ধ হবে মতি ॥
ঈশ্বরে বিমুখ হয় যত জীব গণ। তাঁর মায়া হৈতে হয় স্বরূপাস্ফুরণ ॥
অস্ফুরণ হৈলে অহং বুদ্ধি স্বদেহেতে। ইহা হৈলে মমতাদি হয় সকলেতে॥
তা হৈলে অশেষ ভয় হয় সর্ব্বত্রেতে। অতএব তাঁর সেবা আছে শাস্ত্র মতে॥
এই হেতু সুধী জন ঈশ্বর ভজিবে। তাহাতেই অনায়াসে ভয় নিবর্ত্তিবে ॥
গুরুতে দেবতা আর শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি করি। যতনে ভজিবে জীব কৃপাময় হরি ॥
সেইরূপে ভক্তিতে ভজিবে শ্রীকৃষ্ণেরে। যাহাতে সর্ব্বদা হৃদে সেইরূপস্ফুরে॥

।৩৬। অবিদ্যমানোঽপ্যবভাতি হি দ্বয়োর্ধ্যাতুর্ধিয়া স্বপ্নমনোরথৌ যথা।
তৎকর্ম্মসংকল্পবিকল্পকং মনোবুধোনিরুন্ধ্যাদভয়ং ততঃ স্যাৎ ॥

যদি বল বিষয় আসক্ত যত জন। মনে সেই রূপ স্ফূর্ত্তি সদা কি কারণ ॥
সংসারের ভয় তার যাইবে কি রূপে। তাহার উত্তর শুন বলিব স্বরূপে ॥
দ্বিতীয় প্রপঞ্চ যারে বলিহে বিষয়। অবিদ্যমানেও হয় তাহার উদয় ॥
বিষয় করিলে ধ্যান মনের দ্বারায়। স্বপ্ন মনোরথ যথা প্রকাশকে পায় ॥
সেরূপ সকল মিথ্যা যাবৎ বিষয়। আপনার মন রাজা এসব কল্পয় ॥
যেই মন হৈতে এত অনর্থ ঘটয়। বুদ্ধিমান যত্নে সেই মন করে জয় ॥
মন জয় হৈলে ঘুচে বিষয় কল্পনা। তার পর ভজনেতে ঘুচে গতি নানা ॥

।৩৭। শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণের্জন্মানি কর্ম্মাণি চ যানি লোকে।
গীতানি নামানি তদর্থকানি গায়ন্ বিলজ্জোবিচরেদসঙ্গঃ ॥

এরূপে দুষ্কর মন বশেতে রাখিতে। তাহার সুগম মার্গ শুন এক চিত্তে ॥
ভক্ত হেতু নারায়ণ হন অবতার। তার পর নানা কর্ম্ম করেন বিস্তার ॥

অনন্ত কর্ম্মাদি অন্ত কে পারে করিতে। প্রসিদ্ধ আছয়েযেই কর্ম্ম ভুবনেতে॥
সেই জন্ম কর্ম্ম আর তদর্থক নাম। যাহাতে ভক্তের হয় পূর্ণ মনস্কাম॥
সমাদরে তাহা নিত্য করিবে শ্রবণ। লজ্জা ত্যজি নিত্য তাহা করিবে গায়ন॥
সঙ্গ ত্যজি ভ্রমণ করিবে অনুদিন। ক্রমে ক্রমে মন তবে হয়ত অধীন॥

। ৩৮। এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগোদ্রুতচিত্তউচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥

যেই জন এইরূপ করে আচরণ। শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে লাভ হয় প্রেম ধন॥
শ্লথতা হৃদয় হয় প্রেম ধন হলে। জিত কৃষ্ণ চিন্তা করি হাসে কুতুহলে॥
এত কাল উপেক্ষা করিলা নারায়ণ। এতেক ভাবিয়া মনে করেন রোদন॥
হা কৃষ্ণ বলিয়া ঘন ডাকে অনুক্ষণ। অতি আনন্দেতে পুনঃ করয়ে গায়ন॥
উন্মত্ত সমান নৃত্য করয়ে সে জনে। বিবশ হইয়া যেন গ্রহ আকর্ষণে॥

। ৩৯। খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশোদ্রুমাদীন্।
সরিৎসমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং যৎ কিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ॥

আর শুন শ্রীকৃষ্ণেতে প্রেমের লক্ষণ। কৃষ্ণ বিনা অন্য নাহি জানে কদাচন॥
আকাশ পবন বহ্নি সলিল ভূতল। নানা সত্ব দিক ক্রম নক্ষত্র মণ্ডল॥
নদ নদী আদি সব কৃষ্ণ কলেবর। এই রূপে প্রায়নতি করে নিরন্তর॥

। ৪০। ভক্তিঃ পরেশানুভবোবিরক্তিরন্যত্র চৈষত্রিকএককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসং॥

যদি বল সমারূঢ় যোগের এগতি। অনেক জন্মেতে হয় সুদুর্লভ অতি॥
নাম সংকীর্ত্তন মাত্রে কি রূপে তা হয়। কদাচিৎ না করিহ এমত সংশয়॥
কৃষ্ণ পদে প্রেম ভক্তি জন্মে যেই রূপে। সে দৃষ্টান্ত বলি রাজা শুনহ স্বরূপে॥
প্রপন্ন শ্রীকৃষ্ণ পদে হৈল যেই জন। তার ভক্তি আদি তিন এক কালে হন॥
প্রেম ভক্তি আর কৃষ্ণ রূপ স্ফূর্ত্তি হয়। সেজনের সংসারেতে বৈরাগ্য জন্ময়॥
শ্রীকৃষ্ণ ভজন কালে হয় এই তিন। প্রতি গ্রাসে যথা তুষ্টি পুষ্টি ক্ষুধাহীন॥

। ৪১। ইত্যচ্যুতাঙ্ঘ্রিং ভজতোনুবৃত্ত্যা ভক্তির্বিরক্তির্ভগবৎপ্রবোধঃ।
ভবন্তি বৈ ভাগবতস্য রাজন্ ততঃ পরাং শান্তিমুপৈতি সাক্ষাৎ॥

তার পর সেই জীব কৃষ্ণের কৃপায়। শুন বিবরণ যথা কৃতার্থতা পায়॥
কৃষ্ণপদ ভজেন যে ভাগবত জনা। তার ভক্তি হয় রাজা সে প্রেম লক্ষণা॥

সকল বিষয়ে তার বৈরাগ্য জন্ময়। ক্রমেতে শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব অনুভব হয়॥
পরেতে পরম শান্তি লভে সেই জন। ভব সিন্ধু তরঙ্গে না পড়ে কদাচন॥

শ্রীরাজোবাচ। ৪২। অথ ভাগবতং ব্রূত যদ্ধর্ম্মো যাদৃশো নৃণাং।
যথাচরতি যদ্বূতে যৈর্লিঙ্গৈর্ভগবৎপ্রিয়ঃ॥

বিদেহ বলেন শুন সিদ্ধ মহাশয়। ভাগবত জনে যদি এত গুণ হয়॥
তাদের স্বরূপ কহ কি প্রকার ধর্ম্ম। কিরূপ স্বভাব কহ বিবরিয়া মর্ম্ম॥
কি রূপ থাকেন তাঁরা কি রূপ বচন। কিবা চিহ্ন ধরে সেই ভাগবত জন॥
কৃষ্ণ প্রিয় হন তাঁরা কি রূপ প্রকারে। বিবরিয়া মুনিবর কহিবে আমারে॥

শ্রীহরিরুবাচ। ৪৩। সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

এত জিজ্ঞাসিলা যদি বিদেহ রাজন। বলিছেন হরি ভাগবতের লক্ষণ॥
সকল ভূতেতে আমি ব্রহ্মরূপে আছি। ব্রহ্মরূপে সর্ব্বভূতে আশ্রয় হয়েছি॥
জীব মধ্যে এই রূপ দেখে যেই জন। ভাগবতোত্তম তাঁকে জানিহ রাজন॥
অথবা সকল ভূতে নিয়ন্তৃরূপেতে। আছেন শ্রীহরি প্রভু পূর্ণ ঐশ্বর্য্যেতে॥
ভগবৎ শ্রীহরিতে তাহারা আছয়। তাহাতে হরির কিন্তু আসক্তি না হয়॥
সর্ব্বত্রেতে পরিপূর্ণ হরি ভগবান। ইহা যে দেখয়ে সেই ভাগবৎ প্রধান॥
জীবেশ্বর ভেদ ইথে করিবে সন্ধান। বিনয় পূর্ব্বক দ্বিজ সনাতন গান॥

। ৪৪। ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেম মৈত্রী কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥

ভাগবত মধ্যমের শুনহ লক্ষণ। মনোযোগ করি বুঝ বিদেহ রাজন॥
ঈশ্বরেতে প্রেম নিত্য করয়ে শ্রদ্ধায়। ঈশ্বর অধীন জনে করে মৈত্র তায়॥
জড়েরে দেখিয়া কৃপা করে অনুক্ষণ। উপেক্ষা করেন শত্রুগণেতে রাজন॥
এইরূপ ভেদাক্রান্তা হয় যার মতি। ভাগবত মধ্যম সে জানিহ নৃপতি॥

। ৪৫। অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥

প্রাকৃত ভক্তের চিহ্ন শুনহ নিশ্চয়। শ্রদ্ধা করি প্রতিমাতে কৃষ্ণেরে পূজয়॥
কিন্তু কৃষ্ণ ভক্ত জনে শ্রদ্ধা নাহি করে। সেইরূপ অন্য জনে নাহিক আদরে॥
জানিহ প্রাকৃত ভক্ত এই চিহ্ন যার। ভক্তিমার্গে প্রবর্ত্তন জানিহ তাহার॥
ক্রমেতে হইবে তার উত্তম লক্ষণ। কোন প্রকারেতে নিন্দ্য নহে ভক্ত জন॥

।৪৬। গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান যোন দ্বেষ্টি ন হৃষ্যতি।
বিষ্ণোর্মায়া মিদং পশ্যন সবৈ ভাগবতোত্তমঃ॥

উত্তম ভক্তের পুনঃ বলিব লক্ষণ। না করে বিষয় গ্রাহ্য কৃষ্ণে যার মন॥ ইন্দ্রিয়েতে যত কিছু করয়ে গ্রহণ। নাহি সুখ দুঃখ দ্বেষ নহে হৃষ্ট মন॥ বিষ্ণু মায়া এই বিশ্ব সকল দেখয়। তাহারে উত্তম ভক্ত জানিহ নিশ্চয়॥

।৪৭। দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়াং যোজন্মাপ্যয়ক্ষুদ্ভয়তর্ষকৃচ্ছ্রৈঃ।
সংসারধর্ম্মৈরবিমুহ্যমানঃ স্মৃত্যাহরের্ভাগবতঃ প্রধানঃ॥

দেহের জনম নাশ মন পায় ভয়। ইন্দ্রিয়ের শ্রম বুদ্ধি তৃষ্ণাতুর হয়॥ ক্ষুধাতে আকুল প্রাণ এসব ভাবেতে। কদাচিৎ লিপ্ত আত্মা নহে কোন মতে॥ এসব সংসার ধর্ম্ম বলিয়া জানয়। এসব ভাবেতে মোহ কদাচিৎ নয়॥ কারণ সতত করে কৃষ্ণচন্দ্রে ধ্যান। জানিহ এমত জনে ভক্তের প্রধান॥

।৪৮। ন কামকর্ম্মবীজানাং যস্য চেতসি সম্ভবঃ।
বাসুদেবৈকনিলয়ঃ সবৈ ভাগতোত্তমঃ॥

ভোগ কর্ম্ম বাসনা জীবের যেই হয়। ইহা যার চিত্তে রাজা না হয় উদয়॥ বাসুদেবে কেবল যে করয়ে আশ্রয়। উত্তম ভক্তের চিহ্ন এইরূপ হয়॥

।৪৯। ন যস্য জন্মকর্ম্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ।
সজ্জতেঽস্মিন্নহং ভাবোদেহেবৈ সহরেঃ প্রিয়ঃ॥

জিজ্ঞাসিয়া ছিলে কৃষ্ণ প্রিয় হয় কিসে। তার প্রত্যুত্তর শুন বলিব বিশেষে॥ জন্ম কর্ম্ম কুল আদি অহঙ্কার শূন্য। এইরূপ অহে ভূপ কৃষ্ণ প্রিয় চিহ্ন॥ যার নাহি জন্ম কর্ম্ম কুলে অহঙ্কার। উত্তম অধম আদি জাতির বিচার॥ দেহে অভিমান শূন্য কৃষ্ণেরে ভজয়। সেই জন কৃষ্ণ প্রিয় জানিহ নিশ্চয়॥

।৫০। ন যস্য স্বঃপরইতি বিত্তেষাত্মনি বা ভিদা।
সর্ব্বভূতসমঃ শান্তঃ সবৈ ভাগবতোত্তমঃ॥

ভেদ বুদ্ধি নাহি যার আত্ম পর জনে। ভিন্ন করি নাহি জানে স্বীয় পর ধনে॥ সর্ব্ব ভূতে সম দর্শী শান্ত হয় যেই। ভাগবত জন মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয় সেই॥

।৫১। ত্রিভুবনবিভবহেতবেপ্যকুণ্ঠস্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্ব্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাল্লবনিমেষার্দ্ধমপি সবৈষ্ণবাগ্র্যঃ॥

ত্রিভুবন বিভব সে যদ্যপি লভয়। তবু লব নিমেষার্দ্ধ অহে সদাশয়॥

বিচলিত নহে কৃষ্ণপদ সেবা হৈতে। অজিতাত্ম সুরাদির অন্বেষণ যাতে॥ কৃষ্ণ পাদপদ্ম হৈতে অন্য নাহি সার। এহেতু ত্রৈলোক্য ভোগে তুচ্ছ বুদ্ধি যার॥ বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠ বলি জানিহ তাহারে। উত্তম ভক্তের চিহ্ন বলিনু তোমারে॥

। ৫২। ভগবত উরুক্রমাঙ্ঘ্রিশাখানখমণিচন্দ্রিকয়া নিরস্ততাপে।
হৃদি কথমুপসীদতাং পুনঃ সপ্রভবতি চন্দ্রইবোদিতেৰ্কতাপঃ॥

যদি বল তাপ হয় বিষয় কামেতে। কি রূপেতে সুস্থ মন সে তাপ থাকিতে॥ ইহার উত্তর বলি শুন মহীপাল। যাহাতে ঘুচিবে তব বিষয় জঞ্জাল॥ উরুক্রম কৃষ্ণের যে চরণ কমল। তার শাখা রূপ যেই অঙ্গুলি সকল॥ তার নখ চন্দ্রিকার শীতল গুণেতে। নিরস্ত হইল তাপ যেই হৃদয়েতে॥ সে হৃদয়ে বিষয়ের তাপ কিবা করে। চন্দ্রোদয়ে অর্কতাপ যেন না সঞ্চারে॥

। ৫৩। বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদ্ধ-
রিরবসাদভিহিতোপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রসনয়াধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ সভবতি
ভাগবতপ্রধানউক্তঃ॥ ইত্যেকাদশে দ্বিতীয়ঃ॥

অবশেতে কৃষ্ণ বলি ডাকিলে নিশ্চয়। যে হরি করেণ তার নাশ অঘচয়॥ প্রেম রসনায় হয়ে বন্দিত চরণ॥ পরম দয়ালু কৃষ্ণ অঘ বিমোচন॥ সেই কৃষ্ণ না ছাড়েন হৃদয় যাহার। বৈষ্ণব প্রধান সেই সকলের সার॥ একাদশ স্কন্ধে শ্রীল ভাগবত মতে। বসুদেব নারদের সংবাদ প্রশ্নেতে॥ বিদেহের প্রশ্নে জায়ন্তেয় উপাখ্যান। দ্বিতীয় অধ্যায় ভণে দ্বিজ সনাতন॥

তৃতীয় অধ্যায়ের আভাস।

মায়াতত্তরণব্রহ্মকর্ম্মপ্রশ্নচতুষ্টয়ে।
তৃতীয়ে তুত্তরং দত্তমার্ষভৈর্মুনিভিঃ পৃথক॥

শ্রীঋষভ দেবের পুত্র নব যোগেন্দ্রের প্রতি মায়াপ্রশ্ন মায়াতরণপ্রশ্ন ব্রহ্মপ্রশ্ন এবং কর্ম্মপ্রশ্ন এতৎ প্রশ্ন চতুষ্টয় শ্রীমন্নিমিরাজ কর্ত্তৃক ক্রমে হয়। উক্ত নব যোগেন্দ্রের মধ্যে অন্তরীক্ষ প্রবুদ্ধ পিপ্পলায়ন এবং আবির্হোত্র এতজ্জন চতুষ্টয় কর্ত্তৃক ক্রমে তদুত্তর হয় শ্রীমদ্গ্রন্থকার তৃতীয়াধ্যায়ে প্রশ্নাদ্যনুসারে এতদ্বর্ণন করিতেছেন॥

শ্রীরাজোবাচ। ১। পরস্য বিষ্ণোরীশস্যমায়িনামপি মোহিনীং।
মায়াং বেদিতুমিচ্ছামোভগবন্তোব্রুবন্তু নঃ॥

শুন সর্ব্ব সভ্য জন স্থির করি মন। শ্রীনিমি রাজার উক্ত যেরূপ বচন॥
পরম ঈশ্বর বিষ্ণু তাঁর মায়া যিনি। মায়াবী জনের তিনি হন বিমোহিনী॥
সে মায়া জানিতে ইচ্ছা করেছি আমরা। ভগবন্ত আমাদিগে বল হে তোমরা॥

। ২। নানুতৃপ্যে জুষন্ যুষ্মদ্বচোহরিকথামৃতং।
সংসারতাপনিস্তপ্তোমর্ত্যস্তত্তাপভেষজং॥

বিনয়েতে তোমাদিগে করি নিবেদন। মৃত্যুভয় আছে মম না হয় খণ্ডন॥
আপনা হইতে এই সংসার তাপেতে। উত্তপ্ত হইয়া আছি ক্লেশ সমূহেতে॥
এই তাপ নিবারণে করিয়া মনন। শ্রীহরির কথা আমি করিয়ে শ্রবণ॥
সংসারেতে যত তাপ তার নিবারণে। এ বিনা ঔষধি নাই ইহা লয় মনে॥
শ্রীকৃষ্ণের লীলা কথা অমৃত সমান। তোমাদের মুখ হৈতে করিতেছি পান॥
ইহা ত্যাগ করিবারে মন নাহি হয়। প্রভুর চরিত্র কহ হইয়া সদয়॥

শ্রীঅন্তরীক্ষউবাচ। ৩। এভির্ভূতানিভূতাত্মা মহাভূতৈর্মহাভুজ।
সসর্জোচ্চাবচান্যাদ্য স্বমাত্রাত্মপ্রসিদ্ধয়ে॥

এত যদি জিজ্ঞাসিলা নিমি নৃপবর। শ্রীমানন্তরীক্ষ তাহে করেন উত্তর॥
কারণ স্বরূপ প্রভু আদি যেঁহ হন। আকাশ আদির তেঁহ করিলা সৃজন॥

মহা বাহো সেই হরি আকাশ আদিতে। উচ্চাবচ সৃষ্টি কৈলা কে পারে বর্ণিতে॥ আপনার ভক্তদের মঙ্গল কারণ।'ভগবান এই সব করিলা সৃজন॥ অথবা আপন অংশ যত জীব গণ। তাহাদের ভোগ আর মুক্তির কারণ॥ সকল সৃজেন তিনি জানিহ নিশ্চয়। সবিশেষ কহি তাহা শুন মহাশয়॥

।৪। এবং সৃষ্টানি ভূতানি প্রবিষ্টঃ পঞ্চধাতুভিঃ।
একধা দশধাত্মানং বিভজন জুষতে গুণান॥

জীব উপকার হেতু উক্ত রূপে হরি। মহা ভূতে নানা ভূত সৃজিলেন ভূরি॥ অন্তর্যামিরূপে তথী প্রবিষ্ট হইলা। এক বিধ মন রূপে আত্মাকে করিলা॥ ইন্দ্রিয় রূপেতে তাহা দশ বিধ করি। জীবেরে বিষয় ভোগ করান শ্রীহরিঃ॥

।৫। গুণৈর্গুণান সভুঞ্জানআত্মপ্রদ্যোতিতৈঃ প্রভুঃ।
মন্যমানইদং সৃষ্টমাত্মানমিহ সজ্জতে॥

অন্তর্যামী যে ইন্দ্রিয়ে প্রকাশ করয়। সে ইন্দ্রিয় দ্বারে জীব বিষয় ভুঞ্জয়॥ সমর্থ হইয়া সেহ বিষয় ভুঞ্জিয়া। তদন্তর যাহা করে কহি বিবরিয়া॥ যেই দেহ সৃষ্টি কৈলা প্রভু ভগবান। সেই দেহে জীব করে আত্ম অভিমান॥ আত্ম অভিমান করি প্রমাদে পড়য়। নিজ দেহে অনুরাগী অতিশয় হয়॥

।৬। কর্ম্মাণি কর্ম্মভিঃ কুর্ব্বন সনিমিত্তানি দেহভৃত্।
তত্তৎ কর্ম্মফলং গৃহ্নন ভ্রমতীহ সুখেতরং॥

যেহেতু জীবের হয় সংসার জনন। ওহে নৃপ শুন তথা করি নিবেদন॥ বাসনা সহিত কর্ম্ম কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারে। কত শত করে জীব সংসার ভিতরে॥ সেই সেই কর্ম্ম ফল দুঃখরূপ হয়। গ্রহণ করিয়া ইহ সংসার ভ্রময়॥

।৭। ইত্থং কর্ম্মগতীর্গচ্ছন বহ্বভদ্রবহাঃ পুমান।
আভূতসংপ্লবাৎ সর্গপ্রলয়াবশ্নুতে হবশঃ॥

অনেক অশুভ যাহা কর্ম্ম গতি পান। এইরূপ কর্ম্মগতি পাইয়া পুমান॥ আভূত সংপ্লবাবধি এইত সাংসারে। জন্ম মৃত্যু দুই ধর্ম্মাবশে ভোগ করে॥

।৮। ধাতুপপ্লবআসন্নে ব্যক্তং দ্রব্যগুণাত্মকং।
অনাদিনিধনঃ কালো অব্যক্তায়াপকর্ষতি॥

আকাশাদি পঞ্চভূত লয়ের কারণ। আসন্ন হইলে কাল করে আকর্ষণ॥ স্থূল সূক্ষ্ম যত কার্য্য আছয়ে জগতে। অব্যক্ত মায়ার প্রতি সবাকে লইতে॥

। ৯ । শতবর্ষাহ্যনাবৃষ্টির্ভবিষ্যত্যুল্বণা ভুবি।
তৎকালোপচিতোষ্ণার্কোলোকাংস্ত্রীন প্রতপিষ্যতি ॥

লয়ের কারণ সর্ব্ব শুনহ রাজন। তোমার গোচরে আমি করি বিবরণ ॥
শত বর্ষ অনাবৃষ্টি উৎকট হইবে। উষ্ণ হৈয়া রবিগণ ত্রিলোক তাপিবে ॥
এইরূপে অনাবৃষ্টি এমহী মণ্ডলে। হইবে হে সভ্য জন জানিহ সকলে ॥

। ১০ । পাতালতলমারভ্য শঙ্কর্ষণমুখানলঃ।
দহন্নূর্দ্ধশিখোবিষ্বগ্বর্দ্ধতে বায়ুনেরিতঃ ॥

পাতাল আরম্ভ করি করিবে দহন। সঙ্কর্ষণ মুখ বহ্নি সে উচ্চ জ্বলন ॥
সর্ব্বত্র বেড়িবে সেই পবন ঈরিত। ভণে দ্বিজ সনাতন হয়ে অতি ভীত ॥

। ১১ । সম্বর্ত্তকোমেঘগণোবর্ষতি স্ম শতং সমাঃ।
ধারাভির্হস্তিহস্তাভির্লীয়তে সলিলে বিরাট ॥

প্রলয়ের কর্ত্তা আছে যত মেঘগণ। শত বর্ষ পর্য্যন্ত সে করিবে বর্ষণ ॥
হস্তিহস্ত সম ধারা বর্ষিবে সেকালে। বিরাট পাবেন লয় প্রলয় সলিলে ॥

। ১২ । ততোবিরাজমুৎসৃজ্য বৈরাজঃ পুরুষোনৃপ।
অব্যক্তং বিশতে সূক্ষ্মং নিরিন্ধনইবানলঃ ॥

বিরাট দেহের পুরুষ বিরাট ত্যজিয়া। প্রকৃতি মধ্যেতে লয় পাবেন আসিয়া ॥ দহন হইলে কাষ্ঠ বহ্নি নাহি রয়। সেই রূপ তেঁহ হন প্রকৃতিতে লয় ॥

। ১৩ । বায়ুনাহৃতগন্ধাভূঃ সলিলত্বায় কল্পতে।
সলিলং তদ্ধৃতরসং জ্যোতিষ্ট্বায়োপকল্পতে ॥

মহদাদি পৃথিব্যন্ত কারণেতে লয়। তাহার প্রকার শুন নিমি সদাশয় ॥
পৃথিবীর গন্ধ বায়ু হরিবে যখন। আপনি পৃথিবী জল হবেন তখন ॥
জল হৈতে রস বায়ু লবেন হরিয়া। অগ্নিতে পাবেন লয় সলিল আসিয়া ॥

। ১৪ । হৃতরূপন্তু তমসা বায়ৌ জ্যোতিঃ প্রলীয়তে।
হৃতস্পর্শোবকাশেন বায়ুর্নভসি লীয়তে ॥

অনলের রূপ তমো হরিবে যখন। পবনে অনল লয় পাবেন তখন ॥
স্পর্শ গুণ পবনের আকাশ হরিবে। আকাশে পবন তবে প্রবেশ করিবে ॥

। ১৫ । কালাত্মনা হৃতগুণং নভআত্মনি লীয়তে।

আকাশের শব্দ গুণ প্রভু কাল হরে। লয় পায় আকাশ তামস অহংকারে ॥

। ১৬। ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিঃ সহ বৈকারিকৈর্নৃপ।
প্রবিশন্তি হ্যহঙ্কারং স্বগুণৈরহমাত্মনি॥

দশেন্দ্রিয় আর বুদ্ধি রাজসে মিশায়। সাত্ত্বিকেতে মন দেববর্গ লয় পায়॥
এইরূপে নিজ কার্য্য লৈয়া অহঙ্কার। মহতে প্রবেশে প্রকৃতিতে লয় তার॥

। ১৭। এষা মায়া ভগবতঃ সর্গস্থিত্যন্তকারিণী।
ত্রিগুণা বর্ণিতাস্মাভিঃ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি॥

এই সে দেবের মায়া ত্রিগুণ রূপিণী। সৃষ্টিস্থিতি লয় কর্ত্রী জগত মোহিনী॥
আমি এই কহিলাম মায়ার প্রকার। আর কি শুনিবে রাজা প্রশ্ন কর তার॥

রাজোবাচ। ১৮। যথৈতামৈশ্বরীং মায়াং দুস্তরামকৃতাত্মভিঃ।
তরন্ত্যঞ্জঃ স্থূলধিয়োমহর্ষইদমুচ্যতাং॥

ঋষি যদি কহিলেন এরূপ বচন। বিনয় করিয়া রাজা কহেন তখন॥

যাহাদের অন্তঃকরণ বশীভূত নয়। তাহাদের স্থূল দেহে অহংবুদ্ধি হয়॥
ঈশ্বরের মায়া তারা তরিবে কেমনে। যে মায়া তরিতে ক্লেশ পায় সর্ব্বজনে॥
অনায়াসে সেই মায়া কেমনে তরয়। মহাঋষি কহ ইহা হইয়া সদয়॥

শ্রীপ্রবুদ্ধ উবাচ। ১৯। কর্ম্মাণ্যারভমানানাং দুঃখহত্যৈ সুখায় চ।
পশ্যেৎ পাপবিপর্য্যাসং মিথুনীচারিণাং নৃণাং॥

নিমি রাজা এত যদি জিজ্ঞাসা করিলা। প্রবুদ্ধ যোগেন্দ্র তবে কথা আরম্ভিলা॥ এসংসারে যত দেখ স্থূল বুদ্ধি হয়। জায়ার সহিত থেকে কর্ম্ম আরম্ভয়॥ দুঃখ নাশ হেতু সুখ পাবার কারণ। বিপরীত ফল তার দেখিবে রাজন॥ অনশন আদি করি বহু কষ্ট পায়। সুখ দূরে পরাহত দুঃখে কাল যায়॥

। ২০। নিত্যার্ত্তিদেন বিত্তেন দুর্লভেনাত্মমৃত্যুনা।
গৃহাপত্যাপ্তপশুভিঃ কা প্রীতিঃ সাধিতৈশ্চলৈঃ॥

দুঃখে উপার্জ্জিত ধন তাহে সুখ নাই। ধন হেতু ব্যস্ত তারে করে বন্ধু ভাই॥
বড়ই দুর্লভ ধন যদি লাভ হয়। তাহার কারণ প্রাণী সতত সভয়॥
আপনার মৃত্যু হয় ধনের কারণ। হেন ধনে কিবা সুখ বলহ রাজন॥
গৃহী হৈলে গৃহিণী পুত্রাদি সব হয়। আপ্ত লোক সুখ হেতু করয়ে আশ্রয়॥
গো মহিষ ছাগ মেষ পশু আদি করে। দেখিতে দেখিতে সব ক্ষণমাত্রে মরে॥

এমত চপল ধনে কিবা প্রীতি হয়। কোন সুখ হেতু বল এতেক সঞ্চয় ॥

। ২১। এবং লোকং পরং বিদ্যান্নশ্বরং কর্ম্মনির্ম্মিতং।
সতুল্যাতিশয়ধ্বংসং যথা মণ্ডলবর্ত্তিনাং ॥

যদি বল ধন হৈতে ধর্ম্মাদি করয়। সে কর্ম্ম হইতে স্বর্গ আদি বাস হয় ॥ একথাও কিছু নহে শুন মহীপাল। স্বর্গ আদি লোক সেই বড়ই জঞ্জাল॥ ভোগ অবশানে সেই লোক নাশ হয়। বর্ত্তমান সময়েও সুখ হেতু নয় ॥ আপন সমান অন্য দেখিয়া লোকেতে। তার সহ স্পর্দ্ধা করে চিত্ত কপটেতে ॥ অতিশয় ভোগী দেখি অসূয়া বাড়য়। নিজ ভোগ নাশ ভাবি ভয়াদি করয় ॥ খণ্ড মণ্ডলের স্বামী তাহাতে প্রমাণ। পরস্পর স্পর্দ্ধাদিতে বৃথা যায় প্রাণ ॥

। ২২। তস্মাদ্গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়উত্তমং।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপসমাশ্রয়ং ॥

এহেতু গুরুকে জন করিবে আশ্রয়। উত্তম মঙ্গল জিজ্ঞাসিতে মহাশয় ॥ বেদেতে পারগ যিনি যুক্তিতে অর্থেতে। ব্রহ্মেতে পারগ সেই সাক্ষাৎ জ্ঞানেতে ॥ বোধের সঞ্চারে আর সন্দেহ নিরাশে। সেই অভিগত গুরু শাস্ত্রেতে আভাসে ॥

। ২৩। তত্র ভাগবতান ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদোহরিঃ ॥

গুরু সে পরম শ্রেষ্ঠ গুরু সে দৈবত। এই রূপে গুরুরে জানিয়া অবিরত ॥ যে ধর্ম্ম হইতে তুষ্ট হন ভগবান। নিজ ভক্ত গণে প্রভু করেনাত্মদান ॥ বস্তুত সে আত্মা আত্মপ্রদ ভক্তগণে। বলি আদি প্রতি যথা শাস্ত্রেতে বাখানে ॥ সেই ভাগবত ধর্ম্ম গুরুর নিকটে। শিক্ষিবেক সদা সেবা করি অকপটে ॥

। ২৪। সর্ব্বতোমনসোঽসঙ্গমাদৌ সঙ্গঞ্চ সাধুষু।
দয়াং মৈত্রীং প্রশ্রয়ঞ্চ ভূতেষদ্ধা যথোচিতং ॥

প্রথমে সাধুর সঙ্গ করিবে যতনে। সর্ব্বত্র মনের সঙ্গ না করে কখনে ॥ হীনে দয়া সমানেতে মিত্রভাচরণ। উত্তম জনেতে অতি বিনয় করণ ॥ গুরু হৈতে এই ধর্ম্ম সকল শিক্ষিবে। গ্রন্থ অনুসারে ইহ সকল জানিবে॥

।২৫। শৌচং তপস্তিতিক্ষাঞ্চ মৌনং স্বাধ্যায়মার্জ্জবং।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাঞ্চ সমত্বং দ্বন্দ্বসংজ্ঞয়োঃ॥

মৃত্তিকা জলাদি দ্বারা বাহ্যের শোধন। মান ত্যাগ আদি দ্বারা অন্তর মার্জ্জন॥ স্বধর্ম্মের আচরণ মিথ্যা বাক্য ত্যাগ। যথা অধিকারে পড়ে শাস্ত্র বেদ ভাগ॥ নির্ম্মল হইবে সদা না হবে কুটিল। সকল সহিবে আর হইবে সুশীল॥ শাস্ত্র অনুসারে ভার্য্যা সঙ্গ আদি হয়। কদাচিৎ প্রাণি মাত্রে হিংসা না জন্ময়॥ শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ আদি আছে যত। এ সকলে শোক হর্ষ নহে অভিমত॥ এই সব শিক্ষিবেক গুরু সন্নিধানে। এরূপ প্রকাশ হৈল ব্যাসের লিখনে॥

।২৬। সর্ব্বত্রাত্মেশ্বরান্বীক্ষাং কৈবল্যমনিকেততাং।
বিবিক্তচীরবসনং সন্তোষং যেন কেনচিৎ॥

সর্ব্বত্র আত্মারে দেখা সচ্চিৎ রূপেতে। ঈশ্বরকে অবলোক নিয়ন্তৃ ভাবেতে॥ একা অবস্থান স্বভাব জনহীন স্থলে। অভিমান শূন্য হয়ে গৃহাদি সকলে॥ নির্জ্জনে পতিত সুদ্ধ বল্কলাদি পরে। যে কিছুতে তুষ্ট হৈয়া জগত ভিতরে॥ শিক্ষিবেক ইহাও শ্রীগুরু সন্নিধানে। কহিলেন সনাতন শাস্ত্রের প্রমাণে॥

।২৭। শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রে অনিন্দামন্যত্র চাপি হি।
মনোবাককর্ম্মদণ্ডঞ্চ সত্যং শমদমাবপি॥

ভাগবত শাস্ত্রে শ্রদ্ধা করাই বিহিত। অন্য শাস্ত্রাদিতে নিন্দা না করা উচিত॥ মানসের দণ্ড করা প্রাণায়াম করি। বচনের দণ্ড করা মৌনভাব ধরি॥ সর্ব্ব কর্ম্ম দণ্ড করা চেষ্টা ত্যাগ করি। যে কর্ম্মেতে বহুবিধ আছয়ে চাতুরি॥ সত্য ভাষা আর সর্ব্ব ইন্দ্রিয় নিগ্রহ। গুরুর নিকটে জীব শিক্ষিবেক ইহ॥

।২৮। শ্রবণং কীর্ত্তনং ধ্যানং হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
জন্মকর্ম্মগুণানাঞ্চ তদর্থেঽখিলচেষ্টিতং॥

জন্মের শ্রবণ আর কীর্ত্তন কর্ম্মের। আর গুণ ধ্যান করা সেই শ্রীকৃষ্ণের॥ কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে করা সমুদয় কর্ম্ম। গুরু স্থানে শিক্ষিবেক এই সব ধর্ম্ম॥

।২৯। ইষ্টং দত্তং তপোজপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ং।
দারান গৃহান সুতান প্রাণান যৎ পরস্মৈ নিবেদনং॥

যাগ দান তপ জপ আর সদাচার। আপনার প্রিয় গন্ধ পুষ্পাদি অপার॥

পরম ঈশ্বরে ইহা করা নিবেদন । তার পর অহে নৃপ শুন বিবরণ ॥
দারা পুত্র কন্যা আদি যত নিজ জন । সেবকত্ব রূপে কৃষ্ণে করা সমর্পণ॥
এই সব শিক্ষিবেক গুরুর নিকটে । ইহা হৈতে তরে জীব পরম সঙ্কটে ॥

। ৩০ । এবং কৃষ্ণাত্মনাথেষু মনুষ্যেষু চ সৌহৃদং ।
পরিচর্য্যাং চোভয়ত্র মহৎসু নৃষু সাধুষু ॥

কৃষ্ণ আত্মা নাথ ইহা যাহার মনন । তার সনে করিবেক সৌহৃদাচরণ ॥
স্থাবর জঙ্গম এই উভয় প্রাণিতে । পরিচর্য্যা শিক্ষিবেক শ্রীগুরু হইতে ॥
তার মধ্যে বিশেষেতে নরের পূজন । তার মধ্যে পূজ্য অতিশয় সাধুগণ ॥
স্বধর্ম্ম শীলের মধ্যে ভাগবত যাঁরা । অহে নৃপ বিশেষেতে পুজ্য হন তাঁরা॥
এই সব শিক্ষিবেক গুরু সন্নিধানে । প্রকাশ আছয়ে ইহা ব্যাসের লিখনে॥

। ৩১ । পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্যশঃ ।
মিথোরতির্মিথস্তুষ্টির্নিবৃত্তির্মিথআত্মনঃ ॥

হেন ভাগবত সঙ্গ করিয়া পাবন । কৃষ্ণ যশ পরস্পর কথোপকথন ॥
একথায় পরস্পর স্পর্দ্ধাদি না করি । যাহাই কর্ত্তব্য তাহা বিবরণ করি ॥
পরস্পর বশি কৃষ্ণ রসে করা রতি । পরস্পর তাহে পরিতোষ হয় অতি ॥
পরস্পর সমস্ত দুঃখের নিবারণ । গুরু হৈতে করিবেক এসব শিক্ষণ ॥

। ৩২ । স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঘৌঘহরং হরিং ।
ভক্ত্যা সংজাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকং তনুং ॥

এরূপ ধর্ম্মেতে যারা সতত থাকয় । পরম আনন্দ প্রাপ্তি তাসবার হয় ॥
গুরু হৈতে এই ধর্ম্ম করিয়া শিক্ষণ । সাধু সঙ্গে তাহা প্রশ্ন করি অনুক্ষণ॥
স্মরণ কারণে তাঁরে স্মরণ করান । পরস্পর পাপচয় হারি কৃষ্ণগান ॥
সাধন ভক্তিতে প্রেম ভক্তি উপজয় । সেই ভক্তি হৈতে অতি পুলকাঙ্গ হয়॥
এইরূপ দেহ তাঁরা করেন ধারণ । শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের ভাব কি সাধ্য বর্ণন ॥

। ৩৩ । কচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচি-
দ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং
ভবন্তি তুষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ ॥

কদাচিৎ শ্রীকৃষ্ণের চিন্তাতে করিয়া । রোদন করেন প্রেমে বিবশ হইয়া ॥
কখন বা হাস্য করেন কখন প্রশংসা । অলৌকিক বাক্য কন নাহি সে

আশংসা ॥ কখন হরির গান করেন তাঁহারা। কভু লীলা প্রকাশয়ে চক্ষে বহে ধারা ॥ এরূপে পরম বস্তু সে জন লভিয়া। মৌন ভাবে থাকেন সদা আনন্দিত হৈয়া।

।৩৪। ইতি ভাগবতান ধর্ম্মান্ শিক্ষন্ ভক্ত্যা তদুত্থয়া।
নারায়ণপরোমায়ামঞ্জস্তরতি দুস্তরাং ॥

এই ভাগবত ধর্ম্ম গুরু হৈতে শিখে। এ ধর্ম্ম হইতে ভক্তি হয় একে একে॥ ভক্তি করি নারায়ণ পরো যদি হয়। তবে এ দুস্তর মায়া হেলায় তরয় ॥

শ্রীরাজোবাচ।৩৫। নারায়ণাভিধানস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
নিষ্ঠামর্হথ নো বক্তুং যূয়ং হি ব্রহ্ম বিত্তমাঃ ॥

নারায়ণ পর জন মায়াকে তরয়। এ কথায় নিমিরাজা পুন জিজ্ঞাসয় ॥ তোমরা ব্রহ্মজ্ঞতম হও যে কারণ। অতএব আমাদিকে কৈতে যোগ্য হন॥ যে রূপ কহিবে তাই করি নিবেদন। কৃপাকরি আপনারা কবেন বচন ॥ নারায়ণ নামা আর ব্রহ্ম পরমাত্মা। তাঁদের স্বরূপ কহ শুদ্ধ হকু আত্মা ॥ কেন ইহা জিজ্ঞাসয়ে শ্রীনিমিরাজন। বিবরিয়া তাহা কহি শুন ভক্ত জন ॥ ব্রহ্মকেই নারায়ণ নামা ভগবান। আর পরমাত্মা কহে শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ শাস্ত্রেতে কি ইহাদের অভেদ কহেছে। কিম্বা কিছু ভেদ আছে কহ মম কাছে॥ এই অভিপ্রায়ে নিমি জিজ্ঞাসা করয়। শ্রবণ করহ সাধুজন সদাশয় ॥

শ্রীপিপ্পলায়নউবাচ।৩৬। স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়হেতুরহেতুরস্য
যৎ স্বপ্নজাগরসুষুপ্তিষু সদ্বহিশ্চ ॥
দেহেন্দ্রিয়াসুহৃদয়ানি চরন্তি যেন।
সংজীবিতানি তদবেহি পরং নরেন্দ্র ॥

এত যদি জিজ্ঞাসিলা শ্রীনিমিরাজন। তাঁর প্রতি কহিছেন শ্রীপিপ্পলায়ন॥ ব্রহ্ম যাঁরে বলি তাঁরে বলি নারায়ণ। পরমাত্মা বলি তাঁরে শাস্ত্রের লিখন॥ সাবধানে শুন তাঁর বিশেষ লক্ষণ। শ্রবণে হইবে তব আত্মার শোধন ॥ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের হেতু যিনি হন। কিন্তু কদাচিৎ নাহি তাঁহার কারণ ॥ তাঁরে নারায়ণ বলি শুনহে রাজন। তেঁহ সে পরম তত্ত্ব সবার কারণ ॥ স্বপ্ন জাগরণ আর সুষুপ্তি কালেতে। সাক্ষী রূপে যেই থাকে তিন অবস্থাতে॥ বাহ্যে অর্থাৎ সমাধ্যাদি কালে অবস্থান। সেই ব্রহ্মতত্ত্ব ইহা না জানে অজ্ঞান ॥ দেহেন্দ্রিয় প্রাণ মনে সচেত যে করে। যেইত চেতন

হৈতে বিষয় সঞ্চারে ॥ পরমাত্মা বলি তাঁরে বলে কবিগণ। তেঁহ সে পরম তত্ত্ব জানিহ রাজন ॥ লক্ষণ ভেদেতে হন নানা নামে উক্ত। তথাপি জানিহ তাঁরে পরমেক তত্ত্ব ॥

। ৩৭। নৈতন্মনোবিশতি বাগুত চক্ষুরাত্মা
প্রাণেন্দ্রিয়াণিচ যথানলমর্চ্চিষঃ স্বাঃ।
শব্দোপি বোধকনিষেধতয়াত্মমূল-
মর্থোক্তমাহ যদৃতেন নিষেধসিদ্ধিঃ ॥

বড় সূক্ষ্ম তত্ত্ব এই শুনহ রাজন। অন্যের কি সাধ্য প্রবেশিতে নারে মন ॥ বচনের অগোচর যেই মহাশয়। কার শক্তি আছে সেই তত্ত্ব নিরূপয় ॥ চক্ষুর গোচর নহে জীবে না দেখয়। বুদ্ধি প্রাণ হৈতে সেই কভু প্রাপ্ত নয় ॥ অন্য যত ইন্দ্রিয়ের বোধে না সঞ্চারে। কিন্তু তিনি প্রকাশ করেন সবাকারে ॥ যেমন অনল হৈতে স্ফুলিঙ্গাদি হয়। অনলের রূপ তারা কভু না জানয় ॥ হেন আত্মা হৈতে মন আদি সব হন। আত্মার স্বরূপ নাহি জানে কদাচন ॥ অন্যের কি সাধ্য বেদে নিরূপিতে নারে। অর্থ বিনা শব্দ আর নিরূপিবে কারে ॥ তদ্ভিন্ন অর্থের শব্দ নিষেধ করয়। নিষেধের অবধি সে তত্ত্ব মহাশয় ॥ শ্রুতিগণ কদাচিৎ নহে অপ্রমাণ। কারণ তাহারা হন স্বয়ং প্রমাণ ॥

। ৩৮। সত্ত্বং রজস্তমইতি ত্রিবৃদেকমাদৌ
সূত্রং মহানহমিতি প্রবদন্তি জীবং।
জ্ঞানক্রিয়ার্থফলরূপতয়োরুশক্তি
ব্রহ্মৈব ভাতি সদসচ্চ তয়োঃ পরং যৎ ॥

যদি বল সেই তত্ত্ব নিরূপিত নয়। আছে বলি তাঁরে কি রূপেতে জ্ঞান হয়॥ অহে রাজা সেই তত্ত্ব অবশ্য আছয়। কারণ বিহীনে নহে কার্য্যের উদয়॥ সদসৎ দুই কার্য্য আছে একারণ। এই দুয়ে ব্রহ্ম বলি জানহ রাজন ॥ দোঁহার কারণ হন সেই ভগবান। কারণ হইতে কার্য্য কভু নহে আন ॥ যদি বল এক কি রূপেতে নানা হয়। উরু শক্তি ধরেন সেইত মহাশয় ॥ তাঁহা বিনা এশক্তি অপরে নাহি ধরে। যেইচ্ছা করেন তাহা হন স্বতন্তরে॥ যে রূপেতে বহু রূপে হয় তাঁর ভান। বিবরিয়া বলি শুন হৈয়া সাবধান ॥ প্রথমেতে এক তিনি পূর্ণ ব্রহ্মময়। প্রকৃতি স্বরূপ ভবে হৈলা মহাশয় ॥

সত্ত্ব রজ তমের যে সম ভাবে স্থিতি। সেই অবস্থারে রাজা বলিএ প্রকৃতি॥ ক্রিয়া শক্তি হৈতে পুন সূত্র রূপ হৈলা। চিচ্ছক্তি হৈতে মহান্ স্বরূপ ধরিলা॥ তার পরে ত্রিবিধ হইল অহঙ্কার। বৈকারিক আদি ভেদ তিন রূপ তাঁর॥ অহঙ্কার হৈতে পুন জীব রূপ হয়। ইন্দ্রিয় দেবতা আর হইলা বিষয়॥ সুখ দুঃখ আদি তেঁহ হৈলা নারায়ণ। সকল জানিহ ব্রহ্ম বিনা কিছু নন্॥ সর্ব্ব রূপে স্বয়ং যাঁর প্রকাশ রয়েছে। তাঁহার প্রমাণে আর কি অপেক্ষা আছে॥

। ৩৯। নাত্মা জজান ন মরিষ্যতি নৈধতেঽসৌ
ন ক্ষীয়তে সবনবিদ্ব্যভিচারিণাং হি।
সর্ব্বত্র শশ্বদনপায্যুপলব্ধিমাত্রং
প্রাণোযথেন্দ্রিয়বলেন বিকল্পিতং সৎ।

যদি বল সর্ব্ব কার্য্যে আছয়ে বিকার। ব্রহ্মেতেই ষড়্ বিকার হউক প্রচার॥ এত যদি পূর্ব্বপক্ষ কর মহাশয়। ইহার উত্তর শুন কহিব নিশ্চয়॥ অহে রাজা আত্মা না জন্ময়ে কদাচিৎ। অস্তিত্ব বিকার তাহে কি রূপে কল্পিত॥ বৃদ্ধি তার নাহি নাহি হয় পরিণাম। অপক্ষয় নাহি তার নাহি মৃত্যুধাম॥ বাল বৃদ্ধ যুবা আদি ধরে কলেবর। হ্রাস বৃদ্ধি ইহার আছয়ে নিরন্তর॥ বল তেঁহ এসবার দ্রষ্টা সর্ব্বদাই। অবস্থার দ্রষ্টার কি থাকে অবস্থাই॥ যদি বল আত্মা কিবা কি তার বিকার। বাল্যাদি অবস্থা সর্ব্বথা নাহি যার॥ ইথে শুন বলি তবে আত্মার লক্ষণ। জ্ঞানরূপ মাত্র তেঁহ শুনহ রাজন॥ ক্ষণিক পক্ষের* মত তেঁহ কভু নন। সর্ব্ব দেশে সর্ব্বক্ষণ বর্ত্তমান হন॥ যদি বল নীলজ্ঞান যখন জন্ময়। পীতজ্ঞান যে থাকে সে তখনি নাশয়॥ তবে কি রূপেতে জ্ঞান হৈল অনশ্বর। সাবধানে শুন বলি ইহার উত্তর॥ জ্ঞান নষ্ট নহে রাজা জ্ঞান না জন্ময়। ইন্দ্রিয় বলেতে মাত্র বিবিধ কল্পয়॥ নীলাদি আকার বৃত্তি জন্মে নাশ হয়। জীবের পশ্চাতে প্রাণ সর্ব্বত্র চলয়। এরূপ আত্মার কভু ব্যভিচার নয়। কার সাধ্য এই তত্ত্ব বিশেষ বর্ণয়॥

* অর্থাৎ শীঘ্র বিনষ্টের ন্যায়।

।৪০। অণ্ডেষু পেশিষু তরুষবিনিশ্চিতেষু
প্রাণোহি জীবমুপধাবতি তত্র তত্র।
সন্নে যদেন্দ্রিয়গণেহমি চ প্রসুপ্তে
কূটস্থআশ্রয়মৃতে তদনুস্মৃতির্নঃ॥

ইন্দ্রিয় বলেতে রাজা জন্ময়ে বিকার। অবিকার ভাব সদা জানিহ আত্মার॥
ইহাতে দৃষ্টান্ত বলি শুন মহাশয়। চিত্তে বোধ হৈলে তবে ঘুচিবে সংশয়॥
মনুষ্য গো বৃক্ষ আদি সকল দেহেতে। জীবের সহিত প্রাণ যথা অনুবর্ত্তে॥
সকল বৃক্ষাদি দেহ ব্যভিচারি হয়। দেহস্থিত প্রাণ কভু ব্যভিচারি নয়॥
এই রূপ দেহে স্থিত এই যে আত্মার। ব্যভিচার নাহি শুন কহিব বিস্তার॥
জাগ্রদবস্থায় যেই থাকে অহঙ্কার। নিদ্রাতেও সেইরূপ থাকে ব্যবহার॥
সুষুপ্তি অবস্থা যদি উপস্থিত হয়। ইন্দ্রিয় সকল তবে পান গিয়া লয়॥
অহঙ্কার যেই থাকে সেহ লয় পায়। থাকেন কূটস্থ আত্মা সাক্ষী রূপে তায়॥
তাহাতেও লিঙ্গ রূপ থাকেন আশ্রয়। নহিলে কি পুর্ব্বাপর স্মরণাদি হয়॥
আত্মা অনুভব হয় সুষুপ্তি কালেতে। স্ফূর্ত্তি নহে বিষয় সম্বন্ধ অভাবেতে॥

।৪১। যর্হ্যব্জনাভচরণৈষণয়োরু ভক্ত্যা
চেতোমলানি বিধমেদ্গুণকর্ম্মজানি।
তস্মিন বিশুদ্ধ উপলভ্যতআত্মতত্ত্বং
সাক্ষাদ্যথা মলদৃশোঃ সবিতৃপ্রকাশঃ॥

সুষুপ্তি কালেতে যদি অনুভব হয়। তবে কেন পুনর্ব্বার সংসার জন্ময়॥
এ পুর্ব্বপক্ষের শুন বলি হে উত্তর। সেকালেও থাকয়ে অবিদ্যা সূক্ষ্মতর॥
অবিদ্যা বলেতে পুনঃ সংসার জন্ময়। লিঙ্গ ভঙ্গ হৈলে সে কৈবল্য পদ হয়॥
তবে বল লিঙ্গ ভঙ্গ কি রূপে হইব। ইহার উপায় রাজা তোমারে কহিব॥
ধনাদি বাসনা যদি ত্যজি মতি মান। কৃষ্ণ পদ লাগি করে ভক্তি অনুষ্ঠান॥
দৃঢ় করি ভক্তি যদি কৃষ্ণ পদে হয়। তবে মানসের পাপ সকল ঘুচয়॥
গুণ কর্ম্ম জনিত পাতক যেই ছিল। ভক্তি বলে সে সকল যদ্যপি ঘুচিল॥
তখন নির্ম্মল মনে ঘুচে ব্যবধান। অবিরোধে আত্ম তত্ত্ব প্রকাশকে পান॥
দুই চক্ষু নির্ম্মল হইলে যেন তায়। তপন প্রকাশ অবিরোধে দেখা যায়॥
তেমন মন নির্ম্মলে আত্মার পরিচয়। কিল্বিষ থাকিতে তথ্য প্রকাশিত নয়॥
অতএব কর্ম্মযোগে হও সাবধান। ভক্তি হৈতে সাক্ষাতে দেখিবে ভগবান॥

শ্রীরাজোবাচ। ৪২। কর্ম্মযোগং বদত নঃ পুরুষোয়ে ন সংস্কৃতঃ।
বিধুয়েহাশু কর্ম্মাণি নৈষ্কর্ম্ম্যং বিন্দতে পরং॥

বিদেহ বলেন তবে অহে মুনিগণ। বলহ আমারে কর্ম্ম যোগ নিরূপণ॥ যে যোগ হইতে লোক কর্ম্ম ত্যেয়াগিয়া। লভয়ে নিষ্কর্ম্ম্য জ্ঞান হেলায় বসিয়া॥

।৪৩। এবং প্রশ্নমৃষীন পূর্ব্বমপৃচ্ছং পিতুরন্তিকে।
নাব্রুবন ব্রহ্মণঃ পুত্রাস্তত্র কারণমুচ্যতাং॥

আর এক কথা বলি শুন মহাশয়। চির দিন হৈতে মনে আছুয়ে সংশয়॥ যখন আমার পিতা নৃপতি আছিলা। সনকাদি মুনি তাঁর নিকটে আইলা॥ কথোপকথন বহু হৈল তাঁর সনে। নিকটে থাকিয়া তাহা শুনিয়া শ্রবণে॥ বিনয় পূর্ব্বক আমি ভাসবার ঠাঞী। ইচ্ছা করিলাম কর্ম্ম শুনিবারে পাই॥ শুনিয়া আমার বাক্য তাঁরা না শুনিলা। প্রত্যুত্তর নাহি দিয়া শীঘ্রগতি গেলা॥ কেন না কহিলা তাঁরা বলহ কারণ। শিশুকাল হৈতে মনে আছে সে বচন॥

শ্রীআবির্হোত্র উবাচ। ৪৪। কর্ম্মাকর্ম্মবিকর্ম্মেতি বেদবাদোন লৌকিকঃ।
বেদস্য চেশ্বরাত্মত্বাত্তত্র মুহ্যন্তি সূরয়ঃ॥

আবির্হোত্র বলিলেন শুনহ রাজন। প্রত্যুত্তর সেকালে না দিবার কারণ॥ কর্ম্মযোগ জিজ্ঞাসিয়া ছিলে মুনিগণে। বালক সময় তাহা বুঝিতে কেমনে॥ এই কথা মুনিগণ মনেতে ভাবিয়া। উত্তর না দিয়া তাঁরা গেলেন চলিয়া॥ সেই কর্ম্মযোগ তুমি আজি জিজ্ঞাসিলে। তোমারে কহিব তাহা বুঝহ কুশলে॥ কর্ম্মাকর্ম্ম বিকর্ম্মে বিবিধ কর্ম্ম হয়। বেদ মত এই সব লৌকিক এ নয়॥ যে বেদ সে ঈশ্বর ইহাতে নাহি আন। বেদ অভিপ্রায় নাহি বুঝয়ে অজ্ঞান॥ পণ্ডিতেরা মোহ পায় যেইত বেদেতে। অজ্ঞানেরা বেদমত বুঝিবে কিমতে॥ কর্ম্মাকর্ম্ম বিকর্ম্মের শুন বিবরণ। তোমারে বলিব রাজা ধৈর্য্য কর মন॥ বিহিতের আচরণে কর্ম্ম বলা যায়। বিপরীত করে যে অকর্ম্ম বলি তায়॥ বিহিতের করণ বিকর্ম্ম বলি তারে। কর্ম্মগতি দুর্ব্বোধ বুঝিতে কেবা পারে॥ বেদ রূপ আপনি হইলা ভগবান। পূর্ব্বাপর আচরণ তাহাতে প্রমাণ॥

। ৪৫। পরোক্ষবাদো বেদোহয়ং বালানামনুশাসনং।
কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা।

কর্ম্ম নিরূপিলা বেদ পরোক্ষ বাদেতে। বেদ অভিপ্রায় কেহ না পারে বুঝিতে॥ কর্ম্ম মোক্ষ হেতু কর্ম্ম বেদ নিরূপিলা। শিশু অনুরূপ সেই শাসন কহিলা॥ কদাচিৎ বালক ঔষধ নাহি খায়। খণ্ডলাড়ু আনি পিতা তাহারে দেখায়॥ তার লোভে বালক ঔষধ পান করে। ঔষধি খাইলে রোগ দেহে না সঞ্চারে॥ এই রূপ জানিহ বেদের অভিপ্রায়। ভোগ হেতু নহে কর্ম্ম মোক্ষ হেতু তায়॥

। ৪৬। নাচরেদ্‌যস্তু বেদোক্তং স্বয়মজ্ঞোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিকর্ম্মণা হ্যধর্ম্মেণ মৃত্যোর্ম্মৃত্যুমুপৈতি সঃ॥

না করে বেদোক্ত কর্ম্ম অজ্ঞান বশেতে। মৃত্যু বশে বেড়ায় সে বিকর্ম্ম ফলেতে॥ ইন্দ্রিয়ে না করে জয় এহেতু অজ্ঞান। স্বয়ং নাহি করে কর্ম্ম ভবে ক্লেশ পান॥

। ৪৭। বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণোনিঃসঙ্গোর্পিতমীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্ম্যং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ॥

করিবে বেদোক্ত কর্ম্ম ফল তেয়াগিয়া। কৃষ্ণে সমর্পিবে তাহা কর্ম্ম আরম্ভিয়া॥ লভিবে নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি হৈয়া শুদ্ধ মতি। রোচনার্থা জানিহ বেদের ফল শ্রুতিঃ॥ অতেব যজ্ঞাদি কর্ম্ম অবশ্য করিবে। যজ্ঞ কর্ম্ম আরম্ভিয়া কৃষ্ণে সমর্পিবে॥ তবে কর্ম্মে আর কভু বন্ধ নাহি হবে। হেলায় সংসার সিন্ধু তরঙ্গে তরিবে॥

৪৮। য আশু হৃদয়গ্রন্থিং নির্জিহীর্ষুঃ পরাত্মনঃ।
বিধিনোপচরেদ্দেবং তন্ত্রোক্তেন চ কেশবং॥

বলিনু বেদোক্ত কর্ম্ম আচরণ বিধি। শুনহ তন্ত্রোক্ত কর্ম্ম নৃপ গুণনিধি॥ যে শীঘ্র হৃদয় গ্রন্থি খণ্ডিতে বাঞ্ছয়। আগমোক্ত কর্ম্মে সেই কৃষ্ণেরে সেবয়॥

। ৪৯। লব্ধানুগ্রহআচার্য্যাৎ তেন সন্দর্শিতাগমঃ।
মহাপুরুষমভ্যর্চ্চেন্মূর্ত্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ॥

তন্ত্র বিধি বলি শুন এক চিত্ত হৈয়া। কৃতার্থ হইবে রাজা কৃষ্ণেরে সেবিয়া॥ গুরু হৈতে উপাসনা করিবে প্রথম। তাঁর অনুগ্রহ হৈতে বুঝিবে আগম॥

ধ্যান গম্য মূর্ত্তি তাঁর করহ পূজন। যে মূর্ত্তি পুজিতে অভিলাষি ভব মন॥

। ৫০। শুচিঃ সম্মুখমাসীনঃ প্রাণসংযমনাদিভিঃ।
পিণ্ডং বিশোধ্য সংন্যাসকৃতরক্ষোঽর্চ্চয়েদ্ধরিং॥

পূজাক্রম বলি শুন হৈয়া এক মন। স্থির হৈয়া শুন ভূপ কহি বিবরণ॥
জন্তু আদি কদাচিৎ না থাকে যেমন। এই রূপে পুষ্পাদির করিবে শোধন॥
চরণাদি ধৌত করি করি আচমন। শুদ্ধ হৈয়া শ্রীকৃষ্ণের করিবে অর্চ্চন॥
মূর্ত্তিরে সম্মুখ করি বসিবে আসনে। ভূত শুদ্ধি প্রাণায়াম করিবে আপনে॥
অঙ্গন্যাস করন্যাস আদি যে আছয়। শরীর শোধন তাহে করিবে নিশ্চয়॥
তার পরে কৃষ্ণ পদ করিবে পূজন। কৃতার্থ হইবে তবে বিদেহ রাজন॥

। ৫১। অর্চ্চাদৌ হৃদয়ে বাপি যথা লব্ধোপচারকৈঃ।
দ্রব্যক্ষিত্যাত্মলিঙ্গানি নিষ্পাদ্য প্রোক্ষ্য চাসনং॥

শালগ্রাম শিলাতে অথবা প্রতিমায়। হৃদয়ে জলেতে কিম্বা মন্ত্র কল্পনায়॥
পূজার বিধান এই বলিনু তোমারে। পুষ্প চন্দনাদি যথা বিধি উপচারে॥
পূজা স্থান শুধিবেক করিয়া মার্জ্জন। পুষ্পাদি সকল জলে করিবে শোধন॥
জন্তু আদি কদাচিৎ না থাকে যেমন। এই রূপে পুষ্পাদির করিবে শোধন॥
চিত্তের চঞ্চল ভাব ছাড়িবে পূজায়। শ্রীমূর্ত্তি থাকিলে তাঁরে মার্জ্জিবে নিষ্ঠায়॥ এই রূপে স্থান আদি পূজা যোগ্য কোরে। আসন প্রোক্ষণ তথা কোরে তদন্তরে॥ ভক্তি ভাবে এসকল করিবে কল্পনা। যজন করিবে তবে হৈয়ে শুদ্ধ মনাঃ॥

। ৫২। পাদ্যাদীনুপকল্প্যাথ সন্নিধাপ্য সমাহিতঃ।
হৃদয়াদিভিঃকৃতন্যাসো মূলমন্ত্রেণ চার্চ্চয়েৎ॥

পাদ্য অর্ঘ্য আচমন স্থাপন করিবে। হৃদয়ে পুজিত দেবে মূর্ত্তিতে ভাবিবে॥
মূল মন্ত্র আদি করি কোর‍্য দেহ ন্যাস। এবিষয়ে সর্ব্বদাই করিবে প্রয়াস॥
তদন্তর মহারাজ শুন বিবরণ। মূলমন্ত্রে কৃষ্ণ পদে করিবে পূজন॥

। ৫৩। সাঙ্গোপাঙ্গাং সপার্ষদাং তাং তাং মূর্ত্তিং স্বমন্ত্রতঃ।
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়াদ্যৈঃ স্নানবাসোবিভূষণৈঃ॥

সাঙ্গোপাঙ্গ পরিবার সহিত পুজিবে। অলঙ্কার বস্ত্র ধুপ দীপাদি কল্পিবে॥
নিজ নিজ অভিমতে মূর্ত্তিরে পুজিবে। যথা শক্তি মন্ত্র জপ পুজিয়া করিবে॥

। ৫৪ । গন্ধমাল্যাক্ষতস্রগ্‌ভির্ধূপদীপোপহারকৈঃ।
সাঙ্গং সংপূজ্য বিধিবৎ স্তবৈস্তুত্বা নমেদ্ধরিং ॥

গন্ধ মাল্য আদি দিয়া হরির চরণে। সাঙ্গতে পূজিবে যথা শাস্ত্রের লিখনে॥ তদনন্তর অহে ভূপ কহি বিবরিয়া। স্তব পাঠ করি কর নমস্কার ক্রিয়া ॥

। ৫৫ । আত্মানং তন্ময়ং ধ্যায়ন মূর্ত্তিং সংপূজয়েদ্ধরেঃ।
শেষামাধায় শিরসা স্বধাম্ন্য দ্বাস্য সৎকৃতং ॥

আপনারে তন্ময় ভাবিবে তার পরে। ভক্তিভাবে পূজা কোর্য্য হরির মুর্ত্তিরে ॥ ইহার বিশেষ ভূপ বর্ণিতে কে পারে। সংস্থাপন করি দেবে হৃদয় ভিতরে ॥ রাখিবার যোগ্য স্থানে রাখিবে মুর্ত্তিরে। আর কিছু কহি রাজা তোমার গোচরে ॥ মস্তকে নির্ম্মাল্য পুষ্প করিবে ধারণ। ভক্তে দিয়া কর শেষ নৈবেদ্য ভক্ষণ ॥

। ৫৬ । এবমগ্ন্যর্কতোয়াদাবতিথৌ হৃদয়ে চ যঃ।
যজেদীশ্বরমাত্মানমচিরান্মুচ্যতে হি সঃ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে একাদশস্কন্ধে জায়ন্তেয়োপাখ্যানে বিদেহপ্রশ্নস্তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

অগ্নিতে অর্কেতে কিম্বা জলের মধ্যেতে। আপন হৃদয়ে কিম্বা কিম্বা অতিথিতে ॥ এরূপে করয়ে যদি তাঁহার পূজন। শীঘ্র তবে মোক্ষ লভে সেই ভক্ত জন ॥ ভাগবত শাস্ত্রে ইহ স্কন্ধে একাদশে। জায়ন্তেয় উপাখ্যানে নিমি প্রশ্ন শেষে ॥ পরিপূর্ণ হইল তৃতীয় অধ্যায়। সনাতন বিরচিল প্রাকৃত ভাষায় ॥

চতুর্থ অধ্যায়ের আভাষ।

চতুর্থে ত্ববতারেহাপ্রশ্নস্যোত্তরমুক্তবান্।
জয়ন্তীনন্দনোনাম্না দ্রবিড়োনরসত্তমঃ॥

শ্রীভগবানের যে যে অবতার এবং তাঁহাদের যে যে কর্ম্ম নিমি রাজা ইহার প্রশ্ন কর'তে মনুষ্যের মধ্যে সাধুত্তম জয়ন্তীনন্দন শ্রীমান দ্রবিড় নামক যোগেন্দ্র উত্তর করেন। এতদ্বর্ণন শ্রীমদ্ভাগত গ্রন্থকার চতুর্থাধ্যায়ে করিতেছেন॥

শ্রীরাজোবাচ। ১। যানি যানীহ কর্ম্মাণি যৈর্যৈঃ স্বচ্ছন্দজন্মভিঃ।
চক্রে করোতি কর্ত্তা বা হরিস্তানি ব্রুবন্তু নঃ॥

বিদেহ বলেন শুন শুন সিদ্ধগণ। যেই যেই অবতারে প্রভু নারায়ণ॥
যেই যেই কর্ম্ম আচরিলা ভগবান। করিবেন কিম্বথবা কর্ম্ম বর্ত্তমান॥
আমাদিকে মুনি সব বল বিবরিয়া। তোমার প্রশাদে যাব সংসার তরিয়া॥

শ্রীদ্রবিড়উবাচ। ২। যোবা অনন্তস্য গুণাননন্তাননুক্রমিষ্যন সতু বালবুদ্ধিঃ।
রাজাংসি ভূমের্গণয়েৎ কথঞ্চিৎ কালেন নৈবাখিলশক্তিধামঃ॥

দ্রবিড় বলেন রাজা কর অবধান। কার শক্তি আছে ইহা করিতে ব্যাখ্যান॥ কার শক্তি আছে ইহা অন্ত করিবারে। সংক্ষেতে কিছু মাত্র বলিব তোমারে॥ অনন্ত বলিয়া যাঁরে বলেন বেদেতে। গুণ জন্ম কর্ম্ম তাঁর কে পারে বর্ণিতে॥ যে জন কৃষ্ণের গুণ গণিতে বাঞ্ছয়। শিশু সম তার বুদ্ধি জানিহ নিশ্চয়॥ পৃথিবীতে যত রেণু আছয়ে রাজন। কালে তাহা কদাচিৎ হয় যে গণন॥ ঈশ্বরের গুণ কেবা গণন করয়। অল্প মাত্র তাহা আমি দিব পরিচয়॥

। ৩। ভূতৈর্যদা পঞ্চভিরাত্মসৃষ্টৈঃ পুরং বিরাজং বিরচয্য তস্মিন।
স্বাংশেন বিষ্টঃ পুরুষাভিধানমবাপ নারায়ণআদিদেবঃ॥

যে হরি আপন হৈতে পঞ্চভূত কৈলা। তাহাতে বিরাট দেহ আপনি সৃজিলা॥ অংশেতে প্রবেশ তথি কৈলা ভগবান। আদি দেব নারায়ণ পুরুষাভিধান॥

। ৪ । যৎকায়এষভুবনত্রয়সন্নিবেশোযস্যেন্দ্রিয়ৈস্তনুভৃতামুভয়েন্দ্রিয়াণি।
জ্ঞানং স্বতঃ শ্বসনতোবলমোজঈহাসত্বাদিভিঃ স্থিতিলয়োদ্ভবআদিকর্ত্তা॥

যাঁর দেহ এ তিন ভুবন সন্নিবেশ। যাঁর ইন্দ্রিয় জীবের ইন্দ্রিয় বিশেষ॥ স্বতঃ সিদ্ধ যাহাতে আছয়ে দিব্যজ্ঞান। যাঁহার নিশ্বাস হৈতে জীব ধরে প্রাণ॥ যাঁহা হৈতে দেহেন্দ্রিয়ে চেষ্টা শক্তি হয়। যাঁর সত্ত্ব আদি গুণে স্থিত্যাদি কল্পয়॥ সেই প্রভু ভগবান আদি অবতার। তাঁর গুণ কর্ম্ম দেখ সকল সংসার॥

। ৫ । আদাবভূচ্ছতধৃতী রজসাস্য সর্গে বিষ্ণুস্থিতৌ ক্রতুপতির্দ্বিজধর্ম্মসেতুঃ।
রুদ্রোপ্যধায় তমসা পুরুষঃ সআদ্যইত্যুদ্ভবস্থিতিলয়াঃ সততং প্রজাসু॥

যাঁর রজো গুণ হৈতে বিধাতা হইলা। চরাচর যত দেখ সৃজন করিলা॥ সত্ত্ব গুণে হৈয়া বিষ্ণু করেন পালন। যজ্ঞপতি বিপ্র ধর্ম্ম করেন রক্ষণ॥ তমো গুণে রুদ্র হৈয়া করেন সংহার। এতিনে সৃষ্ট্যাদি হেতু প্রজা সবাকার॥ এতিনে নিমিত্ত করি যিনি প্রজাগণে। সৃজনাদি কর্ত্তা আদ্য পুরুষ বাখানে॥

। ৬ । ধর্ম্মস্য দক্ষদুহিতর্য্যজনিষ্ট মূর্ত্ত্যাং নারায়ণোনরঋষিপ্রবরঃ প্রশান্তঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণমুবাচ চচার কর্ম্মযোঽদ্যাপি চাস্তঋষিবর্য্যনিষেবিতাঙ্ঘ্রিঃ॥

মূর্ত্তি নামে দক্ষ কন্যা ধর্ম্ম পত্নি ছিলা। তাহে নর নারায়ণ অবতার হৈলা॥ বড় শান্তশীল দোঁহে ঋষির প্রধান। নারদাদি মুনিরে দিলেন দিব্য জ্ঞান॥ জ্ঞান পদ আচরিয়া থাকেন সদাই। ঋষিরা যাহার পদ সেবেন সবাই॥ অদ্যাপি আছেন দোঁহে তপ আচরণে। কেবল পরম তত্ত্ব বিচার কারণে॥

। ৭ । ইন্দ্রোবিশঙ্ক্য মম ধামজিঘৃক্ষতীতিকামং ন্যযুঙ্ক্ত সগণং সবদর্য্যুপাখ্যং।
গন্ধাপ্সরোগণবসন্তসুমন্দবাতৈঃ স্ত্রীপ্রেক্ষণেষুভিরবিধ্যদতন্মহিজ্ঞঃ॥

ইন্দ্র শঙ্কা পাইল তাঁর তপস্যা দেখিয়া। তপোবলে স্বর্গ লোক লবেন বলিয়া॥ স্বগণ কামেরে পাঠাইলা এই ভ্রমে। কাম প্রবেশিলা গিয়া বদরী আশ্রমে॥ আছেন অপ্সরা গণ কামের সংহতি। বসন্ত পবন দোঁহে প্রবেশিলা তথি॥ আশ্রমেতে গিয়া কাম প্রবেশ করিলা। অতি মন্দ মন্দ বায়ু বহিতে লাগিলা॥ অপ্সরা সকলে গীত করেন গায়ন। হাসেন অপাঙ্গ কোণে চান অনুক্ষণ॥ সহজে না জানে সেই দোঁহার মহিমা। এ-

হেতু করিলা সবে অনেক গরিমা ॥ স্ত্রীর অপাঙ্গেতে দোঁহে ভ্রান্ত না হইলা। তাহা দেখি দেবগণ কাঁপিতে লাগিলা ॥

। ৮ ॥ বিজ্ঞায় শক্রকৃতমক্রমমাদিদেবঃ প্রাহ প্রহস্য গতবিস্ময়এজমানান।
মাভৈর্বিভোমদনমারুতদেববধ্বোগৃহ্নীত নোবলিমশূন্যমিমং কুরুধ্বং।

শক্রের চরিত্র মনে জানি দুই জন। হাসিয়া হাসিয়া কিছু বলেন তখন ॥ অহে কাম পবন অমর নারীগণ। না করিহ মানসেতে ভয় কদাচন ॥ বড় ভাগ্য আজি এই আশ্রমে আইলে। আমার আশ্রম আজি পুর্ণ যে করিলে ॥ আতিথ্য লইবে সবে আমা দোঁহাকার। সুখেতে আশ্রমে আজি করহ বিহার ॥

।৯। ইত্থং ব্রুবত্যভয়দে নরদেবদেবাঃ সব্রীড়নম্রশিরসঃ সঘৃণং তমূচুঃ।
নৈতদ্বিভো ত্বয়ি পরেঽবিকৃতে বিচিত্রং স্বারামধীরনিকরানতপাদপদ্মে।

এত যদি হাসিয়া বলিলা ভগবান। লাজেতে সবার শির হৈলা নম্রবান॥ হেঁট মাথে দেবগণ বলেন তখন। বিনয় পুর্ব্বকে তাঁর কৃপার কারণ ॥ অহে প্রভু তোমাতে বিচিত্র এই নয়। প্রকৃতির পর দোঁহে বুঝিনু নিশ্চয়॥ অতেব বিকার কিছু না দেখি তোমায়। আত্মারাম গণ যাঁর পদে প্রণময়॥

১০। ত্বাং সেবতাং সুরকৃতাবহবোঽন্তরায়াঃ
স্বৌকোবিলঙ্ঘ্য পরমং ব্রজতা পদন্তে।
নান্যস্য বর্হিষিবলীন্দদতঃ স্বভাগান ধত্তে
পদং ত্বমবিতা যদি বিঘ্নমূর্দ্ধি ॥

অবিরত তোমারে সেবেন যেই জন। দেবগণ করে তার বিঘ্ন আচরণ ॥ বিঘ্নের কারণ শুন কহি মহাশয়। তোমার সেবক গণ হয়ত নির্ভয় ॥ বিঘ্নের মাথায় পদ করি আরোপণ। স্বর্গাদি লঙ্ঘিয়া যান তোমার ভবন॥ দেব কৃত বিঘ্ন কিছু করিতে না পারে। যেহেতু করহ রক্ষা তুমি তাসবারে ॥ তোমাতে বিমুখ যারা যজ্ঞাদি করয়। তাসবার দেব কৃত বিঘ্ন কভু নয় ॥ যজ্ঞেতে স্বভাগ তারা দেয় দেব গণে। কৃষিকর যেন কর সমর্পে রাজনে॥ এই হেতু তাসবার বিঘ্ন নাহি হয়। কিন্তু আমা সবা হৈতে তাহাদের ভয়॥ তোমার ভক্তের যদি প্রভাব এমন। কদাচিৎ শঙ্কা তব না হয় ঘটন ॥

।১১। ক্ষুত্তৃট্‌ত্রিকালগুণমারুতজৈহ্ব্যশৈ-
শ্যানস্মানপারিজলধীনতিতির্য্যকেচিৎ।
ক্রোধস্য যান্তি বিফলস্য বশং পদেগো-
র্মজ্জন্তি দুশ্চরতপশ্চ বৃথোৎসৃজন্তি॥

তোমার অভক্ত হরি যত যত জন। কেবল করয়ে যদি তপ আচরণ॥
তাসবার গতি হয় দুইত প্রকার। কেহ২ বশ হয় আমা সবাকার॥
অথবা ক্রোধের বশ অবিলম্বে হয়। অনেক কষ্টের তপ ক্রোধেতে নাশয়॥
আমা সবাকার বশে যে জন পড়িল। তপ ত্যজি কাম উপভোগেতে মজিল॥
ক্রোধের বশেতে যারা পড়য়ে নিশ্চয়। বড়ই দুর্ভাগ্য তারা শুন মহাশয়॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা শীত উষ্ণ আর বরিষণ। অনেক কষ্টতা সহে তপের কারণ॥
রসনার ভোগ কদাচিৎ নাহি জানে। স্বপ্নেতেও নাহি চায় যুবতীর পানে॥
অপার জলধি সম এ সব তরয়। ক্রোধ বশে পড়্যে পুনঃ গোস্পদে ডুবয়॥
জল হস্তে লৈয়া শাপ দেয় ক্রোধ ভরে। এতেক কষ্টের তপ বৃথা নষ্ট করে॥
জলেতে ডুবিলে যেন বিবশ হইয়া। ফেলিয়া মাথার ভার যায় পলাইয়া॥
তেন বৃথা তপ ত্যাগ করে ক্রোধ ভরে। সে তপ মোক্ষের নহে হয়ত ভোগেরে॥

।১২। ইতি প্রগৃণতাং তেষাং স্ত্রিয়োঽত্যদ্ভুতদর্শনাঃ।
দর্শয়ামাস শুশ্রূষাং স্বর্চ্চিতাঃ কুর্ব্বতীর্বিভুঃ॥

কাম আদি দেবগণ এতেক কহিলা। তাসবারে নারায়ণ মায়া দেখাইলা॥
শত শত রূপবতী যুবতী আইল। আসি নর নারায়ণ চরণ বন্দিল॥
দিব্য অলঙ্কার আছে সবাকার গায়। সুস্বর গানেতে মৃত তরুরে জিয়ায়॥
সেবিতে লাগিলা সবে দোঁহার চরণে। কাম নারী সম রূপ ধরে নারীগণে॥

।১৩। তে দেবানুচরাদৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ঃ শ্রীরিব রূপিণীঃ।
গন্ধেন মুমুহুস্তাসাং রূপৌদার্য্যহতশ্রিয়ঃ॥

ইন্দ্রের যে অনুচর যত আসিছিল। সেই সব নারী দেখি মোহিত হইল॥
লক্ষ্মীর সমান রূপ দেখি সবাকার। অঙ্গের সৌরভে মোহ হয় বারেবার॥
তাসবার রূপ আর উদার গুণেতে। হেঁট মাথা করি সবে রহিলা লাজেতে॥

।১৪। তানাহ দেবদেবেশঃ প্রণতান প্রহসন্নিব।
আষামেকতরাং বৃঙ্‌ধ্বং সবর্ণাং স্বর্গভূষণং॥

হেঁট মাথে প্রণমিয়া বন্দিলা চরণ। তবে দেবগণে হাসি কন নারায়ণ॥
শুন শুন দেবগণ না করিহ লাজ। এক নারী লৈয়া যাহ দেবের সমাজ॥

এ নারী গণের মধ্যে যারে লয় মন। সমান রূপিণী যেই স্বর্গের ভূষণ ॥
তারে লৈয়া যাহ সবে ইন্দ্রের সভায়। শুনি পুলকিত সবে পড়িলেন পায়॥

। ১৫। ওমিত্যাদেশমাদায় নত্বা তং সুরবন্দিনঃ।
উর্ব্বশীমপ্সরশ্রেষ্ঠাং পুরস্কৃত্য দিবং যযুঃ ॥

তাঁরে প্রণমিয়া উর্ব্বশীরে অগ্রে করি। আদেশ লইয়া সবে গেলা স্বর্গ পুরি॥
উর্ব্বশীর রূপ নৃপ কে পারে বর্ণিতে। পরম সুন্দরী সেই সকল হইতে ॥

। ১৬। ইন্দ্রায়ানম্য সদসি শৃণ্বতাং ত্রিদিবৌকসাং।
ঊচুর্নারায়ণবলং শক্রস্তত্রাস বিস্মিতঃ ॥

সভাতে বসিয়া ছিলা দেব শচীপতি। বন্দিগণ গিয়া আগে করিলা প্রণতি॥
উর্ব্বশীরে দিয়া সব বৃত্তান্ত কহিল। ত্রিদশ সকল শুনি চমৎকার হৈল ॥
নর নারায়ণের শুনিয়া এই বল। ত্রাসে শচীপতি হৈলা বড়ই বিকল ॥

। ১৭। হংসস্বরূপ্যবদদচ্যুতআত্মযোগং দত্তঃ কুমারঋষভোভগবান পিতা নঃ।
বিষ্ণুঃ শিবায় জগতাং কলয়াবতীর্ণস্তেনাহৃতা মধু ভিদাশ্রুতয়োহয়াস্যে ॥

অতঃপর শুন রাজা অন্য অবতার। সবিশেষ শুনহ চরিত্র সবাকার ॥
হংস রূপে হরি আত্ম যোগ প্রকাশিলা। দত্তাত্রেয় অবতারে জ্ঞান পথ দিলা॥
সনকাদি করিয়া কুমার অবতার। ঋষভ হইলা পিতা আমা সবাকার ॥
জগৎ কল্যাণ হেতু আপন কলায়। বিষ্ণু অবতীর্ণ হৈলা বিহরে লীলায়॥
এই সব রূপে হরি হয়ে অবতার। জগতেই আত্ম যোগ করিলা প্রচার ॥
হয়গ্রীব অবতার হইয়া শ্রীহরি। পাতাল হইতে বেদ আনিলা উদ্ধারি ॥

। ১৮। গুপ্তোপ্যয়ে মনুরিলৌষধয়শ্চ মাৎস্যে
ক্রৌড়ে হতোদিতিজউদ্ধরতাম্ভসঃ ক্ষ্মাং।
কৌর্ম্মে ধৃতোহদ্রিরমৃতোন্মথনে স্বপৃষ্ঠে গ্রাহাৎ
প্রপন্নমিভরাজমমুঞ্চদার্ত্তং ॥

মৎস্য অবতার হয়ে প্রভু নারায়ণ। প্রলয়েতে সত্য ব্রতে করিলা পালন॥
আর তেঁহ ঔষধির পালন করিলা। প্রলয়েতে সপ্ত ঋষি গণেরে রাখিলা॥
ক্রোড় অবতারে হিরণ্যাক্ষেরে বধিলা। জল হৈতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিলা॥
কূর্ম্ম রূপে ভগবান মন্দর ধরিলা। তাহাতেই দেব আদি সমুদ্র মথিলা॥
হরি অবতারে মহা গ্রাহ গ্রাস হৈতে। গজ রাজে উদ্ধার করিলা শঙ্কটেতে॥

। ১৯। সংস্থম্মতোনিপতিতান শ্রমণানৃষীংশ্চ শক্রঞ্চ বৃত্রবধতত্তমসি প্রবিষ্টং।
দেবস্ত্রিয়োঽসুরগৃহেপিহিতা অনাথাজস্নেঽসুরেন্দ্রমভয়ায় সতাং নৃসিংহে॥

কশ্যপের যজ্ঞ লাগি বালি খিল্য গণ। অঙ্গুষ্ঠ সমান তারা প্রমাণেতে হন॥ যজ্ঞ হেতু কাষ্ঠ ভার লইয়া স্কন্ধেতে। গোষ্পদ সমান জল দেখিলা পথেতে॥ পরিশ্রান্ত হয়ে ছিলা কাষ্ঠ ভার লয়ে। গোষ্পদ জলের পার ভাবেন বসিয়ে॥ পলাস পত্রের শিরা করেছিলা ভার। তাহা দেখি শচী-পতি হাসিলা অপার॥ পার হৈতে গোষ্পদ সলিলে প্রবেশিলা। ভাষিল কাষ্ঠের ভার সমস্ত ডুবিলা॥ বেগের তৃণের সম ভাষিয়া বেড়ান। জল খায়্যে শেষ হৈল সবাকার প্রাণ॥ কাতরে স্মরণ কৈল হরির চরণ। উদ্ধার করিলা প্রভু বালিখিল্য গণ॥ বৃত্র বধে বাসবের ব্রহ্ম বধ হইল। যে সঙ্কটে হরি তারে উদ্ধার করিল॥ দৈত্য গৃহে বদ্ধ ছিলা দেব নারী গণ। অনাথা হইয়া তারা করিল রোদন॥ কাতরে ডাকিল হরি করহ উদ্ধার। সে সঙ্কটে তাসবায হরি কৈলা পার॥ সবের অভয় হেতু দৈত্যদেব অরি। হিরণ্য কসিপু বধ কৈলা নরহরি॥

। ২০। দেবাসুরে যুধি চ দৈত্যপতীন সুরার্থে
হত্বান্তরেষু ভুবনান্যদধাৎ কলাভিঃ।
ভূত্বাথ বামনইমামহরদ্বলেঃ ক্ষ্মাং
যাচ্ঞাছলেন সমদাদদিতেঃ সুতেভ্যঃ॥

দেবগণে দয়াবান হইয়া শ্রীহরি। দেবাসুর যুদ্ধে কৈলা দৈত্য বধ ভূরি॥ মন্বন্তর সকলেতে আপন কলায়। অবতার হন হরি সে যোগ মায়ায়॥ ভুবন পালেন দেব গণের কারণ। নানা ছলে দৈত্য গণে করিয়া নিধন॥ এক কালে বলি রাজা হইল প্রবল। দেবেরে জিনিয়া লৈলা পৃথিবী মণ্ডল॥ হইলেন তাহা লাগি বামনাবতার। প্রার্থনা ছলেতে গেলা বলির দুয়ার॥ দান লইয়ে পৃথিবী দিলেন দেব গণে। বলিরে রাখিলা লয়্যে পাতাল ভুবনে॥

। ২১। নিঃক্ষত্রিযামকৃতগাঞ্চ ত্রিসপ্তকৃত্বো
রামস্তু হৈহযকুলাপ্যযভার্গবাগ্নিঃ।
সোঽব্ধিংববন্ধ দশবক্তুমহন সলঙ্কং
সীতাপতির্জযতিলোকমলঘ্ন্যকীর্ত্তিঃ॥

হৈহয় কুলের নাশে ভার্গব অনল। তর্পণেতে পিতৃগণে দিলা রক্ত জল॥ নিঃক্ষত্রি করিলা ধরা তিন সাত বার। পৃথিবী বিপ্রেরে দিয়া তপ কৈল সার॥ বর্ত্তমান অবতার শুন মহীপতি। দুর্ব্বাদল শ্যাম রাম হৈলা দাসরথি॥ সমুদ্র বান্ধিয়া তেঁহ রাবণ বধিলা। বড়ই অদ্ভুত কীর্ত্তি ভুবনে রাখিলা॥

। ২২। ভূমের্ভারাবতরণায় যদুষজন্মা-জাতঃ
করিষ্যতি সুরৈরপি দুষ্করাণি।
বাদৈর্বিমোহয়তি যজ্ঞকৃতোঽতদর্হান
শূদ্রান কলৌক্ষিতিভুজোন্যহনিষ্যদন্তে॥
এবং বিধানি জন্মানি কর্ম্মাণিচ জগৎপতেঃ।
ভূরীণিভূরিযশসোবর্ণিতানি মহাভুজঃ॥

ইতি শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে নিমিজায়ন্তেয়োপাখ্যানে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

হবেন যে অবতার শুন নৃপ শ্রেষ্ঠ। যদুকুলে নাম তাহে হবে রাম কৃষ্ণ॥ দেবের দুষ্কর কর্ম্ম অনেক করিয়া। ধরাভার হরিবেন দানব বধিয়া॥ বুদ্ধ অবতারে প্রভু দয়াবান হয়ে। যজ্ঞ কর্ম্ম দূষিবেন বিবাদ করিয়ে॥ যাহারা যজ্ঞেতে রত হিংসাদি করিবে। হিংসা নিন্দা বাক্যে তাদের মন ভুলাইবে॥ ইহাতে বৃত্তান্ত শুন অহে মহাশয়। হিংসা করা যোগ্য তাদের কদাচ না হয়॥ প্রবল হইবে কলি যখন রাজন। শূদ্র রাজা হয়্যে সবার করিবে পালন॥ বেদ বিধি বিরোধ হইবে দিনে দিনে। অধর্ম্ম বাড়িবে নিত্য ধর্ম্ম পথ বিনে॥ কল্কি অবতার শেষে হয়্যে ভগবান। অধার্ম্মিক সবাকার বধিবেন প্রাণ॥ এই রূপে ঈশ্বর বিবিধ অবতার। কবিরা বর্ণনা করে নানা কর্ম্ম তাঁর॥ যাহা কিছু জানি তাহা বলিনু তোমারে। ঈশ্বরের অন্ত কেবা বর্ণিবারে পারে॥ একাদশ স্কন্ধে এই চতুর্থ অধ্যায়। বিরচিল সনাতন প্রাকৃত ভাষায়॥

পঞ্চম অধ্যায়ের আভাস।

পঞ্চমে ভক্তিহীনানাং কা নিষ্ঠা কো যুগে যুগে।
বিষ্ণোঃ পূজাবিধিরিতি প্রশ্নস্যোত্তরমুচ্যতে॥

ভক্তিহীন জনের কি গতি এবং প্রতি যুগে বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিতে হয় কি প্রকার এই প্রশ্ন নব যোগেন্দ্রের প্রতি নিমিরাজা করাতে। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীচমস এবং শ্রীমান করভাজন এই দুই জন ক্রমে কথিত প্রশ্নের উত্তর করেন। গ্রন্থকর্ত্তা পঞ্চমাধ্যায়ে ইহা বর্ণন করিতেছেন॥

শ্রীরাজোবাচ। ১। ভগবন্তং হরিং প্রায়ো ন ভজন্ত্যাত্মবিত্তমাঃ।
তেষামশান্তকামানাং কা নিষ্ঠাঽবিজিতাত্মনাং॥

বিদেহ বলেন শুন আত্মবিদ গণ। যারা যারা নাহি করে কৃষ্ণ আরাধন॥ অজিত ইন্দ্রিয় তারা ভোগ শান্তি নাই। কত ভোগে মন করে অন্ত নাহি পাই॥ বল দেখি তাসবার কোন গতি হয়। সবিশেষ আমারে কহিবে মহাশয়॥

শ্রীচমসউবাচ। ২। মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারোজজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক॥

চমস বলেন শুন কহি সদাশয়। যাহাতে ঘুচিবে তব মনের সংশয়॥ পুরুষের মুখ বাহু উরু পদ হৈতে। চারিবর্ণ জন্মিলেন আশ্রম সহিতে॥ গুণ হৈতে চারিবর্ণ ভিন্ন২ হৈলা। সত্ত্ব গুণে মুখে হৈতে ব্রাহ্মণ জন্মিলা॥ সত্ত্ব রজ দুই গুণে ক্ষত্রিয় বাহুতে। উরুতে জন্মিলা বৈশ্য রজস্তম হৈতে॥ তম গুণ হৈতে শূদ্র চরণে জন্মিলা। ঈশ্বর সবার বৃত্তি সবাকারে দিলা॥

। ৩। যএষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥

সাক্ষাৎ ঈশ্বর তাঁহাদের জন্ম স্থান। এ চারি জনের মধ্যে যেইত পুমান॥ তাঁহারে না ভজে অজ্ঞানেতে নাহি জানে। কিম্বা জেনে অবজ্ঞা সে করয়ে অজ্ঞানে॥ বর্ণাশ্রমাচার হৈতে যেই ভ্রষ্ট হয়। নিশ্চয় জানিহ সেই নরকে পড়য়॥

। ৪। দূরেহরিকথাঃ কেচিৎ দূরে চাচ্যুতকীর্ত্তনাঃ।
স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়শ্চৈব তে হনুকম্প্যা ভবাদৃশাং॥

হরি কথা শ্রবণ দূরেতে যে সবার। কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন দূরেতে থাকে যার॥ স্ত্রী শূদ্র প্রভৃতি করি বলিনু নিশ্চয়। তোমা সবাকার তারা অনুগ্রাহ্য হয়॥

। ৫। বিপ্রোরাজন্যবৈশ্যোবা হরেঃ প্রাপ্তাঃ পদান্তিকং।
শ্রৌতেন জন্মনাথাপি মুহ্যন্ত্যাম্নায়বাদিনঃ॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য জন্মেতে উত্তম। উপনয়নাধ্যয়নে করে বহু শ্রম॥ শ্রীহরি ভজনে পেয়ে উত্তমাধিকার। বেদ অর্থ বাদে মোহ পায় বারে বার॥ বৈদিক কর্ম্মের ফলে সদা মত্ত হয়। পরমার্থ বস্তু কৃষ্ণ সেবা না বুঝয়॥

। ৬। কর্ম্মণ্যকোবিদাস্তব্ধামূর্খাঃ পণ্ডিতমানিনঃ।
বদন্তি চাটুকাম্মূঢাযয়া মাধ্ব্যা গিরোৎসুকাঃ॥

যে কর্ম্ম করিলে আপনার বন্ধ ক্ষয়। হেন কর্ম্ম না জানিয়া তাহা না করয়॥ পণ্ডিতেরে না জিজ্ঞাসে কর্ম্মের প্রকার। আমি সে পণ্ডিত বল্যে করে অহঙ্কার॥ লঘু ভাব আপনারে কভু না করয়। অতএব সেই জন মূর্খতম হয়॥ মধু সম বচন কর্ম্মের ফল শুনি। আহ্লাদিত হয়ে তাহে মোহিত আপনি॥ বেদের মধুর বাক্য কর্ম্ম ফল শুনি। স্বর্গ ভোগ করে বসে লইয়া কামিনী॥ এই অভিলাষে নিত্য কাম্য কর্ম্ম করে। কর্ম্ম ফলে বদ্ধ হয় বুঝিতে না পারে॥

। ৭। রজসা ঘোরসংকল্পাঃ কামুকাঅহিমন্যবঃ।
দাম্ভিকামানিনঃ পাপাবিহসন্ত্যচ্যুতপ্রিয়ান॥

কাম ক্রোধ আদি দোষ বাড়ে দিনে-দিনে। রজো গুণে ভ্রান্ত হয়ে কৃষ্ণ নাহি চিনে॥ অভিচার আদি কর্ম্ম চিন্তে অনুক্ষণ। সর্পের সমান ক্রোধ নহে নিবারণ॥ অভিমানী পাপ আত্মা সেই সব জন। ইহাতে সংশয় নাই জানিহ রাজন॥ দাম্ভিক ভাবেতে নিত্য ব্যাপার করয়। কৃষ্ণ ভক্তে দেখি হাসে কামুক আশয়॥

। ৮। বদন্তি তেহন্যোন্যমুপাসিতস্ত্রিয়োগৃহেষু মৈথুন্যপরেষু চাশিষঃ।
যজন্ত্যসৃষ্টান্নবিধানদক্ষিণং বৃত্ত্যৈ পরং ঘ্নন্তি পশূনতদ্বিদঃ॥

ভার্য্যা বশ হয়ে ঘরে থাকে অনুক্ষণ। বৃদ্ধের নিকট নাহি যায় কদাচন॥ অতিথি দেখিলে দ্বারে ঘরেতে লুকায়। মৈথুন রসেতে থাকে কৃষ্ণে না

ধেয়ায় ॥ পরস্পর বসিয়া নারীর কথা কয়। নারী সে পরম সুখ মনেতে ভাবয় ॥ দেবের যজন করে বিধান বিহীন। যজ্ঞ কর্ম্ম করে অন্ন দক্ষিণাদি হীন ॥ দম্ভ ভাবে যজ্ঞ করে জীবিকা কারণ। নির্দ্দয় ভাবেতে করে পশুর হিংসন ॥ অহিংসা পরম ধর্ম্ম তাহা না বুঝয়। দম্ভে কর্ম্ম করে হিংসা দোষ না দেখয় ॥

। ৯। শ্রিয়া বিভূত্যাভিজনেন বিদ্যযা ত্যাগেন রূপেণ বলেন কর্ম্মণা।
জাতস্ময়েনান্ধধিয়ঃ সহেশ্বরান সতোঽবমন্যন্তি হরিপ্রিয়ানুখলাঃ ॥

ধন সম্পদেতে নিত্য বাড়ে অভিমান। ঐশ্বর্য্য মদিরা বশে থাকয়ে অজ্ঞান॥ সৎকুলেতে জন্ম আর বিদ্যার মদেতে। কৃষ্ণ ভক্ত জনে নাহি চিনে কদাচিতে॥ আপনি সুন্দর বলি অন্যেরে হংসয়। যজ্ঞ করে্য তৃণ সম সবারে গণয় ॥ বাহু বলে কর্ম্ম করে্য বাড়ে অহঙ্কার। খল বুদ্ধি কৃষ্ণ জনে করে অসৎকার ॥ শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত জনে আর শ্রীকৃষ্ণেরে। জানিহ নৃপতি সদা অপমান করে ॥

। ১০। সর্ব্বেষু শশ্বত্তনুভৃৎস্ববস্থিতং যথাখমাত্মানমভীষ্টমীশ্বরং।
বেদোপগীতঞ্চ ন শৃণ্বতে বুধামনোরথানাং প্রবদন্তি বার্ত্তয়া ॥

সর্ব্ব কলেবরেতে আছেন নারায়ণ। আকাশ সমান তাহে লিপ্ত কভু নন॥ সেবিলে অভীষ্ট দেন সেবা ব্যর্থ নয়। সবার ঈশ্বর বেদে গায়ন করয় ॥ এই কথা কর্ণে কভু না করে শ্রবণ। মৈথুনাদি শাস্ত্র বাদ করে অনুক্ষণ ॥ অপণ্ডিত জন সব করে এই রূপ। বিবরিয়া কব কত অহে মহা ভূপ ॥

। ১১। লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা নিত্যা হি জন্তোর্নহি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞসুরাগ্রহৈরাসুনিবৃত্তিরিষ্টা ॥

যদি কহ যোষিৎ সঙ্গ মাংসের ভক্ষণ। মদিরার পান তথা শাস্ত্রের বর্ণন ॥ তবে কেন আপনারা করেন নিন্দন। এই হেতু কহিছেন নিন্দার কারণ ॥ জগতের মধ্যে আছে যত প্রাণী গণ। আপন ইচ্ছায় করে মাংসের ভোজন॥ নারী সঙ্গ মদ্য পানে হয় ভাবান্তর। এই সব প্রাণিগণ করে নিরন্তর ॥ কে কবে বিধান আছে অহে নৃপবর। বিবরিয়া কহিলাম তোমার গোচর॥ যদি কহ ঋতুকালে স্ত্রীসঙ্গ করিবে। যজ্ঞ শেষ মদ্য মাংস জনেতে খাইবে ॥ ইহার বৃত্তান্ত শুন অহে নৃপ শ্রেষ্ঠ। শুনিলে সকল সভ্য জনে ঘুচে কষ্ট॥

দেহী গণ অনুরাগে সকল যোষিতে। সর্ব্বকাল সঙ্গ করে মত্ত মদিরাতে॥
নিরন্তর মাংস খায় নিজ অভিমতে। এসব বৃত্তান্ত ভূপ কেপারে বর্ণিতে॥
তাহা দেখি ঋষিগণ পায়ে অতি ভয়। সেই সব মত্ত জনে কন সবিনয়॥
শুন২ অহে জন মন কর স্থির। জগৎ মধ্যেতে জানি তোমরা সুধীর॥
বিবাহ করিয়া নিজ ভার্য্যা সঙ্গ কর। তাহাতে জানিবে সবে ঋতু ধর্ম্ম পর॥
যজ্ঞ অবশেষ মাংস করিবে ভোজন। এই রূপে কর জীব মদিরা সেবন॥
এরূপ নিয়ম রূপে অনুমতি মাত্র। ইহা শুনে অজ্ঞ জীব হয় অতি নত্র॥
যদি কহ নিয়মেতে আবশ্যক আছে। অতএব অহে ভূপ কহি তব কাছে॥
নারী সঙ্গ মদ্য আর মাংসের সেবন। ইহাতে নিবৃত্তি ইষ্ট শাস্ত্রের লিখন॥
তার ভাব কিছু নৃপ করি বিবরণ। নারী সঙ্গ মদ্য সেবা মাংসের ভক্ষণ॥
অনুরাগে করে সবে ব্যাপিয়া সর্ব্বত্র। কিন্তু ইহা বিধি নহে নিয়ম এ মাত্র॥
এই রূপে শাস্ত্র মতে এই সে অভীষ্ট। পরিসংখ্যা বিধি মতে নিবৃত্তি সে ইষ্ট॥
যদি বল পরিসংখ্যা বিধি সে কেমন। জন হেতু তাহা কিছু করি বিবরণ॥
যদি দেহী ব্রতে করে ভক্ষণে আদর। তাহাতে নিয়ম আছে গ্রাসের ভিতর॥
যথা কোন ব্রতে আছে যদি কিছু খাবে। দ্বাদশ গ্রাসের ঊর্দ্ধ কভু না হইবে॥ অতএব সেই ব্রতে বিহিত ভক্ষণ। নিবৃত্তিতে অভিমত ঋষির বচন॥ এই রূপ মদ্য মাংস স্ত্রীসঙ্গ বর্ণন। আসক্ত দেহীর প্রতি ঋষির বচন॥
অতএব সভ্য জনে করি নিবেদন। কেবল নিবৃত্তি ইষ্ট ব্যাসের লিখন॥
মদ্যপান আদি যত ঋষির বচন। যদি অনুমতি মাত্র ইষ্ট নিবর্ত্তন॥
তবে কেন স্বভার্য্যায় ঋতুর সময়। গমন অভাবে ভ্রূণহত্যা পাপ হয়॥
ইত্যাদি নিন্দার শ্রুতি কি রূপে ঘটয়। অতএব জীবগণ করেন সংশয়॥
এ সন্দেহ নিবারণ হেতু যে বৃত্তান্ত। তাহা শুন সভ্য জন শুদ্ধ হবে অন্তঃ॥
যদি পুরুষের মনে স্ত্রীসঙ্গ আছয়। কিন্তু বিবাহিতা ভার্য্যা তাহে রুচি নয়॥
দ্বেষ তিরস্কার আদি স্বভার্য্যাতে করে। দুষ্ট জন ঋতুকালে গমন না করে॥
সেই জন প্রতি দোষ শাস্ত্রেতে শ্রবণ। অতএব অবিরোধ ব্যাসের বর্ণন॥

। ১২। ধনঞ্চ ধর্ম্মৈকফলং যতোবৈ জ্ঞানং সবিজ্ঞানমনুপ্রশান্তিঃ।
গৃহেষু যুঞ্জন্তি কলেবরস্য মৃত্যুং ন পশ্যন্তি দুরন্তবীর্য্যং॥

ধন উপার্জ্জিয়া ধর্ম্ম যদ্যপি করয়। সেই ধর্ম্ম হৈতে জ্ঞান সবিজ্ঞান হয়॥

ক্রমেতে নভয়ে ভক্তি শুনহে রাজন। হেন ধন দেহ লাগি নাশে অকারণ॥
দেহের দুরন্ত মৃত্যু কভু না বুঝয়। দেহ রাখিবারে বৃথা ধন করে ব্যয়॥

। ১৩। যদ্‌ঘ্রাণভক্ষোবিহিতঃ সুরায়াস্তথা পশোরালভনং ন হিংসা।
এবং ব্যবায়ঃ প্রজয়া নরত্যৈ ইমং বিশুদ্ধং ন বিদুঃ স্বধর্ম্মং॥

মদ্যাদি সেবনের শুনহ নিরূপণ। সুরার ঘ্রাণেরে বলি সুরার ভক্ষণ॥ কদাচিৎ সাক্ষাতে নাহিক সুরাপান। মদ্যপান বিধি স্থলে লবে তার ঘ্রাণ॥ দেবের উদ্দেশে যেই পশুর হিংসন। তারে হিংসা নাহি বলি শুনহে রাজন॥ আত্ম প্রীতি হেতু যেই পশু হিংসা করে। তারে সে বলিয়ে হিংসা শাস্ত্র অনুসারে॥ একান্ত জানিহ রাজা সন্তুতি কারণ। রতি হেতু নারী সঙ্গ অনর্থ সাধন॥ এইত বিশুদ্ধ ধর্ম্ম কেহ না জানয়। বৃথা হিংসা রতি লোভে নরকে পড়য়॥

। ১৪। যে ত্বনেবংবিদোঽসন্তঃ স্তব্ধাঃ সদভিমানিনঃ।
পশূনদ্রুহ্যন্তি বিশ্রব্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান॥

এ ধর্ম্ম না জানে যার অশান্ত হৃদয়। সাধু বলি অভিমান বৃথা সে করয়॥ মনোরথ পূর্ণ হেতু পশু হিংসা করে। শরীর করয়ে পুষ্ট মাংসের আহারে॥ গর্ব্বযুক্ত হৈয়া ইহা করে যেই জন। তাহার গতির কিছু শুন বিবরণ॥ পরলোকে পশুগণ তার মাংস খায়। শাস্ত্রের লিখন এই বলিনু তোমায়॥

। ১৫। দ্বিষন্তঃ পরকায়েষু আত্মানং হরিমীশ্বরং।
মৃতকেসানুবন্ধেঽস্মিন বদ্ধস্নেহাঃ পতন্ত্যধঃ॥

আত্মরূপে নারায়ণ পরের শরীরে। সর্ব্বদা আছেন ইহা বুঝিতে না পারে॥ পরের শরীরে দ্বেষ বৃথা দেহ লাগি। স্নেহ বদ্ধ হয়ে হয় নরকের ভাগী॥ দেহ পুত্র ভার্য্যা গৃহ ধন আদি যত। এই সবে স্নেহ করে জানিহ নিয়ত॥

। ১৬। যে কৈবল্যমসংপ্রাপ্তাযে চাতীতাশ্চ মূঢ়তাং।
ত্রৈবর্গিকাহ্যক্ষণিকাআত্মানং ঘাতয়ন্তি তে॥

ধর্ম্ম অর্থ কাম হেতু যারা ব্যগ্র হয়। তাসবার কদাচিৎ তত্ত্বজ্ঞান নয়॥ কিন্তু কিছু জানে সেই অতি অজ্ঞ নয়। দেহ পুত্র কলত্রেতে বুদ্ধিস্থির হয়॥ আত্মারে ঘাতিল সেই জানিহ নিশ্চয়। কদাচিৎ ইথে ভূপ না কর সংশয়॥

।১৭। এতআত্মহনোঽশান্তাঅজ্ঞানে জ্ঞানমানিনঃ।
সীদন্ত্যকৃতকৃত্যাবৈ কালধ্বস্তমনোরথাঃ॥
হিত্বাত্মমায়ারচিতাগৃহাপত্যসুহৃৎশ্রিয়ঃ।
তমোবিশন্ত্যনিচ্ছন্তোবাসুদেবপরাঙ্মুখাঃ॥

এই রূপে আত্মঘাতী যেই সব জন। তাসবার কদাচিৎ না হয় মোচন॥ অজ্ঞানেতে জ্ঞানী বলি করেঅভিমান। কৃত কৃত্য নহে তারা জানিহ নিদান॥ তাসবার মনোরথ কালে নাশ করে। সংসারে ভ্রমণ করে কভু নাহি তরে॥ বাসুদেব পরাঙ্মুখ যেই সব জন। তাসবার শান্তিভাব নহে কদাচন॥ গৃহ পুত্র কলত্র অপর বন্ধু ধন। আপনার বলি নিত্য করয়ে পালন॥ মিথ্যা মায়া বলিয়া বুঝিতে নাহি পারে। সকল ত্যজিয়া পড়ে নরক ভিতরে॥ কৃষ্ণ ভক্তি বিনা কভু নাহিক নিস্তার। ভক্তি পথে হেলা কৈলে না ঘুচে সংসার॥

শ্রীরাজোবাচ।১৮। কস্মিন কালে সভবান কিং বর্ণঃ কাদৃশোনৃভিঃ।
নাম্নাবা কেন বিধিনা পুজ্যতে তদিহোচ্যতাং॥

বিদেহ বলেন মুনি কর অবধান। কৃষ্ণ ভক্তি বিনা নাহি দেখি পরিত্রাণ॥ অবশ্য তাঁহার ভক্তি কর্ত্তব্যাই হয়। জিজ্ঞাসি তাহার কিছু বলহ নিশ্চয়॥ কোন কালে কোন রূপ শ্রীহরি ধরিলা। কোন কালে কোন বর্ণ তাঁহার আছিলা॥ কোন কালে কোন্ নাম আছিল তাঁহার। কোন বা বিধিতে নিত্য পুজা করি তাঁর॥

শ্রীকরভাজন উবাচ।১৯। কৃতং ত্রেতাদ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেষু কেশবঃ।
নানাবর্ণাভিধাকারোনানৈব বিধিনেজ্যতে॥

বলিতে লাগিল তবে শ্রীকরভাজন। শুন শুন নরপতি আমার বচন॥ সত্য ত্রেতা দ্বাপর শেষেতে যুগ কলি। চারি যুগে যাহা যাহা হৈল তাহা বলি॥ নানা বর্ণ হৈলা নানা রূপ নাম তাঁর। আছিলা পুজার বিধি বিবিধ প্রকার॥

।২০। কৃতে শুক্লশ্চতুর্ব্বাহুর্জটিলোবল্কলাম্বরঃ।
কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ বিভ্রদ্দণ্ডং কমণ্ডলুং॥

সত্য যুগে শুক্লবর্ণ হইলা শ্রীহরি। দণ্ড কমণ্ডলু করে ছিলা ব্রহ্মচারি॥

চতুর্ব্বাহু আছিলা বাকল পরিধান। শিরে জটা শোভে তাঁর সাক্ষাত ঈশান॥ কৃষ্ণাজিন যজ্ঞ সূত্র অক্ষের ধারণ। প্রণতে অভীষ্ট দাতা ছিলা নারায়ণ॥

। ২১। মনুষ্যাস্তু তদা শান্তানির্ব্বৈরাঃ সুহৃদঃ সমাঃ।
যজন্তি তপসা দেবং শমেন চ দমেন চ॥
হংসঃ সুপর্ণোবৈকুণ্ঠোধর্ম্মোযোগেশ্বরোঽমলঃ।
ঈশ্বরঃ পুরুষোঽব্যক্তঃ পরমাত্মেতি গীয়তে॥

সে কালে মানুষ ছিল শান্ত শীলমতি। আছিল নির্ব্বৈর ভাবে সবে সবা প্রতি॥ শম দম ছিলা সবে সুহৃদ সবার। ধ্যানেতে ভজিলা সবে চরণ তাঁহার॥ বশেতে ইন্দ্রিয় ছিল স্থির ছিল মন। ধ্যান যোগে অতেব করিত আরাধন॥ তাহাতে যে নাম ছিল শুনহে রাজন। হংস বলি তাঁ-হারে বলিত সর্ব্ব জন॥ সুপর্ণ বৈকুণ্ঠ ধর্ম্ম নাম যোগেশ্বর। অমলকায় অব্যক্ত পুরুষ ঈশ্বর॥ পরমাত্মা বলি লোক করিত গায়ন। ত্রেতাদি যুগের শুন বলি বিবরণ॥

। ২২। ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসৌ চতুর্ব্বাহুস্ত্রিমেখলঃ।
হিরণ্যকেশস্ত্রয্যাত্মা স্রুক্স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ॥

ত্রেতা যুগে রক্ত বর্ণ আছিল তাঁহার। ত্রিগুণা মেখলা ধারি চতুর্ভুজাকার॥ যজ্ঞ মূর্ত্তি বলি তারে বলে সর্ব্বজন। মস্তকে পিঙ্গল কেশ আছিলা ধারণ॥ এহেতু হিরণ্যকেশ নাম তার ছিল। স্রুক্ স্রুব আদি চিহ্ন তোমারে বলিল॥

। ২৩। তং তদা মনুজা দেবং সর্ব্বদেবময়ং হরিং।
যজন্তি বিদ্যয়া ত্রয্যা ধর্ম্মিষ্ঠা ব্রহ্মবাদিনঃ॥

বড়ই ধর্ম্মিষ্ঠ লোক আছিল সে কালে। ব্রহ্মবাদি ছিলা সবে ত্যক্ত মায়া জালে॥ বেদোক্ত কর্ম্মেতে লোক করিত পূজন। সর্ব্বদেব ময় হরি করিত গ্রহণ॥

। ২৪। বিষ্ণুর্যজ্ঞঃ পৃশ্নিগর্ভঃ সর্ব্বদেবউরুক্রমঃ।
বৃষাকপির্জয়ন্তশ্চ উরুগায়ইতীর্য্যতে॥

বিষ্ণু যজ্ঞ পৃশ্নিগর্ভ সর্ব্বদেব ময়। উরুক্রম বৃষাকপি সর্ব্বলোকে কয়॥ আছিলা জয়ন্ত নাম আর উরুগায়। ত্রেতাযুগ ধর্ম্মাদি হে কহিনু তোমায়॥

। ২৫ । দ্বাপরে ভগবান শ্যামঃ পীতবাসানিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥

অতশী কুসুম শ্যাম দ্বাপরে হইলা। পীত বস্ত্র পরিধান চক্রাদি ধরিলা॥
শ্রীবৎসাদি লক্ষণ শোভিত কলেবর। আর কিছু বলি শুন অহে নরেশ্বর॥

। ২৬ । তং তদা পুরুষং মর্ত্ত্যামহারাজোপলক্ষণং।
যজন্তি বেদতন্ত্রাভ্যাং পরং জিজ্ঞাসবোনৃপ ॥

মহারাজ চিহ্ন শ্বেত ছত্রাদি চামর। তদ্যুক্তে করিত পূজা করিয়া আদর॥
সকলে করিত পূজা বেদ তন্ত্র মতে। সর্ব্বলোক জ্ঞানী ছিলা সেইত কালেতে॥
আছিলা পরম যত্ন ঈশ্বরে জানিতে। অহে ভূপ এই রূপ হইল বর্ণিতে ॥

। ২৭ । নমস্তে বাসুদেবায নমঃ সঙ্কর্ষণাযচ। প্রদ্যুম্নাযা-
নিরুদ্ধায তুভ্যং ভগবতে নমঃ ॥ নারাযণায ঋষযে
পুরুষায় মহাত্মনে। বিশ্বেশ্বরায বিশ্বায সর্ব্ব-
ভূতাত্মনে নমঃ ॥ ইতি দ্বাপরউর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরং ॥

যে নাম ধরিয়া স্তুতি করিল সকলে। শুনহ সে সব স্তব রাজা কুতুহলে ॥
প্রণমিহ বাসুদেব তোমার চরণে। ভক্তিভাবে প্রণমিহ দেব সঙ্কর্ষণে ॥
অনিরুদ্ধ প্রদ্যুম্নের বন্দিহ চরণ। অহে ভগবান পাপ করহ নাশন ॥
অহে প্রভু বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ হরি। সর্ব্বভূত আত্মারে সতত নমস্করি ॥

। ২৮ । নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি যথা শৃণু ॥

অতঃপর কহি ভূপ শুনহ সাক্ষাতে। করিত তাঁহার পূজা বেদ তন্ত্র মতে॥
কলি যুগে যা হইবে কহিব এখন। কৃতার্থ হইবে তাহা করিয়া শ্রবণ ॥

। ২৯ । কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥

কৃষ্ণবর্ণ হরি হৈলা এ কলি যুগেতে। কিন্তু কৃষ্ণ নন দিব্য উজ্জ্বল কান্তিতে॥
ইন্দ্র নীলমণি সম উজ্জ্বল বরণ। সাঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র সঙ্গে পারিষদগণ॥
নামসংকীর্ত্তন করি নানা উপচারে। বিবেকি সকল নিত্য পূজা করে তাঁরে॥

। ৩০ । ধ্যেযং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যং।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপালভবাব্ধিপোতং বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দং ॥

যে রূপে কৃষ্ণেরে স্তুতি করে সর্ব্ব জন। ভাষাছন্দে তাহা বলি শুন সাধুগণ॥

অহে মহাপুরুষ হে প্রণত পালন। তোমার পদারবিন্দ করি হে বন্দন॥
ধ্যান যোগ্য যেই পদ সদা সর্ব্বদাই। সে পদ বন্দন বিনা আর রুচি নাই॥
ইন্দ্রিয় কুটম্বে যেই হয় পরাভব। যেইত চরণ পদ্ম নাশয়ে সে সব॥
অভীষ্ট পুরণ করে যেইত চরণ। গঙ্গাদি তীর্থের যেই আশ্রয় পাবন॥
মহেশ বিরিঞ্চি যাহা করেন স্তবন। এ হেতু সে চরণ আশ্রয় যোগ্য হন॥
ভক্তের পরম আর্ত্তি যেই পদ নাশে। দুস্তর সংসার সিন্ধু তারে অনায়াসে॥
সংসার সমুদ্রে তেঁহ সমান নৌকার। তাঁহার আশ্রয়ে জীব ভবে হয় পার॥

।৩১। ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং ধর্ম্মিষ্ঠআর্য্যবসাযদগাদরণ্যং।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দং॥

অহে মহা পুরুষ শ্রীরাম দাসরথী। তোমার চরণপদ্মে করিহে প্রণতি॥
অন্য সুদুস্ত্যজ্য যেই রাজলক্ষ্মী নয়। ইন্দ্র আদি সকলেই যাহারে প্রার্থয়॥
তেজিবার যেই রাজ্য কাহারই নয়। পিতৃবাক্যে সে রাজ্য তেজিয়া মহাশয়॥
সত্য ধর্ম্ম পালিতে করিলা বনবাস। সিতা হেতু মায়া মৃগে করিলা বিনাশ॥
হেন গুণধাম রাম চরণ কমল। প্রণমিহ যাহা হৈতে হইব নির্ম্মল॥

॥৩২॥ এবং যুগানুরূপাভ্যাং ভগবান যুগবর্ত্তিভিঃ।
মনুজৈরিজ্যতে রাজন শ্রেয়সামীশ্বরোহরিঃ॥

এই রূপে অহে রাজা চারি যুগে হরি। মনুজের পূজ্য হন নাম রূপ ধরি॥
সকল কল্যাণ দাতা প্রভু নারায়ণ। চারি যুগে মনুষ্যসবার পূজা লন॥

।৩৩। কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগি নঃ।
যত্র সংকীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোপি লভ্যতে॥

এ চারি যুগের মধ্যে শুনহে রাজন। কলিকে সবার শ্রেষ্ঠ কৈলা নিরূপণ॥
সজ্জনেরা ভাল মন্দ বিচারে নিপুণ। বহু দোষী কলি তবু লন তার গুণ॥
তাঁহারা সে গুণ বিনা দোষ নাহি লন। অতএব কলিরে করেন সভাজন॥
যেহেতু কলিতে নাম সংকীর্ত্তন হৈতে। লভয়ে পরম লাভ অভিলাষ হৈতে॥
ইথে বিষ্ণু পুরাণের বচন প্রমাণ। সাধুগণ শুন সবে হৈয়্যা সাবধান॥
সত্য যুগে ধ্যানেতে লভিয়ে যেই ফল। ত্রেতা যুগে যজ্ঞ অনুষ্ঠানে সে সকল॥
দ্বাপরে পবিত্র হয় অর্চ্চি নারায়ণে। কলিতে সকল পাই নাম সংকীর্ত্তনে॥
অতেব কলিরে সবে করেন পূজন। যেহেতু প্রধান ইথে নাম সংকীর্ত্তন॥

অতেব কলিরে সবে করেন পুজন। যেহেতু প্রধান ইথে নাম সংকীর্ত্তন॥

। ৩৪। ন হ্যতঃ পরমো লাভো দেহিনাং ভ্রাম্যতামিহ।
যতোবিন্দেত পরমাং শান্তিং নশ্যতি সংসৃতিঃ॥

সংসারে ভ্রমিতে ছিল যত জীব গণ। তাসবার এই লাভ শুনহে রাজন॥
কৃষ্ণের চরণ ভক্তি শান্তিকে লভয়। এঘোর সংসার মধ্যে আর না ভ্রময়॥
অতঃপর লাভ নাকি আছয়ে সংসারে। নাম সংকীর্ত্তন করো সুখে প্রাপ্তি তরে॥

। ৩৫। কৃতাদিষু প্রজা রাজন কলাবিচ্ছন্তি সংভবং।
কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ॥
ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাজ দ্রবিড়েষু চ ভুরিশঃ।
তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালাপয়স্বিনী॥
[illegible] মহাপুণ্যা প্রতীচীচ মহানদী॥

সত্যাদি যুগের প্রজা যত হে রাজন। কলিতে করেন বাঞ্ছা লভিতে জনন॥
প্রায় কলিযুগের যতেক প্রজাগণ। সমস্ত হবেন নারায়ণ পরায়ণ॥
বিশেষত অহে রাজা দ্রবিড় দেশেতে। অনেক শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত হন বিধি মতে॥
তাম্রপর্ণী নদী যেই দেশেতে আছয়। কৃতমালা পয়স্বিনী পবিত্র করয়॥
কাবেরী পরম পুণ্যা নদী যেই দেশে। মহা নদী পশ্চিম সে দেশেরে পরশে॥

। ৩৬। যে পিবন্তি জলং তাসাং মনুজা মনুজেশ্বর।
প্রায়ো ভক্তা ভগবতি বাসুদেবে২মলাশয়াঃ॥

এসব তীর্থের জল যারা করে পান। প্রায় কৃষ্ণপদে ভক্তি সুখে তারা পান॥
অহে নৃপ মনুজেরা সে তীর্থ জলেরে। পান করি শুদ্ধ চিত্তে হরি ভক্তি করে॥
কিন্তু যদি সে জনের অপরাধ হয়। তবে শ্রীহরিতে ভক্তি কদাপীও নয়॥

। ৩৭। দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাংপিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চরাজন।
সর্ব্বাত্মনাযঃ শরণং শরণ্যং গতোমুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তং॥

দেবঋষি আদি গণে ঋণী তারা নয়। কদাচিৎ এসবার কিঙ্কর না হয়॥
পঞ্চ যজ্ঞ আদি কৃত্য সকল তেজিয়া। সর্ব্ব ভাবে কৃষ্ণ ভজে যারা হৃষ্ট হয়্যা॥
অহে নৃপ মুক্তি দাতা আশ্রয় সবার। তাঁরে যে আশ্রয় করে কি ঋণ তাহার॥

। ৩৮। স্বপাদমূলং ভজতঃপ্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥

যারা কৃষ্ণ ভজে অন্য ভাব ত্যাগ করি। তাসবার হৃদয়ে থাকিয়া নরহরি॥
কদাচিৎ ভক্তের বিকর্ম্ম যদি হয়। আপনি খণ্ডন তাহা করেন নিশ্চয়॥
এরূপে বিহিত কর্ম্ম নিবারণ করি। তদন্তর যাহা কন নিবেদন করি॥
দেহ পুত্র ভার্য্যা ধন ইত্যাদি সকলে। ভাব ত্যাগ করি ভজে হরি পদ মুল॥
সেই জীব অহে ভুপ নিষিদ্ধ কর্ম্মেতে। প্রবৃত্তি না করে কিন্তু হয় কদাচিতে॥
কিন্তু সে কর্ম্মের পাপ বিনাশেন হরি। অবশ্য ইহাই জেনো কি কব বিস্তরি॥
যদি কহ যমরাজা কেন সে মানিবে। ঈশ্বরের ইচ্ছা কেবা লঙ্ঘন করিবে॥
যদি বল নিষিদ্ধ কর্ম্মাচণ করি। প্রায়শ্চিত্ত করিবে হে না কর চাতুরি॥
ইহা ঈশ্বরের বাক্য শাস্ত্রের লিখন। নিজ আজ্ঞা ভঙ্গ হরি সন কি কারণ॥
তাহার বৃত্তান্ত নৃপ করি বিবরণ। প্রিয়জনের দোষ হরি না লন কখন॥
যদি বল পাপ নিবারণের কারণ। যেই জন নাই ভজে তবে কেন সন॥
ইহার বৃত্তান্ত বলি শুনহ বিশেষ। ভক্তের হৃদয়ে তাঁর হয় সন্নিবেশ॥
অগ্নি যেই নাহি জেনে হস্ত দেয় তায়। অবশ্য পুড়য়ে হস্ত খণ্ডন না যায়॥
সেই রূপ অহে ভুপ জানিহ ইহাতে। প্রার্থনা অভাবে কৃষ্ণ নাশেন পাপেতে।

। ৩৯। শ্রীনারদ উবাচ। ধর্ম্মান ভাগবতানিত্থং শ্রুত্বা স মিথিলেশ্বরঃ।
জায়ন্তেযান্ মুনীন প্রীতঃ সোপাধ্যায়োহ্যপূজয়ৎ॥

নারদ বলেন অহে বসুদেব শুন। এ রূপেতে ভগবত ধর্ম্ম পুনঃ পুনঃ॥
শুনিয়া মিথিলা পতি আনন্দ হইলা। উপাধ্যায় সহ সিদ্ধগণেরে পুজিলা॥

। ৪০। ততোহন্তর্দধিরে সিদ্ধাঃ সর্ব্বলোকস্য পশ্যতঃ।
রাজা ধর্ম্মানুপাতিষ্ঠন্নবাপ পরমাং গতিং॥

চাহিয়া আছেন সভা মধ্যে সর্ব্বজন। অন্তর্দ্ধান হৈয়া গেলা নব সিদ্ধগণ॥
ভাগবত ধর্ম্ম নিমি কৈলা অনুষ্ঠান। অন্তেতে লভিলা তেঁহ কৃষ্ণ পদে স্থান॥

। ৪১। ত্বমপ্যেতান্ মহাভাগ ধর্ম্মান্ ভাগবতান্ শুভান্।
আস্থিতঃ শ্রদ্ধয়া যুক্তো নিঃসঙ্গো যাস্যসে পরং॥

শুন অহে বসুদেব তুমিহ যতনে। এই ভাগবত ধর্ম্ম করহ আপনে॥

সঙ্গ তেজি শ্রদ্ধাযুক্তে কর আচরণ। লভিবে পরমাগতি কৃষ্ণের ভবন॥
তুমি অতি ভাগ্যবান না হয় বর্ণন। শুভ ভাগবত ধর্ম্ম কর আচরণ॥

।৪২। যুবযোঃখলু দম্পত্যো র্যশসা পূরিতং জগত্।
পুত্রতামগমদ্যদ্বাং ভগবানীশ্বরোহরিঃ॥

স্ত্রী পুরুষ দোঁহারি যশে পূরিল জগৎ। তোমরা দুজনে হও মহাভাগবৎ॥
ভগবানীশ্বর হরি দোঁহার তনয়। উভয়ের ভাগ্য কেবা সীমা করি কয়॥

।৪৩। দর্শনালিঙ্গনালাপৈঃ সশয্যাসনভোজনৈঃ।
আত্মা বাং পাবিতঃ কৃষ্ণে পুত্রস্নেহং প্রকুর্ব্বতোঃ॥

অনুক্ষণ শ্রীহরি করিছ দরশন। অর্চ্চনা করিছ পুনঃ কবি আলিঙ্গন॥
ভোজন শয়নাসন কর কৃষ্ণ সনে। পুত্র স্নেহে আত্ম শুদ্ধি কৈলে দুই জনে॥

।৪৪। বৈরেণ যং নৃপতয়ঃ শিশুপালপৌণ্ড্রশাল্বাদযে গতিবিলাসবিলোকনাদ্যৈঃ।
ধ্যা ন্ত আকৃতিধিয়ঃ শযনাসনাদৌ তৎসাম্যমাপুরনুরক্তধিযাং পুনঃ কিং॥

শিশুপাল পৌণ্ড্র শাল্ব আদি রাজাগণ। কৃষ্ণ সনে বৈরি ভাব কৈল অনুক্ষণ॥ কৃষ্ণের বিলাস গতি বিলোকন দেখি। বৈরি ভাবে যে সব ভাবিল মুদে আঁখি॥ শয়ন আসন আর ভোজন সময়ে। কৃষ্ণেতে রাখিযা বুদ্ধি ভাবিল হৃদযে॥ তারাহ লভিল দেখ কৃষ্ণের সমতা। অনুরক্ত বুদ্ধিতে পাইবে কোন্ কথা॥

।৪৫। মাপত্যবুদ্ধিমকৃথাঃ কৃষ্ণে সর্ব্বাত্মনীশ্বরে।
মাযামনুষ্যভাবেন গূঢ়ৈশ্বর্য্যে পরেহব্যয়ে॥

বসুদেব দেবকি শুনহ মম কথা। পুত্র বুদ্ধি কৃষ্ণেরে না করিহ সর্ব্বথা॥
শ্রীকৃষ্ণ সবার আত্মা ঈশ্বর সবার। মাযায মনুষ্য ভাব করিলা প্রচার॥
প্রকৃতির পর তেঁহ অব্যক্ত অব্যয়। পুত্র ভাব তাঁরে না করিহ মহাশয়॥

।৪৬। ভূভারাসুররাজন্যহন্তবে গুপ্তয়ে সতাং।
অবতীর্ণস্য নির্বৃত্ত্যৈ যশো লোকে বিতন্যতে॥
শ্রীশুক উবাচ। এতচ্ছ্রুত্বা মহাভাগো বসুদেবোঽ
তিবিস্মিতঃ। দেবকী চ মহাভাগা জহতু র্মোহমাত্মনঃ॥

ভূভার অসুর গণ রাজা রূপে ছিল। তাহাতে সজ্জনগণ পীড়িত হইল॥
যদুকুলে অবতীর্ণ হৈযা নারাযণ। ভূভার নাশিযা সাধু করিলা পালন॥

ভূতলে অনেক যশ করিলা স্থাপন। কেবল আপন ভক্ত মোক্ষের কারণ॥
শুক বলে অহে রাজা শুন পরীক্ষিত্। এত শুনি বসুদেব হইলা বিস্মিত॥
অতি আনন্দিত মতি দৈবকী হইলা। দম্পতী দুজনে আত্ম মোহ তেয়াগিলা॥

।৪১। ইতিহাস মিমং পুণ্যং ধারয়েদ্যঃ সমাহিতঃ।
স বিধূয়েহ শমলং ব্রহ্মভূযায় কল্পতে॥

ইতি শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে জায়ন্তেযোপাখ্যানে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥

অহে রাজা এই ইতিহাস পুরাতন। পুণ্যের স্বরূপ এই বিদিত ভুবন॥
সমাহিত মনে যেই করয়ে শ্রবণ। পাপ সংস্কার তার না থাকে কখন॥
তার আর সংসার সাগরে গতি নয়। লভয়ে কৃষ্ণের পদ বলিনু নিশ্চয়॥
একাদশ স্কন্ধে এই পঞ্চম অধ্যায়। বিরচিল সনাতন প্রাকৃত ভাষায়॥

ষষ্ঠ অধ্যায়ের আভাস।

ষষ্ঠে ব্রহ্মাদিভিস্তত্রাগস্তুং বিজ্ঞাপিতং হরিং।
উদ্ধবঃ প্রার্থয়ামাস স্বধামনয়মামিতি॥

ব্রহ্মাদি দেবগণ দ্বারাকায় গমন করেন তৎপর দ্বারকাতে শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করেন তৎপর বৈকুণ্ঠধামে শ্রীকৃষ্ণের গমনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে জানাইয়া ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মাদির বাক্য স্বীকার করিবার পর দেবগণের সহিত ব্রহ্মা আপন ধামে গমন করেন তদন্তর শ্রীকৃষ্ণ নিকটে শ্রীউর্দ্ধব মহাশয় প্রর্থনা করেন যে আমাকে বৈকুণ্ঠ ধাম প্রাপ্ত করাও। এই বর্ণন গ্রন্থকার ষষ্ঠাধ্যায়ে করিতেছেন॥

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ।১। অথ ব্রহ্মাত্মজৈর্দেবৈঃ প্রজেশৈরাবৃতোঽভ্যগাত্
ভবশ্চ ভূতভব্যেশো যযৌ ভূতগণৈর্বৃতঃ।
ইন্দ্রোমরুদ্ভির্ভগবানাদিত্যাবসবোঽশ্বিনৌ।
ঋভবোঽঙ্গিরসো রুদ্রা বিশ্বেসাধ্যাশ্চ দেবতাঃ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসো নাগাঃ সিদ্ধচারণগুহ্যকাঃ॥
ঋষয়ঃ পিতরশ্চৈব সবিদ্যাধরকিন্নরাঃ।
দ্বারকামুপসংজগ্মুঃ সর্ব্বে কৃষ্ণং দিদৃক্ষবঃ॥

কহেন বাদরায়ণি শুনহে রাজন। অতঃপর যাহা হয় করি বিবরণ॥

সনকাদি পুত্রগণে করিয়া সংহতি। চারিদিগে বেড়ি আছে যত প্রজাপতি॥
হংস যানে আরোহনে ব্রহ্মা মহাশয়। আনন্দ মনেতে গেলা দ্বারকা আলয়॥
মহেশ করিলা গতি বৃষ আরোহনে। সঙ্গেতে বেড়িয়া চলে প্রেতভূত গণে॥
ঐরাবতে চাপিয়া বাসব আইলা সুখে। ইন্দ্র সঙ্গে বায়ু গণ চলিলা কৌতুকে॥
চলিলা দ্বাদশ সূর্য্য অষ্ট বসুগণ। অশ্বিনীকুমার দোঁহে করিলা গমন॥
ঋভব নামেতে যত দেবগণ ছিলা। অঙ্গিরস আদি করি সকলে চলিলা॥
বিশ্বগণ সাধ্যগণ রুদ্রগণ যথা। গন্ধর্ব্ব অপ্সর নাগ সবে গেলা তথা॥
সিদ্ধগণ চারণ গুহ্যকগণ গেলা। ঋষিগণ পিতৃগণ সকলে চলিলা॥
বিদ্যাধর কিন্নর চলিলা আনন্দিতে। সকলে দ্বারিকা গেলা কৃষ্ণেরে দেখিতে॥

।২। বপুষা যেন ভগবান নরলোকমনোরমঃ।
যশো বিতেনে লোকেষু সর্ব্বলোকমলাপহং॥

অহে নৃপ ভগবান যে শরীর করি। নরলোক মনোরম হইলা শ্রীহরি॥
সকলের পাপচয় যাহে নাশ হয়। সেইরূপ যশ লোকে বিস্তার করয়॥

।৩। তস্যাং বিভ্রাজমানায়াং সমৃদ্ধায়াং মহর্দ্ধিভিঃ।
ব্যচক্ষতাবিতৃপ্তাক্ষাঃ কৃষ্ণমদ্ভুতদর্শনং॥

সেরূপ দেখিতে বাঞ্ছা করি সবে আইলা। অদ্ভুত সম্পত্তিযুক্ত দ্বারিকা দেখিলা॥ অপূর্ব্ব দর্শন কৃষ্ণ আছেন সভায়। দেবগণ আসিয়া দর্শন কৈলা তাঁয়॥ সে রূপ দেখিয়া চক্ষু তৃপ্ত নাহি হয়। যে অঙ্গ নিরক্ষে চক্ষু সেই অঙ্গে রয়॥

।৪। স্বর্গোদ্যানোপগৈর্মাল্যৈ শ্ছাদয়ন্তো যদূত্তমং।
গীর্ভিশ্চিত্রপদার্থাভি স্তুষ্টুবু র্জগদীশ্বরং॥

স্বর্গের উদ্যান মাল্যে কৃষ্ণে আচ্ছাদিলা। চিত্র পদ অর্থ বাক্যে স্তুতি যে করিলা॥

।৫। নতাঃ স্মতে নাথ পদারবিন্দং বুদ্ধীন্দ্রিয়প্রাণমনোবচোভিঃ।
যচ্চিন্ত্যতে হৃন্তর্হৃদি ভাবযুক্তৈ র্মুমুক্ষুভিঃ কর্ম্মময়োরুপাশাৎ॥

প্রণমামি অহে নাথ তোমায় চরণে। হৃদয় মধ্যেতে যাঁরে ভাবে মুনিগণে॥
বুদ্ধিন্দ্রীয় মন প্রাণ বচন সহিত। প্রণমামি তব পদে হয়্যে আনন্দিত॥
কর্ম্মময় উরু পাশ মোচন কারণ। যে পদ ভাবেন ভাবযুক্ত যোগীগণ॥

হেন পদ দেখিলাম আমরা সাক্ষাতে। পরম সৌভাগ্য আজি বুঝিনু ইহাতে॥

।৬। ত্বং মায়য়া ত্রিগুণয়াত্মনি দুর্ব্বিভাব্যং ব্যক্তং সৃজস্যবসি লুম্পসি তদ্গুণস্থঃ।
নৈতৈর্ভবানজিত কর্ম্মভি রজ্যতে বৈ যৎ স্বে সুখে হব্যবহিতেঽভিরতোঽনবদ্য॥

অহে নাথ তুমি নিজ ত্রিগুণ মায়ায়। এই বিশ্ব সৃজন করিলে আপনায়॥
পালন করহ শেষে কর সংহরণ। কিন্তু মায়া গুণে বদ্ধ না হও আপন॥
এই সব কর্ম্মে তুমি বদ্ধ নাহি হও। পরম আনন্দ রূপে সর্ব্বদাই রও॥
যেহেতু রোষাদিদোষ নাহিক তোমায়। কর্ম্মফল তোমার নিকটে নাহি যায়॥

।৭। শুদ্ধির্নৃণাং ন তু তথেড্য দুরাশয়ানাং বিদ্যাশ্রুতাধ্যয়নদানতপঃ ক্রিয়াভিঃ।
সত্ত্বাত্মনামৃষভ তে যশসি প্রবৃদ্ধসচ্ছ্রদ্ধয়া শ্রবণসম্ভৃতয়া যথা স্যাৎ॥

অহে নাথ দুরাশয় যত যত জন। তাসবারে তেন কর্ম্ম না করে শোধন॥
বিদ্যা বেদ অধ্যয়নে তেন শুদ্ধি নয়। দান তপ আদি তেন শুদ্ধি না করয়॥
শ্রদ্ধায় তোমার যশ করিলে শ্রবণ। তাহাতে যেমন সত্ত্ব হয়ত শোধন॥

।৮। স্যান্নস্তবাঙ্ঘ্রিরশুভাশয়ধূমকেতুঃ ক্ষেমায় যো মুনিভিরার্দ্রহৃদোহ্যমানঃ।
যঃ সাত্বতৈঃ সমবিভূতয় আত্মবদ্ভির্ব্যূহেঽর্চিতঃ সবনশঃ স্বরতিক্রমায়॥

অহে ভগবান তব এইত চরণ। বিষয় বাসনা সব করুণ দহন॥
মোক্ষ লভিবার লাগী যাঁরে মুনিগণ। আর্দ্র হৃদয়েতে নিত্য করয়ে চিন্তন॥
ভক্তগণ সমান ঐশ্বর্য্য লভিবারে। চতুর্ব্যূহ অর্চ্চনা করেন নিত্য যাঁরে॥
ভক্তগণ মধ্যে যাঁরা আত্মজ্ঞানী হন। তাঁরা নিত্য লভিবারে বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
তিন কাল যাঁর পদ করেন সেবন। তাঁর পদ কর্ম্মবীজ করুন দহন॥

।৯। যশ্চিন্ত্যতে প্রয়তপাণিভিরধ্বরাগ্নৌ ত্রয্যা নিরুক্তবিধিনেশ হবির্গৃহীত্বা।
অধ্যাত্মযোগ উত যোগিভিরাত্মমায়াং জিজ্ঞাসুভিঃ পরমভাগবতৈঃ পরীষ্টঃ॥

বৈকুণ্ঠ বৃত্তান্ত কিছু শুন দিয়া মন। স্বর্গ উল্লঙ্ঘিত সেই বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
যাজ্ঞিকেরা অধ্বরাগ্নি করিয়া স্থাপন। প্রযত হস্তেতে হবি করিয়া গ্রহণ॥
ইন্দ্রাদি রূপেতে যেই যজ্ঞ পুরুষেতে। ধ্যান করি আহুত্যাদি দেন সে যজ্ঞেতে॥ আত্ম যোগে যোগীগণ মায়া জানিবারে। মোক্ষ হেতু হৃদয়েতে চিন্তেন যাঁহারে॥ যেইত পরম ভাগবত জন হন। তাঁহা অবিরত যাঁরে করেন পূজন॥ তাঁহার চরণ নিত্য আমা সবাকার। দহন করুণ যত অশুভ আমার॥

। ১০। পর্য্যুষ্টয়া তব বিভো বনমালয়েয়ং সংস্পর্দ্ধিনী ভগবতী প্রতি পত্নীবচ্ছ্রীঃ।
যঃ সুপ্রণীতমমুয়ার্হণমাদদন্নো ভূয়াৎ সদাঙ্ঘ্রি রশুভাশয়ধূমকেতুঃ॥

ভক্তেরা তোমার গলে দেন বনমালা। মালা দেখি সপত্নীর সমান কমলা॥ মনেতে অসূয়া করে তাহে অনুক্ষণ। তোমার আদর তাঁয় না হয় তেমন॥ কিন্তু সেই ভক্ত পূজা লহ সমাদরে। তাহাতে অন্যথা কভু না দেখি তোমারে॥ হেন ভক্ত দয়ালু হে তুমি নারায়ণ। তব পদ করুণ অশুভ বিনাশন॥ তব এই শ্রীচরণ অতি দয়াময়। ইহাতে আমাদের অশুভ দাহ হয়॥

। ১১। কেতু স্ত্রিবিক্রমযুত স্ত্রিপতৎপতাকো যস্তে ভয়াভয়করোঽসুরদেবচম্বোঃ।
স্বর্গায় সাধুষু খলেষ্বিতরায় ভূমন পাদঃ পুনাতু ভগবন ভজতামঘংনঃ॥

বলি যজ্ঞে তব পদ ত্রিবিক্রম হৈলা। দ্বিতীয় বিক্রমে সত্যলোকেতে চলিলা॥ সত্যলোকে সেপদ বিজয় ধ্বজ হৈলা। পতাকা সমান গঙ্গা যাঁহাতে শোভিলা॥ দেব সৈন্যে সেপদ অভয় দান কৈলা। অসুরের সৈন্যে তাহা ভয়দ হইলা॥ সাধুগণে স্বর্গ আর অসাধু গণেতে। নরকের জন্যে যেঁহ হৈলা এবম্ভূতে॥ সে পদ শোধুন পাপ আমা সবাকার। তব পদ সেবা বিনা গতি নাহি আর॥

। ১২। নস্যোতগাব ইব যস্য বশে ভবন্তি ব্রহ্মাদয়স্তনুভৃতো মিথুরর্দ্দ্যমানাঃ।
কালস্য তে প্রকৃতিপূরুষয়োঃ পরস্য সং নস্তনোতু চরণঃ পুরুষোত্তমস্য॥

যাঁর বশে ব্রহ্মাদি সকল দেবগণ। অপর শরীর ধারি আছে যত জন॥ নাসাবিদ্ধ বলদ সদৃশ বশে যাঁর। হেন কালরূপী যেঁহ চরণ তাঁহার॥ আমা সবকার নিত্য করুণ কল্যাণ। প্রকৃতি পুরুষ পর যেই ভগবান॥ জয় পরাজয় যাঁর অধীন সকল। সে পুরুষোত্তম পদ করুণ মঙ্গল॥

। ১৩। অস্যাসি হেতু রুদয়স্থিতিসংযমানামব্যক্তজীবমহতা মপিকাল মাহুঃ।
সোঽয়ং ত্রিনাভিরখিলাপচয়ে প্রবৃত্তঃ কালোগভীররয় উত্তমপুরুষস্ত্বং॥

এবিশ্বের উদয় পালন সংহরণে। হেতু হীন তুমি হেতু হৈয়াছ আপনে॥ অব্যক্ত মহৎ জীব তিনের কারণ। যে কাল হইতে হয় সেইত আপন॥ অখিলের অপচয়ে প্রবৃত্ত যে কাল। ত্রিনাভি গভীর বেগ সে তুমি গোপাল॥

। ১৪। ত্বত্তঃপুমান্ সমধিকৃত্য যযাস্ববীর্য্যং ধত্তেমহান্তমিব গর্ভমমোঘবীর্য্যঃ।
সোঽয়ং তয়ানুগত আত্মন অণ্ডকোষং হৈমং সসর্জ্জ বহিরাবরণৈ রুপেতং॥

তোমা হৈতে বীর্য্য শক্তি পাইয়া পুমান। মহত্তত্ত্ব ধরে বিশ্ব গর্ভের সমান॥

সে পুরুষ যেই মায়া সহ মহত্তত্ত্ব। ধরেন পুরুষে জেন অমোঘ বীর্য্যত্ব॥ সে মায়ানুগত সেই মহত্তত্ত্ব হৈল। নিজ হৈতে ব্রহ্মাণ্ডেরে সৃজন করিল॥ কহি কিছু ব্রহ্মাণ্ডের শুন বিবরণ। হৈমরূপ সে ব্রহ্মাণ্ড শাস্ত্রের লিখন॥ বহির্দেশে আছে তার নানা আবরণ। সংক্ষেপে কহিনু আমি জানিবে রাজন॥

। ১৫। ত্বং তস্থুষশ্চ জগতশ্চ ভবানধীশো যন্মায়য়োত্থগুণবিক্রিয়য়োপনীতান।
অর্থানজুষন্নপি হৃষীকপতে ন লিপ্তোযেন্যে স্বতঃ পরিহৃতাদপি বিভ্যতি স্ম॥

স্থাবর জঙ্গম ভেদে জীবেরে সৃজিলে। সবার অধীশ তুমি আপনি হইলে॥ মায়া গুণ বিকারে বিষয় যত হয়। সকল স্বয়ং ভোগ কর মহাশয়॥ ইন্দ্রিয় গণের নাথ তুমি অধিপতি। সর্ব্বত্র থাকহ কিন্তু লিপ্ত নহ তথি॥ অন্যেরা সে বিষয়েতে পড়িয়া মাতয়। ত্যজিয়াও তাহা হৈতে পায় অতিভয়॥

। ১৬। স্মায়াবলোকলবদর্শিতভাবহারি ভ্রূমণ্ডলপ্রহিতশৌরতমন্ত্রশৌণ্ডৈঃ।
পত্ন্যস্তু ষোড়শসহস্র মনঙ্গবাণৈ র্যস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং করণৈর্ন বিভ্ব্যঃ॥

ইথে সাক্ষী অহে নাথ এই অবতার। বিষয়েতে আছ নাহি ইন্দ্রিয় বিকার॥ ষোড়শ সহস্র পত্নী আছেন মন্দিরে। সবার সহিত আছ গৃহ ব্যবহারে॥ হাস্য পরিহাস রতি অপাঙ্গ চাহনি। খরতর অনঙ্গ কুসুম বাণ জিনি॥ অনেক চাতুরি তারা একান্তে করিলা। তোমারে ইন্দ্রিয় বশ করিতে নারিলা॥

। ১৭। বিভ্ব্যস্তবামৃতকথোদবহা স্ত্রিলোক্যাঃ পাদাবনেজসরিতঃ শমলানি হন্তুং।
আনুশ্রবং শ্রুতিভি রঙ্ঘ্রিজমঙ্গসঙ্গৈ স্তীর্থদ্বয়ং শুচিসদস্তউপস্পৃশন্তি॥

অহে নাথ তব কথা সুধা তরঙ্গিণী। তব পদ ধৌত জল সরিৎ রূপিণী॥ দুই তীর্থ ত্রিলোকেরে পবিত্র করয়। অঙ্গ সঙ্গে শ্রবণে যদ্যপি স্পর্শ হয়॥ আশ্রম ধর্ম্মেতে আছে যত জীবগণ। তব লীলা কথা তারা করয়ে শ্রবণ॥ তোমার চরণে নদী গঙ্গা বিহারিণী। সর্ব্ব শাস্ত্রে কয় তাঁরে ত্রিলোক তারিণী॥ তাঁতে অঙ্গ সঙ্গ করে অহে কৃপাময়। এরূপে সেবনে তাঁরা পবিত্র করয়॥

শ্রীশুকউবাচ। ১৮। ইত্যভিষ্টূয় বিবুধৈঃ শেষঃ শতধৃতির্হরিং।
অভ্যভাষত গোবিন্দং প্রণম্যাম্বরমাশ্রিতঃ॥
শ্রীব্রহ্মোবাচ। ভূমের্ভারাবতারায় পুরা বিজ্ঞা-
পিতঃ প্রভো। ত্বমস্মাভিরশেষাত্মংস্তত্তথৈবোপপাদিতং॥

শ্রীশুক বলেন তবে পরীক্ষিৎ প্রতি। এই রূপে দেবগণ করিলেন স্তুতি॥ শত ধৃতি পশুপতি শচীপতি আদি। আকাশে থাকিয়া প্রণমিলা যথা বিধি॥ গোবিন্দে বন্দিয়া ব্রহ্মা বলেন বচন। অবধান কর নাথ করি নিবেদন॥ এইত ভূমির ভার হরণ কারণ। আমরা পূর্ব্বেতে করেছিনু নিবেদন॥ সেই রূপ সকলি করিলে মহাশয়। ভূমি ভার ঘুচাইয়া করিলে নির্ভয়॥ তোমার মহিমা ব্যাখ্যা করে কোন জন। আপনি অশেষ আত্মা শাস্ত্রের লিখন॥

।১৯। ধর্ম্মশ্চ স্থাপিতঃ সৎসু সত্যসন্ধেষু বৈ ত্বয়া।
কীর্ত্তিশ্চ দিক্ষু বিক্ষিপ্তা সর্ব্বলোকমলাপহা॥

সত্যসন্ধ সজ্জনেতে ধর্ম্মেরে স্থাপিলে। পাপ হরা কীর্ত্তি সর্ব্বদিকে বিস্তারিলে॥

।২০। অবতীর্য্য যদোর্ব্বংশে বিভ্রদ্রূপমনুত্তমং।
কর্ম্মাণ্যুদ্দামবৃত্তানি হিতায় জগতোঽকৃথাঃ॥
যানি তে চরিতানীশ মনুষ্যাঃ সাধবঃ কলৌ।
শৃণ্বন্তঃ কীর্ত্তয়ন্তশ্চ তরিষ্যন্ত্যঞ্জসা তমঃ॥
যদুবংশেঽবতীর্ণস্য ভবতঃ পুরুষোত্তম।
শরচ্ছতং ব্যতীয়ায় পঞ্চবিংশাধিকং বিভো।
নাধুনাতেঽখিলাধার দেব কার্য্যাবশেষিতং।
কুলঞ্চ বিপ্রশাপেন নষ্টপ্রায়মভূদিদং॥
ততঃ স্বধাম পরমং বিশস্ব যদি মন্যসে।
সলোকান্ লোকপালান্নঃ পাহি বৈকুণ্ঠকিঙ্করান্॥

যদুবংশে অবতীর্ণ হৈয়া মহাশয়। ধরিলে উত্তম রূপ বর্ণন না হয়॥
জগতের হিতের কারণ নারায়ণ। করিলে উদ্দাম বৃত্ত কর্ম্ম বিলক্ষণ॥
ওহে নাথ যে সকল তোমার চরিত্র। শ্রবণ করিয়া নিত্য করয়ে গায়ত্র॥
তরিয়া যাবেন তাঁরা সংসার সাগরে। হেন কর্ম্ম আপনি করিলা দামোদরে॥

যদুবংশে তোমার হইল অবতার। একশত পচিশ বৎসর গত তার॥ দেব কার্য্য সংপ্রতি নাহিক মহাশয়। প্রায় বিপ্র শাপে নিজ বংশ কৈলে ক্ষয়॥ নিজধাম আইস যদি মনে ইহা হয়। আমা সবাকার রক্ষা কর মহাশয়॥ বৈকুণ্ঠ ধামের দাস আমরা তোমার। আমাদের যত আছে লোক অধিকার॥ এই উভয়ের রক্ষা কর দয়াময়। রক্ষা করিবারে যদি তব মন হয়॥

শ্রীভগবানুবাচ।২১। অবধারিতমেতন্মে যদাত্থ বিবুধেশ্বর।
কৃতং বঃ কার্য্যমখিলং ভূমের্ভারোহবতারিতঃ।
তদিদং যাদবকুলং বীর্য্যশৌর্য্যশ্রিয়োদ্ধতং।
লোকং জিঘৃক্ষদ্রুদ্ধং মে বেলযেব মহার্ণবঃ॥

শুনিয়া ব্রহ্মার বাক্য প্রভু ভগবান। বলিতে লাগিলা স্মিত বিকস বয়ান॥ শুন প্রজাপতি যেই বিষয় বলিলে। সকল জানি যে আমি হৃদয় কমলে॥ তোমা সবাকার হেতু সকলি সাধিনু। পৃথিবীর ভার সব ছলে ঘুচাইনু॥ কিন্তু এক বাক্য বলি শুন সাবধানে। এই যে যাদব কুল দেখ বিদ্যমানে॥ শৌর্য্য বীর্য্য সম্পত্তিতে বড়ই উদ্ধত। ইহা সবাকারে আমি রাখি অনুবৃত॥ তীর যেন সমুদ্রকে বেড়ো রাখিয়াছে। তেন ইহা সবাকারে রাখি আমি কাছে॥

।২২। যদ্যসংহৃত্যদৃপ্তানাং যদূনাং বিপুলং কুলং।
গন্তাস্ম্যনেন লোকোঽয়মুদ্বেলেন বিনঙ্ক্ষ্যতি॥

বিপুল যাদব কুল মত্ত সর্ব্বদাই। ইহা না নাশিয়া যদি নিজ স্থানে যাই॥ ইহারা সকল লোকে করিবে সংহার। মর্য্যাদা লঙ্ঘিলে নাকি বাঁচয়ে সংসার।

।২৩। ইদানীং নাশ আরব্ধঃ কুলস্য দ্বিজশাপজঃ।
যাস্যামি ভবনং ব্রহ্মন্নেতদন্তে তবানঘ॥
শ্রীশুকউবাচ। ইত্যুক্তোলোকনাথেন স্বয়ম্ভূঃ
প্রণিপত্য তং। সহদেবগণৈর্দেবঃ স্বধাম সমপদ্যত।
অথ তস্যাং মহোৎপাতান দ্বারবত্যাং সমুত্থিতান।
বিলোক্য ভগবানাহ যদুবৃদ্ধান সমাগতান।
শ্রীভগবানুবাচ। এতে বৈ সুমহোৎপাতা হ্যাত্তিষ্ঠন্তী
হ সর্ব্বতঃ। শাপশ্চ নঃ কুলস্যাসীদ্ব্রাহ্মণেভ্যোদুরত্যয়ঃ।

ব্রাহ্মণের শাপ হৈতে নাশ জন্মাইল। ইদানি কুলের নাশ আরব্ধ হইল॥ কুল নাশ হৈলে আমি বৈকুণ্ঠে চলিব। নিষ্পাপ ব্রহ্মন তুমি তব গৃহে যাব॥ শুক বলে শুন পরীক্ষিৎ নরপতি। এরূপেতে ব্রহ্মারে কহিলা যদুপতি॥ ব্রহ্মা তাঁরে প্রণিপাত করিয়া সাদরে। দেবগণ সহ গেলা আপন নগরে॥ কত দিন অন্তে সেই দ্বারিকা ভুবনে। বিবিধ উৎপাত আসি হৈল দিনে দিনে॥ বড়ই উৎপাত দেখি প্রভু নারায়ণ। যদু বৃদ্ধগণে ডাকি কহেন তখন॥ শুন শুন যদুবংশে যত বৃদ্ধগণ। এইত উৎপাত দেখি অশুভ লক্ষণ॥ সর্ব্বত্রে উঠিল দেখ বড়ই উৎপাত। এই রূপে বোধ হয় হইবে আঘাত॥ আমা সবাকার বংশে ব্রহ্ম শাপ হৈল। দুর্ব্বার বিপ্রের শাপ শিশুগণ কৈল॥

।২৪। ন বস্তব্যমিহাস্মাভি র্জিজীবিষুভি রার্য্যকাঃ।
প্রভাসং সুমহৎপুণ্যং যাস্যামো হ্যদ্যৈব মাচিরং॥

তেজিব সকলে এই স্থলের নিবাস। যদ্যপি আছয়ে এই জীবনের আশ॥ প্রভাস নামেতে তীর্থ মহাপুণ্য বর। বিলম্ব না কর সবে চলহ সত্বর॥ অহে শ্রেষ্ঠ সবে চল প্রভাস তীর্থেতে। সকল অদৃষ্টে হয় কেপারে খণ্ডিতে॥

।২৫। যত্র স্নাত্বা দক্ষশাপাদ্গৃহীতো যক্ষ্মণোডুরাট।
বিমুক্তঃ কিল্বিষাৎসদ্যোভেজে ভূয়ঃ কলোদয়ং॥

দক্ষ শাপে চন্দ্রমার যক্ষ্মা রোগ ছিল। যে তীর্থেতে স্নান করি সে রোগ ঘুচিল॥ সেই তীর্থে স্নান করি নিষ্পাপ হইলা। বিমল ষোড়শ কলা পুনশ্চ ভজিলা॥

।২৬। বয়ঞ্চ তস্মিন্নাপ্লুত্য তর্পয়িত্বা পিতৄন সুরান।
ভোজয়িত্বোশিজো বিপ্রান্ নানাগুণবতান্ধসা॥

আমরাও সেই তীর্থে স্নানাদি করিব। দেব পিতৃ সবাকার তর্পণ সাধিব॥ উত্তম ব্রাহ্মণ গণে দিয়া নিমন্ত্রণ। বিবিধ অন্নাদি ভক্ষ্য করাব ভোজন॥

।২৭। তেষু দানানি পাত্রেষু শ্রদ্ধয়োপ্ত্বা মহান্তি বৈ।
বৃজিনানি তরিষ্যামো দানৈর্নৌভিরিবার্ণবং।
শ্রীশুকউবাচ। এবং ভগবতাদিষ্টা যাদবাঃ কুরুনন্দন।
গন্তুং কৃতধিয়স্তীর্থং স্যন্দনান সমযূযুজন।
তন্নিরীক্ষ্যোদ্ধবোরাজন শ্রুত্বা ভগবতোদিতং।
দৃষ্ট্বারিষ্টানি ঘোরাণি নিত্যং কৃষ্ণমনুব্রতঃ।
বিবিক্তউপসঙ্গম্য জগতামীশ্বরেশ্বরং।
প্রণম্য শিরসা পাদৌ প্রাঞ্জলিস্তমভাষত।

শ্রদ্ধায় ব্রাহ্মণ গণে দিব নানা ধন। বস্ত্র অলঙ্কার আদি করিব বপন॥ দান দিয়া পাপ হৈতে হইব মোচন। নৌকায় সমুদ্রে যেন কর্ণধার গণ॥ শুক বলে পরীক্ষিৎ এইত প্রকারে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলা যদি যাদব সবারে॥ তীর্থে যেতে যাদবেরা কৈল অঙ্গীকার। রথ সব সজ্জা কৈল আছিল যে যার॥ যাদব সবার এই উদ্‌যোগ দেখিয়া। উদ্ধব যাদব বৃদ্ধগণে জিজ্ঞাসিলা॥ তাঁরা উদ্ধবেরে বল্লিলেন বিবরণ। শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা এই তীর্থের কারণ॥ এত শুনি উদ্ধব করিলা অনুমান। কৃষ্ণ অভিমত চিত্তে বুঝিল নিদান॥ রাজ্যেতে অত্যন্ত ঘোর উৎপাত দেখিয়া। কৃষ্ণ ভক্ত উদ্ধবের সে অন্ত বুঝিয়া॥ জগৎ ঈশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আপনি। নির্জ্জনে বসিয়াছিলা দেব শিরোমণি॥ সেই স্থলে উদ্ধব হইলা উপনীত। চরণে প্রণাম কৈল হইয়া প্রণীত॥ কৃতাঞ্জলি পুট হয়ে বিনয় পুর্ব্বকে। মধুর বচনে কিছু জিজ্ঞাসিলা তাঁকে॥

শ্রীউদ্ধবউবাচ।২৮। দেব দেবেশ যোগেশ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তন।
সংহৃত্যৈতৎ কুলং নূনং লোকং সংত্যক্ষ্যতে ভবান॥

উদ্ধব বলেন দেব দেবেশ যোগেশ। শ্রবণ কীর্ত্তন তব পুণ্য সবিশেষ॥ অনুমানে বুঝিলাম ওহে নারায়ণ। নিশ্চয় যাদব কুল করিবে নিধন॥ বংশ নাশ করি প্রভু এই ভূমি তলে। ত্যাগ করি যাবে প্রভু আপনার স্থলে॥ বুঝিলাম এই কথা আছে তব মনে। নতুবা এ ব্রহ্ম শাপ হৈল কি কারণে॥

।২৯। বিপ্রশাপং সমর্থোপি প্রত্যহন্ন যদীশ্বরঃ। নাহং
তবাঙ্ঘ্রিকমলং ক্ষণার্দ্ধমপি কেশব। ত্যক্তুং সমুৎসহে নাথ স্বধাম নয় মামপি। তব বিক্রীড়িতং কৃষ্ণ
নৃণাং পরমমঙ্গলং। কর্ণপীযূষমাস্বাদ্য ত্যজন্ত্য-
ন্যস্পৃহাং জনাঃ॥

ব্রহ্মশাপ নিবারিতে তুমি কি না পারো। হয় নয় এই কথা মনেতে বিচারো॥ ওহে প্রভু গোপীনাথ মম এই কথা। ক্ষণার্দ্ধ এপদ নাহি ছাড়িব সর্ব্বথা॥ নিজ ধামে যদ্যপি চলিবে মহাশয়। আমারেও সঙ্গে লহ ওহে কৃপাময়॥ তোমার ক্রীড়ন প্রভু পরম মঙ্গল। শ্রবণ পীযূষ সম শুন এ সকল॥ তারা নাকি অন্য স্পৃহা কুরে কদাচিৎ। চরণ কমলে ইহা করিনু বিদিত॥

।৩০। শয্যাসনাটনস্থানস্নানক্রীড়াশনাদিষু।
কথং ত্বাং প্রিয়মাত্মানং বয়ং ভক্তাস্ত্যজেমহি॥

শয়ন আসন আর গমনাবস্থানে। বিহার ভোজন স্নান আদি তব সনে॥ কিরূপেতে হেন প্রিয় আত্মারে ছাড়িব। ছাড়িলে বা কিরূপেতে শরীর ধরিব॥ ভক্তগণ আমরা তোমায় না ত্যজিব। চলিলে প্রভুর সঙ্গে আমরা চলিব॥

।৩১। ত্বয়োপযুক্তস্রগ্গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনোদাসাস্তব মায়াং জয়েমহি॥

তোমারে ছাড়িতে না পারিব মহাশয়। তব মায়া দেখিয়া লাগিল ভূরি ভয়॥ তব উপযুক্ত মালা সুগন্ধি চন্দন। আপনি ছাড়িবে যত বস্ত্র অভরণ॥ সেই সব শরীরেতে চর্চ্চিত করিব। দাসভাবে আমি নিত্য উচ্ছিষ্ট খাইব॥ তাতেই করিব আমি তব মায়া জয়। অতেব তোমারে না ছাড়িব মহাশয়॥

।৩২। বাতবসনাঋষয়ঃ শ্রমণাঊর্দ্ধমন্থিনঃ।
ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সংন্যাসিনোঽমলাঃ॥

নির্ম্মল মানস যেই সন্ন্যাসী সকল। দিগম্বর হয়ে তপ করেন কেবল॥ ঊর্দ্ধরেতা হন নানা যোগাদি করিয়া। লভেন তোমার ধাম নানাক্লেশ পায়্যা॥ ব্রহ্মাখ্য তোমার ধামে এই ঋষিগণে। গমন করেন সবে আনন্দিত মনে॥

।৩৩। বয়ন্ত্বিহ মহাযোগিন ভ্রমন্তঃ কর্ম্মবর্ত্মসু।
তদ্বার্ত্তয়া তরিষ্যামস্তাবকৈর্দুস্তরং তমঃ॥

অনায়াসে আমরা তরিব এসংসার। কেবল তোমার বার্ত্তা চিত্তে করি সার॥
কেবল তোমার ভক্ত সঙ্গেতে করিয়া। তরিব সংসার কর্ম্ম বন্ধ ত্যাগিয়া॥
কর্ম্ম পথে এ সংসারে ভ্রমিয়ে সর্ব্বথা। সংসার তরণ হেতু হন তব কথা॥
তোমার ভক্তের সঙ্গে তব কথা কয়ে। দুস্তর সংসার হৈতে যাইব তরিয়ে॥

।৩৪। স্মরন্তঃ কীর্ত্তয়ন্তস্তে কৃতানি গদিতানি চ।
গত্যুৎস্মিতেক্ষিতক্ষ্বেলি যন্নৃলোকবিড়ম্বনং॥

স্মরণ করিব নিত্য তোমার চরণ। তব গুণ অবিরত করিব কীর্ত্তন॥
তব আচরণ তব মধুর বচন। পরিহাস বাক্য তব মন্থর গমন॥
মন্দ মন্দ হাস্য অপাঙ্গেতে যে চাহনী। নর লোকে বিড়ম্বন যে কর আপনি॥
সে সব স্মরিয়া নাথ সংসার তরিব। অতএব ক্ষণার্দ্ধ তোমায় না ছাড়িব॥

শ্রীশুক উবাচ।৩৫। এবং বিজ্ঞাপিতো রাজন ভগবান দেবকীসুতঃ।
একান্তিনং প্রিয়ং ভৃত্যমুদ্ধবং প্রত্যভাষত॥
ইতি শ্রীভাগবতে একাদশস্কন্ধে ভগবদুদ্ধব সংবাদে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥

শুক বলে শুন রাজা এইত প্রকারে। উদ্ধব করিলা নিবেদন শ্রীকৃষ্ণেরে॥
দেখিয়া একান্ত ভক্ত উদ্ধবের তরে। কৃষ্ণচন্দ্র করিছেন তার প্রত্যুত্তরে॥
একাদশ স্কন্ধে ছয় অধ্যায় হইল। সনাতন কৃষ্ণোদ্ধব সংবাদ রচিল॥

সপ্তম অধ্যায়ের আভাস।

সপ্তমে তূদ্ধবস্যাত্মজ্ঞানসিদ্ধ্যৈ হরিঃ স্বয়ং।
অবধূতেতিহাসোক্তগুরুনষ্টাববর্ণয়ৎ॥

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীউদ্ধবের আত্ম জ্ঞান সিদ্ধির নিমিত্তে অবধূতের ইতিহাসেতে উক্ত হইয়াছে যে সকল গুরু তন্মধ্যে অষ্ট গুরুর বর্ণন সপ্তম অধ্যায়ে করিয়াছেন।

শ্রীভাগবানুবাচ। ১। যদাত্থ মাং মহাভাগ যচ্চিকীর্ষিতমেব মে।
ব্রহ্মা ভবোলোকপালাঃ স্বর্বাসং মেঽভিকাঙ্ক্ষিণঃ॥
ময়া নিষ্পাদিতং হ্যত্র দেবকার্য্যমশেষতঃ।
যদর্থমবতীর্ণোঽহমংশেন ব্রহ্মণার্থিতঃ॥

ভগবান বলিছেন শুনহে উদ্ধব। যে কিছু বলিলে তাহা ইচ্ছা মম সব॥ তোমারে কহিব তুমি মহা ভাগ্যবান। সবিশেষে শুন সব হয়্যা সাবধান॥ ব্রহ্মা ভব লোকপাল আদি দেবগণ। বাঞ্ছেন আমার স্বর্গ যাবার কারণ॥ মহা ভারে পৃথিবীরে পীড়িতা দেখিলা। পূর্ব্বেতে আমারে ব্রহ্মা প্রার্থনা করিলা॥ ভূমিতে অংশের সহ অবতীর্ণ হৈয়া। অশেষ দেবের কার্য্য দিলাম সাধিয়া॥

। ২। কুলং বৈ শাপনির্দগ্ধং নঙ্ক্ষ্যত্যন্যোন্যবিগ্রহাৎ।
সমুদ্রঃ সপ্তমেহ্যেনাং পুরীঞ্চ প্লাবয়িষ্যতি॥

ব্রহ্ম শাপে দগ্ধ হৈয়া যাদবের কুল। অন্যোন্য বিগ্রহে সব হইবে নির্ম্মূল॥ আজি হৈতে সপ্তম দিবসে এই পুরী। সমুদ্র লবেন ইহা জল পূর্ণ করি॥

। ৩। যর্হ্যেবায়ং ময়া ত্যক্তো লোকোঽয়ং নষ্টমঙ্গলঃ।
ভবিষ্যত্যচিরাৎ সাধো কলিনাপি নিরাকৃতঃ॥

যেই দিন আমি ত্যাগ করিব ভূতল। সেই হৈতে ঘুচিবেক লোকের মঙ্গল॥ কলি আসি প্রবেশ করিবে সেই দিন। হইবে সকল লোক সত্য ধর্ম্মহীন॥

।৪। ন বক্তব্যং ত্বইবেহ ময়া ত্যক্তে মহীতলে।
জনোঽভদ্ররুচির্ভদ্র ভবিষ্যতি বলৌ যুগে।
ত্বন্তু সর্ব্বং পরিত্যজ্য স্নেহং স্বজনবন্ধুষু।
ময্যাবেশ্য মনঃ সম্যক সমদৃগ্‌বিচরস্ব গাং॥

অতএব তুমি এই স্থলে না রহিবে। আমি ত্যাগ কৈলে তুমি উদ্বেগ পাইবে॥
শুন হে উদ্ধব এই দেখ যত জন। অধর্ম্মেতে রুচি হবে সবাকার মন॥
তুমি কর একচিত্ত সাবধান হৈয়া। স্বজন বান্ধব স্নেহ দূরে ত্যায়াগিয়া॥
আমার চরণে মন নিবিষ্ট করিয়া। পৃথিবী ভ্রমণ কর সমদর্শী হৈয়া॥
মঙ্গল স্বরূপ অনুগত নিরন্তর। তাই হে তোমারে বলি না ভাবিয়া পর॥

৫। যদিদং মনসা বাচা চক্ষুর্ভ্যাং শ্রবণাদিভিঃ।
নশ্বরং গৃহ্যমাণঞ্চ বিদ্ধি মায়ামনোময়ং॥

দোষ গুণ যুক্ত ভিন্ন লোক কভু নয়। সমদর্শী কেমনে হইব মহাশয়॥
ইহার উত্তর তুমি শুনহ সংপ্রতি। যাহাতে তোমার যাবে মনের দুর্গতি॥
যে কিছু গ্রহণে মন বচন চক্ষেতে। যতেক হইবে জ্ঞান শ্রবণ আদিতে॥
সমস্ত জানিহ মায়া মন হইতে হয়। সকল জানহ মিথ্যা কভু সত্য নয়॥
ক্ষণমাত্রে নষ্ট হয় নহে চির দিন। ইথে পড়ি জীব হয় আদ্য জ্ঞান হীন॥

।৬। পুংসোঽযুক্তস্য নানার্থোভ্রমঃ সগুণদোষভাক।
কর্ম্মাকর্ম্ম বিকর্ম্মেতি গুণদোষধিয়োভিদা॥

সদা বিচলিত চিত্ত যেইত পুমান। নানার্থ বিষয়ে তার জন্মে ভ্রম জ্ঞান॥
সেই ভ্রমে দোষ গুণ করয়ে বিচার। কর্ম্মাকর্ম্ম বিকর্ম্ম সে ভেদেতে অপার॥
অজ্ঞান বিষয় এই শুন মহাশয়। ভ্রম ছাড়িলেই হয় জ্ঞানের উদয়॥

।৭। তস্মাদ্যুক্তেন্দ্রিয়গ্রামোযুক্তচিত্তইদং জগৎ।
আত্মনীক্ষস্ব বিততমাত্মানং ময্যধীশ্বরে॥

অতএব বশে রাখি ইন্দ্রিয় সকল। স্থির করে নিজ চিত্ত না হয়্যা চঞ্চল॥
আপন চিত্তেতে ব্যাপ্ত দেখহ সংসার। আপনারে দেখ নিত্য শরীরে আমার॥

।৮। জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুক্তআত্মভূতঃ শরীরিণাং।
আত্মানুভবতুষ্টাত্মা নান্তরায়ৈর্বিহন্যসে॥

জ্ঞান বিজ্ঞানেতে যুক্ত যবে তুমি হবে। তখন আপন সম সবারে দেখিবে॥
আত্মা অনুভবে তুষ্ট আত্মা যবে হবে। দেবেরাও তব বিঘ্ন না করিবে তবে॥

। ৯। দোষবুদ্ধ্যোভয়াতীতোনিষেধান্ন নিবর্ত্ততে।
গুণবুদ্ধ্যা চ বিহিতং ন করোতি যথার্ভকঃ॥

জ্ঞাননিষ্ঠ যখন হইবে মহাশয়। দোষ গুণ ভেদ বুদ্ধি ঘুচিবে উভয়॥ পূর্ব্বের অভ্যাস হেতু না করে নিষিদ্ধ। দোষগুণ বুদ্ধি নাই করে বিধি সিদ্ধ॥ বিধি আর নিষেধ রহিত যবে হবে। শিশু সম আচরণ তখন করিবে॥

। ১০। সর্ব্বভূতসুহৃৎ শান্তোজ্ঞানবিজ্ঞাননিশ্চয়ঃ।
পশ্যন্ মদাত্মকং বিশ্বং ন বিপদ্যেত বৈ পুনঃ॥
শ্রীশুকউবাচ। ইত্যাদিষ্টোভগবতা মহাভাগবতোনৃপ।
উদ্ধবঃ প্রণিপত্যাহ তত্ত্বং জিজ্ঞাসুরচ্যুতং॥

সুহৃদ হইবে তবে জীব সব্বাকার। শান্ত ভাব ভক্তিবেক মানস তাহার॥ জ্ঞান বিজ্ঞানেতে নিষ্ঠ হইয়ে নিশ্চয়। এ বিশ্ব দেখিবে তবে পূর্ণ ব্রহ্মময়॥ মদাত্মক এই বিশ্ব দেখিবে যখন। তখন ঘুচিবে তার সংসার ভ্রমণ॥ শুক বলে শুন রাজা হৈয়া সাবধান। এইরূপে উদ্ধবে কহিলা ভগবান॥ শুনিয়া উদ্ধব তাঁরে প্রণিপাত কৈলা। তত্ত্ব জানিবারে আর বার জিজ্ঞাসিলা॥

শ্রীউদ্ধবউবাচ। ১১। যোগেশ যোগবিন্যাস যোগাত্মন যোগসম্ভব।
নিঃশ্রেয়সায় মে প্রোক্তস্ত্যাগঃ সন্ন্যাসলক্ষণঃ॥
ত্যাগোঽয়ং দুষ্করোভূমন কামানাং বিষয়াত্মভিঃ।
সুতরাং ত্বয়ি সর্ব্বাত্মন্ ভক্তৈরিতি মে মতিঃ॥

উদ্ধব বলেন শুন প্রভু ভগবান। তুমি যোগ ফলদাতা এ কথা প্রমাণ॥ যোগবেত্তা যোগ সাধে তোমার লাগিয়া। তুমি যোগদাতা প্রভু বুঝিনু ভাবিয়া॥ যোগের সম্ভব প্রভু তোমা হৈতে হয়। অতএব ঘুচাইবে আমার সংশয়॥ আমার মঙ্গল চিত্ত মধ্যে বিচারিলে। সন্ন্যাস লক্ষণ ত্যাগ করহ বলিলে॥ বিষয়ে আসক্ত যারা অভক্ত তোমার। বড়ই দুষ্কর এই ত্যাগ তাসবার॥ বিষয়ি সকল কাম ছাড়িতে না পারে। সহজে অভক্ত নাহি ছাড়য়ে কামেরে॥ সর্ব্বাত্মা আপনি হও তত্ত্ব অবিদিত। ভক্তিহীনে মায়া নাহি ছাড়ে কদাচিৎ॥ এই মম জ্ঞান হয় করি নিবেদন। কৃপা করি এ অধীনে কর আত্ম জন॥

১২। সোঽহং মমাহমিতি মূঢ়মতির্বিগাঢ়স্ত্বন্মায়য়া বিরচিতাত্মনি সানুবন্ধে।
তত্ত্বঞ্জসানিগদিতং ভবত, যথাহং সংসাধয়ামি ভগবন্ননু শাধি ভৃত্যং॥

তোমার মায়ায় বিরচিত এই দেহ। এদেহ সম্বন্ধে পুত্র কলত্রাদি গেহ॥ ইহাতে নিমগ্ন আমি আছি মূঢ়মতি। কি রূপেতে অহং মম ভাব ছাড়ি ইথি॥ আমি তব ভৃত্য অকিঞ্চন দুরাশয়। আমারে শিক্ষাও জ্ঞান কি রূপেতে হয়॥ শিখিব তোমার ঠাঞী পশ্চাৎ সাধিব। না সাধিলে কোন্ রূপে সংসার তরিব॥ আমারে কহিলে পূর্ব্বে যাহা জ্ঞান তত্ত্ব। তাহা তথা শিক্ষা দেও সুলভ সাধ্যত্ব॥

। ১৩। সত্যস্য তে স্বদৃশআত্মনআত্মনোঽন্যং বক্তারমীশ বিবুধেষ্বপি নানুচক্ষে।
সর্ব্বে বিমোহিতধিয়স্তবমায়য়েমে ব্রহ্মাদয়স্তনুভৃতোবহিরর্থভাবাঃ॥

তুমি সত্য সংসার সকল মায়াময়। তোমার সমান ইথে আর কে আছয়॥ তুমি আত্মা তোমা বিনা বক্তা কেবা আছে। তত্ত্বজ্ঞান জিজ্ঞাসিব গিয়া কার কাছে॥ দেবগণ মধ্যেও না দেখি বক্তা আর। ব্রহ্মা আদি বিমোহিত মায়ায় তোমার॥ বিশেষতঃ দেহ ধারি ব্রহ্মা আদি হয়। অর্থ বুদ্ধি হয় তাঁদের যতেক বিষয়॥ তুমি বক্তা দুঃশীলাদি দোষ বিবর্জিত। কোনহ দোষেতে তুমি নহত নিন্দিত॥

। ১৪। তস্মাদ্ভবন্তমনবদ্যমনন্তপারং সর্ব্বজ্ঞমীশ্বরমকুণ্ঠবিকুণ্ঠধিষ্ণ্যং।
নির্ব্বিণ্ণধীরহমুহবৃজিনাভিতপ্তোনারায়ণং নরসখং শরণং প্রপদ্যে॥

তুমিত অনন্ত পার অনিন্দ্য ঈশ্বর। সমস্ত বিষয় নাথ তোমাতে গোচর॥ কালাদিতে বিনাশ না হয় যেই ধাম। এইত বৈকুণ্ঠ লোকে করিয়াছ স্থান॥ আমিত নির্ব্বিণ্ন বুদ্ধি দুঃখেতে তাপিত। জ্ঞানামৃতে আমারে কে করিবে তর্পিত॥ সর্ব্বজীব সখা তুমি প্রভু নারায়ণ। জ্ঞান হেতু তব পদে লইনু শরণ॥

। ১৫। শ্রীভগবানুবাচ। প্রায়েণ মনুজালোকে লোকতত্ত্ববিচক্ষণাঃ।
সমুদ্ধরন্তি হ্যাত্মানমাত্মনৈবাশুভাশয়াৎ॥

ভগবান বলিছেন শুনহ উদ্ধব। এইত সংসারে দেখ যত লোক সব॥ লোকতত্ত্ব বিচারিতে সবে বিচক্ষণ। আপনারে আপনি সে করয়ে তারণ॥ বিষয় বাসনা দেখ সমুদ্রের প্রায়। ইহা হৈতে আপনারে আপনি তরায়॥

। ১৬। আত্মনোগুরুরাত্মৈব পুরুষস্য বিশেষতঃ।
যৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রেয়োঽসাবনুবিন্দতে॥

প্রত্যক্ষ দেখহ আর কর অনুমান। পশ্বাদি শরীরে আছে হিতাহিত জ্ঞান॥
অতএব আপনার গুরু সে আপনে। আপনার ভাল মন্দ আপনি সে জানে॥

। ১৭। পুরুষত্বে চ মাং ধীরাঃ সাংখ্যযোগবিশারদাঃ।
আবিস্তরাং প্রপশ্যন্তি সর্ব্বশক্ত্যুপবৃংহিতং॥

সাংখ্যযোগ বিশারদ যেই ধীর গণ। সর্ব্বদেহে আমারে পুরুষ বলি কন॥
সর্ব্বশক্তি রূপ আমি পুরুষ রূপেতে। আবির্ভাব করিয়াছি সকল দেহেতে॥

। ১৮। একদ্বিত্রিচতুষ্পাদোবহুপাদস্তথাপদঃ।
বহ্বঃ সন্তি পুরঃ সৃষ্টাস্তাসাং মে পৌরুষী প্রিয়া॥

আমার অনেক পুর হয়্যাছে সৃজন। এক দুই তিন পদ চতুষ্পদ গণ॥
বহু পাদ পদহীন বহু সে জানিয়। তার মধ্যে নর দেহ মম অতি প্রিয়॥

। ১৯। অত্র মাং মৃগয়ন্ত্যদ্ধা যুক্তাহেতুভিরীশ্বরং।
গৃহ্যমাণৈগুণৈর্লিঙ্গৈরগ্রাহ্যমনুমানতঃ॥

অহঙ্কার আদি যত জগৎ ভিতর। ইহা ব্যতিরিক্ত হই আমি সে ঈশ্বর॥
পুরুষের শরীরেতে সাক্ষাৎ আমারে। ধীরগণ অনুমানে অন্বেষণ করে॥
অনুমান প্রকার সে শুনহ উদ্ধব। বুদ্ধি আদি দৃশ্যমান যত আছে সব॥
প্রকৃতি বিকার হেতু তারা জড়ময়। চৈতন্য সম্বন্ধ বিনা কার্য্য না করয়॥
এই রূপে অনুমানে অন্বেষণ করে। কুঠার ব্যাপারে যেন জানয়ে কর্ত্তারে॥

। ২০। অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনং।
অবধূতস্য সংবাদং যদোরমিততেজসঃ॥
অবধূতং দ্বিজং কঞ্চিচ্চরন্তমকুতোভয়ং।
কবিং নিরীক্ষ্য তরুণং যদুঃ পপ্রচ্ছ ধর্ম্মবিৎ।

ইতিহাস ইহাতে শুনহ পুরাতন। যদু অবধুত দোঁহাকার বিবরণ॥
অমিত তেজা সে যদু জগতে বিদিত। তাহার মহিমা আছে শাস্ত্রেতে বর্ণিত॥
অবধূত বেশে এক কোনহ ব্রাহ্মণ। ভয়হীন এই ধারা করয়ে ভ্রমণ॥
বড়ই পণ্ডিত নব তরুণ বয়েস। তারে দেখি যদুর হৈল আনন্দাশেষ॥
কোনহ ব্যাপার তাঁর না দেখিয়া যদু। জিজ্ঞাসিতে লাগিলা বচন মৃদু মৃদু॥

শ্রীযদুরুবাচ। ২১। কুতোবুদ্ধিরিয়ং ব্রহ্মন্ন কর্ত্তুঃ সুবিশারদা।
যামাসাদ্য ভবাঁল্লোকং বিদ্বাংশ্চরতি বালবৎ॥

কহ কহ অবধূত কোথা হৈতে আইলে। এমন নির্ম্মল বুদ্ধি কোথায় পাইলে॥ কর্ত্তা নাহি হও তুমি পারিনু বুঝিতে। এ রূপ নিপুণা বুদ্ধি হৈল কোথা হৈতে॥ যে বুদ্ধি পাইয়া তুমি এইত সংসারে। ভ্রমণ করহ নিত্য শিশু ব্যবহারে॥

। ২২। প্রায়োধর্ম্মার্থকামেষু বিবিৎসায়াঞ্চ মানবাঃ।
হেতুনৈব সমীহন্তে আয়ুষোযশসঃ শ্রিয়ঃ॥

আয়ুর্যশ সম্পদ কামী মানব সকল। প্রায় ধর্ম্ম অর্থ কাম জ্ঞানেতে বিকল॥

। ২৩। ত্বন্তু কল্পঃ কবির্দক্ষঃ সুভগোঽমৃতভাষণঃ।
ন কর্ত্তা নেহসে কিঞ্চিজ্জড়োন্মত্তপিশাচবৎ॥

তোমারে দেখি যে কোন কার্য্য না করহ। অথচ দেহেতে তুমি সমর্থ বটহ॥ পণ্ডিত দেখি হে সর্ব্ব কর্ম্মেতে কুসল। দেখিতে সুন্দর মিষ্ট বচন সকল॥ কোনহ কার্য্যেতে তব কর্ত্তৃভাব নাই। কোনহ ব্যাপার তুমি না কর গোসাঞী॥ জড়োন্মত্ত পিশাচ সমান ব্যবহার। ইহা দেখি আমারে লাগিল চমৎকার॥

। ২৪। জনেষু দহ্যমানেষু কামলোভদবাগ্নিনা।
ন তপ্যসেঽগ্নিনা মুক্তোগঙ্গাম্ভস্থইব দ্বিপঃ॥

যত জন প্রভু এই সংসারে আছয়। কাম লোভ দাবাগ্নিতে দহ্যমান হয়॥ না দেখি কোনহ তাপ তোমার শরীরে। সুখে থাকে যেন করী সুরধুনী নীরে॥

। ২৫। ত্বং হি নঃ পৃচ্ছতাং ব্রহ্মন্নাত্মন্যানন্দকারণং। ব্রূহি
স্পর্শবিহীনস্য ভবতঃ কেবলাত্মনঃ॥ শ্রীভগবানুবাচ।
যদুনৈবং মহাভাগোব্রহ্মণ্যেন সুমেধসা। পৃষ্টঃ
সভাজিতঃ প্রাহ প্রশ্রয়াবনতং নৃপং॥

তোমা দেখি বিষয়োপভোগেতে রহিত। পুত্র কলত্রাদি সঙ্গনাহি কদাচিৎ॥ পরম আনন্দে তুমি কি কারণে রহ। আমাদিকে তাহ তুমি কৃপা করি কহ॥ কৃষ্ণ কন উদ্ধব শুনহ বিবরণ। ব্রাহ্মণ হিতৈষী সেই যদুরাজ হন॥ সুবুদ্ধি সেইত রাজা বিনয় করিয়া। বিপ্রে জিজ্ঞাসিল নৃপ অতি প্রশংসিয়া॥ প্রণয়েতে অবনতে এই জিজ্ঞাসিতে। উত্তর করিলা যাহা শুন আনন্দিতে॥

শ্রীব্রাহ্মণউবাচ। ২৬। সন্তি মে গুরবোরাজন বহবোবুদ্ধ্যুপাশ্রিতাঃ
যতোবুদ্ধিমুপাদায় মুক্তোঽটামীহ তান শৃণু।
পৃথিবীবায়ুরাকাশমাপোঽগ্নিশ্চন্দ্রমারবিঃ।
কপোতোঽজগরঃ সিন্ধুঃ পতঙ্গোমধুকৃদগজঃ॥

ব্রাহ্মণ কহেন শুন আমার বচন। তুমি রাজা শুদ্ধ মতি অতি অকিঞ্চন॥
করিলে আমার পূজা অনেক আদরে। অতএব গুপ্ত কথা বলিব তোমারে॥
জিজ্ঞাসিলে আমার এ আনন্দ কারণ। সাবধানে শুন তবে বলি বিবরণ॥
অনেক আছেন গুরু আমার ভূতলে। শিখিলাম তাসবার শীল বুদ্ধি বলে॥
সেই শিক্ষাবলে সুখে করি এ ভ্রমণ। সে সব গুরুর নাম শুনহ রাজন॥
মহী আর মধুকৃৎ আকাশ পবন। সলিল চন্দ্রমা রবি আর হুতাশন॥
কপোতাজগর সিন্ধু পতঙ্গ কুঞ্জর। ধৈর্য্য ধরি শুন রাজা কহি তার পর॥

। ২৭। মধুহা হরিণোমীনঃ পিঙ্গলা কুররোঽর্ভকঃ।
কুমারী শরকৃৎ সর্পঊর্ণনাভিঃ সুপেশকৃৎ॥

মধুহারী মৃগ মীন আর যে কুমারী। কুরর বালক আর পিঙ্গলা সে নারী॥
শরকৃৎ সর্প ঊর্ণনাভি এই কয়। অপর সুপেশকৃৎ কীট যেই হয়॥

। ২৮। এতে মে গুরবোরাজংশ্চতুর্ব্বিংশতি রাশ্রিতাঃ।
শিক্ষাবৃত্তিভিরেতেষামন্বশিক্ষমিহাত্মনঃ॥

এইত চব্বিশ গুরু করেছি আশ্রয়। ইহা সবা হৈতে মম হইল অভয়॥
ইহা সবাকার শিক্ষা বৃত্তি আস্থা করি। পরম আনন্দে ভূমিতলেতে বিহরি॥

। ২৯। যতোযদনুশিক্ষামি যথা বা নাহুষাত্মজ।
তত্তথা পুরুষব্যাঘ্র নিবোধ কথয়ামি তে॥

যেগুরু হইতে যাহা শিখিলাম যথা। বিবরিয়া বলি তাহা ঘুচিবেক ব্যথা॥
পুরুষের শ্রেষ্ঠ তুমি শ্রবণ করহ। অধিক কি কব রাজা স্থির হৈয়া রহ॥

। ৩০। ভূতৈরাক্রম্যমাণোপি ধীরোদৈববশানুগৈঃ।
তদ্বিদ্বান্ন চলেন্মার্গাদন্বশিক্ষং ক্ষিতের্ব্রতং॥

যত ভূতগণ দেখ দৈবের অধীন। ইহারা আমারে পীড়া দেয় অনুদিন॥
দৈব বশ জানি আমি নহি বিচলিত। পৃথিবী নিয়ম এই করিল বিদিত॥

। ৩১। শশ্বৎপরার্থসর্ব্বেহঃ পরার্থৈকান্তসম্ভবঃ।
সাধুঃ শিক্ষেত ভূভৃত্তোনগশিষ্যঃ পরাত্মতাং॥

পৃথিবী পর্ব্বত রূপা বৃক্ষ রূপা হন। যাহা হৈতে যাহা আমি করেছি শিখন॥
তাহা শুন যদুরায় বলিব তোমারে। পর্ব্বত আছেন নিত্য পর উপকারে॥
পর্ব্বত শিখরে দেখ নানা রত্ন হয়। পরের কার্য্যেতে আইসে আপনার নয়॥
বৃক্ষেতে দেখহ দিব্য ফল পুষ্প হয়। পরের পোষণ ইথে তার কভু নয়॥
বৃক্ষ মহীধর গুরু এহেতু আমার। পরোপকারেতে চিত্ত থাকে আপনার॥

। ৩২। প্রাণ বৃত্তৈব সংতুষ্যেন্মুনির্নৈবেন্দ্রিয়প্রিয়ৈঃ।
জ্ঞানং যথা ন নশ্যেত নাবকীর্য্যেত বাঙ্মনঃ॥

শুন যদু এই বায়ু দুই মত হন। দেহেতে বলান্ প্রাণ বাহ্যেতে পবন॥
আহার মাত্রেতে দেখ হয় প্রাণ রক্ষা। রূপ রস আদি সেহ না করে অপেক্ষা॥
মুনিহ তাহার ন্যায় আহার করয়। গন্ধ রূপ রস আদি নাহি অপেক্ষায়॥
আহার নহিলে মনে বৈকল্য জন্ময়। ব্যাকুল হইলে মন জ্ঞান নাশ হয়॥
অতএব দেহাদি নির্ব্বাহ যাতে হবে। সেই রূপ মুনি জন আহার করিবে॥
যাতে ইচ্ছা হইলে চঞ্চল বাক্য মন। সে আহার ইচ্ছা নাহি করিবে কখন॥
আহার মাত্রেতে তুষ্ট প্রাণ যথা হয়। সে বৃত্তি শিক্ষিয়া আমি হয়েছি নির্ভয়॥

। ৩৩। বিষয়েষ্বাবিশন যোগী নানাধর্ম্মেষু সর্ব্বতঃ।
গুণদোষব্যপেতাত্মা ন বিষজ্জেত বায়ুবৎ॥

পবনের শিক্ষা ইবে শুন মহাশয়। দেখ বায়ু সর্ব্ব দেশে সর্ব্বদা ভ্রময়॥
কোথায় নাহিক বদ্ধ তেন যোগীগণ। বিষয়ে থাকিলে কভু লিপ্ত নাহি হন॥
দেখ গন্ধ বহে বায়ু গন্ধের যোগেতে। সুগন্ধি পবন বলি প্রতীতি লোকেতে॥
কিন্তু বায়ু গন্ধেতে সজ্জিত কভু নয়। অনুভব করো বুঝ যদু সদাশয়॥

। ৩৪। পার্থিবেষ্বিহ দেহেষু প্রবিষ্টস্তদগুণাশ্রয়ঃ।
গুণৈর্ন যুজ্যতে যোগী গন্ধৈর্বায়ুরিবাত্মদৃক॥

সেই রূপ যোগী এই পার্থিব দেহেতে। প্রবিষ্ট আছয়ে তার গুণ আশ্রয়েতে॥ দেহের গুণেতে আত্মা লিপ্ত নাহি হন। ইহাতে আমার গুরু আপনি পবন॥

। ৩৫। অন্তর্হিতশ্চ স্থিরজঙ্গমেষু ব্রহ্মাত্মভাবেন সমন্বয়েন।
ব্যাপ্ত্যা ব্যবচ্ছেদমসঙ্গমাত্মনোমুনির্নভস্ত্বং বিততস্য ভাবয়েৎ॥

আকাশের শিক্ষা শুন যদু মহাশয়। আকাশ অন্তর বাহ্যে সবার আছয়॥ পরিচ্ছিন্ন আদি কেহ করিতে না পারে। তেন আত্মা ব্যাপি আছে সকল শরীরে॥ স্থাবর জঙ্গমে আত্মা আছে অন্তর্হিত। কোথাও না হয় লিপ্ত আকাশের রীত। ব্রহ্মের স্বরূপ চিন্তা আত্ম বিষয়েতে। এ হেতু আত্মারে জ্ঞেয় হন সর্ব্বগতে॥

। ৩৬। তেজোহবন্নময়ৈর্ভাবৈর্মেঘাদ্যৈর্বায়ুনেরিতৈঃ।
নস্পৃশ্যতে নভস্তদ্বৎ কালসৃষ্টৈর্গুণৈঃ পুমান॥

পৃথ্বী জলাদিতে কাল দেহাদি করয়। কূটস্থ আত্মার তাহে আছে সমন্বয়॥ দেহেতে আত্মার সঙ্গ নহে কদাচিৎ। আকাশ মেঘেতে যদু দেখহ বিদিত॥ পবনের বেগে মেঘ উড়িয়া বেড়ায়। আকাশের সঙ্গ নাকি কভু আছে তায়॥ এইরূপে আত্মা দেহে লিপ্ত নাহি হন। অনুভব করো যদু বুঝহ আপন॥

। ৩৭। স্বচ্ছঃ প্রকৃতিতঃ স্নিগ্ধো মাধুর্য্যস্তীর্থভূর্নৃপ।
মুনিঃ পুনাত্যপাং মিত্রমীক্ষোপস্পর্শকীর্ত্তনৈঃ॥

শুনহ জলের গুণ যে রূপে শিখিনু। আত্মা জল দোঁহাকারে নির্ম্মল দেখিনু॥ গগনেতে পবিত্র করিল এই নীর। আত্মাহ পবিত্র করেছেন এ শরীর॥ আত্মা জল স্বভাবেতে দেখহ নির্ম্মল। স্বভাবেতে স্নিগ্ধ আত্মা স্নিগ্ধ হন জল॥ জলে অনুরাগ লোক মধুরেতে করে। আত্মারহ অনুরাগ বচন মধুরে॥ তীর্থ রূপে জল পাপ করেন বিনাশ। আত্মারে জানিলে পাপ ছাড়ে দেহে বাস॥

। ৩৮। তেজস্বী তপসা দীপ্তো দুর্দ্ধর্ষোদরভাজনঃ।
সর্ব্বভক্ষোপি যুক্তাত্মা নাদত্তে মলমগ্নিবৎ॥

অগ্নি হৈতে শিক্ষা যদু শুন আমি বলি। তেজীয়ান বড় অগ্নি ভক্ষে কুতূহলী॥ সর্ব্ব ভক্ষ হন বহ্নি পাপ না পরশে। জানিহ সে রূপেতে অশেষ স্ববিশেষে॥ আত্ম জ্ঞানী নিজে মুনি তেজীয়ান হন। তপস্যায় দীপ্ত তাঁরে ধরে কোন জন॥ উদর ভাজন মাত্র না করে সঞ্চয়। অগ্নির সমান আত্মা শুন মহাশয়॥

। ৩৯ । ক্বচিচ্ছিন্নঃ ক্বচিৎ স্পষ্টউপাস্যশ্রেয়ইচ্ছতাং।
ভুঙ্ক্তে সর্ব্বত্র দাতৃণাং দহন্ প্রাগুত্তরাশুভং ॥

অপর অগ্নির শিক্ষা শুন যদুরায়। অগ্নি দেখ ঘৃত খান পরের ইচ্ছায় ॥ তেন মুনি পরে দিলে করেন ভোজন। দাতার ত্রিকাল পাপ করেন খণ্ডন॥ কোথায় আচ্ছন্ন রূপে অনল থাকয়। কোথায় কাষ্ঠাদিযোগে প্রকাশিত হয়॥ তেন মুনি কোথায় থাকেন গুপ্ত ভাবে। কোথায় প্রকাশ হন সুখে নিজ লাভে ॥ আপনার কুশল চিন্তয়ে যেই জন। অগ্নি মুনি দোঁহাকার করয়ে সেবন ॥

। ৪০ । স্বমায়য়া সৃষ্টমিদং সদসল্লক্ষণং বিভুঃ।
প্রবিষ্টঈয়তে তত্তৎ স্বরূপোঽগ্নিরিবৈধসি ॥

আর দেখ অগ্নি শিক্ষা বলি যে তোমারে। কাষ্ঠ ছোট বড় ভেদে অগ্নি রূপ ধরে ॥ স্থূল সূক্ষ্ম ভেদে দেহ মায়ায় রচিল। তন্মায়া সম্বন্ধে আত্মা তাহে প্রবেশিল ॥ ব্রাহ্মণাদি উচ্চ নীচ দেহের বিচার। কিন্তু আত্মা সর্ব্ব দেহে জেন একাকার ॥

। ৪১ । বিসর্গাদ্যাঃ শ্মশানান্তাভাবাদেহস্য নাত্মনঃ।
কলানামিব চন্দ্রস্য কালেনাব্যক্তবর্ত্মনা ॥

চন্দ্রমা হইতে যাহা শিখিনু রাজন। তোমার অগ্রেতে তাহা করি নিবেদন॥ জন্ম আদি নাশ অন্ত ছয় যে বিকার। জানিহ এ দেহ ধর্ম্ম না হয় আত্মার॥ আত্মা কভু নাহি জন্মে কভু নাহি মরে। জন্ম মৃত্যু আদি ধর্ম্ম জানিহ শরীরে ॥ এ কথা বুঝিনু আমি চন্দ্রমা হইতে। বিবরিয়া বলি তাহা তোমার অগ্রেতে ॥ চন্দ্রমার ষোলকলা যেইত আছয়। নক্ষত্র ভেদেতে তাহা উদয়াদি হয় ॥ চন্দ্র মণ্ডলের কভু নাহিক বিনাশ। সর্ব্বদা মণ্ডল তার আছয়ে প্রকাশ ॥

। ৪২ । কালেন হ্যোঘবেগেন ভুতানাং প্রভবাপ্যযৌ।
নিত্যাবপি ন দৃশ্যেতে আত্মনোঽগ্নের্যথার্চ্চিষাং ॥

শুন যদু এই কাল বড় বেগবান। এদেহের জন্ম মৃত্যু সতত করান ॥ জন্ম মৃত্যু নিত্য হয় কেহ না দেখায়। আত্মার এধর্ম্ম নহে জানিহ নিশ্চয়॥ ইহাতে প্রমাণ বহ্নি শুন মহাশয়। অনলের শিক্ষা দেখ হ্রাস বৃদ্ধি হয় ॥

মহাভূতরূপে বহ্নি সর্ব্বদা আছয়। তেন আত্মা সর্ব্বকাল অক্ষয় অব্যয়॥

।৪৩। গুণৈর্গুণানুপাদত্তে যথাকালং বিমুঞ্চতি।
ন তেষু যুজ্যতে যোগী গোভির্গাইব গোপতিঃ।

আদিত্য হইতে যাহা শিখিলাম আমি। বিবরিয়া বলি তাহা শুন যদু তুমি॥ রবি দেখ আপনার কিরণ বলেতে। হরেন সকল জল পৃথিবী হইতে॥ কালেতে সকল জল ত্যজেন ভাস্কর। সঞ্চয় দানেতে ক্ষোভ না হয় অন্তর॥ তেন যোগী ইন্দ্রিয়েতে করেণ উপায়। পাত্র পাইলে সর্ব্ব দ্রব্য ত্যাগ করে তায়॥ সঞ্চয় দানেতে নাহি থাকে অভিমান। শান্তি ভাবে পৃথিবীতে যোগীরা বেড়ান॥

।৪৪। বুধ্যেত স্বেন ভেদেন ব্যক্তিস্থইব তদগতঃ।
লক্ষ্যতে স্থূলমতিভিরাত্মা চাবস্থিতোঽর্কবৎ॥

আত্মার যেমন রূপ সে রূপে আছয়। দেহাদিতে সে আত্মার প্রতিবিম্ব হয়॥ মণ্ডলেতে সূর্য্য যেন একই আছয়। নানা স্থানে সে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব হয়॥ একই আকার সূর্য্য ভিন্ন কভু নয়। এইরূপ আত্মা তাঁতে ভেদ বোধ নয়॥ স্থূল মতি না বুঝয়ে এরূপ আত্মারে। দেহাদি প্রবিষ্ট বল্যে ভেদ বুদ্ধি করে॥ যেন স্থূল বুদ্ধি সূর্য্য এক না বুঝয়। বহু প্রতিবিম্বে সূর্য্যে বহুবিধ কয়॥

।৪৫। নাতিস্নেহঃ প্রসঙ্গোবা কর্ত্তব্যঃ কাপি কেনচিৎ।
কুর্ব্বন বিন্দেত সন্তাপং কপোতইব দীনধীঃ॥

কপোত হইতে যাহা শিখিয়াছি আমি। বিবরিয়া বলি সাবধানে শুন তুমি॥ কোথায় কাহার সনে না করিবে সঙ্গ। কভু না করিবে অতি স্নেহের প্রসঙ্গ॥ যদি করে অতি স্নেহ সঙ্গ অতিশয়। কপোত সমান তাপ সে প্রাণী লভয়॥ দুঃখ বুদ্ধি সেই জন তাপ অতি পায়। কপোত সমান তাপ শীঘ্র নাহি যায়॥

।৪৬। কপোতঃ কশ্চনারণ্যে কৃতনীড়োবনস্পতৌ।
কপোত্যা ভার্য্যয়া সার্দ্ধমুবাস কতিচিৎ সমাঃ॥

আছিল কপোত এক অরণ্য ভিতরে। বাসা করে ছিল উচ্চ বৃক্ষের উপরে॥ কপোতী ভার্য্যার সনে বনের ভিতরে। বহুকাল গেল তার আনন্দ অন্তরে॥

। ৫৭। কপোতৌ স্নেহগুণিতহৃদয়ৌ গৃহধর্ম্মিণৌ।
দৃষ্টিং দৃষ্ট্যাঙ্গমঙ্গেন বুদ্ধিং বুদ্ধ্যা ববন্ধতুঃ॥

স্নেহেতে নিবদ্ধ হৈলা দোঁহার হৃদয়। গৃহস্থ গৃহিণী ভাবে করেন নিলয়॥ চক্ষে চক্ষে অঙ্গে অঙ্গে থাকেন মিলিয়া। বুদ্ধে বুদ্ধি সমভাবে প্রীতি বাড়াইয়া॥

। ৫৮। শয্যাসনাটনস্থানবার্ত্তাক্রীড়াশনাদিকং।
মিথুনীভূয় বিশ্রব্ধৌচেরতুর্বনরাজিষু॥

নিঃশঙ্ক হইয়া সেই কপোত কপোতী। বিহরয়ে বন মধ্যে হরষিত মতি॥ একত্র শয়ন করে একত্র ভোজন। একত্র থাকেন তারা একত্র ভ্রমণ॥ এক আসনেতে সুখে থাকেন বসিয়া। অরণ্যে বিহরে দোঁহে মিলিত হইয়া॥ একত্র বসিয়া কহে জাতি অনুসারে। এইরূপে ক্রিড়া করে বিবিধ প্রকারে॥

। ৫৯। যং যং বাঞ্ছতি সা রাজংস্তর্পয়ন্ত্যনুকম্পিতা।
তং তং সমানয়েৎ কামং কৃচ্ছ্রেণাপ্যজিতেন্দ্রিয়ঃ॥
কপোতী প্রথমং গর্ভং গৃহ্নতী কালআগতে।
অণ্ডানি সুষুবে নীড়ে স্বপত্যুঃ সন্নিধৌ সতী॥

স্বামীর বাড়ান প্রীতি হাস্য কৌতুকেতে। স্বামীহ বাড়ান প্রীতি তাহার সহিতে॥ যে যে প্রিয় দ্রব্য বাঞ্ছা করেন কপোতী। সেই সেই দ্রব্য স্বামী দেন কৃপামতি॥ অবশ ইন্দ্রিয় হয়ে সেই কাননেতে। ভার্য্যার বাড়ান প্রীতি সুখে বা কষ্টেতে॥ শুন রাজা তোমরা যে রূপে কর ঘর। সেই রূপে বনে দোঁহে থাকে নিরন্তর॥ কপোতী প্রথম গর্ভ ধরিল কালেতে। অণ্ড গুলি প্রসবিল সেইত বাসাতে॥ স্বামীর নিকটে তেঁহ প্রসব হইল। উভয়ের চিত্তে অতি আনন্দ জন্মিল॥ কপোত কপোতী মনে হরষিত হৈয়া। অণ্ড গুলি রক্ষা করে পাখা আচ্ছাদিয়া॥

।৫০। তেষু কালে ব্যজায়ন্ত রচিতাবয়বাহরেঃ। শক্তিভি-
র্দুর্বিভাব্যাভিঃ কোমলাঙ্গতনূরুহাঃ॥ প্রজাঃ
পুপুষতুঃ প্রীতৌ দম্পতী পুত্রবৎসলৌ। শৃণ্বন্তৌ
কূজিতং তাসাং নির্বৃতৌ কলভাষিতৈঃ॥

ঈশ্বরের শক্তি হৈতে শিশু জন্মাইল। কোমল হইল অঙ্গ রোম উপজিল॥ শুন নৃপ ঈশ্বরের শক্তি বিবরণ। শীঘ্র সেই শক্তি চিন্তা করে কোন জন॥ পিতা মাতা পুত্র স্নেহে করেন পোষণ। তাসবার শব্দ সুখে করেন শ্রবণ॥ শিশুর মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া। নির্বৃত হইল তারা আনন্দ পাইয়া॥

।৫১। তাসাং পতত্রৈঃ সুস্পর্শৈঃ কূজিতৈ র্মুখচেষ্টিতৈঃ।
প্রত্যুদগমৈরদীনানাং পিতরৌ মুদমাপতুঃ॥

তাসবার দেহে পাখা অতি সুকোমল। দেহেতে লাগিলে হন আনন্দে বিহ্বল॥ বাসার মধ্যেতে তারা চলিতে লাগয়। চিঁচিঁ শব্দ অনুক্ষণ মুখেতে করয়॥ আহার লইয়া পিতা মাতা যদি আইসে। বাসার দুয়ারে মুখ দেখান হরিষে॥ ইহা দেখি পিতা মাতা আনন্দিত হন। মায়ায় মোহিত হৈয়া করেন পালন॥ সুখেতে আছুয়ে অতি সব শিশু গণ। তা দেখে তাঁদের হয় পুলকিত মন॥

।৫২। স্নেহানুবন্ধহৃদয়াবন্যোন্যং বিষ্ণুমায়য়া। বিমোহিতৌ
দীনধিয়ৌ শিশূন পুপুষতুঃ প্রজাঃ। একদা জগ্মতু-
স্তাসামশনার্থং কুটুম্বিনৌ। পিতরৌ কাননে তস্মিন্নর্থি-
নৌ চেরতুশ্চিরং॥

অতি স্নেহে বদ্ধ হৈয়া হৃদয় দোঁহার। বহু কষ্টে শিশুগণে যোগান আহার॥ শিশুগণে খাদ্য দিয়া থাকে অনশন। তদন্তর যাহা হৈল শুন বিবরণ॥ এক দিন তাসবার অন্নের কারণে। পিতা মাতা দোঁহে গেলা মহা ঘোর বনে॥ কুটুম্বি তাঁহারা দোঁহে আহার কারণ। দীর্ঘকাল সেই বনে করেন ভ্রমণ॥

।৫৩। দৃষ্ট্বা তান লুব্ধকঃ কশ্চিদ্যদৃচ্ছাতোবনেচরঃ।
জগৃহে জালমাতত্য চরতঃ স্বালয়ান্তিকে॥

আহার সঞ্চিতে কিছু বিলম্ব হইল। ইতস্ততঃ শিশুগণ চরিতে লাগিল॥ দৈবযোগে এক ব্যাধ আসি সেই স্থলে। তাহাদিকে ধরিলেক আপনার জালে॥

।৫৪। কপোতশ্চ কপোতী চ প্রজাপোষে সদুৎসুকৌ।
গতৌ পোষণমাদায় স্বনীড়মুপজগ্মতুঃ ॥
কপোতী স্বাত্মজান বীক্ষ্য বালকান জালসংবৃতান।
তানভ্যধাবৎ ক্রোশন্তী ক্রোশতোভৃশদুঃখিতা ॥

কপোত কপোতী ভক্ষ্য লৈয়া আনন্দিতে। প্রবেশ হইল দোঁহে আপন বাসেতে ॥ কপোতী দেখিলা শিশু বান্ধাগেছে জালে। মা মা বলিয়া তারাও কন্দিছে বিকলে ॥ হা পুত্র হা পুত্র বলে কপোতী কান্দয়। পুত্র শোকে কপোতী ধৈরয চিত্ত নয় ॥ শোকে মগ্না হৈয়া সেহ কান্দিতে লাগিলা। অতি দুঃখে ভাসবার নিকটেতে গেলা।

।৫৫। সা সকৃৎ স্নেহগুণিতা দীনচিত্তাজমায়য়া।
স্বয়ঞ্চাবধ্যত শিচা বদ্ধান পশ্যন্ত্যপস্মৃতিঃ ॥

বারম্বার স্নেহ করি দুঃখ অতি মনে। বদ্ধপুত্র দেখি তার নাহি কোন জ্ঞানে॥ মায়ায় মোহিত হৈয়া কান্দিয়া কান্দিয়া। আপনি পড়িল শোকে সেই জালে গিয়া ॥

।৫৬। কপোতঃ স্বাত্মজান্ বদ্ধানাত্মনোঽপ্যধিকান প্রিয়ান।
ভার্য্যাঞ্চাত্মসমাং দীনাং বিললাপাতিদুঃখিতঃ ॥

আপন হইতে প্রিয় অধিক সন্তান। আপন সদৃশী ভার্য্যা সেহ দুঃখ পান॥ জালে বদ্ধ আছে সবে একি চমৎকার। অহে ভূপ দেখ দেখ মহিমা মায়ার॥ তাহা দেখি কপোত কাতর চিত্ত হৈয়া॥বিলাপ করিছে বহু শাখাতে বসিয়া॥

।৫৭। অহো মে পশ্যতাপায়মল্পপুণ্যস্য দুর্ম্মতেঃ।
অতৃপ্তস্যাকৃতার্থস্য গৃহস্ত্রৈবর্গিকোহতঃ ॥
অনুরূপানুকূলা চ যস্য মে পতিদেবতা।
শূন্যে গৃহে মাং সংত্যজ্য পুত্রৈঃ স্বর্য্যাতি সাধুভিঃ ॥
সোঽহং শূন্যে গৃহে দীনোমৃতদারোমৃতপ্রজঃ।
জিজীবিষে কিমর্থং বা বিধুরোদুঃখজীবিতঃ ॥

হায় হায় দেখ মোর কি হৈল অপায়। ভাগ্য হীন আজি বিধি করিল আমায় ॥ কুবুদ্ধি হইলে পরে সকল হারায়। অতএব সেই রূপ ঘটিল আমায় ॥ ধর্ম্ম অর্থ কাম হেতু গৃহ সে হইল। তৃপ্ত না হইতে বিধি এ সুখ নাশিল ॥ উপস্থিত সব সুখ ঘুচাইল বিধি। পরে আর হইবেন

হয়েছে অবধি ॥ ভার্য্যা মম পতিব্রতা সদা অনুকূলা। শূন্য ঘরে আমা তেজি স্বর্গেতে চলিলা ॥ শিশু গুলি সাধুবৎ মাতৃ সঙ্গ করি। আগারে ছাড়িয়া সবে গেলা স্বর্গ পুরি ॥ সেই শূন্য ঘরে আমি হৈয়ে অতি দীন। কি রূপে বঞ্চিব ভার্য্যা তনয় বিহীন ॥ কি লাগি করিব যত্ন জীবার কারণ। এত দুঃখ সহিয়া কি রাখিব জীবন ॥

। ৫৮। তাংস্তথৈবাবৃতাঞ্ছিগ্ভির্মৃত্যুগ্রস্তান বিচেষ্টিতঃ।
স্বয়ঞ্চ কৃপণঃ শিক্ষু পশ্যন্নপ্যবুধোঽপতৎ ॥
তং লব্ধা লুব্ধকঃ ক্রূরঃ কপোতং গৃহমেধিনং।
কপোতকান কপোতীঞ্চ সিদ্ধার্থঃ প্রযযৌ গৃহং ॥

জালে বান্ধা শিশু গুলি কান্দিয়া বিকল। কপোত হইল অতি শোকেতে বিহ্বল ॥ মৃত্যুগ্রস্ত হৈল শিশু কপোত কি করে। শোকেতে ব্যাকুল হৈয়া ধৈর্য্য নাহি ধরে ॥ সেই জালে পড়িলেন কান্দিতে কান্দিতে। সকুটম্বে বান্ধা গেল ব্যাধের জালেতে ॥ সবারে বান্ধিয়া জালে ব্যাধ ক্রূর মতি। আপনার গৃহে গেলা আনন্দিত অতি ॥ কার্য্য সিদ্ধি হৈল তার শুন নৃপবরে। অতএব গৃহে গেলা আনন্দ অন্তরে ॥

। ৫৯। এবং কুটুম্ব্যশান্তাত্মা দ্বন্দ্বারামঃ পতত্রিবৎ।
পুষ্ণন কুটুম্বং কৃপণঃ সানুবন্ধোঽবসীদতি ॥

শুন রাজা এই রূপে কুটুম্বী যে জন। কুটুম্ব লাগিয়া সুস্থ নহে তার মন ॥ কুটুম্ব পোষণ লাগি থাকয়ে কাতর। আপন উদ্ধার নাহি চিন্তয়ে অন্তর ॥ কুটুম্বাদি আসক্ত এ রূপে যেই জন। পক্ষীবৎ সকুটুম্বে অবসন্ন হন ॥

। ৬০। যঃ প্রাপ্য মানুষং লোকং মুক্তিদ্বারমপাবৃতং।
গৃহেষু খগবৎ শক্তস্তমারূঢ়চ্যুতং বিদুঃ ॥
ইতি শ্রীভাগবতে একাদশস্কন্ধে ভগবদুদ্ধবসংবাদে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

এই রূপ গৃহাসক্তি হেতু অনর্থের। পক্ষীর হইল কি বলিব মনুষ্যের ॥ দুর্লভ মনুষ্য দেহ যেই নর পায়। ইথে মুক্তি সাধে জীব অন্যের কি দায় ॥ গৃহেতে আসক্ত চিত্ত ইথে যদি হয়। মুক্তি সোপানেতে চড়ি ভ্রমেতে পড়য় ॥ একাদশ স্কন্ধে এই সপ্তম অধ্যায়। সনাতন বিরচিল প্রাকৃত ভাষায় ॥

অষ্টম অধ্যায়ের আভাস।

অষ্টমেঽজগরাদিভ্যোনবভ্যঃ শিক্ষিতং হরিঃ।
অবধূতগিরা প্রাহ বিবেকায়োদ্ধবং প্রতি॥

অবধূত ব্রাহ্মণ অজগর প্রভৃতি নয় জন হইতে যাহা শিক্ষা করেন তাহাই শ্রীকৃষ্ণ বিবেকার্থে পরম ভাগবত শ্রীউদ্ধব মহাশয়ের প্রতি অষ্টমাধ্যায়ে কহিতেছেন।

শ্রীব্রাহ্মণউবাচ। ১। সুখমৈন্দ্রিয়কং রাজন স্বর্গে নরকএব বা।
দেহিনাং যদ্যথাদুঃখং তস্মান্নেচ্ছেত তদ্বুধঃ॥

ব্রাহ্মণ বলেন শুন যদু সদাশয়। প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ জীবে না ঘুচয়॥
বৃথা উদ্যমেতে জীব পরমায়ু নাশে। অজগর আমারে শিখালে অনায়াসে॥
ইন্দ্রিয়ের যেই সুখ দুঃখ ভোগ হয়। স্বর্গে কিম্বা নরকেতে এ দুই আছয়॥
ইহার লাগিয়া কেন বৃথা যত্ন করে। তাহা দেখি পণ্ডিতেরা থাকয় সুস্থিরে॥

।২। গ্রাসন্তু মিষ্টং বিরসং মহান্তং স্তোকমেব বা।
যদৃচ্ছয়ৈবাপতিতং গ্রসেদাজগরোঽক্রিয়ঃ॥

অন্ন বিনা কি রূপে শরীর ধরা যায়। বিবরিয়া বলি যদু ইহার উপায়॥
আহারেতে ভাল মন্দ না করি বিচার। যত্ন বিনা মিলে যাহা করয়ে আহার॥
কখন বা মিষ্ট অন্ন করয়ে ভোজন। কখন বা পোড়া অন্ন যবাগু অশন॥
কখন বা উদর ভরিয়া অন্ন পায়। কখন বা গ্রাস মাত্র পাইলে তা খায়॥
অজগর সম বৃত্তি যোগীরা করয়। ক্ষুধার জ্বালায় যোগী ব্যাকুল না হয়॥

।৩। শয়ীতাহানি ভূরীণি নিরাহারোনুপক্রমঃ।
যদি নোপনয়েদগ্রাসো মহাহিরিব দিষ্টভুক্॥

দুই তিন দিন যদি অন্ন নাহি জোড়ে। জঠরাগ্নি হৈতে গর্ত্ত অনুক্ষণ পোড়ে॥
নিরুদ্যমে থাকে যোগী শয়ন করিয়া। অজগর সম নিজ কর্ম্ম ধেয়াইয়া॥

।৪। ওজঃসহোবলযুতং বিভ্রদ্দেহমকর্ম্মকং।
শয়ানোবীতনিদ্রশ্চ নেহেতেন্দ্রিয়বানপি॥

ইন্দ্রিয়ের বল আছে মনেতে ভাবয়। দেহ বল আছে তবু কর্ম্ম না করয়॥ সুখেতে শুয়িয়া থাকে ব্যাপার ছাড়িয়া। সাবধানে স্বীয় অর্থে থাকেন জাগিয়া॥ উদর লাগিয়া নাহি করয়ে ব্যাপার। সন্তোষে থাকয়ে কর্ম্ম ভাবি আপনার॥

।৫। মুনিঃ প্রশস্নগম্ভীরোদুর্ব্বিগাহ্যোদুরত্যয়ঃ।
অনন্তপারোহ্যক্ষোভ্যস্তিমিতোদ ইবার্নবঃ॥

সমুদ্র হইতে যাহা শিখিলাম আমি। সাবধান হয়ে যদুরাজ শুন তুমি॥ যোগিরে জানিহ ধর্ম্মে সমুদ্র সমান। যোগী সমুদ্রের অন্ত কেহ নাহি পান॥ বাহিরে নির্ম্মল যোগী গভীর অন্তরে। জ্ঞানী বলি কেহ তারে জানিতে না পারে॥ সমুদ্রের গর্ভে যেন কেহ না সাঁতারে। তেন যোগী গর্ভ কেহ বুঝিতে না পারে॥ অভিপ্রায় যোগীর বুঝিতে নারে কেহ। অলঙ্ঘ্য সমুদ্র যেন প্রত্যক্ষ দেখহ॥ তেজীয়ান যোগীর না পায় কেহ পার। সমুদ্রের পার নাকি কেহ জানে আর॥ বিকার বিহীন যোগী আত্ম অনুভবে। সমুদ্র অক্ষোভ্য যেন দেহের স্বভাবে॥ ত্যেজিয়া রাগাদি দোষ যোগীরা নিশ্চল। সমুদ্র দেখহ সর্ব্বদাই স্থির জল॥

।৬। সমৃদ্ধকামোহীনোবা নারায়ণপরোমুনিঃ।
নোৎসর্পেত ন শুষ্যেত সরিদ্ভিরিব সাগরঃ॥

অতএব যোগীরা বিদিত নাহি হন। কদাচিৎ জানে ভাগ্যবান যেই জন॥ সদাই যোগীর মন থাকে নারায়ণে। বিষয়ের সুখ নাহি রহে তার মনে॥ মনোরথ পূর্ণে যোগী হর্ষ নাহি হয়। না পূরিলে মনোরথ শোক না করয়॥ ইহাতে দেখহ যদু সমুদ্র প্রমাণ। হ্রাস বৃদ্ধিহীন সিন্ধু সদাই সমান॥ বর্ষা কালে নদ নদী সমুদ্রে প্রবেশে। তথাপি সমুদ্র দেখ থাকে পূর্ব্ববেশে॥ গ্রীষ্মকালে নদী সব হয় জল হীন। তাহে নাহি সমুদ্র হয়েন কভু ক্ষীণ॥

।৭। দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ং দেবমায়াং তদ্ভাবৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রলোভিতঃ পতত্যন্ধে তমস্যগ্নৌ পতঙ্গবৎ॥

রূপ গন্ধ স্পর্শ শব্দ রসের অধীন। পতঙ্গ ভ্রমর গজ মৃগ আর মীন॥

রূপ গন্ধ আদি পাঁচে মোহিত হইল। তাহার উচিত ফল অবশ্য পাইল॥
অনুরাগ অনুচিত রূপ গন্ধাদিতে। ইথে মম গুরু পতঙ্গাদি সে পঞ্চেতে॥
ক্রমেতে বলিব তাহা শুনহ রাজন। যাহাতে যে হৈল গুরু করি বিবরণ॥
যেই জন ইন্দ্রিয়েরে না করিল জয়। দেব মায়া যুবতী সে যদ্যপি দেখয়॥
নারীর ভাবেতে দেখ প্রলোভিত হয়। মোহিত হইয়া ঘোর নরকে পড়য়॥
অনলে পতঙ্গ যেন পড়য়ে মোহিতে। সেই রূপ ঘটে তার যুবতী দেখিতে॥

। ৮। যোষিদ্ধিরণ্যাভরণাম্বরাদিদ্রব্যেষু মায়ারচিতেষু মূর্খঃ।
প্রলোভিতাত্মা হ্যুপভোগবুদ্ধ্যা পতঙ্গবন্নশ্যতি নষ্টদৃষ্টিঃ॥

দিব্য বস্ত্র পরে নারী দিব্য অলঙ্কার। হেন নারী জানিহ মায়ার অবতার॥
ভোগ লোভে ইথে যেই মানব পড়য়। অনলে পতঙ্গ সম বিনাশ সে হয়॥

। ৯। স্তোকং স্তোকং গ্রসেদ্গ্রাসং দেহোবর্ত্তেত যাবতা।
গৃহানহিংসন্নাতিষ্ঠেদ্বৃত্তিং মাধুকরীং মুনিঃ॥

ভ্রমর নিকটে শিক্ষা শুন যদুবর। মধুরস পদ্মে বসি খায় মধুকর॥
তাহে যদি মধু লোভে বসিয়া থাকয়। মুদ্রিত হইলে পুনঃ বন্ধেতে পড়য়॥
এই রূপে মুনি ভোগ লোভেতে পড়িয়া। এক গৃহে বসি থাকে মোহিত হইয়া॥ মোহে পড়ি যোগী বদ্ধ হয় বিষয়েতে। অতেব না রবে যোগী একই গৃহেতে॥ গৃহস্থেরে কভু নাহি করয়ে পীড়ন। মধুকর সম যোগী করেন ভ্রমণ॥

। ১০। অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলোনরঃ।
সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্যইব ষটপদঃ॥

যথা সর্ব্ব পুষ্প হৈতে ভৃঙ্গ লয় সার। তথা শাস্ত্র সার লৈয়া যোগী হন পার॥
অল্পাধিক সর্ব্ব শাস্ত্র সমান পড়য়। যোগী কিন্তু সর্ব্ব শাস্ত্র সার মাত্র লয়॥

। ১১। সায়ন্তনং শ্বস্তনম্বা ন সংগৃহ্নীত ভিক্ষিতং।
পাণিপাত্রোদরামাত্রোমক্ষিকেব ন সংগৃহী॥

আর বিবরণ বলি শুন মহাশয়। মধুমাছি গুরু হৈলা না করি সঞ্চয়॥
যোগী হৈয়া ভিক্ষা দ্রব্য না করে সঞ্চয়। কালি কি সন্ধ্যায় খাব বল্যে না রাখয়॥ উদর ভরণ মাত্র হাত পাতি খায়। মধুমাছি সম সুখে ভুবনে বেড়ায়॥

। ১২। সায়ন্তনং শ্বস্তনম্বা ন সংগৃহ্ণীত ভিক্ষুকঃ।
মক্ষিকাইব সংগৃহ্নন সহ তেন বিনশ্যতি॥

যোগী হয়ে ভিক্ষা দ্রব্য না করে সঞ্চয়। কালি কি সন্ধ্যায় খাব বল্যে না রাখয়॥ যদি বা সঞ্চয় করে আজি কালি লাগী। সেই দ্রব্য লাগী নাশ পান সেই যোগী॥ মধুমাছি ইথে যদু দেখহ প্রমাণ। সঞ্চয় করিয়া মধু-মাছি নাশ যান॥

। ১৩ পদাপি যুবতীং ভিক্ষুর্নস্পৃশেদ্দারবীমপি।
স্পৃশন করীব বধ্যেত করিণ্যাঅঙ্গসঙ্গতঃ॥

হস্তী হৈতে যা শিখেছি শুনহ রাজন। বিবরিয়া বলি তাহা করহ গ্রহণ॥
দারুময়ী নারীকেও ভিক্ষু না পরশে। চরণেও পরশিলে পুরুষে বিনাশে॥
হস্তী যথা হস্তিনীর অঙ্গ সঙ্গ কর্যে। কামেতে কাতর হয়ে খাতে পড়্যে মরে॥

। ১৪। নাধিগচ্ছেৎ স্ত্রিয়ং প্রাজ্ঞঃ কর্হিচিন্মৃত্যুমাত্মনঃ।
বলাধিকৈঃ সহন্যেত গজৈরন্যৈর্গজোযথা॥

প্রাজ্ঞ জন যুবতীর নিকটে না যাবে। যে নারীর সঙ্গ হৈলে প্রাণ হারাইবে॥
সেই নারী লাগি যে পুরুষ বলবান। তাঁহারে ধরিয়া কোপে বধয়ে পরাণ॥
বনহস্তী ইহাতে প্রমাণ দেখ তায়। হস্তিনীর সঙ্গকরি হস্তী মারা যায়॥

। ১৫। ন দেয়ং নোপভোগ্যঞ্চ লুব্ধৈর্যদ্দুঃখসঞ্চিতং।
ভুংক্তে তদপি তচ্চান্যোমধুহেবার্থবিন্মধু॥

ত্যাগ ভোগ হীন ধন, পরে লৈয়া খায়। ইহা শিখিলাম মধুহারির কৃপায়॥
লোভে মধুমাছি মধু করয়ে সঞ্চয়। আপনিও নাহি খায় নাহি করে ব্যয়॥
মধুহারী, জন আসি মধু হরি লয়। গুপ্ত ভাবে থাকিলেও চিহ্নতে জানয়॥

। ১৬। সুদুঃখোপার্জিতৈর্বিত্তৈরাশাসানাং গৃহাশিষঃ।
মধুহেবাগ্রতোভুঙ্ক্তে যতির্বৈ গৃহমেধিনাং॥

বিনা উদ্যমেতে ভোগ অবশ্য ঘটয়। ইহাতেও মধুহারি মম গুরু হয়॥
নানা দুঃখ পায়্যা গৃহী উপার্জ্জয়ে ধন। কেবল গৃহস্থ ধর্ম্ম রক্ষার কারণ॥
দিব্য সে ব্যঞ্জন আদি রান্ধিয়া রাখয়। যতি আসি হেন কালে উপস্থিত হয়॥
আগে তাহাদিকে অন্ন ব্যঞ্জন ভুঞ্জায়। তার পরে অবশিষ্ট আপনারা খায়॥
যেন মধুহারি মধু খায় প্রথমেতে। তেন ভিক্ষু ভোগ করে বিনা উদ্যমেতে॥

।১৭। গ্রাম্যগীতং ন শৃণুয়াদ্যতির্বনচরঃ কচিৎ।
শিক্ষেত হরিণাদ্বদ্ধান্মৃগয়োর্গীতমোহিতাৎ ॥

হরিণ হইতে শিক্ষা শুনহ রাজন। গীত বশে হরিণেরা হারায় জীবন॥ গ্রাম্য গীত যোগী না শুনিবে কদাচন। গীতে বশ হইলে হয় নরকে পতন॥ ব্যাধের গায়ন শুনি দেখ মৃগ গণ। মোহিত হইয়া শেষে হারায় জীবন॥

।১৮ নৃত্যবাদিত্রগীতানি জুষন্ গ্রাম্যাণি যোষিতাং।
আসাং ক্রীড়নকোবশ্যঋষ্যশৃঙ্গোমৃগীসুতঃ॥

নৃত্য গীত নানা বাদ্য নারীগণ করে। তাহে জ্ঞানী রত হলে বদ্ধ হয়ে মরে॥ ঋষ্যশৃঙ্গ বশ হৈল নারীর ক্রীড়নে। এই হেতু গ্রাম্য গীত না শুনি রাজনে॥ মৃগী সুত ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি বশ হয়। অন্য জনে সে বিপদ অবশ্য ঘটয়॥

।১৯। জিহ্বযাতিপ্রমাথিন্যা জনোরসবিমোহিতঃ।
মৃত্যুমৃচ্ছত্যসদ্বুদ্ধির্মীনস্তু বড়িশৈর্যথা॥

মীনের শিক্ষণ ইবে বলিব তোমারে। রসেতে আসক্ত হৈয়া মীনগণ মরে॥ জিহ্বা বলি ইন্দ্রিয় যে বড় বলবতী। সেই রসে বশ হৈলে নষ্ট হয় মতি॥ বড়শী আহার লাগী মীনগণ মরে। অতএব জিহ্বা বশে রাখে যোগীবরে॥

।২০। ইন্দ্রিয়াণি জয়ন্ত্যাশু নিরাহারামনীষিণঃ।
বর্জয়িত্বা তু রসনং তন্নিরন্নস্য বর্দ্ধতে॥
তাবজ্জিতেন্দ্রিয়োন স্যাদ্বিজিতান্যেন্দ্রিয়ঃ পুমান।
ন জয়েদ্রসনং যাবজ্জিতং সর্ব্বং জিতে রসে॥

অতেব পণ্ডিত যাঁরা জ্ঞানবান হন। ইন্দ্রিয় জিনিতে যারা দৃঢ় করে মন॥ রসনা জিনিতে যদি জ্ঞানীগণ পারে। তবেত না হয় বদ্ধ এইত সংসারে॥ অন্য ইন্দ্রিয়েও জিনিলে মহাশয়। জিতেন্দ্রিয় বলি তারে কেহ নাহি কয়॥ রসনা জিনিলে সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের জয়। তবে সে লভয়ে যোগী আত্ম পরিচয়॥

।২১। পিঙ্গলানাম বেশ্যাসীদ্বিদেহনগরে পুরা।
তস্যামে শিক্ষিতং কিঞ্চিন্নিবোধ নৃপনন্দন॥

সর্ব্বত্র নৈরাশ্য ভাব আমার যে হৈল। পিঙ্গলা হইতে আমি এরূপ শিখিলা॥ পিঙ্গলা নামেতে বেশ্যা বিদেহ নগরে। যৌবন দানেতে ধন উপার্জ্জন করে॥ তাহা হৈতে যেই কিছু শিখিলাম আমি। সাবধানে নৃপতি নন্দন শুন তুমি॥

। ২২। সা স্বৈরিণ্যেকদা কান্তং সঙ্কেতউপনেষ্যতী।
অতুৎ কালে বহির্দ্বারি বিভ্রতী রূপমুত্তমং॥

এক দিন সেই বেশ্যা কান্তের নিমিত্তে। সুবেশ করিয়া বৈসে আপন দ্বারেতে॥ কান্ত আইলে সুখে রতি স্থানেতে লইব। কান্ত বশ করে ধন অধিক পাইব॥ দ্বারে বসে পথ পানে চাহে অনুক্ষণ। ধনবান কান্ত নাহি দেখে এক জন॥

। ২৩। মার্গআগচ্ছতোবীক্ষ্য পুরুষান পুরুষর্ষভ।
তান শুল্কদান্ বিত্তবতঃ কান্তান মেনেঽর্থকামুকা॥

রতি যোগ্য হবে সেই হবে ধনবান। আমারে অধিক ধন করিবেক দান॥ হেন কান্ত বাঞ্ছা করি পথ, পানে চায়। আত্ম সম কান্ত বেশ্যা দেখিতে না পায়॥

। ২৪। আগতেষ্বপয়াতেষু সা সঙ্কেতোপজীবিনী।
অপ্যন্যোবিত্তবান কোপি মামুপৈষ্যতি ভূরিদঃ॥

সঙ্কেতোপজীবি সঙ্গে দুচারি আইল। বিহার করিয়া তারা সবে চলি গেল॥ তাহে পরিতোষ নহে ধনের লাগিয়া। বিতৃষ্ণা হইলা সেহ ধন না পাইয়া॥ অন্য কেহ ধনবান যদ্যপি আসিব। তার সহ বিহরিয়া বহু ধন পাব॥

। ২৫। এবং দুরাশয়া ধ্বস্তনিদ্রাদ্বার্য্যবলম্বতী।
নির্গচ্ছন্তী প্রবিশতী নিশীথং সমপদ্যত॥

এ দুরাশয়েতে ঘর বাঁহির সে হয়। দ্বারে বৈসে ঘরে যায় নিদ্রা না লভয়॥ এই রূপ নানাবিধ করয়ে ব্যাপার। কান্ত হেতু অর্দ্ধরাত্র হইল তাহার॥

। ২৬। তস্যাবিত্তাশয়াশুষ্যদ্বক্ত্রায়াদীনচেতসঃ।
নির্ব্বেদঃ পরমোজজ্ঞে চিন্তাহেতুঃ সুখাবহঃ॥

এই দুরাশয়ে তার চিত্ত হৈল দীন। ধন না পাইয়া মুখ হইল মলিন॥ দুরাশা ছাড়িয়া বেশ্যা ঘরেতে বসিল। উত্তম বৈরাগ্য তার চিত্তেতে জন্মিল॥ ধনের চিন্তাতে তার বৈরাগ্য ঘটিল। বৈরাগ্য হইতে সুখ অপার হইল॥

। ২৭। তস্যানির্ব্বিণ্ণচিত্তায়াগীতং শৃণু যথা মম॥

বৈরাগ্য মতেতে বেশ্যা বলিল যে বাণী। সে কথা বলিব তুমি শুন যদুমণি॥

।২৮। নির্ব্বেদআশাপাশানাং পুরুষস্য যথা হ্যসি॥
ন হ্যঙ্গাজাতনির্ব্বেদোদেহবন্ধং জিহাসতি॥

পুরুষের আশাপাশ কাটিবার তরে। বৈরাগ্য নিশিত অসি জানিহ সংসারে॥ যাবৎ বৈরাগ্য দেহে নাহি উপজয়। তাবৎ এ দেহ বন্ধ কভু না ঘুচয়॥ পিঙ্গলা বলিছে বাক্য বৈরাগ্য পাইয়া। সে কথা শুনহ যদু সুখেতে বসিয়া॥

পিঙ্গলোবাচ।২৯। অহোমে মোহবিততিং পশ্যতাবিজিতাত্মনঃ।
যা কান্তা দসতঃ কামং কাময়ে যেন বালিশা॥

আমা সম মূর্খ ইথে কেবা আছে আর। দেখ দেখ আমার এ মোহের বিস্তার॥ ইন্দ্রিয়েরে দেখ আমি জিনিতে নারিনু। অসৎ কান্তেরে লৈয়া ধন উপার্জ্জিনু॥

।৩০। সন্তং সমীপে রমণং রতিপ্রদং বিত্তপ্রদং নিত্যমিমং বিহায়।
অকামদং দুঃখভয়াধিশোকমোহপ্রদং তুচ্ছমহং ভজেহজ্ঞা॥

নিকটে আছেন স্বামী প্রভু নারায়ণ। যে কান্ত ভজনে পাই রতি আর ধন॥ সে কান্ত ত্যজিয়া আমি অসৎ ভজিনু। তুচ্ছ কাম লাগী বৃথা কাল গুঁয়াইনু॥ যে তুচ্ছ রমণ হৈতে দুঃখ ভয় হয়। মনস্তাপ শোক মোহ দেহে উপজয়॥ নারায়ণ কান্ত ছাড়ি অসতে ভজিনু। মূর্খভাবে এত কাল বৃথা হারাইনু॥

।৩১। অহোময়াত্মা পরিতাপিতোবৃথা সাঙ্কেত্যবৃত্ত্যা দিবিগর্হ্যবার্ত্তয়া।
স্ত্রৈণান্নরাদয়ার্থতৃষোহনুশোচ্যাৎ ক্রীতেন বিত্তং রতিমাত্মনেচ্ছতী॥

বড়ই নিন্দিত বৃত্তি করিলাম আমি। তুচ্ছ লাগী লম্পটেরে করিলাম স্বামী॥ অর্থ লোভে ছার নারী যৌবন বেচিয়া। ধন উপার্জ্জন কৈনু আনন্দিত হৈয়া॥ বৃথা আমি আপনার জন্মাইনু তাপ। নাহি জানি কত কাল ভুঞ্জিব এ পাপ॥

।৩২। যদস্থিভির্নির্ম্মিতবংশবংশ্যস্থূণং ত্বচা রোমনখৈঃ পিনদ্ধং।
ক্ষরন্নবদ্বারমগারমেতদ্বিন্মূত্রপূর্ণং যদুপৈতি কান্যা॥

গৃহ সম এই দেহ অস্থিতে নির্ম্মিতে। স্থূণ বংশ বংশ্যচর্ম্ম আদি সকলেতে॥ নখ লোম ইহাতে বেষ্টিত অনু ক্ষণ। নবদ্বার হৈতে রস হতেছে ক্ষরণ॥ বিষ্ঠা মূত্রে পরিপূর্ণ সদাই আছয়। আমা বিনা অন্য ইহা কে আর সেবয়॥ হেন দেহে কান্ত ভাবে ভজিনু সদাই। কৃষ্ণের চরণ বিনা অন্য গতি নাই॥

। ৩৩। বিদেহানাং পুরে হ্যস্মিন্নহমেকৈব মূঢ়ধীঃ।
যান্যমিচ্ছন্ত্যসত্যস্মাদাত্মদাৎ কামমচ্যুতাৎ॥

একা আমি মূঢ়মতি বিদেহ নগরে। আমা সম অসতী না দেখি অন্য ঘরে॥ যে আমি অসৎ হৈতে কাম বাঞ্ছা কৈনু। ধিক মোরে আত্ম দাতা অচ্যুতে ত্যজিনু॥

। ৩৪। সুহৃৎপ্রেষ্ঠতমোনাথআত্মাচায়ং শরীরিণাং।
তং বিক্রীয়াত্মনৈবাহং রমেহ্ নেন যথা রমা॥

যে হইল সে হইল অতঃপর আমি। দেহ মূল্য দিয়া কৃষ্ণে ক্রয় কৈনু স্বামী॥ সকল জীবের আত্মা যেই নারায়ণ। সবার সুহৃৎ তিনি অতি প্রিয় হন॥ তাঁর সনে রমণ করিব এক ভাবে। রমা যেন তাঁর পদ অনুক্ষণ সেবে॥

। ৩৫। কিয়ৎ প্রিয়ং তে ব্যভজন কামাযে কামদানরা।
আদ্যন্তবন্তোভার্য্যায়াদেবাবা কালবিক্রুতাঃ॥

বিষয় সকল দেখি আদ্য অন্ত নয়। কামদাতা নরেরাও চির দিন নয়॥ থাকুক মনুষ্য দেবগণ আছে যত। তাহারা কামের বশ হতেছে নিয়ত॥ ইহারা ভার্য্যার প্রীতি কতই বা করে। আত্ম রতি ছাড়ি কেন বৃথা কামে মরে॥ ইহ পর লোকে দেখ প্রভু নারায়ণ। সর্ব্বদাই সুখ দেন করিলে সেবন॥ হেন স্বামী ছাড়ি কেন অন্যেরে ভজিব। অন্য ছার সেবা কর্যে কত সুখ পাব॥

। ৩৬। নূনং মে ভগবান প্রীতোবিষ্ণুঃ কেনাপি কর্ম্মণা।
নির্ব্বেদোহ্যয়ং দুরাশায়াযন্মে জাতঃ সুখাবহঃ॥

বুঝিলাম পুর্ব্বে মম কত পুণ্য ছিল। আমা হেন পাপিনীর বৈরাগ্য জন্মিল॥ নিশ্চয় আমারে হরি সন্তুষ্ট হইলা। সুখদ বৈরাগ্য ভাব তুষ্টে সমর্পিলা॥

। ৩৭। মৈবং স্যুর্মন্দভাগ্যায়াঃ ক্লেশানির্ব্বেদহেতবঃ।
যেনানুবন্ধং নিহৃত্য পুরুষঃ শমমৃচ্ছতি॥

মন্দভাগ্যা যদি আমি হৈতাম নিশ্চয়। বৈরাগ্য কারণ ক্লেশ তবে নাকি হয়॥ যে বৈরাগ্য করে লোক গৃহাদি ছাড়িয়া। লভয়ে কৃষ্ণের পদ আনন্দ করিয়া॥

। ৩৮। তেনোপহৃতমাদায় শিরসা গ্রাম্যসঙ্গতাঃ।
ত্যক্তা দুরাশাঃ শরণং ব্রজামি তমধীশ্বরং ॥

সেই বিষ্ণু মম এত কৈল উপকার। এই কথা রহু নিত্য মস্তকে আমার॥
গ্রাম্য সঙ্গ ছাড়ি সর্ব্ব দুরাশা ছাড়িব। অবিরত কৃষ্ণ পদে স্মরণ করিব ॥

। ৩৯। সংতুষ্টা শ্রদ্ধধত্যেতদ্যথা লাভেন জীবতী।
বিহরাম্যমুনৈবাহমাত্মনা রমণেন বৈ ॥

লাভালাভে তুষ্ট চিত্তা সর্ব্বদা হইব। শ্রদ্ধায় কৃষ্ণের সেবা অবশ্য করিব॥
যদৃচ্ছা লাভেতে নিত্য রাখিব জীবন। কৃষ্ণ স্বামী সহ নিত্য করিব রমণ ॥

। ৪০। সংসারকূপে পতিতং বিষয়ৈর্মুষিতেক্ষণং।
গ্রস্তং কালাহিনাত্মানং কোন্যস্ত্রাতুমধীশ্বরঃ ॥

কৃষ্ণ বিনা সেব্য ইথে কেবা আছে আর। কাল সর্প গ্রাসিয়াছে সকল সং-সার ॥ পতিত সংসার কূপে যত জীব আছে। কাল সর্প তাহাদিগে গ্রাস করিয়াছে ॥ বিষয়ে হরিয়া লৈল সবার লোচন। কৃষ্ণ বিনা তারিতে আ-ছয়ে কোন জন ॥

। ৪১। আত্মৈব হ্যাত্মনোগোপ্তা নির্ব্বিদ্যেত যথাখিলাৎ।
অপ্রমত্তইদং পশ্যেদগ্রস্তং কালাহিনা জগৎ ॥

যখন বৈরগ্য আসি দেহে উপজয়। ইহ পর লোকে বৃত্তি সকল ছাড়য় ॥
অপ্রমত্ত হয়ো জীব এইরূপ করে। ইহা যে নিশ্চয় হৈল শাস্ত্রের বিচারে॥
কাল সর্প সম দেখে সকল সংসার। আপনারে আপনি সে করয়ে উদ্ধার॥

শ্রীব্রাহ্মণউবাচ। ৪২। এবং ব্যবসিতমতি র্দুরাশাং কান্ততর্ষজাং ॥
ছিত্ত্বোপশমমাস্থায় শয্যামুপবিবেশ সা ॥

অবধূত বলে শুন যদু মহাশয়। পিঙ্গলার আচরণ কহিব তোমায় ॥
পিঙ্গলা চিত্তেতে কৈল এই ব্যবসায়। এইরূপ হৈল তার কৃষ্ণের কৃপায়॥
দুরাশা কান্তের আশা করিয়া ছেদন। শান্তি ভাবে শয্যায় সে বসিলা তখন॥

। ৪৩। আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখং।
যথা সংছিদ্য কান্তাশাং সুখং সুষ্বাপ পিঙ্গলা ॥

ইতি শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে ভগবদুদ্ধব সংবাদে পিঙ্গলা গীতমষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

শুন শুন যদু আশা দুঃখের কারণ। নৈরাশ্য পরম সুখ জানিহ রাজন ॥

দেখ কান্ত আশা ত্যজি পিঙ্গলা সুখেতে। শয্যায় শয়নে রহে পরম পীরিতে ॥ একাদশ স্কন্ধে এই অধ্যায় অষ্টম। সনাতন বিরচিল সেবি নিরূপম ॥

নবম অধ্যায়ের আভাস।

নবমে কুররাদিভ্যোদেহতশ্চোপ শিক্ষিতং।
শ্রুত্বা যদুঃ কৃতার্থোঽভূদিতি কৃষ্ণেন বর্ণিতং ॥

কুরর আদি এবং দেহ হইতে অবধূত ব্রাহ্মণ যাহা শিক্ষা করেন। যদুরাজা তাহা শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হন। তাহাই নবম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের প্রতি বর্ণন করিয়াছেন ॥

শ্রীব্রাহ্মণউবাচ। ১। পরিগ্রহোহি দুঃখায় যদযৎ প্রিয়তমং নৃণাং।
অনন্তসুখমাপ্নোতি তদ্বিদ্বান যাস্ত্বকিঞ্চনঃ ॥

অবধূত বলে শুন অহে যদুবর। যে রূপে আমার গুরু হইলা কুরর ॥
আপনার অতি প্রিয় হয় যেই দ্রব্য। তাহার সংগ্রহে দুঃখ জানিয়ে যে ভব্য॥
ইহা বুঝি সেই দ্রব্য যেইত ছাড়য়। অকিঞ্চন হয়ে মহা সুখেতে থাকয়॥

। ২। সামিষং কুররং জঘ্নুর্বলিনোহন্যে নিরামিষাঃ।
তদামিষং পরিত্যজ্য সসুখং সমবিন্দত ॥

ইহার দৃষ্টান্ত শুন বলিব তোমারে। আকাশে দেখিনু এক সামিষ কুররে॥
নিরামিষ্য কুররেরা বড় বলবান। মাংস হেতু বেড়িতারে লৈতেছিল প্রাণ॥
সে মাংস ছাড়িয়া সুখে রহিলা কুরর। বিরোধ ঘুচিল পক্ষী সুখে গেল ঘর॥

। ৩। ন মে মানাপমানৌ স্তোন চিন্তা গৃহপুত্রিণাং।
আত্মক্রীড়আত্মরতির্বিচরামীহ বালবৎ ॥

বালক হইতে শিক্ষা করেছি যা আমি। তোমারে বলিব তাহা শুন যদু স্বামী ॥ মান অপমানে মম সুখ দুঃখ নাই। গৃহ পুত্র কলত্রের চিন্তা নাহি পাই ॥ বালক সমান নিত্য ভমি এ সংসারে। আত্মক্রীড় আত্মরতি আনন্দ অন্তরে ॥

। ৪। দ্বাবেব চিন্তয়া মুক্তৌ পরমানন্দআপ্লুতৌ॥
যোবিমুগ্ধোজড়োবালোযোগুণেভ্যঃ পরং গতঃ॥

শুন যদু দুই জন চিন্তায় বিহীন। পরম আনন্দে বিহরয় অনু দিন॥ উদ্যম বিহীন শিশু নিশ্চিন্ত বেড়ায়। গুণাতীত হয়ে যেবা ঈশ্বরকে পায়॥

। ৫। কচিৎ কুমারী ত্বাত্মানং বৃণানান গৃহমাগতান।
স্বয়ং তানর্হয়ামাস কাপিযাতেষু বন্ধুষু॥

ব্রাহ্মণ কুমারী হৈতে শিখিলাম আমি। তার উপাখ্যান শুন সাবধানে তুমি॥ ব্রাহ্মণ কুমারী এক ঘরেতে আছিল। পিতা মাতা দোঁহে তার গৃহেতে না ছিল॥ সে কন্যার সম্বন্ধ করিতে বিপ্র গণ। এসেছিল গৃহে নাহি ছিল বন্ধু জন॥ সন্ধ্যার সময়ে তথা কেহ নাহি ছিলা। আসনাদি দিয়া কন্যা তাসবে পুজিলা॥

। ৬। তেষামভ্যবহারার্থং শালীন্রহসি পার্থিব।
অবয়ন্ত্যাঃ প্রকোষ্ঠস্থাশ্চক্রুঃ শঙ্খঃ স্বনং মহৎ॥

তদন্তর যাহা হয় শুন নৃপবরে। তাসবার ভোজনার্থে কুমারী সত্বরে॥ একান্তে বসিয়া ধান কুটিতে লাগিল। অবঘাতে হস্ত শঙ্খ ধ্বনি বড় হৈল॥

। ৭। সা তজ্জুগুপ্সিতং মত্বা মহতী ব্রীড়িতা ততঃ।
বভঞ্জৈকৈকশঃ শঙ্খান দ্বৌ দ্বৌ পান্যোরশেষয়ৎ॥

সেইত নিন্দিত কর্ম্ম কুমারী বুঝিয়া। ভাঙ্গিতে লাগিল শঙ্খ লজ্জিত হইয়া॥ দু দুখানি অবশেষ হস্তেতে রাখিল। বিবরিয়া বলি তবে যেরূপ হইল॥

। ৮। উভয়োরপ্যভূদঘোষোহ্যবয়ন্ত্যাঃ স্বশঙ্খয়োঃ।
তত্রাপ্যেকং নিরভিদদেকস্মান্নাভবদ্ধ্বনিঃ॥

তাহাতেও অবঘাতে ধ্বনি উপজিল। ধ্বনি নিবারণ কদাচিৎ না হইল॥ একৈক রাখিল হাতে সকল ভাঙ্গিয়া। সুখেতে কুটিল ধান্য শব্দ নিবারিয়া॥

। ৯। অন্বশিক্ষমিমং তস্যাউপদেশমরিন্দম।
লোকাননুচরন্নেতাল্লোকতত্ত্ববিবিৎসয়া॥

লোক তত্ত্ব জানিবারে ভুবনে বেড়াই। সে কুমারী কাছে এই উপদেশ পাই॥ অহে অরিন্দম সেই কুমারী কাছেতে। যাহা শিখিয়াছি তাহা শুনহ পশ্চাতে॥

।১০। বাবসোহূনাং কলহোত্তরেবার্ত্তা, দ্বয়োরপি।
একএব বসেত্তস্মাৎ কুমার্য্যাইব কঙ্কনঃ॥

অনেকে একত্রে যদি নিবাস করয়। অবশ্য কলহ নিত্য তাহে উপজয়॥ দুই জন থাকিলেহ কথা বার্ত্তা করে। একাকী নিশ্চিন্ত্য হয়ে সুখেতে বিহরে॥ কুমারীর শঙ্খ দেখ ইহাতে দৃষ্টান্ত। সর্ব্ব ত্যজি সুখে আমি ভ্রমি যে একান্ত॥

।১১। মনএকত্র সংযুঞ্জ্যাজ্জিতশ্বাসোজ্জিতাশনঃ।
বৈরাগ্যাভ্যাসযোগেন ধ্রিয়মাণমতন্দ্রিতঃ॥

শুন যদু জীবের যে বন্ধন-মোক্ষণ। ইহার কারণ তুমি জানিহ এমন॥ এরূপ নিশ্চল হৈলে আত্ম গতি হয়। মনের চাঞ্চল্য হৈলে কার্য্য সিদ্ধি নয়॥ মন স্থির করিবার শুনহ উপায়। প্রথমে আসন শুদ্ধি করিবেক তায়॥ অলস ত্যজিয়া যদি করয়ে অভ্যাস। তবে সে বিষয়ে হয় মনেতে নৈরাশ॥ স্থির হৈয়ে মন যদি এক স্থলে রয়। শুন অচঞ্চল রাজা তাহে যাহা হয়॥

।১২। যস্মিন্মনোলব্ধপদং যদেতচ্ছনৈঃ শনৈর্মুঞ্চতি কর্ম্মরেণূন।
সত্ত্বেন বৃদ্ধেন রজস্তমশ্চ বিধূয় নির্ব্বাণমুপৈত্যনিন্ধনং॥

পরম আনন্দ রূপে যদি সে থাকয়। সমস্ত বাসনা অল্পে অল্পেতে ছাড়য়॥ সত্ত্ব গুণ বৃদ্ধি হৈলে স্থির হয় মন। রজস্তম তারে পুনঃ না করে চালন॥ রজস্তম দূর হৈলে লভয়ে নির্ব্বাণ। বিষয় রহিত হৈয়া শান্তি ভাব পান॥

।১৩। তদৈবমাত্মন্যবরুদ্ধচিত্তোন বেদ কিঞ্চিদ্বহিরন্তরংবা।
যথেষুকারোনৃপতিং ব্রজন্তমিষৌ গতাত্মা ন বিবেদ পার্শ্বে॥

যখন আত্মায় মন স্থির ভাবে রয়। অন্তর বাহির যোগী কিছু না জানয়॥ ইষুকার ইহাতে আমার গুরু হন। সে বৃত্তান্ত বলি শুন জযাতি নন্দন॥ রাজার নগরে এক তীরকার ছিল। তীর সজ্জা করিবারে চিত্তে নিরূপিল॥ হেন কালে সেই পথে নৃপতি চলিল। শরে নিরূপিত চিত্ত তারে না দেখিল॥

।১৪। একচার্য্যনিকেতঃ স্যাদপ্রমত্তোগুহাশয়ঃ।
অলক্ষ্যমাণআচারৈর্মুনিরেকোহ্‌ল্পভাষণঃ॥

সর্প হৈতে শিক্ষা রাজা কহি যে তোমায়। সর্প সম ভাবে যোগী একাকী

বেড়ায় ॥ সর্পেরা না করে ঘর যোগী গৃহ হীন। অপ্রমত্ত হয়্যে যোগী ভ্রমে অনুদিন ॥ পর্ব্বতের গুহা মধ্যে করয়ে শয়ন। সর্পেরাও ঘর নাহি করে কদাচন ॥ গমন করিলে তার সব জ্ঞান হয়। বিষ নাই কিম্বা বিষ সে সর্পে আছয় ॥ আচরণে যোগী জনে তথা জানা যায়। ভাল মন্দ তাহাদের কিছু না লুকায় ॥ কদাচিৎ সর্প জাতি শব্দসে করয়। সেই রূপ যোগীগণ কভু কথা কয় ॥

। ১৫। গৃহারম্ভোহি দুঃখায় বিফলশ্চাধ্রুবাত্মনঃ।
সর্পঃ পরকৃতং বেশ্ম প্রবিশ্য সুখমেধতে ॥

গৃহ কৈলে নানা দুঃখ হয় অনুদিন। সুখ নাহি কদাচিৎ সদা ফল হীন॥ এ কথা বুঝিয়া যোগী গৃহ না করয়। সর্প সম পর গৃহে সুখ সে ভুঞ্জয় ॥

। ১৬। একোনারায়ণোদেবঃ পূর্ব্বসৃষ্টং স্বমায়য়া।
সংহৃত্য কালকলয়া কল্পান্তইদমীশ্বরঃ।
একএবাদ্বিতীয়োহভূদাত্মাধারোহখিলাশ্রয়ঃ ॥

এ বিশ্বের উৎপত্তি সংহার যেই হয়। কভু সত্য নহে সে কেবল মায়াময়॥ কেবল জানিহ সত্য এক নারায়ণ। মায়ায় করেন বিশ্ব উৎপত্তি নিধন ॥ প্রথমে শুনহ সৃষ্টি সংহার প্রকার। তার পরে কহিব সৃজন সমাচার ॥ আপন মায়ায় এক দেব নারায়ণ। পূর্ব্বেতে করিয়া ছিলা এ বিশ্ব সৃজন॥ কল্পান্তে কালেতে করি করিয়া হরণ। এক মাত্র অবশেষ রহিলা আপন॥ আপনারে আপনি সে করয়ে আশ্রয়। কিন্তু তিনি আপনাতে জীবেরে ধারয় ॥

। ১৭। কালেনাত্মানুভাবেন সাম্যং নীতাসু শক্তিষু।
সত্বাদিষ্বাদিপুরুষঃ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ।
পরাবরাণাং পরমআস্তে কৈবল্যসজ্ঞিতঃ ॥

সত্ব আদি করিয়া যতেক সৃষ্টি হৈলা। কারণ বশেতে সবে সাম্যেতে রাখিলা ॥ পুরুষে উপাধি হইল যে সত্বাদি হৈতে। যাহারে বলয় জীব এই সংসারেতে ॥ নারায়ণ পুরুষ প্রধান যে ঈশ্বর। ব্রহ্মা আদি সবাকার তেঁহ হন ঘর। কৈবল্য সজ্ঞিত তেঁহ শেষেতে রহিলা। লোকে বোধ করে প্রভু অলস করিলা ॥

।১৮। কেবলানুভবানন্দসন্দোহোনিরুপাধিকঃ ॥

নির্ব্বিশেষ অনুভব স্বপ্রকাশ তেঁহ। উপাধি রহিত প্রভু আনন্দ সমূহ ॥

।১৯। কেবলাত্মানুভাবেন স্বমায়াং ত্রিগুণাত্মিকাং।
সংক্ষোভয়ন সৃজত্যাদৌ তয়া সূত্রমরিন্দম ॥

এবে বলি শুন যদু সৃষ্টির প্রকার। যে রূপে সৃজিলা প্রভু এইত সংসার॥ কাল রূপ আপনার ঐশ্বর্য্যই হয়। তাহাতে ত্রিগুণা মায়া করিলা উদয়॥ পুরুষ রূপেতে তাঁরে চঞ্চলা করিল। সূত্ররূপ মহত্তত্ত্ব তাহে উপজিল ॥ রাগ দ্বেষ আদি হয় বিবিধ উপাধি। ব্রহ্মাণ্ড মধ্যেতে আছে কে করে অবধি ॥ এ সকল জয়ে রাজা তুমিহ সমর্থ। অতএব বিবরিয়া কহি সবতত্ত্ব॥

।২০। তামাহ ত্রিগুণব্যক্তিং সৃজতীং বিশ্বতোমুখং।
যস্মিন প্রোতমিদং বিশ্বং যেন সংসরতে পুমান ॥

সেই সূত্র মহত্তত্ত্ব তিন গুণ ছিল। তাহা হৈতে অহঙ্কার তনু উপজিল ॥ অহঙ্কার হৈতে হৈল শব্দাদি বিষয়। তাহে আকাশাদি মহা ভূতের উদয়॥ স্থূল সূক্ষ্ম রূপ সেই সূত্রেতে গ্রথিত। গতায়াত পুরুষের তাহে অখণ্ডিত ॥ এক নারায়ণ প্রভু এইত প্রকারে। সৃজন করেন পুনঃ লীলায় সংহারে ॥

।২১। যথোর্ণনাভির্হৃদয়াদূর্ণাং সংতত্য বক্ত্রতঃ।
তয়াবিহৃত্য ভূয়স্তাং গ্রসত্যেবং মহেশ্বরঃ ॥

উর্ণনাভি গুরু মুগ ইহার কারণ। দৃষ্টান্ত দেখহ ইথে নৃপতি নন্দন ॥ যেন উর্ণনাভি নিজ হৃদয় হইতে। উর্ণারে বিস্তার করে আপন মুখেতে॥ তাহা যথা করিয়া আপনি বিহরয়। পুনঃ তাহা গ্রাশ করে অক্ষোভে থাকয়॥ এই রূপে ভগবান করেন সংসার। লীলা করি পুনরপি করেন সংহার ॥

।২২। যত্র যত্র মনোদেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া।
স্নেহাদ্দ্বেষাদ্ভয়াদ্বাপি যাতি তত্তৎ সরূপতাং ॥

শুন যদু সাবধানে আমার বচন। যাঁরা হন শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান পরায়ণ ॥ তাঁরা অবিলম্বে শ্রীকৃষ্ণের রূপ পান। পেশকারী সঙ্গ ইথে হইবে প্রমাণ॥ এক ভাবে যথা যথা স্থির করে মন। স্নেহেতে করেন কিবা দ্বেষের কারণ॥ তাঁহার স্বরূপ জীব অবশ্য ভজয়। কদাচিৎ ইথে যদু না কর সংশয় ॥

।২৩। কীটঃ পেশকৃতং ধ্যায়ন্ কুড্যাং তেন প্রবেশিতঃ।
যাতি তৎসাত্মতাং রাজন পূর্ব্বরূপমসংত্যজন॥

পেশকারী দেখ কীট আনয় ধরিয়া। যতনে তাহারে রাখে কুঁড়্যায় ভরিয়া॥
আপনি দুয়ারে তার রক্ষক থাকয়। ভয়ে সেই কীট তারে সতত দেখয়॥
সেই পূর্ব্ব দেহে তার দেহ সেই পায়। অতেব শ্রীকৃষ্ণ পদ চিন্ত সদাশয়॥

।২৪। এবং গুরুভ্যএতেভ্যএষা মে শিক্ষিতা মতিঃ।
স্বাত্মোপশিক্ষিতাং বুদ্ধিং শৃণু মে বদতঃ প্রভো॥

এত গুরু হৈতে আমি শিক্ষা কৈল মতি। আমি নিজ অনুভব বলিহে সংপ্রতি॥ আমা হৈতে শুন অহে এবে অনুভব। শ্রবণে ঘুচিয়া যাবে তব মোহ সব॥

।২৫ দেহোগুরুর্ম্মম বিরক্তিবিবেকহেতুর্বিভ্রৎস্মসত্ত্বনিধনং সততার্ত্ত্যুদর্কং।
তত্ত্বান্যনেন বিমৃষামি যথা তথাপি পারক্যমিত্যবসিতোবিচরাম্যসঙ্গঃ॥

এই নিজ দেহ গুরু হৈল আপনার। ইহাতে জন্মিল দেখ বিরক্ত বিচার॥
এই দেহে বিবেক দেখহ উপজয়। যেই হেতু জন্ম মৃত্যু দেহেতে আছয়॥
উত্তর কালেতে পীড়া এ দেহে জন্ময়। দেহ হৈতে তত্ত্বজ্ঞান পরামর্শ হয়॥
যদ্যপি এ দেহ হয় অতি চমৎকার। তথাপি এ দেহ কভু নন আপনার॥
ইহারে পাইলে খায় কুক্কুর শৃগাল। সম ভাবে কভু নাহি থাকে চিরকাল॥
ইহা জানি সর্ব্বসঙ্গ করি পরিত্যাগ। পৃথিবী ভ্রমণ করি শুন মহাভাগ॥

।২৬। জায়াত্মজার্থপশুভৃত্যগৃহাপ্তবর্গান পুষ্ণাতি যৎপ্রিয়চিকীর্ষয়া বিতন্বন।
স্বান্তে স্বকৃচ্ছ্রমবরুদ্ধধনঃ সদেহঃ সৃষ্ট্বাস্য বীজমবসীদতি বৃক্ষধর্ম্মঃ॥

এদেহের ভোগ লাগি আনন্দ হৃদয়। জায়াপত্য পশু ভৃত্য গণেরে পোষয়॥
বিস্তার করিয়া সবে পোষণ করয়। গৃহ বন্ধু আদি সব জীবের যে হয়॥
নানা কষ্টে বহু ধন করয়ে উপায়। ব্যাপার করিয়া বহু ধনেরে বাড়ায়॥
অন্য শরীরের বীজ করিয়া সৃজন। আয়ু অন্তে অবশেষে লভয়ে মরণ॥
বৃক্ষ ধর্ম্ম সম এই দেহ বিচারিয়া। সুখেতে ভ্রমণ করি সকল ত্যজিয়া॥

।২৭। জিহ্বৈকতোহমুমপকর্ষতি বর্হি তর্ষা শিশ্নোন্যতস্ত্বগুদরং
শ্রবণং কুতশ্চিৎ। ঘ্রাণোহন্যতশ্চপলদৃক কচ কর্ম্মশক্তি-
র্বহ্ব্যঃ সপত্ন্যইব গেহপতিং লুনন্তি॥

এ দেহের শুন আর বলি যে বিচার। এ দেহ না থাকে কভু বশ আপনার॥

শত্রু সম লুঠিতেছে ইন্দ্রিয় সকল। সর্ব্বত্র ভ্রময় নিত্য হইয়া বিকল॥
জিহ্বা রস লাগি এক দিকেতে টানয়। ধন আদি তৃষ্ণা অন্য দিকে আকর্ষয়॥
শিশ্ন আর দিকে টানে আনন্দ কারণ। শীতল পাইতে চর্ম্ম ইচ্ছয় আপন॥
উদর টানয় অন্ন ভক্ষণ কারণ। শব্দ শুনিবারে নিত্য বাঞ্ছয় শ্রবণ॥
লইতে সুগন্ধ সদা নাসিকা ইচ্ছয়। দেখিতে উত্তম রূপ চক্ষু ব্যগ্র হয়॥
কর্ম্মেন্দ্রিয় ব্যাপার করেন অনুক্ষণ। অতএব এ দেহ আপন বশ নন॥
ইহাতে দৃষ্টান্ত বলি শুন মহাশয়। অনেক নারীর এক পতি যেই হয়॥
সেই সব নারীগণ নিজ নিজ স্থানে। চুলে হাতে পায় ধরে তাহাকেই টানে॥
সেই রূপ অহে ভূপ নয়ন প্রভৃতি। টেনে টেনে ছিন্ন করে কেবা করে প্রীতি॥

২৮। সৃষ্ট্বা পুরাণি বিবিধান্যজয়াত্মশক্ত্যা। বৃক্ষান সরীসৃপ-
পশূন খগদন্দশূকান। তৈস্তৈরতুষ্টহৃদয়ঃ পুরুষং
বিধায় ব্রহ্মাবলোকধিষণং মুদমাপ দেবঃ॥

আত্ম শক্তি মায়া হৈতে প্রভু নারায়ণ। বিবিধ প্রকারে পুরী করিলা সৃজন॥ প্রথমে সৃজিলা দেখ যত বৃক্ষগণ॥ সর্প কীটকাদি রূপ ধরিলা আপন॥ গো মহিষ মৃগ আদি পশুরে সৃজিলা। পক্ষী হংস মৎস্য আদি সৃজন করিলা॥ সেই সেই পুরী বিধি করিয়া সৃজন। সন্তুষ্ট নহিলা যদি বিধাতার মন॥ ধ্যান যোগে নর দেহে সৃজন করিলা। তত্ত্বজ্ঞান ইথে হয় মনে বিচারিলা॥ বড়ই সুন্দর পুর বিধাতা দেখিলা। আনন্দ পাইয়া মনে সুস্থির হইলা॥

২৯। লব্ধা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্য-
মপীহ ধীরঃ। তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যুযাবন্নিঃ-
শ্রেবসায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥

বড়ই দুর্লভ এই মনুষ্য শরীর। অনেক জন্মের অন্তে ইহা লভে ধীর॥
যদ্যপি অনিত্য বটে এই কলেবর। তবু চতুর্ব্বর্গ ইথে অহে নৃপবর॥
যাবৎ এ দেহের না হয়ত পতন। তার মধ্যে যত্ন করা মোক্ষের কারণ॥
এই দেহে নিরন্তর ঘটয়ে মরণ। অতএব শীঘ্র যত্ন করিবেক জন॥
বিষয় ভোগের যত্ন ত্যজিয়া ত্বরায়। সর্ব্বত্রয়ে ভোগ পাই কি যত্ন তাহায়॥

। ৩০। এবং সংজাতবৈরাগ্যোবিজ্ঞানালোকআত্মনি।
বিচরামি মহীমেতাং মুক্তসঙ্গোনহংকৃতঃ॥

এরূপেতে আমার বৈরাগ্য উপজিল। আত্ম বিষয়েতে জ্ঞান ইহাতে হইল॥
আত্মাতে সর্ব্বদা থাকি বিষয়ে না যাই। আপন ইচ্ছায় আমি সতত বেড়াই॥
সঙ্গ ত্যজি পৃথিবীতে করিয়ে ভ্রমণ। অহঙ্কার মম দেহে নাহি কদাচন॥

। ৩১। নহ্যেকস্মাদ্গুরোর্জ্ঞানং সুস্থিরং স্যাৎ সুপুষ্কলং।
ব্রহ্মৈতদদ্বিতীয়ং বৈ গীযতে বহুধর্ষিভিঃ॥

এক গুরু হৈতে জ্ঞান সুস্থির না হয়। অতেব অনেক গুরু করিনু আশ্রয়॥
বহুদর্শী হৈলে জীব কহে দিব্যজ্ঞান। অদ্বিতীয় ব্রহ্ম পদ লভয়ে পুমান॥

শ্রীভগবানুবাচ। ৩২। ইত্যুক্ত্বাসযদুং বিপ্রস্তমামন্ত্র্য গভীরধীঃ।
বন্দিতঃ স্বর্চ্চিতোরাজ্ঞা যযৌ প্রীতোযথাগতং॥

উদ্ধবেরে বলিছেন প্রভু ভগবান। তোমারে বলিনু যদু বিপ্র উপাখ্যান॥
অবধূত বাক্য শুনি যদু আনন্দিতে। অবধূতে অর্চ্চনা করিলা বিধিমতে॥
প্রণাম করিলা অবধূতের চরণে। বিদায় হইয়া গেলা বিপ্র তুষ্ট মনে॥
যে রূপেতে আগমন সে রূপে গমন। করিলেন অবধূত সেইত ব্রাহ্মণ॥
তাঁহার গভীর বুদ্ধি অন্ত কেবা করে। কহিলেন কত রূপ সিদ্ধান্ত রাজারে॥

। ৩৩। অবধূতবচঃ শ্রুত্বা পূর্ব্বেষাং নঃ সপূর্ব্বজঃ।
সর্ব্বসঙ্গবিনির্ম্মুক্তঃ সমচিত্তোবভূব হ॥

ইতি শ্রীভাগবতে একাদশস্কন্ধে ভগবদুদ্ধবসংবাদে অবধূত-
গীতং নবমোঽধ্যায়ঃ।

অবধূত বাক্য শুনি যদু মহামতি। সর্ব্ব সঙ্গ ত্যজি হৈলা সমচিত্ত অতি॥
তাঁহার বংশেতে জন্ম হইল আমার। আমাদের বহু পূর্ব্বে জনম তাঁহার॥
একাদশ স্কন্ধে কৃষ্ণ উদ্ধব সংবাদে। অবধূত গীত এই ভাষা চারি পদে॥
নবম অধ্যায় এই সমাপ্ত হইল। দেশ ভাষা ছন্দে সনাতন বিরচিল॥

দশম অধ্যায়ের আভাস।

চতুর্ব্বিংশতিগুর্ব্বাখ্যানকসম্ভাবনাতুরঃ।
উদ্ধবস্যাত্মতত্ত্বাপ্তৌ সাধনোক্তিরতঃ পরং॥
দশমে দেহসম্বন্ধাৎ সংসৃতির্নাত্মনঃ স্বতঃ।
ইত্যেতদ্বর্ণয়ামাস মতান্তরনিরাসতঃ॥

চতুর্ব্বিংশতি গুরুর উপাখ্যানেতে আত্ম তত্ত্ব জ্ঞান লাভের সম্ভাবনায় আতুর হওয়াতে উদ্ধবের সম্বন্ধে আত্মতত্ত্ব প্রাপ্তি বিষয়ে সাধনের উক্তি অতঃপর ইহা জানিবে। দেহ সম্বন্ধ জন্য আত্মার সংসার ঘটে আপন হইতে ঘটেনা এই বর্ণন দশম অধ্যায়ে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ করিয়াছেন॥

শ্রীভগবানুবাচ। ১। ময়োদিতেষ্ববহিতঃ স্বধর্ম্মেষু মদাশ্রয়ঃ
বর্ণাশ্রমকুলাচারমকামাত্মা সমাচরেৎ॥

উদ্ধবেরে বলিছেন প্রভু ভগবান। যেই জন সাধিয়া বাঞ্ছয় তত্ত্ব জ্ঞান॥
সে পুরুষ আগে করে আমার আশ্রয়। আপনার নিজ ধর্ম্ম ত্যাগ না করয়॥
পঞ্চরাত্র আদি গ্রন্থে করেছি নির্ণয়। সেইত বৈষ্ণব ধর্ম্ম তাহা আচরয়॥
ভজনের অবিরোধে বর্ণ ধর্ম্ম করে। নিজ কুলাচার করে বেদ অনুসারে॥
বেদোক্ত কর্ম্মেতে কাম বাঞ্ছা না করয়। নিজ ধর্ম্ম করিয়া আমারে সমর্পয়॥
সর্ব্বদা করিবে জীব এই সব ধর্ম্ম। পরেতে কহিব শুন অকামের মর্ম্ম॥

। ২। অন্বীক্ষেত বিশুদ্ধাত্মা দেহিনাং বিষয়াত্মনাং।
গুণেষু তত্ত্বধ্যানেন সর্ব্বারম্ভবিপর্য্যয়ং॥

স্বধর্ম্ম করিলে চিত্ত বিশুদ্ধি ভজয়। ভোগ বিষয়েতে তবে মিথ্যা জ্ঞান হয়॥
বিষয়েতে সত্য জ্ঞান ইন্দ্রিয় বিষয়ে। এইরূপ হৈলে জীবে কামনা ঘটয়ে॥
কাম্য কর্ম্ম কৈলে ফল হয় বিপরীত। অতেব নিষ্কাম ধর্ম্ম করয়ে পণ্ডিত॥

। ৩। সুপ্তস্য বিষয়ালোকো ধ্যায়তো বা মনোরথঃ।
নানাত্মকত্বাদ্বিফলস্তথা ভেদাত্মধীর্গুণৈঃ॥

সকাম কর্ম্মের ফল শুনহ উদ্ধব। রুচি হেতু শাস্ত্রে লেখে কিন্তু মিথ্যা সব॥
ইহাতে দৃষ্টান্ত বলি শুন সদাশয়। ধ্যান করে পুরুষ সর্ব্বদা এ বিষয়॥

মনোরথ বিষয়েতে দৃঢ় করে্য থাকে। শয়ন কালেতে সে বিষয় সব দেখে॥ মনের কল্পিত স্বপ্ন মনোরথ যথা। বহির্দেশে ইন্দ্রিয়ে বিষয় বোধ তথা॥ এ রূপ কর্ম্মের ফল সমস্ত বিফল। নিষ্কাম হইয়া তুমি করহ সকল॥

।৪। নিবৃত্তং কর্ম্ম সেবেত প্রবৃত্তং মৎপরস্ত্যজেৎ।
জিজ্ঞাসায়াং সংপ্রবৃত্তোনাদ্রিয়েৎ কর্ম্মচোদনাং॥

নিত্য আর নৈমিত্তিক কর্ম্ম আচরিবে। কাম্য কর্ম্ম কদাচিৎ কেহ না করিবে॥ আত্ম বিচারেতে যদি উপজিল জ্ঞান। তখন সকল কর্ম্ম ত্যজয়ে পুমান॥

।৫। যমানভীক্ষ্ণং সেবেত নিয়মান মৎপরঃ ক্বচিৎ।
মদভিজ্ঞং গুরুং শান্তমুপাশীত মদাত্মকং॥

অহিংসাদি ধর্ম্মে সদা করয়ে আদর। যথা শক্তি শৌচ আদি করে ভক্ত নর॥ আত্ম জ্ঞান অবিরোধে শৌচাদি করয়। জ্ঞানে দৃঢ় হৈলে কিন্তু বাহ্যেতে না হয়॥ জ্ঞান হেতু গুরুর চরণ আস্থা করে। যেই গুরু যথার্থেতে জানেন আমারে॥ শান্ত আদি শীলে যেই করয়ে আচার। ভাবিবে গুরুরে নিত্য আমার আকার॥

।৬। অমান্যমৎসরোদক্ষোনির্ম্মমোদৃঢ়সৌহৃদঃ।
অসত্বরোঽর্থজিজ্ঞাসুরনসূয়ুরমোঘবাক॥

শিষ্যের লক্ষণ ইথে উদ্ধব শুনহ। আমা সম গুরু নিত্য সেবন করহ॥ গুরুর চরণে শিষ্য হয়ে মান হীন। ত্যজয় মৎসর ভাব কর্ম্মেতে প্রবীন॥ পুত্র কলত্রাদিতে মমতা ত্যাগ করে। সতত সুহৃদ ভাব থাকয়ে অন্তরে॥ ব্যগ্রভাব ত্যজি নিত্য ধৈর্য্য আচরয়। ব্যর্থ আলাপেতে রুচি সর্ব্বদা ত্যজয়॥ যথার্থ জিজ্ঞাসে সেহ অসূয়া না করে। স্থির হয়ে শুন আমি কহি তদন্তরে॥

।৭। জায়াপত্যগৃহক্ষেত্রস্বজনদ্রবিণাদিষু।
উদাশীনঃ সমং পশ্যন সর্ব্বেষ্বর্থমিবাত্মনঃ॥

ভার্য্যাতে তনয়ে গৃহে ক্ষেত্রেতে স্বজনে। ধনাদিতে সদা রহে উদাশীন মনে॥ এক আত্মা সর্ব্বদেহে ভাবি অনুক্ষণে। আত্মার সমান দুঃখ সুখ সর্ব্বস্থানে॥ অতএব উদাসীন সর্ব্বদা থাকয়। এক ভাবে জ্ঞান হেতু গুরুরে সেবয়॥

। ৮। বিলক্ষণঃ স্থূলসূক্ষ্মাদ্দেহাদাত্মেক্ষিতা স্বদৃক।
যথাগ্নির্দারুণোদাহ্যাদ্দাহকোঽন্যঃ প্রকাশকঃ ॥

শুনহ উদ্ধব সর্ব্ব আত্মা এক দেহে। দেহ হৈতে ভিন্ন সেই লিপ্ত নহে তাহে॥ স্থূল সূক্ষ্ম ভেদে দেহ দুই মত হয়। দেহ দ্বয় হৈতে আত্মা ভিন্ন ভাবে রয়॥ অতএব দেহ হৈতে আত্মা বিলক্ষণ। স্বপ্রকাশ কিন্তু সব করেন ঈক্ষণ॥ তাহার দৃষ্টান্ত বলি শুন মহাশয়। অগ্নি যেন কাষ্ঠে থাকে তাহে লিপ্ত নয়॥ কাষ্ঠের দাহক বহ্নি প্রকাশক হন। কিন্তু কাষ্ঠ হৈতে বহ্নি ভিন্ন ভাবে রন॥

। ৯। নিরোধোৎপত্ত্যনুবৃহন্নানাত্বং তৎকৃতান গুণান্।
অন্তঃ প্রবিষ্টআধত্তে এবং দেহগুণান পরঃ॥

স্থূল সূক্ষ্ম উৎপত্তি বিনাশ যেই হয়। এসব কাষ্ঠের ধর্ম্ম অনলের নয়॥ কাষ্ঠেতে থাকিয়া বহ্নি কাষ্ঠ ধর্ম্ম পান। কিন্তু যথার্থেতে বহ্নি সর্ব্বদা সমান॥ এরূপ দেহের গুণ আত্মায় দেখায়। কিন্তু আত্মা এক রূপ নানা রূপ নয়॥

। ১০। যোঽসৌ গুণৈর্বিরচিতোদেহোঽয়ং পুরুষস্য হি।
সংসারস্তন্নিবন্ধোঽয়ং পুংসোবিদ্যাচ্ছিদাত্মনঃ॥

শুনহে উদ্ধব মায়া গুণ যে আছয়। স্থূল সূক্ষ্ম দুই দেহ সে গুণ রচয়॥ তাহে প্রবেশিয়া আত্মা জীব বলাইল।গুণের অধীন হৈয়া সংসারে ভ্রমিল॥ সদ্গুরু সেবিলে যবে দিব্যজ্ঞান হয়। তবে সে সংসার বন্ধ জীবের ঘুচয়॥

। ১১। তস্মাজ্জিজ্ঞাসয়াত্মানমাত্মস্থং কেবলং পরং।
সঙ্গম্য নিরসেদেতদ্বস্তুবুদ্ধিং যথাক্রমং॥

এই স্থূল সূক্ষ্ম দেহে আত্মা অবস্থিত। কিন্তু দেহ হৈতে আত্মা অবশ্য অতীত॥ ইহা যদি বিচারিয়া দেখেন পণ্ডিত। ক্রমে দেহে বস্তু বুদ্ধি ঘুচয়ে নিশ্চিত॥

। ১২। আচার্য্যোঽরণিরাদ্যঃ স্যাদন্তেবাস্যুত্তরারণিঃ।
তৎসন্ধানং প্রবচনং বিদ্যাসন্ধিঃ সুখাবহঃ॥

জ্ঞানের উৎপত্তি বিনা অজ্ঞান না যায়। অগ্নির বৃত্তান্ত রূপে বলিব তোমায়॥ অধর অরণী গুরু হবেন আপনি। তাহাতে হবেন শিষ্য উত্তর অরণী॥ দুই কাষ্ঠ মন্থনেতে যেন অগ্নি হয়। তবে সে শিষ্যের চিত্তে জ্ঞান উপজয়॥ জ্ঞান উপজিলে শিষ্য মহা সুখ পান। ক্রমে তাহা বলি শুন হৈয়া সাবধান॥

। ১৩। বৈশারদী সাতিবিশুদ্ধবুদ্ধির্ধুনোতি মায়াং গুণসংপ্রসূতাং।
গুণাংশ্চ সংদহ্য যদাত্মমেতৎ স্বয়ঞ্চ শাম্যত্যসমিদ্যথাগ্নিঃ॥

বিশারদ গুরু হৈতে শুদ্ধ বুদ্ধি হয়। সেই বুদ্ধি পুনরপি মায়ারে নাশয়॥
যেই মায়া গুণ হৈতে বিশ্ব উপজিল। তাহে বদ্ধ হৈয়া জীব সংসারে ভ্রমিল॥
জ্ঞানাগ্নি সে সব মায়া গুণের নাশয়। কাষ্ঠ হীন বহ্নি সম নিবর্ত্তিয়া রয়॥

। ১৪। অথৈষাং কর্ম্মকর্ত্তৃণাং ভোক্তৃণাং সুখদুঃখয়োঃ।
নানাত্বমথ নিত্যত্বং লোককালাগমাত্মনাং॥
মন্যসে সর্ব্বভাবানাং সংস্থা হ্যৌৎপত্তিকী যথা।
তত্তদাকৃতিভেদেন জায়তে ভিদ্যতে চ ধীঃ॥

অতঃপর বুঝহ উদ্ধব মম কাছে। জৈমিনীর শিষ্যদের মত যাহা আছে॥
জীব তেঁহ কর্ম্ম করে জীব নানা মত। সুখ দুঃখ ভোক্তা সেই হয় শাস্ত্র মত॥
বৃত্তান্ত তাহার তুমি শুনহ নিশ্চয়। সেই সব শিষ্যদের মত যাহা হয়॥
জীব তারে কহি অহং বুদ্ধি করে যেই। প্রতি শরীরেতে ভিন্ন ভিন্ন হয় সেই॥
জীব কর্ত্তা জীব ভোক্তা এইত সেই হয়। তদন্তর শুন তারা যেই রূপ কয়॥
জীবরূপ নির্ব্বিকার একই আকার। এইরূপ পরমাত্মা তাহা নাহি আর॥
বৈরাগ্য সম্ভবে নাই শুনহ কারণ। কত মত কহে তারা কে করে বারণ॥
ভোগের সময় আর কর্ম্মের শাসন। ভোগ কর্ত্তা আত্মা কভু অনিত্য না হন॥
ভোগের সময় যদি সর্ব্বদা হইল। কি প্রকার ভোগ ত্যাগ জীবের ঘটিল॥
কর্ম্মের শাসন যদি সর্ব্বদা সম্ভবে। জীবের কর্ম্মের ত্যাগ কি প্রকারে হবে॥
ভোগ কর্ত্তা আত্মা যদি সর্ব্বদাই রয়। কি প্রকারে ভোগ ত্যাগ জীবের ঘটয়॥
অতএব বৈরাগ্য না ঘটে কদাচিৎ। এই হেতু অবৈরাগ্য সে মতে নিশ্চিৎ॥
নদীর প্রবাহ যথা সর্ব্বদা আছয়। জায়া পুত্র গৃহ আদি সেই রূপ রয়॥
প্রবাহ রূপেতে যদি সর্ব্বদা রহিল। কি প্রকারে ইথে তবে বৈরাগ্য ঘটিল॥
এই রূপে ব্রহ্মাণ্ড সে নিত্য যদি হয়। ঈশ্বর জনক তার কভু নাহি রয়॥
অনিত্য হইলে তারে জন্মাইতে হয়। নিত্য বস্তু কদাচিৎ নাহিক জন্ময়॥
প্রবাহ রূপেতে যদি সকল জগৎ। নিত্য আছে তাহাদের এই হৈল মত॥
এই হেতু জগতের কর্ত্তা কেহ নয়। ঈশ্বর জগৎ কর্ত্তা ইহা না ঘটয়॥
ত্রিজগৎ মায়াময় ইহাও না কয়। মায়াময় হৈলে বস্তু সর্ব্বদা না রয়॥

আত্মার স্বরূপ নিত্য এক জ্ঞান নাঞী। তাহার বৃত্তান্ত শুন কহি তব ঠাঞী॥
ঘটজ্ঞান যায় আর পটজ্ঞান হয়। কত জ্ঞান হয় যায় কে করে নিশ্চয়॥
নিত্য আর এক রূপ জ্ঞান কই হয়। জ্ঞানের বিনাশ আর জ্ঞান যে জন্ময়॥
এই সব দুষ্ট মতে কেবল বিরোধ। বেদের সিদ্ধান্ত নয় বাক্যে অনুরোধ॥
এই সব কুসিদ্ধান্ত দূরেতে ত্যজিয়া। মম মত স্থির কর বৈরাগ্য করিয়া॥

। ১৫। এবমপ্যঙ্গ সর্ব্বেষাং দেহিনাং দেহযোগতঃ।
কালাবয়বতঃ সন্তি ভাবাজন্মাদয়োঽসকৃৎ॥

আর এক বলি আমি শুনহ উদ্ধব। সম্বৎসর আদি যত কাল অবয়ব॥
কাল হৈতে এ দেহীর দেহ যোগ হয়। দেহ যোগে জন্ম মৃত্যু সতত লভয়॥

। ১৬। তত্রাপি কর্ম্মণাং কর্ত্তুরস্বাতন্ত্র্যঞ্চ লক্ষ্যতে।
ভোক্তুশ্চ দুঃখসুখয়োঃ কোন্বর্থোবিবশং ভজেৎ॥

তাহাতে কর্ম্মের কর্ত্তা স্বতন্ত্র না হয়। বিবশেতে শুভাশুভ কর্ম্মাদি করয়॥
কর্ম্মফল অবশেষে আপনি ভুঞ্জয়। ইহাতে অন্যথা কভু নাহি মহাশয়॥
এই জীব যদি নিজ বশেতে থাকিত। তবে নাকি শুভাশুভ কর্ম্ম আচরিত॥
পরাধীন এই জীব জানিবে নিশ্চয়। এই হেতু ভোগ আদি স্থির নাহি হয়॥

। ১৭। ন দেহিনাং সুখং কিঞ্চিদ্বিদ্যতে বিদুষামপি।
তথা চ দুঃখং মূঢ়ানাং বৃথাহঙ্করণং পরং॥

পণ্ডিত হইলে দেহে সুখ না লভয়। মুঢ়েরাহ একান্তেতে দুঃখ না ভজয়॥
সুখী দুঃখী বলি করে বৃথা অহঙ্কার। কর্ম্ম বশে সুখ দুঃখ ভুঞ্জে আপনার॥

। ১৮। যদি প্রাপ্তিং বিঘাতঞ্চ জানন্তি সুখদুঃখয়োঃ।
তেপ্যদ্ধা ন বিদুর্যোগং মৃত্যুর্ন প্রভবেদ্যথা॥

যদ্যপি জানিত জীব সুখের উপায়। অথবা সমস্ত দুঃখ যে রূপেতে পায়॥
তবে কি সে সুখ লাগি কর্ম্ম না করিত। সুখ হেতু কর্ম্ম করি সুখেতে থাকিত॥
অতেব না জানে জীব সুখের উপায়। কর্ম্ম করে সুখ দুঃখ ভুঞ্জিয়া বেড়ায়॥
যদ্যপি জানয়ে কিছু করিতে উপায়। তথাপি যথার্থ রূপে মন না জুয়ায়॥
সে উপায় জীব নাহি জানে কদাচিৎ। যে যোগে সাক্ষাৎ মৃত্যু নহে উপস্থিত॥

। ১৯। কিং স্বর্থঃ সুখয়ন্ত্যেনং কামোবা মৃত্যুরন্তিকে।
আঘাতং নীয়মানস্য বধ্যস্যেব ন তুষ্টিদঃ॥

মৃত্যু যার নিকটেতে সর্ব্বদা আছয়। কোন কর্ম্মে তাহার নাহিক সুখ হয়॥ বধ করিবার তরে যারে লয়্যা যায়। কোন কর্ম্মেতে নাকি সেই সুখ পায়॥

। ২০। শ্রুতঞ্চ দৃষ্টবদ্দুষ্টং স্পর্দ্ধাসূয়াত্যয়ব্যয়ৈঃ।
বহ্বন্তরায়কামত্বাৎ কৃষিবচ্চাপি নিষ্ফলং॥

এ লোকে জীবের সুখ কদাচিৎ নাই।স্বর্গেতে জীবের সুখ দেখিতে না পাই॥ কর্ম্ম করে্য এই জীব স্বর্গলোকে যায়। সেখানেহ নানা ক্লেশ অবিরত পায়॥ দেখিয়া পরের সুখ সহিতে না পারে। সে সুখ পাইতে নানা হিংসা করি মরে॥ পরের গুণেতে আনি দোষ আরোপয়। পরস্পর তাহাতে কলহ উপজয়॥ সেথাও সঞ্চিত দ্রব্য যদি নাশ যায়। কিম্বা তাহা ব্যয় হৈলে চিন্তা করে তায়॥ অতেব স্বর্গেও জীব সুখী কভু নয়। সর্ব্বদা জীবের দুঃখ জানিহ নিশ্চয়॥ নানা বিঘ্নে নষ্ট হয় কামাদি সকল। কৃষি যেন নানা বিঘ্নে হয়ত নিষ্ফল॥

। ২১। অন্তরায়ৈরবিহতোযদি ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ।
তেনাপি নির্জ্জিতং স্থানং যথা গচ্ছতি তচ্ছৃণু॥

সাবধানে অবিঘ্নেতে যদি কর্ম্ম করে। সে ধর্ম্মেতে বৈসে গিয়া অমর নগরে॥ সেই স্থান পুনর্ব্বার যে রূপেতে যায়। শুনহ উদ্ধব তাহা বলিব তোমায়॥

। ২২। ইষ্ট্বেহ দেবতাযজ্ঞৈঃ স্বর্লোকং যাতি যাজ্ঞিকঃ।
ভুঞ্জীত দেববত্তত্র ভোগান দিব্যান নিজার্জ্জিতান॥

যাজ্ঞিক করেন যজ্ঞ বেদ বিধি মতে। ইন্দ্রাদি দেবের পূজা করেন যজ্ঞেতে॥ সে পুণ্য হইতে তাঁরা স্বর্গ লোকে যান। দিব্য ভোগ করে তথা দেবের সমান॥

। ২৩। স্বপুণ্যোপচিতে শুভ্রে বিমানউপগীয়তে।
গন্ধর্ব্বৈর্বিহরন্মধ্যে দেবীনাং হৃদ্যবেশধৃক॥

দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার সুবেশিত কায়। যে বেশ দেখিলে দেব নারী মোহ পায়॥ গন্ধর্ব্ব গায়ন করে অপ্সরা নাচয়। বিমানে বসিয়া স্বর্গে সুখে বিহরয়॥

। ২৪। স্ত্রীভিঃ কামগযানেন কিঙ্কিণীজালমালিনা।
ক্রীড়ন্ন বেদাত্মপাতং সুরাক্রীড়েষু নির্বৃতঃ॥

কিঙ্কিণী জালেতে শোভে কামগ বিমান। তাহাতে করেন গতি সেই পুণ্যবান॥ দেব নারী সনে করে সতত বিহার। নন্দনাদি বনে ভুঞ্জে পুণ্য আপনার॥ প্রেমে মত্ত হয়ে সুখে নিত্য ভোগ করে। কদাচিৎ আত্ম পাত নাহি জ্ঞান করে॥

। ২৫। তাবৎ সমোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে।
ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্ব্বাগনিচ্ছন কালচালিতঃ॥

তাবৎ সুখেতে থাকে অমর নগরে। যাবৎ আপন পুণ্য সমাপ্তি না করে॥ যেই ক্ষণে আপনার পুণ্য ক্ষয় হয়॥ সেই ক্ষণে স্বর্গ হৈতে আপনি পড়য়॥ পতনে তাহার কভু ইচ্ছা নাহি হয়। কাল বেগে অধোগতি অবশ্য ঘটয়॥

। ২৬। যদ্যধর্ম্মরতঃ সঙ্গাদসতাং বা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
কামাত্মা কৃপণোলুব্ধঃ স্ত্রৈণোভূতবিহিংসকঃ॥

শুনহ উদ্ধব এই প্রবৃত্তি যে পথ। বিচারিয়া বুঝ ইহা হয় দুই মত॥ বিধি অনুসারে কাম্য কর্ম্ম যে করয়। তোমারে তাহার গতি বলিনু নিশ্চয়॥ বিধি ত্যজি অবিধিতে কর্ম্ম যেই করে। তার গতি যাহা হয় বলিব তোমারে॥ অধর্ম্মেতে রত যদি হয়ত পুমান। অসৎ সঙ্গেতে পড়ো নষ্ট হয় জ্ঞান॥ জ্ঞানহীন ইন্দ্রিয়কে জিনিতে না পারে। কামাত্মা হইয়া পাপকর্ম্ম সমাচরে॥ কৃপণ আকুল হয় ভোগের তৃষ্ণায়। পরস্ত্রী লম্পট হয় লাজ নাহি তায়॥ সবাকার হিংসা করে কামেতে ব্যাকুল। অধর্ম্ম ভোগের লাগি হয়ত বাতুল॥

। ২৭। পশূনবিধিনালভ্য প্রেতভূতগণান যজন্।
নরকানবশোজন্তুর্গত্বা যাত্যুল্বণং তমঃ॥

বিধি ত্যজি নানা পশু বলিদান দিয়া। প্রেত ভূতগণ যজে ভোগের লাগিয়া॥ নানা সুখভোগ করে হয়ে ধনবান। মনে করে আমা সম কেবা আছে আন॥ কাল বশে মৃত্যু তারে ধরয়ে যখনি। সকল ত্যজিয়া যান কেবল আপনি॥ ঘোর অন্ধকারে নানা নরক ভুঞ্জয়। স্থাবর জনম পরে কালে সে লভয়॥

। ২৮। কর্ম্মাণি দুঃখোদর্কাণি কুর্ব্বন দেহেন তৈঃ পুমান।
দেহমাভজতে তত্র কিং সুখং মর্ত্যধর্ম্মিণঃ॥

নানা কর্ম্ম করে্য প্রাণী শেষে দুঃখ পায়। সে কর্ম্ম সহিত পুনঃ অন্য

দেহে যায়॥ অন্য দেহে গমনেতে কিবা সুখ হয়। যেই হেতু সে জনের মরণ আছয়॥ পুনরপি নানা কর্ম্ম অবশে করয়। প্রবৃত্তি মার্গেতে পড়ে নিষ্পত্তি না হয়॥

।২৯। লোকানাং লোকপালানাং মদ্ভয়ং কল্পজীবিনাং।
ব্রহ্মণোপি ভয়ং মত্তোদ্বিপরার্দ্ধপরায়ুষঃ॥

লোকেরা কেবল দুঃখি নহেত উদ্ধব। সতত ভজেন দুঃখ লোকপাল সব॥ কল্পান্ত অবধি যারা ধরয়ে জীবন। আমা হৈতে ভয় তারা পায় অনুক্ষণ॥ দ্বিপরার্দ্ধ পরমায়ু যেইত ব্রহ্মার। আমা হৈতে তাঁর ভয় কি জিজ্ঞাসো আর॥

।৩০। গুণাঃ সৃজন্তি কর্ম্মাণি গুণোহনুসৃজতে গুণান।
জীবস্তু গুণসংযুক্তোভুঙ্ক্তে কর্ম্মফলান্যসৌ॥

আমি আত্মা সর্ব্বভূতে থাকি নির্ব্বিকার। কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব ইথে নাহিক আমার॥ যে রূপেতে কর্ম্ম হয় শুনহ উদ্ধব। বিবরিয়া তব অগ্রে বলি আমি সব॥ ইন্দ্রিয়েরা এই দেহে কর্ম্ম যে করয়। সত্ত্ব আদি গুণ তা সবারে প্রবর্ত্তয়॥ ইন্দ্রিয় সংযুক্ত আসি যে ক্ষণে হইলা। জীব বলি অভিমান তখনি রহিলা॥ উপাধি বশেতে জীব কর্ম্ম ভোক্তা হন। নতুবা কদাপি আত্মা ফল ভোক্তা নন॥ যেই হেতু এই দেহে অহং বুদ্ধি করে। অতএব সে আত্মা ইন্দ্রিয় যোগ ধরে॥

।৩১। যাবৎ স্যাদ্গুণবৈষম্যং তাবন্নানাত্বমাত্মনঃ।
নানাত্বমাত্মনোযাবৎ পারতন্ত্র্যং তদৈব হি॥
যাবদস্যাস্বতন্ত্রত্বং তাবদীশ্বরতোভয়ং॥

অহঙ্কার কার্য্য জীবে যাবৎ থাকয়। তাবৎ নানাত্ব তার নাহিক ঘুচয়॥ নানাত্ব জীবের সেহ যত কাল রয়। তত দিন পরাধীন অবশ্যই হয়॥ যত কাল পরাধীন সে জীব রহিবে। ঈশ্বরের ভয় তার কভু নাহি যাবে॥

।৩২ যএতৎ সমুপাসীরংস্তে মুহ্যন্তি শুচার্পিতাঃ॥

প্রবৃত্তি মার্গেরে ভাল যে মূঢ়েরা বলে। গুণ বশে ভোগ কর্ম্ম করয়ে বিফলে॥ নানা ক্লেশ নানা শোক সর্ব্বদাই পায়। সংসার চক্রেতে পড়ে সতত বেড়ায়॥

। ৩৩। কালআত্মাগমোলোকঃ স্বভাবোধর্ম্মএব বা।
ইতি মাং বহুধা প্রাহুর্গুণব্যতিকরে সতি॥

গুণ ক্ষোভ হৈতে হৈল এইত সংসার। তাহে আমি হইয়াছি বিবিধ আকার॥ কাল রূপে নিত্য আমি গুণ ক্ষোভ করি। জীবরূপ হয়্যা আমি সর্ব্বত্র বিহরি॥ কর্ম্মকাণ্ড সূত্র আমি আগম রূপেতে। কর্ম্মফল ভোগ স্থান আমি সংসারেতে॥ দেব আদি পরিণাম হেতু এ জগতে। আমি ধর্ম্মরূপ হই প্রবৃত্তি মার্গেতে॥ এই রূপে নানা রূপ আমারে বলয়। আমা বিনা সংসারেতে আর কে আছয়॥ অতেব প্রবৃত্তি মার্গ হইতে নিশ্চয়। নিবৃত্তি উত্তম যাতে আমারে লভয়॥

শ্রীউদ্ধবউবাচ ৩৪। গুণেষু বর্ত্তমানোপি দেহজেস্বনপাবৃতঃ।
গুণৈর্নবধ্যতে দেহী বধ্যতে বা কথং বিভো॥

উদ্ধব বলেন শুন প্রভু ভগবান। আমার সংশয় খণ্ডাইবে দিয়া জ্ঞান॥ দেখ এই দেহে আছে ইন্দ্রিয় সকল। ইথে আত্মা জীবরূপে করেছেন স্থল॥ কোন গুণে বদ্ধ হন কোন গুণে নন। এইত সংশয় মম করিবে খণ্ডন॥

। ৩৫। কথং বর্ত্তেত বিহরেৎ কৈর্ব্বা জ্ঞায়েত লক্ষণৈঃ।
কিং ভুঞ্জীতোত বিসৃজেচ্ছয়ীতাসীত যাতি বা॥

কি রূপে থাকেন সেই জীব তো বন্ধনে। কি রূপেতে সংসারেতে করেন ভ্রমণে॥ কোন লক্ষণেতে তাঁরে জানি মহাশয়। কোন রূপে ফিরে সেই কি রূপে ভুঞ্জয়॥ কিবা ত্যজি কি রূপেতে করেন শয়ন। কি রূপেতে বৈসে তেঁহ কি রূপ গমন॥

। ৩৬। এতদচ্যুত মে ব্রূহি প্রশ্নং প্রশ্নবিদাম্বর।
নিত্যবদ্ধোনিত্যমুক্তোএকএবেতি মে ভ্রমঃ॥
ইতি শ্রীভাগবতে একাদশস্কন্ধে ভগবদুদ্ধবসংবাদে দশমোঽধ্যায়ঃ।

এই প্রশ্ন আমারে বলিবে মহাশয়। একই সে বন্ধ মুক্তি কি রূপে ঘটয়॥ এক আত্মা তেঁহ কেন নিত্য বদ্ধ হন। নিত্য মুক্তি হন তেঁহ কিসের কারণ॥ এই সব বিষয়েতে মম ভ্রম হয়। উত্তম কহিতে জ্ঞান ঘুচাও সংশয়॥ একাদশ স্কন্ধে এই দশম অধ্যায়। সনাতন বিরচিল প্রাকৃত ভাষায়॥

একাদশ অধ্যায়ের আভাস।

একাদশে তু বদ্ধানাং মুক্তানাঞ্চাথ লক্ষণং।
সাধূনাঞ্চ তথা ভক্তের্লক্ষণং হরিণেরিতং॥

বদ্ধ এবং মুক্তগণের লক্ষণ আর সাধুদিগের এবং ভক্তির লক্ষণ ইহাই একাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শ্রীউদ্ধবের প্রতি কথিত হইয়াছে।

শ্রীভগবানুবাচ। ১। বদ্ধোমুক্তইতি ব্যাখ্যা গুণতোমে ন বস্তুতঃ।
গুণস্য মায়ামূলত্বান্ন মে মোক্ষোন বন্ধনং॥

বলেন শ্রীভগবান শুন সদাশয়। বিবরিয়া বলি বন্ধ মোক্ষের বিষয়॥
গুণ হৈতে বদ্ধ মুক্তি আমার ঘটয়। বাস্তব এ অর্থ নহে মিথ্যা এ নিশ্চয়॥
বুঝহ গুণের মূল মায়ায় বিদিত। কিন্তু বন্ধ মোক্ষ মম নাহি কদাচিৎ॥

। ২। শোকমোহৌ সুখং দুঃখং দেহাপত্তিশ্চ মায়য়া।
স্বপ্নোযথাত্মনঃ খ্যাতিঃ সংসৃতির্ন তু বাস্তবী॥

শোক মোহ সুখ দুঃখ দেহের জনম। কেবল জানিহ মায়া মিথ্যা সত্য ভ্রম॥
স্বপ্নে যথা কত কিবা দেখিতে থাকয়। সংসার সেরূপ মিথ্যা বাস্তব সে নয়॥

। ৩। বিদ্যাবিদ্যে মম তনূবিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাং।
বন্ধমোক্ষকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্ম্মিতে॥

শুনহ উদ্ধব আমি আপন মায়ায়। বিদ্যাবিদ্যা দুই করিয়াছি নিজ কায়॥
সেই উভয়কে জান অনাদি করিয়া। যা হয় সে দোঁহা হৈতে কহি বিবরিয়া॥
অবিদ্যা হইতে হয় জীবের বন্ধন। বিদ্যা হৈতে এ জীবের হয়ত মোক্ষণ॥

। ৪॥ একস্যৈব মমাংশস্য জীবস্যৈব মহামতে।
বন্ধোঽস্যাবিদ্যয়ানাদের্বিদ্যয়া চ তথেতরঃ॥

জানিহ আমার অংশ জীব বলি যারে। অবিদ্যা আমার মায়া বান্ধিয়াছে তারে॥ জ্ঞানরূপ বিদ্যা যদি দেহে উপজয়। তবে জীব মুক্ত হৈয়া আত্ম ভাবে রয়॥

। ৫। অথ বদ্ধস্য মুক্তস্য বৈলক্ষণ্যং বদামি তে।
বিরুদ্ধধর্ম্মিণোস্তাত স্থিতয়োরেকধর্ম্মিণি ॥

বদ্ধ মুক্ত চিনিবারে জিজ্ঞাসিয়া ছিলে। বৈলক্ষণ্য বলি তার শুন কুতূহলে॥ বদ্ধ মুক্ত দোঁহার লক্ষণ বিপরীত। এক ধর্ম্ম দোঁহাকার নহে কদাচিৎ॥ কিন্তু এক শরীরেতে দোঁহার বসতি। নিয়ন্তৃ নিয়ম্য ভেদে দোঁহে করে স্থিতি॥

। ৬। সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে।
একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্নমন্যোনিরন্নোপি বলেন ভূয়ান॥

এক বৃক্ষে বাসা করে্যা দুই পক্ষী বৈসে। কিন্তু সেই দুই পক্ষী বৃক্ষ না পরশে। দোঁহার সমান রূপ সম দুই জন। কদাচিৎ সখ্য ভাবে বিচ্ছেদ না হন॥ যদৃচ্ছাতে সেই বৃক্ষে বৈসে দুই জন। দেখহ দোঁহার ধর্ম্ম অতি বিলক্ষণ॥ এক পক্ষী সেইত বৃক্ষের ফল খায়। আর পক্ষী ফলের নিকটে নাহি যায়॥ নিরাহার থাকে তবু বড় বলবান। ফল খেয়ে অন্য নহে তাহার সমান॥

। ৭। আত্মানমন্যঞ্চ সবেদ বিদ্বানপিপ্পলাদোনতু পিপ্পলাদঃ।
যোবিদ্যয়া যুক্ স তু নিত্যবদ্ধোবিদ্যাময়োযঃ সতু নিত্যমুক্তঃ॥

অনাহারী যেই সেই সকলে জানয়। আপনারে অন্যেরে কি সকলে চিনয়॥ ফলাহারী যিনি তিনি বড়ই অজ্ঞান। আপনারে নাহি জানে না জানেন আন॥ অবিদ্যায় যুক্ত যিনি তিনি বদ্ধ নিত্য। বিদ্যাময় যিনি তিনি সর্ব্বদাই মুক্ত॥

। ৮। দেহস্থোপি ন দেহস্থোবিদ্বান স্বপ্নাদ্যথোত্থিতঃ।
অদেহস্থোপি দেহস্থঃ কুমতিঃ স্বপ্নদৃগ্‌যথা॥

জ্ঞানী যেই সেই যদি এ দেহে আছয়। সত্য বলি দেহে আস্থা কভু না করয়॥ স্বপ্ন হৈতে উঠে যেন স্বপ্ন মিথ্যা জানে। তেন এ দেহের দেখে মিথ্যা অভিমানে॥ উদ্ধব অজ্ঞানী জান বড়ই কুমতি। দেহে থাকি সুখ দুঃখে বদ্ধ করে মতি॥ স্বপ্নে যেন ধন পায়্যা আনন্দিত হয়। ব্যাঘ্রাদি দেখিলে তাহে প্রাণে পায় ভয়॥

। ৯। ইন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রিয়ার্থেষু গুণৈরপি গুণেষু চ।
গৃহ্যমাণেষ্বহং কুর্য্যান্নবিদ্বান যস্ত্ববিক্রিয়ঃ॥

জ্ঞানীর বলিয়ে শুন আর বিলক্ষণ। জ্ঞানী নিজ দেহে অহঙ্কার হীন হন॥

ইন্দ্রিয়েরা বিষয়েরে করেছে গ্রহণ। আমি কর্ত্তা এবুদ্ধি না করে কদাচন॥
ইন্দ্রিয় গ্রহণ নিত্য গুণেরে করয়। ইহাতে আমার কিছু নাহিক বিষয়॥

। ১০। দৈবাধীনে শরীরেঽস্মিন গুণভাব্যেন কর্ম্মণা।
বর্ত্তমানোবুধস্তত্র কর্ত্তাস্মীতি নিবধ্যতে॥

অজ্ঞানীর বিষয় শুনহ সদাশয়। আমি কর্ত্তা বল্যে অভিমানে বদ্ধ হয়॥
এইত শরীর দেখ পূর্ব্ব কর্ম্মাধীন। নিজ কর্ম্ম বশে ইথে বাস অনুদিন॥
কর্ত্তা বলি ইহাতে করয় অভিমান। তদন্তর যাহা হয় শুন সাবধান॥
ইন্দ্রিয়ের যত কর্ম্ম তাতে বাঁধা যান। বদ্ধ হয়ে থাকে তাহে হারাইয়া জ্ঞান॥

। ১১। এবং বিরক্তঃ শয়নআসনাটনমজ্জনে। দর্শনস্পর্শন-
ঘ্রাণভোজনশ্রবণাদিষু। ন তথা বধ্যতে বিদ্বাং-
স্তত্র তত্রাদয়ন গুণান॥

শুনহে উদ্ধব জ্ঞানি অজ্ঞানীর ভেদ। যে কথা শুনিলে তব ঘুচিবেক খেদ॥
শয়ন আসন আর গমন মজ্জনে। দর্শনে স্পর্শনে ঘ্রাণে ভোজনে শ্রবণে॥
ইহা আদি করি যাহা জগতে আছয়। ইহাতে অজ্ঞানী জন অতি বদ্ধ হয়॥ অজ্ঞানী সমান জ্ঞানী ইথে বদ্ধ নন। শুন হে উদ্ধব তার বলিব কারণ॥ ইন্দ্রিয়েরা সমস্ত বিষয় ভোগ করে। সাক্ষীরূপে আমি ইথে জানিয়ে অন্তরে॥

। ১২। প্রকৃতিস্থোপ্যসংসক্তোযথা খং সবিতানিলঃ।

কর্ত্তা অভিমানেতে অজ্ঞানী বদ্ধ হয়। দেহে থাকি জ্ঞানী পুনঃ আসক্তি ত্যজয়॥ ইহার দৃষ্টান্ত শুন বলি যে তোমারে। আকাশ সর্ব্বত্র আছে স্পর্শ নাহি করে॥ সবিতার প্রতিবিম্ব জলেতে আছয়। কিন্তু সূর্য্য সলিলেরে স্পর্শ না করয়॥ অন্তর বাহিরে দেখ আছয়ে পবন। কারেহ না করে স্পর্শ তেন জ্ঞানী জন॥

। ১৩। বৈশারদ্যেক্ষয়া সঙ্গশিতয়া ছিন্নসংশয়ঃ।
প্রতিবুদ্ধইব স্বপ্নান্নানাত্বাদ্বিনিবর্ত্ততে॥

বৈরাগ্যেতে তীক্ষ্ন হৈল যার আত্মজ্ঞান। তাহার সংশয় রজ্জু সব কাটা যান॥ মায়া নিদ্রা হৈতে জ্ঞানী তখনি জাগয়। দেহাদি প্রপঞ্চ হৈতে নিবর্ত্তিয়া রয়॥ নিদ্রা ভঙ্গে স্বপ্ন যেন মিথ্যা ভাব পায়। তেন জ্ঞানী মোহ ত্যজি সুখেতে বেড়ায়॥

।১৪। যস্য স্যুর্ব্বীতসঙ্কল্পাঃ প্রাণেন্দ্রিয়মনোধিয়াং।
বৃত্তয়ঃ সতু মুক্তোবৈ দেহস্থোপি হি তদ্গুণৈঃ॥

তুমি জিজ্ঞাসিলে জ্ঞানী কি রূপে বেড়ায়। তার প্রত্যুত্তর শুন বলিব তোমায়॥ প্রাণ মন ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি যত হয়। বুদ্ধি বৃত্তি আর যত শুন সদাশয়॥ ইহার সংকল্প যার ঘুচয়ে সংসারে। মুক্ত সঙ্গ হয়ে যোগী সুখেতে বিহরে॥ দেহে থাকে দেহ গুণে লিপ্ত নাহি হয়। পরম আনন্দে যোগী সংসারে ভ্রময়॥

।১৫। যস্যাত্মা হিংস্যতে হিংস্রৈর্যেন কিঞ্চিদ্যদৃচ্ছয়া:
অর্চ্চ্যতে বা কচিত্তত্র ন ব্যতিক্রিয়তে বুধঃ।

কোন্ লক্ষণেতে জ্ঞানীগণ জানা যায়। তাহার নির্ণয় শুন বলিব তোমায়॥
দুর্জ্জন জনেরা যার শরীর পীড়য়। অথবা হিংস্রক জন্তু দেহেতে দংশয়॥
অথবা কোনহ লোক আসনে বসায়। পুষ্পমালা গলে দিয়া চন্দন মাখায়॥
এই রূপে নানাবিধ করয়ে অর্চ্চন। তদন্তর কহি আমি শুন বিবরণ॥
এ দুই বিষয়ে যার দুঃখ হর্ষ নাই। সেই জন মহাধীর বুঝিহ সদাই॥
সর্ব্বত্র বিষয়ে যেই অপেক্ষা রহিত। যথা যথা নিবৃত্ত করয়ে নিজ চিত্ত॥
তথা তথা ব্রহ্ম নিষ্ঠ হয় সেই জন। অতেব অজ্ঞানী হৈতে জ্ঞানী বিলক্ষণ॥

।১৬। ন স্তুবীত ন নিন্দেত কুর্ব্বতঃ সাধ্বসাধু বা।
বদতোগুণদোষাভ্যাং বর্জ্জিতঃ সমদৃঙ্মুনিঃ॥

যারা পূজা করে তাঁরে না করে স্তবন। যারা পীড়া দেয় তাঁরে না করে নিন্দন॥ কেহ কেহ গুণ গায় কেহ গায় দোষ। উভয় মতেতে যার সদা পরিতোষ॥ সেই মুনি সমদর্শী সদা ব্রহ্মময়। উদ্ধব জ্ঞানির এই দিনু পরিচয়॥

।১৭। ন কুর্য্যান্ন বদেৎ কিঞ্চিন্ন ধ্যায়েৎ সাধ্বসাধু বা।
আত্মারামোহনয়া বৃত্ত্যা বিচরেজ্জড়বন্মুনিঃ॥

দৈহিক কর্ম্মেতে যেই সদা উদাসীন। ভাল মন্দ নাহি কয় তার চিন্তাহীন॥
কারেহ না বলে কিছু মৌন ভাবে থাকে। আত্মারাম বলিয়া উদ্ধব জান তাঁকে॥ শুনহ উদ্ধব যত বলিনু লক্ষণ। এসব যানহ মোক্ষ পথের সাধন॥
এ সব সাধন যারা সতত করয়। ব্রহ্মনিষ্ঠ তারাহ কালেতে প্রায় হয়॥
জড়োন্মত্ত পিশাচ সমান আচরণ। মুনি বলি কদাচিৎ নাহি চিনে জন॥

। ১৮। শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতোন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি।
শ্রমস্তস্য শ্রমফলোহ্যধেনুমিব রক্ষতঃ ॥

আর বলি উদ্ধব তোমারে এক কথা। বেদার্থেতে নিপুণ যে হইল সর্ব্বথা॥ পরব্রহ্মে যদি সে ধ্যানাদি না করয়। শাস্ত্রের অভ্যাসে তার বৃথা শ্রম হয়॥ চির দিন প্রসূতা হয়্যাছে যেই গাই। তাহার রক্ষণে যেন বৃথা শ্রম পাই॥

। ১৯। গাং দুগ্ধদোহামসতীঞ্চ ভার্য্যাং দেহং পরাধীনমসৎপ্রজাঞ্চ।
বিত্তং ত্বতীর্থীকৃতমঙ্গ বাচং হীনাং ময়া রক্ষতি দুঃখদুঃখী॥

আর বলি বৃথা শ্রম যাতে যাতে হয়। মন দিয়া সাবধানে শুন সদাশয়॥ দুগ্ধ ছাড়া গাভীরে যে করয়ে পালন। অসতী ভার্য্যারে যেই করয়ে পোষণ॥ পরাধীন দেহের যে করয়ে পালন। অসৎ সন্তানে যেই করয়ে পোষণ॥ ধন আছে সৎ পাত্রে নাহি করে দান। আমার প্রসঙ্গ হীন বাক্য যার গান॥ দুঃখী হৈতে বড় দুঃখী এই সব জন। জানিহ উদ্ধব তারা কভু সুখী নন॥

। ২০। যস্যাং ন মে পাবনমঙ্গ কর্ম্ম স্থিত্যুদ্ভবপ্রাণনিরোধমস্য।
লীলাবতারেপ্সিতজন্ম বা স্যাদ্বন্ধ্যাং গিরং তাং বিভৃয়ান্ন ধীরঃ॥

আমার পবিত্র কর্ম্ম যে বাক্যেতে গায়। সেই সে বিশুদ্ধ বাক্য বলিনু তোমায়॥ মম যে লীলায় বিশ্ব স্থিতি আদি হয়। যাহার বর্ণনে কভু অবধি না রয়॥ লীলায় যে রাম আদি মম অবতার। জন্ম কর্ম্ম তাহাতে যে হয়েছে আমার॥ সেই সব কথা নিত্য বচনে রচয়। আমাহীন বাক্য ধীর মুখে নাহি লয়॥ যেই বাক্যে আমার না থাকে কোন কথা। বন্ধ্যা সেই বাক্য হয় জানিহ সর্ব্বথা॥

। ২১। এবং জিজ্ঞাসয়াপোহ্য নানাত্বভ্রমমাত্মনি।
উপারমেত বিরজং মনোময্যর্প্য সর্ব্বগে॥

এই রূপ বিচারিয়া শুনহে উদ্ধব। আত্মাতেই নানা ভ্রম ত্যাগ কর সব॥ বিচারেতে নির্ম্মল করিয়া নিজ মন। আমি আত্মা আমাতেই কর সমর্পণ॥ শাস্ত্রেতে পণ্ডিত মাত্র কৃতার্থ না হয়। আমারে জানিলে প্রাণী সংসার তরয়॥

। ২২। যদ্যনীশোধারয়িতুং মনোব্রহ্মণি নিশ্চলং।
ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি নিরপেক্ষঃ সমাচর॥

মন যদি আমাতে রাখিতে নাহি পার। নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম সদাই আ

চর॥ কর্ম্ম করো মম পদে কর সমর্পণ। তবে-সে নির্ম্মল ভাব ভজিবেক মন॥ মন শুদ্ধ হৈলে ভক্তি আমাতে জন্ময়। দৃঢ় ভক্তি হৈলে মতি মম পদে রয়॥

।২৩। শ্রদ্ধালুর্মৎকথাং শৃণ্বন্ সুভদ্রাং লোকপাবনীং।
গায়ন্ননুস্মরন্ কর্ম্ম জন্ম চাভিনয়ন্মুহুঃ॥

শ্রদ্ধালু হইয়া নিত্য মম কথা শুনে। লোকেরা পবিত্র হয় যে কথা শ্রবণে॥ আমার চরিত্র কথা শোভন মঙ্গল। তাহার শ্রবণে ঘুচে যত অকুশল॥ মম জন্ম কর্ম্ম নিত্য গান যে করয়। পুনঃপুনঃ সেই সব মুখে প্রশংসয়॥

।২৪। মদর্থে ধর্ম্মকামার্থানাচরন্মদপাশ্রয়ঃ।
লভতে নিশ্চলাং ভক্তিং ময্যুদ্ধব সনাতনে॥

মম লাগি ধর্ম্ম অর্থ কাম আচরয়। কায় মন বাক্যে করে আমার আশ্রয়॥ তবে সে নিশ্চলা ভক্তি আমাতে লভয়। শুনহে উদ্ধব তাহে সংসার তরয়॥

।২৫। সৎসঙ্গলব্ধয়া ভক্ত্যা ময়ি মাং সউপাসিতা।
সবৈ মে দর্শিতং সদ্ভিরঞ্জসা বিন্দতে পদং॥

সৎ সঙ্গে লভে ভক্তি মম ভক্ত জন। সেই সে আমারে চিন্তে করে আ-রাধন॥ আরাধন কৈলে ভক্ত মম পদ পায়। সজ্জনেরা যেই পদ সতত ধেয়ায়॥ ধ্যান করি সজ্জনে যে করিল নিশ্চয়। ভক্ত জন সেই পদ সু-খেতে লভয়॥

শ্রীউদ্ধবউবাচ।২৬। সাধুস্তবোত্তমঃ শ্লোকমতঃ কীদৃগ্বিধঃ প্রভো।
ভক্তিস্ত্বয্যুপযুজ্যেত কীদৃশী সদ্ভিরাদৃতা॥

উদ্ধব বলেন শুন প্রভু ভগবান। মত অনুসারে সাধু অনেক বলান॥ তোমার সম্মত সাধু হন কোন জন। আমারে বলহ সেই সাধুর লক্ষণ॥ ভক্তিহ দেখি যে লোকে অনেক প্রকার। কিন্তু কোন ভক্তি প্রভু সম্মত তোমার॥ নারদাদি যে ভক্তিকে করেন আদর। সে ভক্তি লক্ষণ মোরে বল দামোদর॥

।২৭। এতন্মে পুরুষাধ্যক্ষ লোকাধ্যক্ষ জগৎপ্রভো।
প্রণতায়ানুরক্তায় প্রপন্নায় চ কথ্যতাং॥

এইত রহস্য কথা তোমা বিনা আন। অপর কে জানে সবে বিষয়ে অজ্ঞান॥ ব্রহ্মা আদি দেবতার তুমি সে অধ্যক্ষ। লোকের অধর্ম্ম তুমি দেখ যে স-

মক্ষ ॥ জগতের প্রভু তুমি কে করে মহিমা। অনন্ত মহিমা তব নাহি হয় সীমা ॥ তোমাতে প্রণত আমি প্রপন্ন তোমার। তোমা বিনা প্রভু মম কেবা আছে আর ॥ এই গুপ্ত কথা মোরে বল মহাশয়। আমার নিষ্কৃতি তবে সংসারেতে হয় ॥

।২৮। ত্বং ব্রহ্ম পরমং ব্যোম পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
অবতীর্ণোঽসি ভগবন স্বেচ্ছোপাত্তপৃথগ্বপুঃ ॥

তুমি সে পরম ব্রহ্ম আকাশ সমান। প্রকৃতির পর তুমি পরম পুমান ॥ সেচ্ছায় এমন বপু ধরেছো আপনি। অবতীর্ণ হইয়াছ রাখিতে মেদিনী ॥

শ্রীভগবানুবাচ।২৯। কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাং।
সত্যসারোঽনবদ্যাত্মা সমঃ সর্ব্বোপকারকঃ ॥

হরষিতে ভগবান বলেন তখন। শুনহে তোমারে বর্ণি সাধুর লক্ষণ ॥ যাহাতে থাকয়ে এই ত্রিংশৎ লক্ষণ। তিনি সে উত্তম সাধু মম মত হন ॥ দয়াবান হন সাধু সমস্ত লোকেরে। কদাচিৎ হিংসা নাহি করেন দেহিরে ॥ ক্ষমাবান হন সাধু সত্য বাক্য সার। অসূয়াদি দোষ দেহে না থাকে তাহার ॥ সুখ দুঃখ সম ভাব করে সাধু জন। যথা শক্তি সবাকার উপকারে মন।

।৩০। কামৈরহতধীর্দান্তোমৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ।
অনীহোমিতভুক শান্তঃ স্থিরোমচ্ছরণোমুনিঃ ॥

কদাচিৎ কামেতে ক্ষোভিত নহে চিত্ত। বাহ্যেন্দ্রিয় সাবধান হন সাধু নিত্য॥ কদাচিৎ চিত্তেতে কাঠিন্য নাহি রাখে। সদাচারে শরীর পবিত্র করে্য থাকে ॥ পরিগ্রহ না করেন হন অকিঞ্চন। সমস্ত ক্রীড়াতে সাধু চেষ্টা হীন হন ॥ অল্প আহারেতে সাধু হন পরিতোষ। শুদ্ধ চিত্ত হন চিত্তে নাহি লন দোষ ॥ স্বধর্ম্মেতে সর্ব্বদাই হন স্থির মতি। আমার আশ্রয় বিনা নাহি অন্য গতি॥ সর্ব্বদা অনন্য শীল হয় সাধু জন। অন্য বিষয়েতে ধ্যান নহে কদাচন ॥

।৩১। অপ্রমত্তোগভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়্‌গুণঃ।
অমানী মানদঃ কল্যোমৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ ॥

সমস্ত ধর্ম্মেতে নিত্য হন সাবধান। বিকার রহিত হন সদা ধৈর্য্যবান ॥

ক্ষুধা তৃষ্ণা শোক মোহ জরা মৃত্যু যেই। এ ছয় জিনিল যেই জান সাধু সেই॥ মানের আকাঙ্ক্ষা নাহি থাকে কদাচিত্তে। অন্য সবাকার মান আদর নিমিত্তে॥ পরে বুঝাইতে দক্ষ সর্ব্বদাই হন। না করেন পরেরে বঞ্চনা কদাচন॥ করুণায় বর্ত্তমান সর্ব্বদাই হন। জ্ঞান অভ্যাসেতে স্থিত সদা সেই জন॥

। ৩২। আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ সতু সত্তমঃ॥

এই সব গুণ দোষ আপনি বুঝয়। মম পদে দৃঢ় ভক্তি নিশ্চয় জানয়॥ তখন বেদোক্ত ধর্ম্ম সকল ত্যজিয়া। আমার চরণ ভজে একান্ত হইয়া॥ কদাচিৎ চিত্ত মধ্যে নাহি রাখে ভ্রম। যে ভজে আমার পদ সে সাধু উত্তম॥ অজ্ঞান ভাবেতে কিম্বা নাস্তিক ভাবেতে। বেদ মত ত্যাগ করে অশুদ্ধ চিত্তেতে॥ সে জন আমারে নাহি পায় কদাচিৎ। বেদ মার্গ ত্যজি হয় লোকেতে নিন্দিত॥

। ৩৩। জ্ঞাত্বা জ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান যশ্চাস্মি যাদৃশঃ।
ভজন্ত্যনন্যভাবেন তে মে ভক্ততমামতাঃ॥

শুনহ উদ্ধব আর তোমারে যে কই। দেশ কালে পরিচ্ছিন্ন আমি নাহি হই॥ সবাকার আত্মা আমি থাকি সর্ব্ব দেহে। আমায় সচ্চিদানন্দ রূপ সবে কহে॥ এ রূপ আমার যেবা জানে বা না জানে। একান্ত ভাবেতে ভজে আমার চরণে॥ তারাই উত্তম সাধুজন মম মত। অতএব ভজ তুমি আমারে সতত॥

। ৩৪। মল্লিঙ্গমদ্ভক্তজনদর্শনস্পর্শনার্চ্চনং। পরিচর্য্যাস্তুতিপ্রহ্বগুণকর্ম্মানুকীর্ত্তনং॥

বলিনু তোমারে সাধু জনের লক্ষণ। ভক্তির লক্ষণ ইবে শুন দিয়া মন॥ আমার প্রতিমা কিবা মম ভক্ত জনে। দর্শন স্পর্শন পূজা করে এক মনে॥ পরিচর্য্যা করি নিত্য করয়ে স্তবন। নম্র ভাবে গুণ কর্ম্ম করয়ে কীর্ত্তন॥

। ৩৫। মৎকথাশ্রবণে শ্রদ্ধা মদনুধ্যানমুদ্ধব।
সর্ব্বলাভোপহরণং দাস্যেনাত্মনিবেদনং॥

মম কথা শ্রবণেতে শ্রদ্ধাবান হয়। সতত আমারে ধ্যান উদ্ধব করয়॥ লব্ধ দ্রব্য আমারে করয়ে সমর্পণ। দাসত্ব ভাবেতে আত্মা করে নিবেদন॥

। ৩৬ । মজ্জন্মকর্ম্মকথনং মম পর্ব্বানুমোদনং।
গীততাণ্ডববাদিত্রগোষ্ঠীভির্মদ্গৃহোৎসবঃ ॥

মম জন্ম কর্ম্ম কথা সতত বলয়। আমার জন্মাদি দিন প্রসংশা করয় ॥
নৃত্য গীত বাদ্য গোষ্ঠী করিয়া সভায়। আমার মন্দিরে হর্ষে উৎসব করায়॥

। ৩৭ । যাত্রাবলিবিধানঞ্চ সর্ব্ববার্ষিকপর্ব্বসু।
বৈদিকী তান্ত্রিকী দীক্ষা মদীয়ব্রতধারণং ॥

বৎসরে যে সব পর্ব্ব আছয়ে আমার। যাত্রা করে দিয়া মোরে নানা উপহার॥
বৈদিক তান্ত্রিক মতে মাত্র দীক্ষা করে। সতত আমার ব্রত ভক্তিভাবে ধরে॥

। ৩৮ । মমার্চ্চাস্থাপনে শ্রদ্ধা স্বতঃ সংহত্য চোদ্যমঃ।
উদ্যানোপবনাক্রীড়পুরমন্দিরকর্ম্মণি ॥

শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে নিত্য আনন্দিত মন। আমার প্রতিমা ক্যরে্য করয়ে স্থাপন॥
আপনার শক্তি যদি উত্তম থাকয়। উদ্যান করিতে তবে উদ্যম করয় ॥
অসমর্থে দুই চারি মিলিত হইয়া। মন্দিরাদি আমার রচয়ে ধন দিয়া ॥
পুষ্পোদ্যান করি আম্র রম্ভাদি রোপয়। আমার বিহার স্থান আনন্দে রচয়॥

। ৩৯ । সংমার্জ্জনোপলেপাভ্যাং সেকমণ্ডলবর্ত্তনৈঃ।
গৃহশুশ্রূষণং মহ্যং দাসবদ্যদমায়য়া ॥

আমার মন্দির নিত্য করয়ে মার্জ্জন। গোময়ের জল আদি করয়ে লেপন॥
সলিল সেচন করি ধূলা নিবর্ত্তয়। সর্ব্বতো ভদ্রাদি এক মণ্ডল করয় ॥
আমার গৃহের করে নিত্য শুশ্রূষণ। দাসের সমান সেবা করে অনুক্ষণ ॥
কপট রহিত সেবা যথা কালে করে। আর যাহা যাহা করে কহি হে তোমারে ॥

। অমানিত্বমদম্ভিত্বং কৃতস্যাপরিকীর্ত্তনং।
অপি দীপাবলোকং মে নোপযুঞ্জ্যান্নিবেদিতং ॥
যদ্যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ।
তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায কল্পতে ॥

যে ধর্ম্ম করয়ে তাহা মুখে না উচ্চারেণ আপনি আচরে ধর্ম্ম কহিতে না পারে। আপনি আচরে ধর্ম্ম করে আচরণ। দর্প করি কর্ম্ম নাহি করে কদাচন ॥ আরতি সে করে নিত্য করে দীপাবলি। বিবিধ নৈবিদ্য দেয়

হয়্যে কুতুহলি ॥ আপনি নৈবেদ্য নাহি করে অঙ্গীকার। ভক্তগণে দিয়া শেষ করয়ে স্বীকার ॥ আপনার প্রিয় দ্রব্য যাহা যাহা হয়। শ্রদ্ধায় সে সব দ্রব্য আমা সমর্পয় ॥ অতিশয় অভিলাষ যেই দ্রব্যে হয়। সেই সব দ্রব্য আনি আমা সমর্পয় ॥ ইহাতে অত্যন্ত পুণ্য মম ভক্ত পায়। অত্যন্ত আমার প্রীতি জন্ময়ে তাহায় ॥

। ৪১ । সূর্য্যোঽগ্নির্ব্রাহ্মণাগাবোবৈষ্ণবঃ খং মরুজ্জলং।
ভূরাত্মা সর্ব্বভূতানি ভদ্র পূজাপদানি মে ॥

শুনহ উদ্ধব বলি পূজার বিধান। আমার পূজার হয় একাদশ স্থান ॥ সূর্য্য অগ্নি হয় আর ব্রাহ্মণ গোধন। বৈষ্ণব আকাশ জল আর যে পবন ॥ ভূমি আত্মা সর্ব্বভূত মম পূজা স্থান। আমার এ সব স্থানে সদা অধিষ্ঠান ॥

। ৪২ । সূর্য্যে তু বিদ্যয়া ত্রয্যা হবিষাগ্নৌ যজেত মাং।
আতিথ্যেন তু বিপ্রাগ্র্যে গোষ্বঙ্গ যবসাদিনা ॥

কোন কোন স্থানে পূজা কিরূপেতে হয়। শুনহ উদ্ধব তার বলিব নির্ণয় ॥ সূর্য্যমধ্যে আমারেহ করিবেক ধ্যান। বেদ মন্ত্র পড়ি করে সূর্য্য উপস্থান ॥ আমারে অনলে পূজে দিয়া ঘৃতাহুতি। ব্রাহ্মণেরে ভোজ্য দেয় করিয়া অতিথি ॥ গাভীগণে আনি দেয় কোমল যবস। তাহাতে আমার হয় পরম সন্তোষ ॥ এ রূপে গাভীর সেবা নানা দ্রব্যে করে। আমার তাহাতে বাড়ে আনন্দ অন্তরে ॥

। ৪৩ । বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকৃত্যা হৃদি খে ধ্যাননিষ্ঠয়া।
বায়ৌ মুখ্যধিয়া তোয়ে দ্রব্যৈস্তোয়পুরঃসরৈঃ ॥

বৈষ্ণবেরে বন্ধু সম করয়ে সৎকার। হৃদয় আকাশে ধ্যান করয়ে আমার ॥ পবনেতে প্রাণরূপে আমারে ধেয়ায়। জলে নানা উপহারে পূজয়ে আমায় ॥

। ৪৪ । স্থণ্ডিলে মন্ত্রহৃদয়ৈর্ভোগৈরাত্মানমাত্মনি।
ক্ষেত্রজ্ঞং সর্ব্বভূতেষু সমত্বেন যজেত মাং ॥

নানা মন্ত্র ন্যাস করি ভূমিতে পূজয়। নানা ভোগে আত্মাতেই আপনি তোষয় ॥ সর্ব্বভূতে আমি থাকি জীব স্বরূপেতে। সকল ভূতেতে পূজে সমান ভাবেতে ॥

। ৪৫ । ধিষ্ণ্যেষ্বিত্যেষু মদ্রূপং শঙ্খচক্রগদাম্বুজৈঃ।
যুক্তং চতুর্ভুজং শান্তং ধ্যায়ন্নর্চ্চেৎ সমাহিতঃ॥

এই সব অধিষ্ঠানে আমা করে ধ্যান। শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারি ভগবান॥ আমি চতুর্ভুজ শান্ত আমারে সেবিবে। শান্ত ভাবে সেবিলেই সংসার জিনিবে॥

। ৪৬ । ইষ্টাপুর্ত্তেন মামেবং যোযজেত সমাহিতঃ।
লভতে ময়ি সদ্ভক্তিং মৎস্মৃতিঃ সাধুসেবয়া॥

সাধু সেবা করিয়া আমারে স্মরে ভবোকত চিন্তা ঘুচে তার দেখ দেখি ভবে॥ আমার স্মরণে উপজয় দিব্যজ্ঞান। জ্ঞান হৈলে ভক্তি হয় এ হেতু প্রমাণ॥ জ্ঞান ভক্তি দুই পথ কহিনু তোমারে। জ্ঞান হৈতে শ্রেষ্ঠ পথ জানিবে ভক্তিরে॥

। ৪৭ । প্রায়েণ ভক্তিযোগেন সৎসঙ্গেন বিনোদ্ধব।
নোপায়োবিদ্যতে সম্যক প্রায়ণং হি সতামহং॥

প্রায় সাধুসঙ্গ হৈতে ভক্তি যোগ হয়। যেই ভক্তি হৈতে জীব সংসার তরয়॥ সংসার তরিতে ভক্তি উত্তম উপায়। সাধু হৈতে প্রাণী সুখে ভবে তরে যায়॥ সাধু সবাকার আমি পরম আশ্রয়। অন্তরঙ্গ সাধুসঙ্গ আমার বিষয়॥

। ৪৮ । অথৈতৎ পরমং গুহ্যং শৃণ্বতোযদুনন্দন।
সুগোপ্যমপি বক্ষ্যামি ত্বং মে ভৃত্যঃ সুহৃৎ সখা॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে
একাদশোঽধ্যায়ঃ॥

সাঙ্খ্যযোগ আদি করি যতেক সাধন। তাহে ফল ব্যভিচারি বুঝহ আপন॥ অতএব সাধুসঙ্গ সংসার তরিতে। অতি গুপ্ত কথা শুন বলিব তোমাতে॥ তুমি বন্ধু সখা হও ইথে নাহি আন। অনুক্ষণ সেবা কর ভৃত্যের সমান॥ গুপ্ত কথা এই হেতু বলিব তোমারে। কৃতার্থ হইবে বদ্ধ না হবে সংসারে॥ একাদশ স্কন্ধে কৃষ্ণ উদ্ধব সংবাদে। একাদশাধ্যায় হৈল সজ্জন প্রসাদে। প্রাকৃত ভাষায় বিরচিল সনাতন। কৃষ্ণ কথা বলি নিত্য করিবে শ্রবণ॥

দ্বাদশ অধ্যায়ের আভাস।

দ্বাদশে সাধুসঙ্গস্য মহিমাবর্ণিতঃ পুরা। কর্ম্মানুষ্ঠানতত্ত্যাগব্যবস্থা চ ততঃ পরং॥

দ্বাদশ অধ্যায়ে প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের প্রতি সাধুসঙ্গ মহিমার এবং তদনন্তর কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা কর্ম্ম ত্যাগের ব্যবস্থার বর্ণন করিয়াছেন॥

শ্রীভগবানুবাচ। ১। ন রোধয়তি মাং যোগোন সাঙ্খ্যং ধর্ম্মএব চ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগোনেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা॥

ভগবান বলিছেন শুনহে উদ্ধব। সাধু সঙ্গ মহিমা বলিমু আমি সব॥ আসনাদি করিয়া অষ্টাঙ্গ যোগ হয়। সেওত আমারে বশ করিতে নারয়॥ সাংখ্যরূপে করি আত্মা বিবেক যে করে। সেওত আমারে বশ করিতে না পারে॥ অহিংসক ধর্ম্ম যেই সদা আচরয়। সেওত আমারে বশ করিতে নারয়॥বেদ জপ করে নানা তপ আচরয়। সন্ন্যাস করিয়া ত্যাগ করয়ে বিষয়॥ ইষ্টা পূর্ত্ত করয়ে নানা দ্রব্য দেয় দান। যথা বিধি করে সব দক্ষিণা প্রদান॥

। ২। ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মাযমাঃ।
যথাবরুন্ধে সত্সঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহোহি মাং॥

একাদশী আদি নানা ব্রতের প্রধান। নানাবিধ আছে যাহা শাস্ত্রের প্রমাণ॥ নানাবিধ উপচারে দেবতা পূজয়। অতি গুপ্ত মন্ত্র আদি সতত জপয়॥ নানা তীর্থ করে যম নিয়ম আচরে। এসব আমারে বশ করিতে না পারে॥ সৎসঙ্গ যে রূপে বশ করয়ে আমায়। অন্য ধর্ম্মে কদাচিৎ আমারে না পায়॥ সৎসঙ্গ হৈতে হয় দুষ্ট সঙ্গ ক্ষয়। সৎসঙ্গ মম বশীকরণ উপায়॥

। ৩। সৎসঙ্গেন হি দৈতেয়াযাতুধানাঃ খগামৃগাঃ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসোনাগাঃ সিদ্ধাশ্চারণগুহ্যকাঃ॥
বিদ্যাধরামনুষ্যেষু বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্ত্রিয়োঽন্ত্যজাঃ।
রজস্তমঃপ্রকৃতয়স্তস্মিংস্তস্মিন যুগে যুগে॥

সৎসঙ্গে বহু জীব হইল উদ্ধার। সবাকার নাম বলি অগ্রেতে তোমার॥ দৈতেয় রাক্ষস মৃগ নানা পক্ষিগণ। গন্ধর্ব্ব অপ্সর নাগ গুহ্যক চারণ॥ সিদ্ধ বিদ্যাধর সাধু সঙ্গেতে তরিলা। সাধুসঙ্গ হৈতে সবে আমারে পুজিলা॥

মনুষ্য মধ্যেতে বৈশ্য শূদ্র নারীগণ। অন্য কিবা উদ্ধব অন্ত্যজ যেই জন॥
রজস্তমঃ স্বভাব ইহারা নিত্য হয়। যুগে যুগে সাধু সঙ্গে ইহারা তরয়॥

।৪। বহবোমত্পদং প্রাপ্তাস্ত্বাষ্ট্রকায়াধবাদয়ঃ।
বৃষপর্ব্বা বলির্বাণোময়শ্চাথ বিভীষণঃ॥

বৃষপর্ব্বা বলি বৃত্রাসুর কায়াধব। সৎসঙ্গ হইতে মোরে পাইলা এ সব॥
বাণময় বিভীষণ এ রূপ অনেক। সাধু সঙ্গে বহু জন আমা পাইলেক॥

।৫। সুগ্রীবোহনুমানৃক্ষোগজোগৃধ্রোবণিকপথঃ॥
ব্যাধঃ কুব্জাব্রজে গোপ্যোযজ্ঞপত্ন্যস্তথাপরে॥

বানরের প্রধান সুগ্রীব হনুমান। গজ গোহ আদি করি আর জাম্বুবান॥
ধর্ম্ম ব্যাধ কুব্জা ব্রজে যত গোপীগণ। যজ্ঞ পত্নী আদি পেলে আমার চরণ॥

।৬। তেনাধীতশ্রুতিগণাঃ নোপাসীত মহত্তমাঃ।
অব্রতাতপ্ততপসোমৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ॥

ইহা সবাকার নাহি বেদ অধ্যয়ন। মহত্তম সেবা নাহি জানে কদাচন॥
ব্রত নাহি জানে তপ কভু না জানয়। শুদ্ধ সাধুসঙ্গ বলে পাইল আমায়॥

।৭। কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যোগাবোনগামৃগাঃ।
যেহন্যে মূঢ়ধিয়োনাগাঃ সিদ্ধামামীয়ুরঞ্জসা॥

গোপ গোপীগণ পাইল নগ মৃগগণ। জমল অর্জ্জুন আদি মূঢ় যোনি জন॥
কেবল ভাবেতে প্রাপ্ত আমারে হইল। অনায়াসে ভবসিন্ধু সুখেতে তরিল॥

।৮। যং ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রততপোহধ্বরৈঃ।
ব্যাখ্যাস্বাধ্যায়সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্যত্নবানপি॥

যোগ সাংখ্য দান ব্রত তপোযজ্ঞ মতোব্যাখ্যান সাধুন আর সন্ন্যাস বিহিত॥
যত্ন করে্য যাহারে না কদাচিৎ পায়। হেন জন বশ হয় সাধুর কৃপায়॥

।৯। রামেণ সার্দ্ধং মথুরাং প্রণীতে শ্বফল্কিনা ময্যনুরক্তচিত্তাঃ।
বিগাঢ়ভাবেন ন মে বিয়োগতীব্রাধয়োহন্যং দদৃশুঃ সুখায়।

শুনহ উদ্ধব তার মধ্যে গোপী গণ। তাঁরা নিত্য আমার অত্যন্ত প্রিয় হন॥
তাহার বৃত্তান্ত শুন বলিব তোমায়। অক্রূর রামের সহ আনিল আমায়॥
মথুরা আইনু আমি কার্য্যের লাগিয়া। ব্যাকুল হইলা গোপী আমা না

দেখিয়া ॥ অতি প্রেমে অনুরক্ত চিত্ত সবাকার। আমার বিচ্ছেদে পীড়া হইল অপার ॥ আমা বিনা অন্য হৈতে সুখ না পাইলা। কেবল আমার ভাবে ব্যাকুল হইলা ॥

। ১০ । তাস্তাঃ ক্ষপাঃ প্রেষ্ঠতমেন নীতাঃ ময়ৈব বৃন্দাবনগোচরেণ।
ক্ষণার্দ্ধবত্তাঃ পুনরঙ্গ তাসাং হীনাময়া কল্পসমাবভূবুঃ ॥

বৃন্দাবনে গোপীগণ আমার সহিত। বিহার করিলা সুখে পাইয়া পিরীত॥ গোপের সহিত আমি করি গোচারণ। তথাপি করেন অতি প্রীতি আচরণ॥ সেই সেই রাত্রিগণ ক্ষণার্দ্ধ সমান। আমা বিনা ক্ষণ হবে কল্প পরিমাণ ॥

। ১১ । তানাবিদন ময্যনুষঙ্গবদ্ধধিয়ঃ স্বমাত্মানমদস্তথেদং।
যথা সমাধৌ মুনয়োহব্ধিতোয়ে নদ্যঃ প্রবিষ্টাইব নামরূপে ॥

এবে গোপীগণ দেখ আসক্তি করিয়া। তারা নিজ নিজ বুদ্ধি আমাতে রাখিয়া ॥ পতি পুত্র গৃহ আদি মনে না করিয়া। ত্যজিয়া বিষয় বৃত্তি সমাধি করিয়া ॥ ইহলোকে পরলোকে মিত্র আত্মা পর। কিছু না জানিল গোপী সমাধি তৎপর ॥ সমাধিতে যেন মুনি থাকেন যখন। না জানেন নাম রূপ অন্য বা কারণ ॥ সমুদ্র প্রবিষ্ট যেন নদীগণ হয়। তেমত আমারে চিত্ত করেছে আশ্রয় ॥

। ১২ । মত্কামারমণং জারমস্বরূপবিদোহবলাঃ।
ব্রহ্ম মাং পরমং প্রাপুঃ সঙ্গাচ্ছতসহস্রশঃ ॥

সেইত অবলা গণ আমার কামেতে। আমার স্বরূপ না জানেন কদাচিতে॥ জারবুদ্ধে মম সনে সম্বন্ধ করিল। গোপীগণ ব্রহ্মরূপ আমায় লভিল ॥

। ১৩ । তস্মাত্ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাং।
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেব চ ॥
মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্ব্বদেহিনাং।
যাহি সর্ব্বাত্মভাবেন ময়া স্যাহ্যকুতোভয়ঃ ॥

ভক্তের মহিমা দেখ আছে কত রূপ। কেবা সে বর্ণিতে পারে ভক্তের স্বরূপ ॥ তুমি যদি বাঞ্ছা কর আমারে পাইতে। তবে অনাদর কর নিষেধ বিধিতে ॥ তবে বিধি নিষেধেতে না কর আদর। প্রবৃত্তি নিবৃত্তি মার্গ রাখ দূরতর ॥ যে কিছু শুনেছ শাস্ত্র শুনিতে আছয়। সে সকলে সমাদর ত্যজ

সদাশয় ॥ আমি সর্ব্বভূত আত্মা দৃঢ় ভাব মনে। সর্ব্ব ভাবে আশ্রয় করহ এ চরণে॥ যাহা করি সর্ব্বদাই হইবে নির্ভয়। সুখেতে সংসার সিন্ধু তরিবে নিশ্চয় ॥

শ্রী উদ্ধবউবাচ। ১৪। সংশয়ঃ শৃণ্বতোবাচং তব যোগেশ্বরেশ্বর।
ন নিবর্ত্তত আত্মস্থোযেন ভ্রাম্যতি মে মনঃ ॥

উদ্ধব বলেন শুন শুন যোগেশ্বর। তোমার বচনে হৈল সংশয় বিস্তর ॥ সাবধানে কর্ম্ম কর পুর্ব্বে বলেছিলে। সংপ্রতি সমস্ত কর্ম্ম ছাড়িতে কহিলে ॥ এইত সংশয় মম হৃদয়ে রহিল। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য দুই বুঝিতে নারিল। সংশয় কাননে মন ভ্রমণ করয়। সন্দেহ ঘুচাও মম হইয়া সদয় ॥

শ্রীভগবানুবাচ। ১৫। সএষজীবোবিবরপ্রসূতিঃ প্রাণেন ঘোষেণ গুহাং প্রবিষ্টঃ।
মনোময়ং সূক্ষ্মমুপেত্য রূপং মাত্রাস্বরোবর্ণ ইতি স্থবিষ্ঠঃ॥

ভগবান কহিছেন শুনহে উদ্ধব। খণ্ডাইয়া দিব তব সংশয় এসব ॥ পরমাত্মা আপনার মায়ার বশেতে। সমস্ত ব্যাপিয়া আছে প্রপঞ্চ রূপেতে। সেই প্রপঞ্চেরে জীব করিয়া স্বীকার। অবিদ্যায় কর্ত্তা ভাব হইল তাহার। কর্ত্তা হৈলে করে বিধি নিষেধ বিচার। নিষেধ ছাড়িয়া করে বিধি ব্যবহার। কর্ম্ম না করিলে চিত্ত শুদ্ধি নাহি হয়। অতেব বলেছি পুর্ব্বে কর্ম্মের বিষয়। চিত্ত শুদ্ধি হৈলে ঘুচে কর্ম্ম অধিকার।নিবৃত্তি মার্গেতে করে আত্মার বিচার। বিধি আর নিষেধ জানিয়া বেদ হৈতে।আপনি ঈশ্বর হৈলা বেদ স্বরূপেতে। বেদের উৎপত্তি শুন হৈয়া সাবধান। শব্দের স্বরূপ ব্রহ্ম হৈলা ভগবান। মুলাধার আদি করি ছয় চক্র হয়। সেই চক্র হৈতে হয় শব্দের উদয় ॥ শব্দ হতে আত্মা ইচ্ছা করেন যখন। শব্দের আশ্রয় প্রাণ তখন সে হন। তখন তাহার খ্যাতি পরা নামে হয়। মুলাধার চক্রে তেঁহ প্রবেশ করয়। প্রথমেতে মুলাধারে হয়েন উদয়। তারে মনোময় সূক্ষ্ম পশ্যন্তি কহয়। মধ্যমাখ্য হন তিনি চক্র মণিপুরে। তদন্তর শুন ইথে ভ্রম যাবে দুরে ॥ মুখে তেঁহ মাত্রা স্বর বর্ণ উপজয়। তখন তাঁহাকে বেদে বৈখরিক কয় ॥ বৈখরি ভাবেতে প্রভু দেব নারায়ণ। বেদশাখা রূপে অতি স্থূল রূপ হন॥

। ১৬। যথানলঃ খেঽনিলবন্ধুরুষ্ম বলেন দারুণ্যভিমথ্যমানঃ।
অনুঃ প্রজাতোহবিষা সমেধতে তথৈব মে ব্যক্তিরিয়ং হি বাণী ॥

অব্যক্ত রূপেতে আত্মা শরীরে আছিলা। সূক্ষ্ম মধ্যস্থূল রূপে প্রকাশ

হইলা ॥ ইহার দৃষ্টান্ত বলি শুন সদাশয়। অগ্নি যেন উষ্মভাবে আকাশে থাকয় ॥ মথ্যমান কাষ্ঠেতে অধিক উষ্ম হয়। তদন্তর হয় যাহা শুন সদাশয় ॥ পবন সহায় করি স্ফুলিঙ্গ রূপেতে। দেখহ অনল তায় বাড়য়ে ক্রমেতে ॥ ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্মরূপে উপজে অনল। ঘৃত দিলে বাড়ে অগ্নি হইয়া প্রবল ॥ তেন এই সূক্ষ্ম বাণী মধ্যরূপ ধরি। মুখেতে প্রকাশ মম ধরিয়া বৈখরি ॥

। ১৭। এবং গদিঃ কর্ম্মগতির্বিসর্গো ঘ্রাণোরসোদৃক্‌স্পর্শশ্রুতিশ্চ।
সংকল্পবিজ্ঞানমথাভিমানঃ সূত্রং রজঃসত্ত্বতমোবিকারঃ ॥

যেইরূপ বাগিন্দ্রিয় ব্যাপার করয়। এইরূপ জানিহ ইন্দ্রিয় সব হয় ॥
এইরূপে দুই পদে করয়ে গমন। পায়ু উপস্থের ক্রিয়া এইরূপে হন ॥
ঘ্রাণেন্দ্রিয় অবঘ্রাণ এ রূপেতে লন। দুয় রস এ রূপেতে লইছে রসন ॥
চক্ষুতে প্রকাশে রূপ এইত প্রকারে। চর্ম্ম তেন শীতলাদি স্পর্শ ভোগ করে॥
শব্দ গ্রহে আনন্দিত হয়ত শ্রবণ। আত্মা বিনা দশেন্দ্রিয় জড় ভাবে রন॥
আত্ম যোগে মনে ইহা সংকল্প সে হয়। বুদ্ধি বৃত্তি আত্ম যোগে বিজ্ঞান করয়॥
আত্ম যোগে অহঙ্কার করে অভিমান। সূত্রেরে করয়ে ব্যক্ত এ রূপে প্রধান॥
সত্ত্ব রজ তমে আধিদেবাদি জন্ময়। উদ্ধব এ রূপে প্রপঞ্চের বৃত্তি হয়॥
এ রূপে প্রপঞ্চ হৈলা ঈশ্বর হইতে। ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহে কদাচিতে॥

। ১৮। অয়ং হি জীবস্ত্রিবৃদব্জযোনিরব্যক্তএকোবয়সা সআদ্যঃ।
বিশ্লিষ্টশক্তির্বহুধেব ভাতি বীজানি যোনিং প্রতিপদ্য যদ্বৎ ॥

এই জীব আদ্যেতে ঈশ্বর এক ছিলা। কালের বশেতে পুনঃ বিভক্ত হইলা॥
মায়া বশে তিনি হন বহুত প্রকার। যেই হেতু তিন গুণ আশ্রয় তাহার ॥
নাভি পঙ্কজের তিনি হইলা কারণ। একা তিনি মায়া বশে বহু রূপ হন॥
ইহার দৃষ্টান্ত বলি শুনহে উদ্ধব। ক্ষেত্রে যেন নানা বীজ হয়ত উদ্ভব ॥

। ১৯। যস্মিন্নিদং প্রোতমশেষমোতং পটোযথা তন্তুবিতানসংস্থঃ।

এই বিশ্ব ওত প্রোত হয়েছে যাহাতে। পট যেন উপজয় তন্তু বিতানেতে॥

। ২০। যএষসংসারতরুঃ পুরাণঃ কর্ম্মাত্মকঃ পুষ্পফলে প্রসূতে।
দ্বে অস্য বীজে শতমূলস্ত্রিনালঃ পঞ্চস্কন্ধঃ পঞ্চরসপ্রসূতিঃ।
দশৈকশাখোদ্বিসুপর্ণনীড়স্ত্রিবল্কলোদ্বিফলোঽর্কপ্রবিষ্টঃ ॥

এই যে সংসার তরু করি নিরূপণ। ফল ফুলে উপজেন কিন্তু পুরাতন॥
এ বৃক্ষের স্বভাব প্রবৃত্তিরূপ হয়। বহুবিধ হয় সেহ কে করে নির্ণয়॥
ভোগ অপবর্গ দুই ইথে পুষ্প ফল। কর্ম্মাকর্ম্ম ফল ইথে উপজে সকল॥
এ বৃক্ষের বীজ দুই পুণ্য আর পাপ। বাসনা সকল মুলে গাছের প্রতাপ॥
তিন গুণ কাষ্ঠরূপ এইত বৃক্ষেতে। শব্দাদি বিষয় পঞ্চ রস হয় ইথে॥
একাদশ ইন্দ্রিয় বৃক্ষের শাখা হয়। পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূত স্কন্ধরূপে রয়॥
দুই পক্ষী বাসা করে আছে চিরকাল। বাত পিত্ত কফ তিন এ বৃক্ষের ছাল॥
সুখ দুঃখ ফল দুই বৃক্ষের আছয়। সূর্য্যের মণ্ডল ব্যাপি এই বৃক্ষ রয়॥

২১। অদন্তি চৈকং ফলমস্য গৃধ্রাগ্রামেচরাএকমরণ্যবাসাঃ।
হংসাযএকং বহুরূপমিজ্যৈর্মায়াময়ং বেদ সবেদ বেদং॥

এ বৃক্ষের ফল ভোক্তা যারা যারা হন। একাগ্র চিত্তেতে তাহা করহ গ্রহণ॥
কামী গৃহধর্ম্মে আছে যেই যেই জন। দুঃখ রূপ ফল তারা করয়ে ভোজন॥
বিবেকী সন্ন্যাসী তারা সুখ ফল খান। পরম আনন্দে বিষ্ণু পদে পায় স্থান॥
এইরূপে বহু রূপ এ প্রপঞ্চ হয়। কেবল এ মায়াময় যে জন বুঝয়॥
সদ্গুরু প্রসাদে যেই বেদার্থ জানিল। মায়াময় ভব সিন্ধু সে জন তরিল॥

।২২। এবংগুরূপাসনয়ৈকভক্ত্যা বিদ্যাকুঠারেণ শিতেন ধীরঃ।
বিবৃশ্চ্য জীবাশয়মপ্রমত্তঃ সংপদ্য চাত্মানমথ ত্যজাস্ত্রং॥

ইতি শ্রীভগবতে একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধব সংবাদে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ॥

শুনহে উদ্ধব তুমি হয়ে এক মন। ভক্তি ভাবে সদ্গুরু কর উপাসন॥
দৃঢ় ভক্তি হৈলে জ্ঞান হইবে তোমার। সেইত জ্ঞানেরে কর নিশিত কুঠার॥
জীবোপাধি বলি যারে এলিঙ্গ শরীর। সেইত কুঠারে কাট হইয়া সুস্থির॥
পরম আত্মারে পাবে তুমি মহাভাগ। তারপর সকল সাধন কর ত্যাগ॥
একাদশ স্কন্ধে এই দ্বাদশ অধ্যায়। বিরচিল সনাতন প্রাকৃত ভাষায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের আভাস।

ত্রয়োদশে তু সত্ত্বস্য শুদ্ধ্যা বিদ্যাদয়ঃ ক্রমঃ।
হংসেতিহাসতশ্চিত্তগুণদোষানুবর্ণনং॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ হংসের ইতিহাস দ্বারা সত্ত্ব শুদ্ধিতে করে বিদ্যার উদয়ের ক্রম এবং চিত্তের গুণ দোষ বর্ণন শ্রীউদ্ধবের প্রতি করিয়াছেন।

শ্রীভগবানুবাচ। ১। সত্ত্বং রজস্তমইতি গুণাবুদ্ধের্নচাত্মনঃ।
সত্ত্বেনান্যতমোহন্যাৎ সত্ত্বং সত্ত্বেন চৈব হি॥

ভগবান বলিছেন শুনহে উদ্ধব। যেইত প্রকারে হয় বিদ্যার উদ্ভব॥
সাবধান হয়ে শুন সংশয় ঘুচিবে। অনায়াসে বিদ্যা জ্ঞান শরীরে জন্মিবে॥
সত্ত্ব রজস্তম তিন বুদ্ধি ধর্ম্ম হয়। নিশ্চয় জানিহ এই আত্ম ধর্ম্ম নয়॥
উৎপত্তি বিনাশ এই তিনের আছয়। তিন গুণ নিবর্ত্তিলে বিদ্যার উদয়॥
সত্ত্ব বৃত্তি হৈতে রজস্তম বৃত্তি নাশে। তবে আর অধর্ম্ম শরীরে না প্রকাশে॥
উপশম হৈলে সত্ত্ব আদি বৃত্তি নাশ। আর অধর্ম্মের তার না হয় প্রকাশ॥

।২। সত্ত্বাদ্ধর্ম্মোভবেদ্বৃদ্ধাৎ পুংসোমদ্ভক্তিলক্ষণঃ।
সাত্ত্বিকোপাসয়া সত্ত্বং ততোধর্ম্মঃ প্রবর্ত্ততে॥

সাত্ত্বিক বস্তুর সেবা যেই জন করে। সত্ত্বগুণ বাড়ে তার দেহের ভিতরে॥
সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হৈলে ধর্ম্ম আচরয়। যে ধর্ম্মকে লোকে মম ভক্তি রূপ কয়॥

।৩। ধর্ম্মোরজস্তমোহন্যাৎ সত্ত্ববৃদ্ধিরনুত্তমঃ।
আশু নশ্যতি তন্মূলোহ্যধর্ম্মউভয়ে হতে॥

সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হইতে যেই ধর্ম্ম হয়। তাহা হৈতে শ্রেষ্ঠ নাই জানিহ নিশ্চয়॥
সেই ধর্ম্ম হৈতে রজস্তম গুণ যায়। রজস্তম ঘুচিলে অধর্ম্ম নাশ পায়॥

।৪। আগমোঽপঃ প্রজা দেশঃ কালঃ কর্ম্ম চ জন্ম চ।
ধ্যানং মন্ত্রোঽথ সংস্কারোদশৈতে গুণহেতবঃ॥

যাহা হৈতে গুণত্রয় দেহেতে বাড়য়। বিবরিয়া বলি তাহা শুন সদাশয়॥

আগম সলিল প্রজা দেশ কাল ধর্ম্ম। জন্ম ধ্যান মন্ত্র আর সংস্কার কর্ম্ম॥ এই দশ প্রকারেতে গুণ বৃদ্ধি হয়। তোমার গোচরে ইহা কহিনু নিশ্চয়॥

। ৫। তত্তৎ সাত্ত্বিকমেবৈষাং যদ্‌বৃদ্ধাঃ প্রচক্ষতে।
নিন্দন্তি তামসং তত্তদ্রাজসং তদুপেক্ষিতং॥

ইহার মধ্যেতে তারে সাত্ত্বিক বলয়। বিজ্ঞ জন যে ধর্ম্মেরে আদর করয়॥ যে ধর্ম্মেরে নিন্দা সাধু জনেরা করয়। তামস বলিয়া তারে জান সদাশয়॥ সাধুগণ যার স্তুতি নিন্দা নাহি করে। রাজস বলিয়া তুমি জানহ তাহারে॥

৬। সাত্ত্বিকান্যেব সেবেত পুমান সত্ত্ববিবৃদ্ধয়ে।
ততোধর্ম্মস্ততোজ্ঞানং যাবৎস্মৃতিরপোহনং।

দশ বিধ যে কহিনু গুণের কারণ। তার মধ্যে সাত্ত্বিকেরে করিবে সেবন॥ নিবৃত্তি শাস্ত্রের নিত্য করহ অভ্যাস। প্রবৃত্তি পাষণ্ড শাস্ত্রে না কর প্রয়াস॥ জল মধ্যে তীর্থজল কর আচরণ। গন্ধোদক সুরাতে না দিবে কভু মন॥ প্রজা মধ্যে নিবৃত্ত যে প্রজাগণ হয়। তার সনে ব্যবহার কর সদাশয়॥ দুরাচার প্রবৃত্ত যে হয় প্রজাগণ॥ তা সবার সঙ্গ না করিবে কদাচন॥ দেশ মধ্যে একান্ত দেশেতে কর বাস। বৃথা দ্যুত স্থান ভোগে না কর প্রয়াস॥ কাল মধ্যে ব্রাহ্ম যে মুহূর্ত্ত কাল হয়। সে কালেরে সাধুগণ সদা আদরয়॥ প্রদোষ নিশীথ সব কালে নাহি গণি। এ কালে সকল কর্ম্ম ত্যাগ করে মুনি॥ কর্ম্ম মধ্যে নিত্য কর্ম্ম কর মহাভাগ। কাম্য অভিচার কর্ম্ম সদা কর ত্যাগ॥ দীক্ষারে বলিয়ে জন্ম শুনহ উদ্ধব। শৈব দীক্ষা করিবেক অথবা বৈষ্ণব॥ ক্ষুদ্র শক্তি দীক্ষা না করিবে কদাচন। অর্থাৎ যাহারে বলে যোগিনী সাধন॥ তাহার সাধনে ইহ কালে মাত্র ভোগ। পরকালে হয় পুনঃ নরকেতে যোগ॥ ধ্যান মধ্যে বিষ্ণুধ্যান করহ সদাই। কামিনী শত্রুর ধ্যানে লাভ নাহি পাই॥ মন্ত্র মধ্যে জপ্য হন কেবল প্রণব। কাম্য ক্ষুদ্র মন্ত্র সব ত্যজহ উদ্ধব॥ সংস্কার বলিনু যাহা এ দশ মধ্যেতে। আত্ম শুদ্ধি সংস্কার করহ বিধি মতে॥ দেহ গেহ মার্জ্জনেরে শুদ্ধি না বলিয়ে। তদন্তর শুন তুমি কহি বিবরিয়ে॥ এ সব সাত্ত্বিক ধর্ম্ম যেই আচরয়। সে জনের অবশ্যই সত্ত্ব বৃদ্ধি হয়॥ সত্ত্ব বৃদ্ধি হৈলে হয় ধর্ম্মের উদয়। ভক্তির প্রকাশ হৈলে জ্ঞান উপজয়॥ পরোক্ষ ভাবেতে আত্মা আছয়ে যাবৎ। দেহের কারণ

গুণ আছয়ে তাবৎ॥ তাবৎ শাস্ত্রীয় ধর্ম্ম করিবে সাধন। তবে সে দেহেতে হন সত্ত্ব বিবর্দ্ধন॥ সত্ত্ব বৃদ্ধি হইলে ধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়। ধর্ম্ম বৃদ্ধি হৈলে জ্ঞান আপনি জন্ময়॥ জ্ঞান হৈলে দেহ গুণ নিবর্ত্তে আপনি। গুণ নিবর্ত্তিলে আত্মা দেহ মধ্যে চিনি॥

।৭। বেণুসংঘর্ষজোবহ্নির্দগ্ধা শাম্যতি তদ্বনং।
এবং গুণব্যত্যয়জোদেহঃ শাম্যতি তৎক্রিয়ঃ॥

ইহার দৃষ্টান্ত শুন বলিব তোমায়। জ্ঞান হৈতে দেহ গুণ যথা নাশ পায়॥ বনের মধ্যেতে বেণু আপনি জন্ময়। পবনের বেগে তার ঘর্ষা ঘর্ষি হয়॥ তাহাতে জন্ময় অগ্নি তার শিখা বাড়ে। তবে সেই বহ্নিতে সকল বন পোড়ে॥ বন পোড়ে আপনি সে বহ্নি নিবর্ত্তয়। তাহার সমান ইহা জানিবে নিশ্চয়॥

শ্রীউদ্ধবউবাচ। ৮। বিদন্তি মর্ত্ত্যাঃ প্রায়েণ বিষয়ান পদমাপদাং।
তথাপি ভুঞ্জতে কৃষ্ণ তৎ কথং শ্বখরাজবৎ॥

উদ্ধব বলেন প্রভু কর অবধান। সহজে শাস্ত্রীয় ধর্ম্মে উপজয় জ্ঞান॥ লোকেতে মনুষ্য গণ যতেক আছয়। আপদের স্থান বলি জানয়ে বিষয়॥ তথাপি সে বিষয় ভুঞ্জিতে ধাবমান। কুক্কুর গর্দ্দভ আর ছাগল সমান॥ কুক্কুরেরা দেখ দেখ পাইয়া ভর্ৎসন। কুক্কুরীরে ধরে্য তবু করয়ে রমণ॥ গর্দ্দভীরা গর্দ্দভেরে করে পদাঘাত। তথাপি না ছাড়ে গাধা গর্দ্দভীর সাথ॥ ছাগলেরে ধরে্য লয় কাটিবার তরে। তথাপি তৃণাদি পেলে খেতে ইচ্ছা করে॥ এই রূপ মনুষ্যেরে দেখি মহাশয়। পরাভব পাইলেও না ছাড়ে বিষয়॥ ইহার কারণ নাথ না পারি বুঝিতে। এইত সংশয় মম খণ্ডাইবে চিত্তে॥

শ্রীভগবানুবাচ। ৯। অহমিত্যন্যথা বুদ্ধিঃ প্রমত্তস্য যথা হৃদি।
উৎসর্পতি রজোঘোরং ততোবৈকারিকং মনঃ॥

ভগবান বলেন শুনহ সদাশয়। মিথ্যা অহং বুদ্ধি দেহে অজ্ঞানী করয়॥ অহং বুদ্ধি হৈতে এই বৈকারিক মনে। দুঃখ রূপ রজো গুণ করয়ে মিলনে॥

।১০। রজোযুক্তস্য মনসঃ সঙ্কল্পঃ সবিকল্পকঃ।
ততঃ কামোগুণধ্যানাৎ দুঃসহঃ স্যাদ্ধি দুর্ম্মতেঃ॥

রজোযুক্ত মন নানা সঙ্কল্প করয়। তার পরে দেহে আসি কাম উপজয়॥ কাম হৈতে করে নানা বিষয়েতে জ্ঞান। যুবতীর রূপ দেখি হয়ত অজ্ঞান॥

। ১১। করোতি কামবশগঃ কর্ম্মাণ্যবিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
দুঃখোদর্কাণি সংপশ্যন্রজোবেগবিমোহিতঃ ॥

কাম বশে পড়ে জীব ইন্দ্রিয় না জিনে। নানা কর্ম্ম করে নিত্য যাহা উঠে মনে॥
সেই কর্ম্ম হইতে পশ্চাৎ দুঃখ পায়। রজোগুণে তারে তবু মোহিত করায়॥

। ১২। রজস্তমোভ্যাং যদপি বিদ্বান্ বিক্ষিপ্তধীঃ পুনঃ।
অতন্দ্রিতোমনোযুঞ্জন্ দোষদৃষ্টির্ন সজ্জতে ॥

জ্ঞানি সবাকার মন বশেতে থাকয়। রজ তম তারে যদি বিক্ষিপ্ত করয় ॥
জ্ঞানীগণ তাহে পুনঃ হয় সাবধান। দোষ দৃষ্টি করি তাহে মন না বাড়ান॥

। ১৩। অপ্রমত্তোঽনুযুঞ্জীত মনোময্যর্পয়ঞ্ছনৈঃ।
অনির্ব্বিণ্ণোযথাকালং জিতশ্বাসোজিতাসনঃ ॥

অপ্রমত্ত হয়ে মন রাখেন আমাতে। ত্রিকাল করেন প্রাণায়াম বিধি মতে ॥
আসন জিনিয়া দেহে ত্যজিয়া অলস। অল্পে অল্পে আমাতে করেন মন বশ॥

। ১৪। এতাবান যোগআদিষ্টোমচ্ছিষ্যৈঃ সনকাদিভিঃ।
সর্ব্বতোমনআকৃষ্য ময্যদ্ধাবেশ্যতে যথা ॥

পূর্ব্বেতে আমার শিষ্য সনকাদি ঋষি। মনোবিষয়ের ছেদ জিজ্ঞাসিলা আসি॥
এই যোগ তা সবারে কহিলাম আমি। সাবধান হইয়া উদ্ধব শুন তুমি ॥

শ্রীউদ্ধবউবাচ। ১৫। যদা ত্বং সনকাদিভ্যোযেন রূপেণ কেশব।
যোগমাদিষ্টবানেতদ্রূপমিচ্ছামি বেদিতুং ॥

উদ্ধব বলেন প্রভু কর অবধান। সনক আদিরে তুমি দিয়াছিলে জ্ঞান ॥
যে স্থানেতে যে রূপেতে যোগ আদেশিলে। সে রূপ জানিতে ইচ্ছা করি কুতূহলে ॥

শ্রীভগবানুবাচ। ১৬। পুত্রাহিরণ্যগর্ভস্য মানসাঃ সনকাদয়ঃ।
পপ্রচ্ছুঃ পিতরং সূক্ষ্মাং যোগস্যৈকান্তিকীং গতিং ॥

ভগবান বলিছেন শুনহ উদ্ধব। ব্রহ্মার মানস পুত্র সনকাদি সব ॥
পিতার নিকটে গেলা সনকাদি ঋষি। যোগের দুর্জ্জেয় শেষ জিজ্ঞাসিলা বসি॥
সনন্দন সনাতন সনৎকুমার। সনক জিজ্ঞাসা কৈল যোগের বিস্তার ॥

শ্রীযোগিনউচুঃ। ১৭। গুণেষ্বাবিশতে চেতোগুণাশ্চেতসি চ প্রভো।
কথমন্যোন্যসংত্যাগোমুমুক্ষোরতিতিতীর্ষোঃ ॥

নিবেদন করি শুন পিতা মহাশয়। জিজ্ঞাসিতে আইলাম চিত্তের সংশয়॥ অনুক্ষণ বিষয়ে প্রবিষ্ট হয় মন। মন যে বিষয় নাহি ছাড়ে কদাচন॥ পরস্পর বিচ্ছেদ কি রূপে প্রভু হয়। যে রূপেতে মুমুক্ষুরা সংসার তরয়॥

। ১৮। এবং পৃষ্টোমহাদেবঃ স্বয়ম্ভূর্ভূতভাবনঃ।
ধ্যায়মানঃ প্রশ্নবীজং নাভ্যপদ্যত কর্ম্মধীঃ॥

এ রূপেতে পুত্রগণ জিজ্ঞাসিল যদি। প্রশ্নবীজ বোধ দিতে না পারিলা বিধি॥ কর্ম্মেতে আসক্ত ব্রহ্মা বুঝিতে নারিলা। তাহাদের সম্মুখেতে প্রমাদে পড়িলা॥ মহাদেব স্বয়ম্ভু ভূতের জন্মদাতা। বিচার করয়ে তবু নাহি বুঝে ধাতা॥

। ১৯। সমামচিন্তয়দ্দেবঃ প্রশ্নপারতিতীর্ষয়া।
তস্যাহং হংসরূপেণ সকাশমগমং তদা॥
দৃষ্ট্বা মাং তউপব্রজ্য কৃত্বা পাদাভিবন্দনং॥
ব্রহ্মাণমগ্রতঃ কৃত্বা পপ্রচ্ছুঃ কোভবানিতি॥

এক চিত্ত হৈয়া ধ্যান করিলা আমারে। বিধি মন বৃত্তি আমি জানিনু অন্তরে॥ উত্তর জিজ্ঞাসা হেতু চিন্তা সে করয়। নিরবধি আমাতেই মন সমর্পয়॥ হংস রূপে আমি তথা দিল দরশন। যে সময়ে চিন্তা যুক্ত বিধাতার মন॥ আমারে দেখিয়া পিতা পুত্র পাঁচ জন। সনাতন সনন্দন আদি যারা হন॥ সংভ্রমে উঠিয়া সবে কৈলা নমস্কার। ব্রহ্মা সহ জিজ্ঞাসিলা অগ্রেতে আমার॥ কে তুমি বলিয়া জিজ্ঞাসিলা মুনিগণ। তা সবারে আমি তবে বলিনু তখন॥

। ২০। ইত্যহং মুনিভিঃ পৃষ্টস্তত্ত্বজিজ্ঞাসুভিস্তদা।
যদবোচমহং তেভ্যস্তদুদ্ধব নিবোধ মে॥

বুঝিলাম মুনিগণ তত্ত্ব জানিবারে। অবশ্য জিজ্ঞাসা সবে করিল আমারে॥ তা সবারে আমি যেই বলিনু বচন। শুনহ উদ্ধব তাহা হয়্যে এক মন॥

শ্রীহংসউবাচ। ২১। বস্তুনোযদ্যনানাত্ত্বআত্মনঃ প্রশ্নঈদৃশঃ।
কথং ঘটেত বোবিপ্রাবক্তুর্বামেকআশ্রয়ঃ॥

হংসদেব কহিলেন যেরূপ বচন। স্থির হয়্যে শুন তাহা করি বিবরণ॥ শুন, শুন সনকাদি বলিয়ে তোমারে। কে তুমি বলিয়া প্রশ্ন করিলে

আমারে ॥ এই প্রশ্ন করিয়াছ যদ্যপি আমার। সকল ঘটেতে আত্মা দেখ একাকার ॥ বক্তা আমি আমার কে আছয়ে আশ্রয়। কোন রূপে বল দেখি দিব পরিচয় ॥ তোমা সবাকার প্রশ্ন কি রূপে ঘটয়। তোমরা বলহ প্রশ্ন কি রূপেতে হয় ॥

।২২। পঞ্চাত্মকেষু ভূতেষু সমানেষু চ বস্তুতঃ।
কোভবানিতি বঃ প্রশ্নোবাচারম্ভোহ্যনর্থকঃ ॥

পঞ্চভূত শরীরেতে যদি জিজ্ঞাসহ। সকল শরীর পঞ্চ ভূতেতে দেখহ ॥ নাম রূপ যত দেখ বাক্য আরম্ভন। নিরর্থক প্রশ্ন কৈলে শুন মুনিগণ ॥

।২৩। মনসা বচসা দৃষ্ট্যা গৃহ্যতে হ্যন্যৈরপীন্দ্রিয়ৈঃ।
অহমেব নমত্তোহ্যন্যদিতিবুধ্যধ্বমঞ্জসা ॥

মনোবাক্য দৃষ্টেতে যে করহ গ্রহণ। অন্যে বা ইন্দ্রিয়ে যত বিষয় ধারণ ॥ সকল স্বরূপ আমি শুন মুনিগণ ॥ আমা হৈতে ভিন্ন কেহ নহে কদাচন ॥ সকল স্বরূপ আমি এইত সংসারে। নিশ্চয় বুঝিবে ইহা তত্ত্বের বিচারে ॥

।২৪। গুণেষ্বাবিশতে চেতোগুণাশ্চেতসি চ প্রজাঃ।
জীবস্য দেহউভয়ং গুণাশ্চেতোমদাত্মনঃ ॥

শুন পুত্রগণ তোমা সবার সংশয়। বিষয় সকলে মন প্রবিষ্ট থাকয় ॥ বিষয়েরা মনেরে না ছাড়ে কদাচিৎ। অতএব গুণ মন সর্ব্বদা ঘটিত ॥ ব্রহ্মরূপ জীবের যে শরীর দেখহ। মনোগুণ কল্পিত এ সত্য নহে কেহ ॥

।২৫। গুণেষু চাবিশচ্চিত্তমভিক্ষ্ণং গুণসেবয়া।
গুণাশ্চ চিত্তপ্রভবামদ্রূপউভয়ং ত্যজেৎ ॥

অনুক্ষণ বিষয়েরে ধ্যান করে মন। অতেব বিষয় নাহি ত্যজে কদাচন ॥ গুণ সকলেরে মন করেছে কল্পিত। এই দুই ত্যাগ করে যে হয় পণ্ডিত ॥ আমার স্বরূপ হয়ে ত্যজে এ উভয়। কহিলাম তাহা আমি জানিহ নিশ্চয় ॥

২৬। জাগ্রৎ স্বপ্নঃ সুষুপ্তঞ্চ গুণতোবুদ্ধিবৃত্তয়ঃ।
তাসাং বিলক্ষণোজীবঃ সাক্ষিত্বেন বিনিশ্চিতঃ ॥

জাগরণ স্বপ্ন আর সুষুপ্তি যে হয়। এই তিন বুদ্ধি বৃত্তি গুণেতে করয় ॥ তিন অবস্থার সাক্ষী জীব তা রহিত। এই তিনে লিপ্ত মন জানিহ নিশ্চিত ॥

।২৭। যর্হি সংসৃতিবন্ধোঽয়মাত্মনোগুণবৃত্তিদঃ।
ময়ি তুর্য্যে স্থিতোজহ্যাত্ত্যাগস্তদ্গুণচেতসাং॥

জীবের সংসার বন্ধ গুণ বুদ্ধি হৈতে। এ কথা যখন বুঝে তত্ত্ব বিচারিতে॥
তুরীয় আমাতে জীব করয়ে আশ্রয়। আশ্রয় করিয়া তেঁহ সংসার ত্যজয়॥
গুণ চিত্ত দুই ভিন্নভাব কভু নয়। সংসার ত্যজিলে পরস্পর ত্যাগ হয়॥

।২৮। অহঙ্কারকৃতং বন্ধমাত্মনোঽর্থবিপর্য্যয়ং।
বিদ্বান্নির্ব্বিদ্য সংসারচিন্তাং তুর্য্যে স্থিতস্ত্যজেৎ॥

অহঙ্কার করিয়াছে জীবেরে বন্ধন। এই হেতু নিরানন্দে থাকে অনুক্ষণ॥
অনর্থের হেতু এই সংসার বন্ধন। সুখ সে দূরেতে রহে দুঃখ রূপ হন॥
ইহাই বুঝিয়া তুর্য্যে অবস্থিতি করে। তবে ভোগ চিন্তা ছাড়ি বন্ধ হৈতে তরে॥

।২৯। যাবন্নানাত্মধীঃ পুংসোন নিবর্ত্তেত যুক্তিভিঃ।
জাগর্ত্ত্যপি স্বপন্নজ্ঞঃ স্বপ্নে জাগরণং যথা॥

পুরুষের নানা আত্মবুদ্ধি যেই হয়। যুক্তিতে যাবৎ নানা বুদ্ধি না ছাড়য়॥
তাবৎ সে যত কর্ম্ম করয়ে জাগিয়া। কিন্তু সে আছয়ে নিত্য নিদ্রায় পড়িয়া॥
স্বপ্নে যেন জাগরণ প্রায় কর্ম্ম করে। তেম সে জাগিয়া স্বপ্ন সমান আচরে॥

।৩০। অসত্ত্বাদাত্মনোঽন্যেষাং ভাবানাং তৎকৃতা ভিদা।
গতয়োহেতবশ্চাস্য মৃষা স্বপ্নদৃশোযথা॥

যত দেখ দেহ আদি বস্তু যে আছয়। তাহে পুনঃ বর্ণাশ্রম ভেদ নানা হয়॥
নানাবিধ কর্ম্ম করে এইত শরীরে। সে কর্ম্ম করিলে স্বর্গ ফল ভোগ করে॥
এ সব জানিহ স্বপ্ন দেখিবার প্রায়। আত্মা বিনা সব মিথ্যা বলিনু তোমায়॥
বেদের বিষয় সব অবিদ্যা ঘটিত। ইহা বুঝি কর্ম্ম তবে ত্যজয়ে পণ্ডিত॥

।৩১। যোজাগরে বহিরনুক্ষণধর্ম্মিণোঽর্থান।
ভুঙ্ক্তে সমস্তকরণৈর্হৃদি তৎ সদৃক্ষান্॥
স্বপ্নে সুষুপ্ত উপসংহরতে সএকঃ।
স্মৃত্যান্বয়া ত্রিগুণবৃত্তিদৃগিন্দ্রিয়েশঃ॥

শুনহে উদ্ধব এই যুক্তি অনুসারে। আত্মারে কহিব শুন এইত শরীরে॥
জাগরণ অবস্থা যে শরীরেতে হয়। ইন্দ্রিয়ে বিষয় যেই ইহাতে ভুঞ্জয়॥
বাল্য যুবা জরাবস্থা ক্ষণে ক্ষণে হয়। যেই তিন অবস্থায় বিষয় ভুঞ্জয়॥

নিদ্রাবস্থা এই দেহে হয়ত যখন। দৃষ্ট বিষয়ের তুল্য ভুঞ্জয় সে জন॥
সুষুপ্তি অবস্থা হৈতে যাবৎ বিষয়। আপনা আপনি যেই সকল হরয়॥
এই তিন অবস্থা দেখয়ে যেই জন। সেই এক সত্য ইথে আত্মা রূপ হন॥
ইন্দ্রিয় ঈশ্বর তেঁহ স্বপ্নাদি স্মরয়। এই হেতু সেই এক সত্যই নিশ্চয়॥

। ৩২। এবং বিমৃশ্য গুণতোমনসস্ত্র্যবস্থামন্মায়য়া ময়ি কৃতাইতিনিশ্চিতার্থাঃ।
সংছিদ্য হার্দ্দমনুমানসদুক্তিতীক্ষ্ণজ্ঞানাসিনা ভজত মাখিলসংশয়াধিং॥

এইরূপে পরামর্শ কর সদাশয়। এ তিন অবস্থা মনে গুণ হৈতে হয়॥
আমাতে আমার মায়া করেছে কল্পনা। এ কথা নিশ্চয় করে্য হও শান্ত মনাঃ॥
অনুমানে বেদ বাক্যে যে জ্ঞান জন্মিবে। তাঁহারে সুতীক্ষ্ণ খড়্গ অবশ্য করিবে॥ এই রূপ জ্ঞানময় খড়্গেতে করিয়া। বন্ধ হেতু অহঙ্কারে ফেলহ কাটিয়া॥ আত্মা রূপে হৃদয়েতে আছি যে তোমার। এক ভাবে সেবা কর চরণ আমার॥

। ৩৩। ঈক্ষেত বিভ্রমমিদং মনসোবিলাসং দৃষ্টং বিনষ্টমতিলোলমলাতচক্রং।
বিজ্ঞানমেকমুরুধেব বিভাতি মায়াস্বপ্নস্ত্রিধা গুণবিসর্গকৃতোবিকল্পঃ॥

অনুমানে তোমারে বলিব সদাশয়। যাহা হৈতে ঘুচিবেক মনের সংশয়॥
এইত জগৎ দেখ মনে উপজয়। কেবল বিভ্রম এই সদা দৃশ্য হয়॥
স্বপ্ন সম চঞ্চল এ সদাই নশ্বর। অলাত চক্রের সম ফিরে নিরন্তর॥
এক আমি সত্য ইথে বিজ্ঞান রূপেতে। অনেক বিকল্প দেখ আমা প্রকাশিতে॥
নানাবিধ যত দেখ জগতে আছয়। এ সকল ত্রিগুণের বিকারেতে হয়॥
মায়া হৈতে এইরূপ সকল জন্ময়। ইহা বোধ হৈলে চিত্তে ঘুচিবে সংশয়॥

। ৩৪। দৃষ্টিং ততঃ প্রতিনিবর্ত্ত্য নিবৃত্ততৃষ্ণস্তূষ্ণীং ভবেন্নিজসুখানুভবোনিরীহঃ।
সংদৃশ্যতে ক্ব চ যদীদমবস্তুবুদ্ধ্যা ত্যক্তং ভ্রমায় ন ভবেৎ স্মৃতিরানিপাতাৎ॥

অতএব যত দৃশ্য পদার্থ না দেখো। দৃষ্টি হৈলে নয়নেরে ফিরাইয়া রেখো॥
কায় মন বচনের ব্যাপার ত্যজহ। নিজানন্দে সুখি হয়্যে মৌনভাবে রহ॥
কদাচিৎ বিষয় দর্শন যদি হয়। বস্তু বুদ্ধি তাহাতে ত্যজহ সদাশয়॥
সেইত বিষয় ভ্রম করাইতে নারে। দেহ পাত অবধি সে ঘটে সংস্কারে॥

। ৩৫। দেহঞ্চ নশ্বরমবস্থিতমুত্থিতম্বা সিদ্ধোন পশ্যতি যতোঽধ্যগমৎ স্বরূপং।
দৈবাদপেতমথ দৈববশাদুপেতং বাসোযথা পরিকৃতং মদিরামদান্ধঃ॥

যাহার দেহেতে হৈল আত্ম পরিচয়। সিদ্ধ বলে সে যোগিরে জানিহ নিশ্চয়॥ দেহের বিনাশ ইহ অবশ্য ঘটয়। আসন হইতে দেহ দৈবেতে উঠয়॥ অথবা আসনে যদি পুনঃ স্থির হয়। এই সব সেই সিদ্ধ কিছু না দেখয়॥ উঠে কিম্বা বৈসে না দেখয় সিদ্ধ জন। পরম আনন্দ রূপে মগ্ন থাকে মন॥ দৈব যোগে যদি দেহ বাহিরে চলয়। দৈব বশে পুনরপি সেখানেতে রয়॥ এই সব না বুঝেন সিদ্ধ যিনি হন। মদিরা মদান্ধ যেন না বুঝে বসন॥

। ৩৬। দেহোপি দৈববশগঃ খলু কর্ম্ম যাবৎ স্বারম্ভকং প্রতি সমীক্ষতএব সাসুঃ।
তং সপ্রপঞ্চমধিরূঢ়সমাধিযোগঃ স্বাপ্নং পুনর্ন ভজতে প্রতিবুদ্ধবস্তু॥

যাবৎ প্রারব্ধ কর্ম্ম জীবের আছয়। প্রাণের সহিত দেখ তাবৎ ঘটয়॥ কর্ম্ম ক্ষয়ে যোগী পুনঃ দেহ নাহি পায়। স্বপ্ন প্রাপ্ত দ্রব্য যেন না পায় কোথায়॥

। ৩৭। ময়ৈতদুক্তং বোবিপ্রাগুহ্যং যৎ সাংখ্যযোগযোঃ।
জানীতমাগতং যজ্ঞং যুষ্মদ্ধর্ম্মবিবক্ষয়া॥

শুন শুন অহে সনকাদি বিপ্রগণ। কহিলাম সাংখ্য যোগ রহস্য লক্ষণ॥ বিষ্ণু আমি আইলাম হংস রূপ হৈয়া। তোমা সবাকারে ধর্ম্ম বুঝাব বলিয়া।

। ৩৮। অহং যোগস্য সাংখ্যস্য সত্যস্যর্ত্তস্য তেজসঃ।
পরায়ণং দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ শ্রিয়ঃ কীর্ত্তের্দমস্য চ॥

যোগ সাংখ্য ঋত সত্য প্রভাব যে আর। দম শম কীর্ত্তি তথা সম্পদ অপার॥ ইহাদের হই আমি পরম আশ্রয়। দ্বিজ শ্রেষ্ঠ আপনারা জানিহ নিশ্চয়॥

। ৩৯। মাং ভজন্ত্যগুণাঃ সর্ব্বে নির্গুণং নিরপেক্ষকং।
সুহৃদং প্রিয়মাত্মানং সাম্যাসঙ্গাদয়োগুণাঃ॥

আমি সে নির্গুণ আত্মা অপেক্ষা বিহীন। আমি সবাকার বন্ধু প্রিয় অনুদিন॥ অসঙ্গাদি গুণ যত আমাতে আছয়। সাম্য ভাবে সর্ব্ব রূপে ক-

রেছি নির্ণয় ॥ নির্গুণ জনেরা সবে আমারে ভজয়। ভজিয়া আমার পদ করয়ে আশ্রয় ॥

। ৪০। ইতি মে ছিন্নসন্দেহা মুনয়ঃ সনকাদয়ঃ।
সভাজয়িত্বা পরয়া ভক্ত্যা গৃণত সংস্তবৈঃ ॥

এ কথা কহিনু যদি মুনি সবাকারে। সন্দেহ ঘুচিল তারা পুজিল আমারে॥ পরম ভক্তিতে বহু করিল স্তবন। আনন্দিত হৈল সেই ব্রহ্মা তপোধন॥

। ৪১। তৈরহং পূজিতঃ সম্যক সংস্তুতঃ পরমর্ষিভিঃ।
প্রত্যেয়ায় স্বকং ধাম পশ্যতঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে শ্রীমদ্ভগবদুদ্ধব সংবাদে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥

তাহারা আমারে সবে করিল পূজন। সম্যক রূপেতে মম করিলা স্তবন॥ সে স্থানে আমারে ব্রহ্মা দেখিতে দেখিতে। অন্তর্ধান হৈয়া চলিলাম স্বস্থানেতে। একাদশ স্কন্ধেতে অধ্যায় ত্রয়োদশ। সনাতন বিরচিল সঙ্গীত সরস ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের আভাস।

চতুর্দ্দশে পরং শ্রেয়োভক্তিরেব ন চেতরৎ।
ইত্যেতদ্বর্ণ্যতে ধ্যানযোগশ্চ সহ সাধনৈঃ ॥

ভক্তি ইহাই পরম শ্রেয়ো অন্য পরম শ্রেয়ো নয় এই ইহাকে এবং বহু সাধনের সহিত ধ্যান যোগকে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বর্ণন করিতেছেন।

শ্রীউদ্ধব উবাচ। ১। বদন্তি কৃষ্ণ শ্রেয়াংসি বহূনি ব্রহ্মবাদিনঃ।
তেষাং বিকল্পপ্রাধান্যমুতাহো একমুখ্যতা ॥

উদ্ধব বলেন শুন প্রভু ভগবান। ব্রহ্মা আদি দেব কন শ্রেয় নানাখ্যান ॥ ব্রহ্মা আদি গণেরাও শাস্ত্র মত বলে। দেখিতেছি সে সাধন করেন সকলে॥ বিকল্প প্রধান কিবা এক মুখ্য তায়। সন্দেহ ভাঙ্গিয়া কৃষ্ণ বুঝাবে আমায়॥

।২। ত্বত্তোদাহৃতঃ স্বামিন্ ভক্তিযোগোহনপেক্ষিতঃ।
নিরস্য সর্ব্বতঃ সঙ্গং যেন ত্বয়্যাবিশেন্মনঃ॥

ভক্তি যোগ আপনি করেছ নিরূপণ। সর্ব্ব সঙ্গ ত্যজি তাহা করে ভক্তগণ॥ যে ভক্তি হইতে মন তোমাতে প্রবেশে। ঘুচাও সন্দেহ মম প্রভু সবিশেষে॥ যে ভক্তি হইতে জীব তোমারে লভয়। ঘুচাইয়া দিবে প্রভু এইত সংশয়॥

শ্রীভগবানুবাচ।৩। কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥

ভগবান বলিছেন শুনহে উদ্ধব। ঘুচাইয়া দিব আমি সন্দেহ এসব॥ বেদ সংজ্ঞা বাণী মম মহা প্রলয়েতে। বিনষ্টা হইয়াছিল কালের বশেতে॥ সৃষ্টি কালে আমি বেদ দিলাম ব্রহ্মারে। সেই বেদ হৈতে ধর্ম্ম বিধাতা প্রচারে॥ বেদ উক্ত ধর্ম্ম বিধি দিল চালাইয়া। আমার চরণে সদা মন সমর্পিয়া॥

।৪। তেন প্রোক্তা স্বপুত্রায় মনবে পূর্ব্বজায়সা।
ততোভৃগ্বাদয়োহগৃহ্নন সপ্তব্রহ্মমহর্ষয়ঃ॥
তেভ্যঃ পিতৃভ্যস্তৎপুত্রাদেবদানবগুহ্যকাঃ।
মনুষ্যাঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বাঃ সবিদ্যাধরচারণাঃ॥

তাঁর পুত্র মনু বেদ পাইল বিধি হৈতে। বেদ ধর্ম্ম মনু চালাইল পৃথিবীতে॥ মনু হৈতে ভৃগু আদি সপ্ত ঋষি পাইলা। রুচি অনুসারে তাঁরা ধর্ম্ম চালাইলা॥ সপ্ত ঋষি হৈতে বেদ পুত্রগণ লৈলা। তাহাদের পুত্রেরাও ক্রমেতে গৃহীলা॥ দেবতা দানব আর গুহ্যক সকল। মনুষ্য গন্ধর্ব্ব সিদ্ধচার বিদ্যাধর॥

।৫। কিংদেবাঃ কিন্নরানাগারক্ষঃ কিংপুরুষাদয়ঃ।
বহ্ব্যস্তেষাং প্রকৃতয়োরজঃসত্ত্বতমোভুবঃ॥

কিংদেব কিন্নর নাগ রাক্ষস অপ্সরা। কিংপুরুষ আদি যত আছয়ে যাহারা॥ তা সবার স্বভাব দেখহ মহাশয়। রজঃ সত্ত্ব তম হৈতে এক রীতি নয়॥

।৬। যাভির্ভূতানি ভিদ্যন্তে ভূতানাং পতয়স্তথা।
যথাপ্রকৃতি সর্ব্বেষাং চিত্রাবাচঃ শ্রবন্তি হি॥

ভিন্ন ভিন্ন মতি হয় স্বভাব হইতে। বেদ ব্যাখ্যা করে সবে আপনার মতে॥ এইরূপ ব্যাখ্যা করে শুন সদাশয়। যা শ্রবণে প্রাণিগণে মতি ভেদ হয়॥

। ৭। এবং প্রকৃতিবৈচিত্র্যাদ্ভিদ্যন্তে মতয়োনৃণাং।
পারম্পর্য্যেণ কেষাঞ্চিৎ পাষণ্ডমতয়োঽপরে॥

যাহার প্রকৃতি তার সেই অনুসারে। ভিন্ন মতি সে সকলে বেদ কর্ম্ম করে॥ অধ্যয়ন শূন্য যারা যতেক আছয়। কুল পরম্পরা ক্রমে ধর্ম্ম আচরয়॥ কেহ কেহ অধর্ম্ম পাষণ্ড মতি হয়। বেদ উপদেশ তারা কদাচ না লয়॥

। ৮। মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ পুরুষাঃ পুরুষর্ষভ।
শ্রেয়োবদন্ত্যনেকান্তং যথাকর্ম্ম যথারুচি॥

জন মধ্যে শ্রেষ্ঠ তুমি যোগ্য কহিবার। অতএব কহি আমি করিয়ে বিস্তার॥ আমার মায়ার চেষ্টা বুঝিতে না পারে। নানাবিধ কর্ম্ম করে রুচি অনুসারে॥ যেই রূপ কর্ম্ম আর রুচি যথা হয়। সেই রূপ বহুবিধ মঙ্গল সে কয়॥

। ৯। ধর্ম্মমেকে যশশ্চান্যে কামং সত্যং দমং শমং।
অন্যে বদন্তি স্বার্থং বৈ ঐশ্বর্য্যং ত্যাগভোজনং॥
কেচিদ্যজ্ঞং তপোদানং ব্রতানি নিয়মান্ যমান্।

কেহ কেহ ধর্ম্ম করে উত্তম বলিয়া। কেহ কেহ যশ বাঞ্ছে কর্ম্ম আচরিয়া॥ কেহ কেহ কাম লাগি কর্ম্ম আচরয়। কেহ কেহ সত্য দম শমেরে বাঞ্ছয়॥ কেহ কেহ ঐশ্বর্য্যেরে পুরুষার্থ বলে। ত্যাগ ভোজনের লাগি কর্ম্ম পথে চলে॥ কেহ যজ্ঞ তপ বলে কেহ বলে দান। ব্রত নিয়মাদি কেহ শুন সাবধান॥

। ১০। আদ্যন্তবন্তএবৈষাং লোকাঃ কর্ম্মবিনির্ম্মিতাঃ।
দুঃখোদর্কাস্তমোনিষ্ঠাঃ ক্ষুদ্রানন্দাঃ শুচার্পিতাঃ॥

শুনহে উদ্ধব এই বুদ্ধি অনুসারে। ধর্ম্ম করে্য সবে যায় স্বর্গাদি লোকেরে॥ নানা সুখ করে পুণ্য থাকয়ে যাবৎ। পুণ্যক্ষেত্র ভ্রষ্ট হৈয়া পড়য়ে তাবৎ॥ উত্তর কালেতে নানাবিধ ক্লেশ পায়॥ তমোগুণে অজ্ঞানেতে সংসারে বেড়ায়॥ ক্ষুদ্র আনন্দের লাগি ক্ষুদ্র কর্ম্ম করে। পশ্চাৎ কালেতে প্রাণী শোক পায়্যে মরে॥

। ১১। ময্যর্পিতাত্মনঃ সত্যনিরপেক্ষস্য সর্ব্বতঃ।
ময়াত্মনা সুখং যত্তৎ কুতঃ স্যাদ্বিষয়াত্মনাং॥

শুনহে উদ্ধব যাঁরা সাধুশীল হন। আমাতে নিশ্চল ভাবে সমর্পেন মন॥

নিরপেক্ষ হৈয়া তাঁরা সকলে বেড়ান। আমা হৈতে সেই সুখ ভক্তগণ পান ॥ বিষয়ি গণেরা নাকি সে সুখ লভয়। বৃথা কার্য্যে সংসারেতে পড়িয়া ভ্রময় ॥

। ১২। অকিঞ্চনস্য দান্তস্য শান্তস্য সমচেতসঃ।
ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্ব্বাঃ সুখময়াদিশঃ ॥

মম ভক্ত অকিঞ্চন সদা দয়াবান। শান্ত ভাবে শম চিত্তে সর্ব্বদা বেড়ান ॥ আমারে পাইয়া তারা তুষ্ট চিত্ত হন। সুখময় দশ দিক দেখেন তখন ॥

। ১৩। ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যং।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ ॥

ব্রহ্মপদ ইন্দ্রপদ সার্ব্বভৌম পদ। দিলেও না লন তাঁরা এসব সম্পদ ॥ পাতালের আধিপত্য দিলেও না লন। যোগ সিদ্ধি আর মুক্তি না করে গ্রহণ ॥ আমাতে অর্পিয়া মন থাকেন সুখেতে। আমা বিনা অন্য কিছু না বাঞ্ছেন চিত্তে ॥

। ১৪। ন তথা মে প্রিয়তমআত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ শঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥

শুনহে উদ্ধব তুমি মম প্রিয় বড়। নিশ্চয় বলিহে আমি চিত্ত কর দৃঢ় ॥ তোমা সম প্রিয় মম আত্মযোনি নয়। শঙ্কর্ষণে শঙ্করেতে সেই রূপ হয় ॥ হৃদয়ে কমলা নিত্য করেন আশ্রয়। তাহেও তোমার সম প্রীতি নাহি হয় ॥

। ১৫। নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্ব্বৈরং সমদর্শনং।
অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পূয়েয়েত্যঙ্ঘ্রিরেণুভিঃ ॥

নিরপেক্ষ যেই মুনি সদা শান্ত চিত্ত। বৈরি ভাব নাহি মনে সমদর্শী নিত্য ॥ তাহার পশ্চাৎ আমি সতত ভ্রমই। তার পদরজে দেহ পবিত্র করই ॥

। ১৬। নিষ্কিঞ্চনাময্যনুরক্তচেতসঃ শান্তামহান্তোহখিলজীববৎসলাঃ।
কামৈরনালব্ধধিয়োজুষন্তি তে যন্নৈরপেক্ষ্যং ন বিদুঃ সুখং মম ॥

মম ভক্ত সর্ব্বদাই হন নিষ্কিঞ্চন। যেহেতু আমাতে নিত্য স্থির কৈল মন ॥ অতএব শান্তি ভাবে সর্ব্বদা নিশ্চল। মহান্ত তাহারা সর্ব্ব জীবের বৎসল ॥ কোনহ কামেতে বুদ্ধি চপল না হয়। নৈরপেক্ষ্য সুখ মম তারা সে জানয় ॥

বিষয়িরা সেই সুখ কদাপি না জানে। সংসারে ভ্রমিয়া ফিরে কর্ত্তা অভিমানে॥

। ১৭। বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তোবিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে॥

কদাচিৎ মম ভক্ত ইন্দ্রিয় অবশে। বাধ্যমান হয় যদি ইন্দ্রিয়ের বশে॥ তথাপি বিষয়ে ভক্তে বান্ধিতে না পারে। আমার প্রগল্ভা ভক্তি সেই দোষ হরে॥ আমাতে প্রগল্ভা ভক্তি তাহার আছয়। অতেব বিষয়ে সেহ অভিভূত নয়॥

। ১৮। যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥

যেন সুসমিদ্ধ শিখা প্রবল অনল। ভস্মসাৎ করে দেখ ইন্ধন সকল॥ তেন মম ভক্তি পাপ রাশি করে নাশ। অতেব উর্দ্ধব ভক্তে করহ বিশ্বাস॥

। ১৯। ন সাধয়তি মাং যোগোন সাংখ্যং ধর্ম্মউদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগোযথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥

উদ্ধব আমারে যোগ বশ কি করয়। সাংখ্য ধর্ম্ম কভু বশ করিতে নারয়॥ স্বাধ্যায় তপস্যা ত্যাগ বশ না করয়। যেমন প্রগল্ভা ভক্তি বশেতে রাখয়॥

। ২০। ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাং।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥

এক শ্রদ্ধা ভক্তিতে আমারে ভক্ত পায়। আমি সবাকার আত্মা প্রিয় সর্ব্বকায়॥ মম ভক্তি চণ্ডালেরে পবিত্র করয়। কদাচিৎ তার জাতি দোষ নাহি রয়॥

। ২১। ধর্ম্মঃ সত্যাদয়োপেতোবিদ্যা বা তপসান্বিতা।
মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং নচ সম্যক পুনাতি হি॥

ধর্ম্ম করে সত্য বলে জীবে করে দয়া। বিদ্যার্জ্জন তপ করে নাহি করে মায়া॥ মম ভক্তি হীন হইলে ধর্ম্মাদি এসব। পবিত্র না করে তারে শুনহ উদ্ধব॥

। ২২। কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা।
বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুধ্যেদ্ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ॥

শুনহে উদ্ধব বলি ভক্তির লক্ষণ। ভক্তি বিনা দেহে নহে রোমের হর্ষণ॥

ভক্তি বিনা চিত্ত কভু দ্রবীভূত নয়। ভক্তি বিনা আনন্দাশ্রু কণা না জন্ময়॥
হেন ভক্তি বিনা শুদ্ধ না হয় আশয়। ইহাতে সন্দেহ নাই জানিহ নিশ্চয়॥

।২৩। বাগ্‌গদ্গদা দ্রবতে যস্য চিত্তং রুদত্যভীক্ষ্ণং হসতি ক্বচিচ্চ।
বিলজ্জউদ্গায়তি নৃত্যতে চ মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি ॥

আমার ভক্তিতে যুক্ত যেই নর হয়। মুখে গদ গদ বাক্য তার বাহিরয়॥
দ্রবীভূত চিত্ত হয় হাসে অনুক্ষণ। কদাচিৎ মম ভাবে করয়ে রোদন॥
লাজ ত্যজি মম গুণ তুষ্ট হৈয়া গায়। উন্মত্ত হইয়া নাচে বাতুলের প্রায়॥
ভুবন পবিত্র করে হেন ভক্তগণ। জীব উদ্ধারিতে তারা করয়ে ভ্রমণ॥

।২৪। যথাগ্নিনা হেমমলং জহাতি ধ্মাতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপং।
আত্মা চ কর্ম্মানুশয়ং বিধুয় মদ্ভক্তিযোগেন ভজত্যথো মাং।

যেন হেম অনলেতে পুড়িতে পুড়িতে। মল ত্যজি রহে পুনঃ বিশুদ্ধ বর্ণেতে॥
তেন আত্মা ভক্তি যোগে ত্যজি কর্ম্ম মল। আমার স্বরূপ পায়্যা থাকয়ে নিশ্চল॥

।২৫। যথাতথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ মৎপুণ্যগাথাশ্রবণাভিধানৈঃ।
তথাতথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং চক্ষুর্যথৈবাঞ্জনসংপ্রযুক্তং॥

যথা যথা মম কথা করয়ে শ্রবণ। অথবা আমার নাম করয়ে গায়ন॥
যথা যথা চিত্ত তার পরিশুদ্ধ হয়। তথা তথা সূক্ষ্ম রূপ সুখেতে দেখয়॥
যেন চক্ষু অঞ্জনেতে হইলে নির্ম্মল। পরম রূপেতে দেখে স্বরূপ সকল॥

।২৬। বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিসজ্জতে।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে॥

বিষয়েতে ধ্যান যেই সতত করয়। তার চিত্ত বিষয়েতে মগ্ন হয়্যা রয়॥
তেন অনুক্ষণ মোরে স্মরে যেই জন। তার চিত্ত মম পদে স্থির হয়ে রন॥

।২৭। তস্মাদসদভিধ্যানং যথা স্বপ্নমনোরথং।
হিত্বা ময়ি সমাধৎস্ব মনোমদ্ভাবভাবিতং॥

অতএব বিষয় অসৎ ত্যজ ধ্যান। স্বপ্ন মনোরথ যেন ত্যেজ্যতে প্রমাণ॥
আমার ভাবেতে মনবিশুদ্ধ করিয়া। আমাতে রাখয় নিত্য সুস্থির হইয়া॥

।২৮। স্ত্রীণাং স্ত্রীসঙ্গিনাং সঙ্গংত্যক্ত্বা দূরতআত্মবান।
ক্ষেমে বিবিক্তআসীনশ্চিন্তয়েন্মামতন্দ্রিতঃ॥

শুনহ উদ্ধব আর বলি যে নিশ্চিত। যুবতীর সঙ্গ বাঞ্ছা না কর কচিৎ॥
স্ত্রী সঙ্গ যাহারা করে তার সঙ্গ ত্যজ। আমাকে একান্ত ভাবে অনলসে ভজ॥
দেখ এই সব সঙ্গ দূরেতে ত্যজিয়া। সুমঙ্গল স্থানে আমা চিন্তিবে বসিয়া॥

।২৯। ন তথাস্য ভবেৎক্লেশোবন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্যথা পুংসোযথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥

অন্য সঙ্গে এ জীবের তেন ক্লেশ নয়। আর অন্য সঙ্গে তেন বন্ধ নাহি হয়॥
যুবতীর সঙ্গে যেন সে সকল হয়। যুবতী লম্পট সঙ্গে যেন তা ঘটয়॥

শ্রীউদ্ধবউবাচ।৩০। যথাত্বামরবিন্দাক্ষ যাদৃশং বাযদাত্মকং।
ধ্যায়েন্মুমুক্ষুরেতন্মে ধ্যানং মে বক্তুমর্হসি॥

উদ্ধব বলেন শুন প্রভু ভগবান। যে রূপেতে তোমারে মুমুক্ষু করে ধ্যান॥
সেই ধ্যানগম্য রূপ বলিবে আমারে। এই নিবেদন প্রভু করিনু তোমারে॥
কেমন বিশেষ তাঁর কেমন স্বরূপ। কৃপা করি কহ প্রভু ধ্যান কিবা রূপ॥

শ্রীভগবানুবাচ।৩১। সমআসনআসীনঃ সমকায়োযথাসুখং।
হস্তাবুৎসঙ্গআধায় স্বনাসাগ্রকৃতেক্ষণঃ॥

ভগবান বলিছেন শুনহে উদ্ধব। তোমারে বলিব ধ্যান ক্রিয়া আদি সব॥
নিশ্চল হইয়া বসি সমান আসনে। যথা সুখে সমকায় হবে স্থির মনে॥
আপনার কোলেতে রাখিবে দুই হাত। নাসিকার অগ্রেতে করিবে দৃষ্টিপাত॥

।৩২। প্রাণস্য শোধয়েন্মার্গং পূরকুম্ভকরেচকৈঃ।
বিপর্য্যয়েণাপি সনৈরভ্যসেন্নির্জিতেন্দ্রিয়ঃ॥

আপনার প্রাণ মার্গ করহ শোধন। পুরক কুম্ভক কর পশ্চাৎ রেচন॥
কিম্বা রেচক পুরক কুম্ভক ক্রমেতে। প্রাণের রোধহ মার্গ বিপরীত মতে॥
অল্পে অল্পে অভ্যাস করহ প্রাণায়াম। ইন্দ্রিয়েরে বশে রাখ হইয়া নিষ্কাম॥

।৩৩। হৃদ্যবিচ্ছিন্নমোঙ্কারং ঘণ্টানাদং বিসোর্ণবৎ।
প্রাণেনোদীর্য্য তত্রাথ পুনঃ সংবেশয়েৎ স্বরং॥

সগর্ভ অগর্ভ ভেদে প্রাণায়াম হয়। তার মধ্যে সগর্ভ শুনহ মহাশয়॥
মূলাধার আদি করি হৃদয় অবধি। ব্রহ্মবীজ প্রণবেরে ভাব যথা বিধি॥
ঘণ্টানাদ তুল্য তিনি বিচ্ছেদ না হবে। প্রাণের সহিত ঊর্দ্ধে গমন করাবে॥

অনাহত চক্রে তাঁয় ক্রমেতে লইবে। পদ্মনাল সূত্র সম অংশু জানিবে॥
মাত্রার উপরে তথি বিন্দু পঞ্চদশ। তাহে প্রবেশাও তাঁরে করিয়া স্ববশ॥
প্রবেশ করায়ে তাঁরে করিবে যতন। বিন্দুর উপরি ভাগে করিবে স্থাপন॥
অথবা শাস্ত্রের মতে তাঁরে লৈয়া যাবে। ধ্যানেতে মস্তকে তাঁয় স্থাপন করিবে॥

। ৩৪। এবং প্রণবসংযুক্তং প্রাণমেব সমভ্যসেৎ।
দশকৃত্বস্ত্রিসবনং মাসাদর্ব্বাগ্জিতানিলঃ॥

প্রণব সংযুক্ত প্রাণে করহ অভ্যাস। দশধা ত্রিকাল কর পূর্ণ এক মাস॥
জিত প্রাণ হবে তবে তুমি সদাশয়। ইহাতে সন্দেহ কিছু কদাচ না হয়॥

। ৩৫। হৃৎপুণ্ডরীকমন্তঃস্থমূর্দ্ধনালমধোমুখং।
ধ্যাত্বোর্দ্ধমুখমুন্নিদ্রমষ্টপত্রং সকর্ণিকং॥

এবে শুন কহিব সে ধ্যানের বিষয়। যাহা আচরিলে ঘুচে সংসারের ভয়॥
হৃদয় কমল যিনি তিনি ঊর্দ্ধনাল। অধোমুখ হয়ে তেঁহ থাকে সর্ব্বকাল॥
দেহের মধ্যেতে তিনি আছেন সতত। তাঁরে ধ্যান কর তুমি মম অভিমত॥
বিকসিত ঊর্দ্ধ মুখ তাঁরে কর ধ্যান। অষ্ট পত্র কর্ণিকা মধ্যেতে শোভমান॥

। ৩৬। কর্ণিকায়াং ন্যসেৎ সূর্য্যসোমাগ্নীনুত্তরোত্তরং।
বহ্নিমধ্যে স্মরেদ্রূপং মমৈতদ্ধ্যানমঙ্গলং॥

কর্ণিকার মধ্যে মধ্যে রবি সোমানল। বহ্নি মধ্যে ভাবো মম রূপ সুমঙ্গল॥

। ৩৭। সমং প্রশান্তং সুমুখং দীর্ঘচারুচতুর্ভুজং।
সুচারু সুন্দরগ্রীবং সুকপোলং সুচিস্মিতং॥

অবয়ব সকল সে রূপেতে সমান। কমনীয় মুখ চারি ভুজে শোভমান॥
প্রশান্ত সুন্দর গ্রীবা কপোল শোভন। নির্ম্মল ঈষৎ হাস্যে শোভিছে বদন॥

।৩৮। সমানকর্ণবিন্যস্তস্ফুরন্মকরকুণ্ডলং।
হেমাম্বরং ঘনশ্যামং শ্রীবৎসশ্রীনিকেতনং॥
শঙ্খচক্রগদাপদ্মবনমালাবিভূষিতং।
নূপুরৈর্বিলসৎপাদং কৌস্তুভপ্রভয়া যুতং॥

সম কর্ণে শোভা করে মকর কুণ্ডল। হেমাম্বর ঘনশ্যাম রূপ ঝলমল॥
শ্রীবৎস শ্রীনিকেতন কমল লোচন॥ শঙ্খ চক্র গদা আদি করয়ে ভূষণ॥
রত্ন নূপুরেতে শোভে চারু পদ তল। কৌস্তুভ মণির কান্তি শোভে কণ্ঠস্থল॥

।৩৯। দ্যুমৎকিরীটকটককটিসূত্রাঙ্গদাযুতং।
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরং হৃদ্যং প্রসাদসুমুখেক্ষণং॥
সুকুমারমভিধ্যায়েৎ সর্ব্বাঙ্গেষু মনোদধৎ।

কান্তিযুক্ত কিরীট মস্তকে শোভা পায়। যে রূপ হয়েছে শোভা কহনে না যায়॥ কটি সূত্র কটক অঙ্গদ শোভা করে। সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর তাঁর হৃদয় কুহরে॥ প্রসাদ শোভন সুখ ঈক্ষণ কুমার। সর্ব্বাঙ্গ ভাবিয়া ধ্যান করহ আমার॥

।৪০। ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যোমনসাকৃষ্যতন্মনঃ।
বুদ্ধ্যা সারথিনা ধীরঃ প্রণয়েন্ময়ি সর্ব্বতঃ॥

এই দশ ইন্দ্রিয়রে বিষয় হইতে। মনেতে টানিয়া রাখ আপন বশেতে॥ বুদ্ধিরে সারথি করি সেই স্থির মন। আমাতে নিশ্চল ভাবে রাখ অনুক্ষণ॥ সেই মনে আমার সর্ব্বাঙ্গ কর ধ্যান। তদন্তর যা করিবে শুন সাবধান॥

।৪১। তৎ সর্ব্বব্যাপকং চিত্তমাকৃষ্যৈকত্র ধারয়েৎ।
নান্যানি চিন্তয়েদ্ভূয়ঃ সুস্মিতং ভাবয়েন্মুখং॥

অঙ্গ ত্যজি মুখে মন কর সমাধান। ইহাই সে কালে করা না করিবে আন॥ আমার বদনে চিত্ত করহ ধারণ। মম হাস্য যুক্ত মুখে স্থির কর মন॥ পুনরপি অন্য অঙ্গ না কর চিন্তন। তদন্তরে যা করিবে করি বিবরণ॥

।৪২। তত্র লব্ধপদং চিত্তমাকৃষ্য ব্যোম্নি ধারয়েৎ।
তচ্চ ত্যক্ত্বা মদারোহোন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥

মুখে হৈতে আকাশেতে রাখ লৈয়া মন। সে সময় অন্য চিন্তা নহে প্রয়োজন॥ তাহা হৈতে মানস আমাতে কর লয়। তবে ঘুচিবেক তব ধ্যানের বিষয়॥

।৪৩। এবং সমাহিতমতির্মামেবাত্মানমাত্মনি।
বিচষ্টে ময়ি সর্ব্বাত্মন জ্যোতির্জ্যোতিষি সংযুতং॥

এই রূপে হও তুমি সমাহিত মতি। আপনারে দেখিবে আমাতে হৈল স্থিতি॥ আমারে দেখিবে তুমি আপন আত্মাতে। জ্যোতি যেন থাকে যুক্ত সমান জ্যোতিতে॥

।৪৪। ধ্যানেনেত্থং সুতীব্রেণ যুঞ্জতোযোগিনোমনঃ।
সংযাস্যত্যাশুনির্ব্বাণং দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াভ্রমঃ॥

ইতি শ্রীভাগবতে একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

এরূপে যোগির মন ধ্যানে যদি রয়। লভয়ে নির্ব্বাণ শীঘ্র ভ্রম সে ঘুচয়॥ একাদশ স্কন্ধে চতুর্দ্দশ অধ্যায় হৈল। প্রাকৃত ভাষায় সনাতন বিরচিল॥

পঞ্চদশ অধ্যায়ের আভাস।

ততঃ পঞ্চদশে প্রোক্তাঃ সিদ্ধয়োধারণানুগাঃ।
শ্রীবিষ্ণুপদসংপ্রাপ্তাবন্তরায়তয়ামতাঃ॥

তদনন্তর শ্রীবিষ্ণু পদ সংপ্রাপ্তি বিষয়ে ব্যবধানত্ব রূপে অভিমত ধারণানুগত সকল সিদ্ধিকে পঞ্চদশ অধ্যায়ে কহিয়াছেন।

শ্রীভগবানুবাচ।১। জিতেন্দ্রিয়স্য যুক্তস্য জিতশ্বাসস্য যোগিনঃ।
ময়ি ধারয়তশ্চেতউপতিষ্ঠন্তি সিদ্ধয়ঃ॥

ভগবান বলেন শুনহ সদাশয়। জিত চিত্ত যোগী যাঁরা জিতেন্দ্রিয় হয়॥ মনেরে আমাতে রাখে জিনিয়ে নিশ্বাস। আমাতে রাখিল চিত্ত করিয়া বিশ্বাস॥ সিদ্ধিগণ যদৃচ্ছায় যোগিরে মিলয়। তাহে লোভ না করিলে যোগী সিদ্ধ হয়॥

শ্রীউদ্ধবউবাচ।২। কয়া ধারণয়া কাস্বিৎ কথম্বা সিদ্ধিরচ্যুত।
কতিবা সিদ্ধয়োব্রূহি যোগিনাং সিদ্ধিদোভবান॥

উদ্ধব বলেন কিছু কৃতাঞ্জলি পুটে। কোন ধারণায় প্রভু কোন সিদ্ধি ঘটে॥ কীদৃশী ধারণা হয় কিবা সে প্রকার। সিদ্ধি দাতা তুমি হও যোগী সবাকার॥ কতেক বা সিদ্ধি হয় নাম কিবা কার। তোমা বিনা এই তত্ত্ব কেবা জানে আর॥ সিদ্ধির প্রকার কহ দয়াময় হরি। জানিতে জিজ্ঞাসা করি নাকরি চাতুরী॥

শ্রীভগবানুবাচ। ৩। সিদ্ধয়োঽষ্টাদশপ্রোক্তাধারণাযোগপারগৈঃ।
তাসামষ্টৌ মৎপ্রধানাদশৈব গুণহেতবঃ॥

বলেন শ্রীভগবান শুন সদাশয়। আঠারো প্রকার সিদ্ধি শাস্ত্রেতে লিখয়॥ ধারণাও অষ্টাদশ প্রকারই হয়। ইহাতে অন্যথা নাই জানিহ নিশ্চয়॥ শুনহ যোগের যারা গিয়াছেন পার। তারা নিরূপিলা সিদ্ধি আঠারো প্রকার॥ তার মধ্যে অষ্ট সিদ্ধি যাহা শ্রেষ্ঠ হয়। এ অষ্ট সিদ্ধির আমি প্রধান আশ্রয়॥ আর দশ সিদ্ধি যেই ইহার ভিতরে। তাহা হৈলে সত্ত্ব গুণ বাড়য় শরীরে॥

। ৪। অণিমা মহিমা মূর্ত্তের্লঘিমা প্রাপ্তিরিন্দ্রিয়ৈঃ।
প্রাকাম্যং শ্রুতদৃষ্টেষু শক্তিঃ প্রেরণমীশিতা॥

অণিমা মহিমা আর লঘিমা এ তিন। শরীরের সিদ্ধি যোগী সাধে অনুদিন॥ প্রাপ্তি নাম সিদ্ধি যেই সকল প্রাণীর। ইন্দ্রিয় দেবতা সহ ধরয়ে শরীর॥ প্রাকাম্য সিদ্ধির গুণ শুন সদাশয়। সেই সিদ্ধি পরলোকে ভোগেরে দেখয়॥ পৃথিবী বিবরে যত আছে আচ্ছাদিত। সেই যোগী সিদ্ধি হৈতে দেখয়ে বিদিত॥ মায়া মায়া অংশ যত ভুবনে আছয়। সবাকে ঈশিতা সিদ্ধি প্রেরণ করয়॥

। ৫। গুণেষ্বসঙ্গোবশিতা যৎকামস্তদবস্যতি।
এতামে সিদ্ধয়ঃ সৌম্য অষ্টৌ চৌৎপত্তিকীর্মতাঃ॥

বিষয় ভোগেতে সঙ্গ ছাড়া সে বশিতা। মনোরথ পূর্ণ করে কামাবসায়িতা॥ এই অষ্ট সিদ্ধি মম স্বাভাবিক হয়। পরম শোভন তুমি জানিবে নিশ্চয়॥

। ৬। অনূর্ম্মিমত্ত্বং দেহেঽস্মিন দূরশ্রবণদর্শনং।
মনোজবঃ কামরূপং পরকায়প্রবেশনং॥

গুণ হেতু দশ সিদ্ধি শুন সদাশয়। শ্রেষ্ঠ জন বিনা ইহা কে আর বুঝয়॥ ক্ষুধা তৃষ্ণা দুই নাহি থাকয়ে শরীরে। অতি দূর দেখে দূর কথা কাণে ধরে॥ মনের সমান গতি হেলায় করয়। কামরূপ হয় পর দেহে প্রবেশয়॥

। ৭। স্বচ্ছন্দমৃত্যুর্দ্দেবানাং সহক্রীড়ানুদর্শনং।
যথাসঙ্কল্পসংসিদ্ধিরাজ্ঞাপ্রতিহতাগতিঃ॥

ইচ্ছায় মরেণ আর অপ্সর সহিত। ক্রীড়া করে দেবতার দেখা পায় নিত্য॥ যে কিছু কামনা করে সব সিদ্ধি হয়। গতি আজ্ঞা দুই কভু প্রতিহত নয়॥

। ৮। ত্রিকালজ্ঞত্বমদ্বন্দ্বং পরচিত্তাদ্যভিজ্ঞতা।
অগ্ন্যর্কাম্বুবিষাদীনাং প্রতিষ্টম্ভোহপরাজয়ঃ॥

পঞ্চ যেহ ক্ষুদ্র সিদ্ধি শুন ক্রমে তাহা।ত্রিকালজ্ঞ হয় যোগী সবে জানে যাহা॥ শীত উষ্ণ দুই তারে বাধা নাহি করে। পরের চিত্তের কথা বুঝয়ে অন্তরে॥ অগ্নি রবি জল বিষ স্তম্ভন করয়। কোনহ স্থলেতে তার নাহি পরাজয়॥

। ৯। এতাশ্চোদ্দেশতঃ প্রোক্তাযোগধারণসিদ্ধয়ঃ।
যয়া ধারণয়া যাস্যাদ্যথাবা স্যান্নিবোধ মে॥

উদ্দেশে কহিনু যোগ ধারণের সিদ্ধি। যাহা হৈতে যাহা হয় শুন স্থির বুদ্ধি॥ যেইত প্রকার হয় করি বিবরণ। চঞ্চল না হও তুমি স্থির কর মন॥

। ১০। ভূতসূক্ষ্মাত্মনি ময়ি তন্মাত্রং ধারয়ন্মনঃ।
অনিমানমবাপ্নোতি তন্মাত্রোপাসকোমম॥

ভূত সূক্ষ্ম রূপ যেই আমার আছয়। আপন তন্মাত্র মন তাহা যে ধরয়॥ হেন যে আমার উপাসক যোগী জন। অনিমা সে সিদ্ধি তার বশবর্ত্তী হন॥

। ১১। মহত্তত্ত্বাত্মনি ময়ি যথাসংস্থং মনোদধৎ।
মহিমানমবাপ্নোতি ভূতানাঞ্চ পৃথক পৃথক॥

মহত্তত্ত্ব আর পঞ্চভূত স্বরূপেতে। আমাতে তন্মাত্র মন রাখে ধারণাতে॥ মহিমান সিদ্ধি সেই উপাসক পায়। আমার চরণ সেবে বড়ই শ্রদ্ধায়॥ মহত্তত্ত্বে পঞ্চভূতে প্রত্যেক মহিমা। তাহা সব পায় সেহ কহিলাম সীমা॥

। ১২। পরমাণুময়ে চিত্তং ভূতানাং ময়ি রঞ্জয়ন্।
কালসূক্ষ্মাত্মতাং যোগী লঘিমানমবাপ্নুয়াৎ॥

বায়ুাদি ভূতের যেই পরমাণু হয়। সে রূপে আমাতে মন ধারণা করয়॥ কাল সূক্ষ্মাত্মতা রূপ যেই ইহা হয়। লঘিমা এ সিদ্ধি যোগী অবশ্য লভয়॥

। ১৩। ধারয়ন্ময্যহং তত্ত্বে মনোবৈকারিকেহখিলং।
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণামাত্মত্বং প্রাপ্তিং প্রাপ্নোতি মন্মনাঃ।

বৈকারিক অহংতত্ত্ব রূপ যে আমার। সেইত আমার রূপে মন স্থির যার॥ প্রাপ্তি সিদ্ধি সেই যোগী সুখেতে লভয়। সকল ইন্দ্রিয় রূপ সে যোগী ধরয়॥

।১৪। মহত্যাত্মনি যঃ সূত্রে ধারয়েন্ময়ি মানসং।
প্রাকাম্যং পারমেষ্ঠ্যং মে বিন্দতেঽব্যক্তজন্মনঃ॥

মায়া হৈতে জম্মে অহে যেই সূত্র রূপ। তারেও জানিহ হয় আমার স্বরূপ॥ সূত্ররূপ মহত্তত্ত্ব আমার রূপেতে। মানস ধরয়ে যোগী ধারণা বিধিতে॥ লভয়ে প্রাকাম্য সিদ্ধি পারমেষ্ঠ্য পদ। সুখেতে বিহরে যোগী হৈয়া নিরাপদ॥

।১৫। বিষ্ণৌ ত্র্যধীশ্বরে চিত্তং ধারয়েৎ কালবিগ্রহে।
সঈশিত্বমবাপ্নোতি ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষেত্রচোদনাং॥

তিন মায়া গুণের যেইত অধীশ্বর। সেই প্রভু ধরেছেন কাল কলেবর॥ সে রূপে যেইত মন করয়ে ধারণ। সে লভে ঈশিত্ব সিদ্ধি জীবের প্রেরণ॥ জীবের প্রেরণ আর জীবের উপাধি। প্রেরণ লভয়ে সেই জন নিরবধি॥

।১৬। নারায়ণে তুরীয়াখ্যে ভগবচ্ছব্দশব্দিতে।
মনোময্যাদধদ্যোগী মদ্ধর্মাবশিতামিয়াৎ॥

তুরীয়াখ্য ভগবান যেই নারায়ণ। যেই যোগী তাহে মন করিলা ধারণ॥ সে লভে বশিতা সিদ্ধি বিষ্ণু ধর্ম্মে রয়। তাহার মহিমা কিছু বর্ণন না হয়॥

।১৭। নির্গুণে ব্রহ্মণি ময়ি ধারয়ন্ বিশদং মনঃ।
পরমানন্দমাপ্নোতি যত্র কামোঽবসীয়তে॥

আমি যে নির্গুণ ব্রহ্ম অনুভবে জানে। হেন রূপে মনস্থির করয়ে যে ধ্যানে॥ সে যোগী পরমানন্দ আমায় লভয়। কামাবসায়িতা সিদ্ধি বলিনু তোমায়॥

।১৮। শ্বেতদ্বীপপতৌ চিত্তং শুদ্ধে ধর্ম্মময়ে ময়ি।
ধারয়ন্ শ্বেততাং যাতি ষড়ূর্ম্মিরহিতোনরঃ॥

শ্বেতদ্বীপ পতি প্রভু শুদ্ধ ধর্ম্মময়। সে রূপে বিশুদ্ধ মন যোগী যে ধরয়॥ শুদ্ধ সত্ত্ব কলেবর সেই যোগী ধরে। ষড়ূর্ম্মি ত্যজিয়া মুনি সুখেতে বিহরে॥

।১৯। ময্যাকাশাত্মনি প্রাণে মনসাঘোষমুদ্বহন।
তত্রোপলব্ধাভূতানাং হংসোবাচঃ শৃণোত্যসৌ॥

আমি যে আকাশ রূপ হইয়াছি প্রাণ। যেইত হয়েছি আমি শব্দের আধান॥ আমাতেই শব্দ যেহ মনেতে চিন্তয়। সকল জীবের বাক্য সেইত শুনয়॥ নানা বাক্য সেই জীব শুনে আকাশেতে। প্রাণী মাত্র যত বাক্য কয় নানা মতে॥

।২০। চক্ষুস্তৃষ্টরি সংযোজ্য ত্বষ্টারমপি চক্ষুষি।
মাং তত্র মনসা ধ্যায়ন্ বিশ্বং পশ্যতি দূরতঃ॥

চক্ষু লয়ে সবিতায় করয়ে যোজন। সবিতারে পুনঃ চক্ষে করয়ে মিলন॥ সূর্য্য মধ্যে আমারেহ ধ্যান করে যেই। দুরদর্শী হৈয়ে বিশ্ব সুখে দেখে সেই।

।২১। মনোময়ি সুসংযোজ্য দেহং তদনু বায়ুনা।
মদ্ধারণানুভাবেন তত্রাত্মা যত্র চৈব মনঃ॥

মন দেহ পবনেরে মিলিত করিয়া। আমাতে ধারণা করে তিনেতে করিয়া॥ সেই স্থলে যায় দেহ যথা মন যায়। এইরূপ হয় এ ধারণা মহিমায়॥

।২২। যদা মনউপাদায় যদ্যদ্রূপং বুভূষতি।
তত্তদ্ভবেন্মনোরূপং মদ্যোগবলমাশ্রয়ঃ॥

যখন এ যোগী নিজ মনেরে লইয়া। যে যে রূপ হৈতে ইচ্ছা করয়ে ভাবিয়া॥ সেই সেই রূপ যোগী ধরে অনায়াসে। আমার যোগের বল মহিমা বিশেষে॥

২৩। পরকায়ান্ বিশন্ সিদ্ধআত্মানং তত্র ভাবয়েৎ।
পিণ্ডং হিত্বা বিশেৎ প্রাণোবায়ুভূতঃ ষড়ঙ্ঘ্রিবৎ॥

পর দেহে প্রবেশিতে যদি মন হয়। সেই দেহে আপনারে যোগীন্দ্র চিন্তয়॥ নিজ পিণ্ড ছাড়ি প্রাণ অন্য পিণ্ডে যায়। বাহ্য পবনের সনে ভ্রমরের প্রায়॥ যেন অলি পুষ্প ছাড়ি পুষ্পান্তরে ধায়। তেন যোগী এক ত্যজি অন্য দেহে যায়॥

।২৪। পার্ষ্ণ্যাপীড্য গুদং প্রাণং হৃদুরঃকণ্ঠমূর্দ্ধসু।
আরোপ্য ব্রহ্মরন্ধ্রেণ ব্রহ্ম নীত্বোৎসৃজেত্তনুং॥

যে রূপেতে ইচ্ছায় মরণ যোগী পায়। তাহার বলিব ক্রম অবশ্য তোমায়॥ পার্ষ্ণিতে আপন গুহ্য দৃঢ় নিপীড়য়। নিজ প্রাণ উর্দ্ধপথে ক্রমেতে তুলয়॥ হৃদ উরু কণ্ঠ মাথে ক্রমে তুলে প্রাণ। ব্রহ্মরূপ আপনারে দৃঢ় করে জ্ঞান॥ ব্রহ্মরন্ধ্রে নিজ প্রাণ সুখেতে ত্যজয়। সংসারেতে গতি তার পুনশ্চ না হয়॥

।২৫। বিহরিষ্যন্ সুরাক্রীড়ে মৎস্থং সত্ত্বং বিভাবয়েৎ।
বিমানেনোপতিষ্ঠন্তি সত্ত্ববৃত্তীঃ সুরস্ত্রিয়ঃ॥

সুরালয়ে বিহরিতে যদি আশা করে। আমাতে যে আছে সত্ত্ব চিন্তয়

অন্তরে॥ বিমানে বসিয়া তবে সুর নারীগণ। যোগীর সঙ্গেতে ক্রীড়া করে অনুক্ষণ॥

।২৬। যথা সংকল্পয়েদ্বুদ্ধ্যা যথা বা মৎপরঃ পুমান।
ময়ি সত্যে মনোযুঞ্জংস্তথা তৎ সমুপাশ্নুতে॥

আমি সত্য আমাতে রাখিয়া নিজ মন। যেইত সংকল্প করে মম ভক্ত জন॥ সংকল্পানুসারে সেই সেই মনোরথ। অবশ্য লভয়ে যোগী সেই অবিরত॥

।২৭। যোবৈ মদ্ভাবমাপন্নঈশিতুর্বশিতুঃ পুমান।
ন কুতশ্চিদ্বিহন্যেত তস্য চাজ্ঞা যথা মম॥

আমিহ স্বতন্ত্র কভু নহি পরাধীন। সবার নিয়ন্তা সবা হইতে প্রবীন॥ এমত আমার ভাব যেই যোগী পায়। তার আজ্ঞা কদাচিৎ খণ্ডন না যায়॥ আমার আজ্ঞার সম আজ্ঞা তার হয়। তাহাতে আমাতে কভু ভিন্ন ভাব নয়॥

।২৮। মদ্ভক্ত্যা শুদ্ধবিত্তস্য যোগিনোধারণাবিদঃ।
তস্য ত্রৈকালিকী বুদ্ধির্জন্মমৃত্যুপবৃংহিতা॥

আমার ভক্তিতে যেই শুদ্ধ সত্ত্ব হয়। ধারণ বিধানে চিত্ত সুদৃঢ় করয়॥ তাহার ত্রিকাল জ্ঞান অবশ্য জন্ময়। জন্ম মৃত্যু আপনার সে যোগী বুঝয়॥

।২৯। অগ্ন্যাদিভির্ন হন্যেত মুনের্যোগময়ং বপুঃ।
মদ্যোগাশ্রিতচিত্তস্য যাদসামুদকং যথা॥

বুঝযে পরের চিত্ত যোগ অনুভাবে। হেলায় আমার পদ সেই যোগী পাবে॥ মম যোগ আশ্রয় করিল যার চিত্ত। তার দেহ অনলাদি নাহি নাশে নিত্য॥ কদাপি যোগীর দেহ বিনিহত নয়। সলিল চরেরে যেন জল না বাধয়॥

।৩০। মদ্বিভূতীরনুধ্যায়ন্ শ্রীবৎসাস্ত্রবিভূষণাঃ।
ধ্বজাতপত্রব্যজনৈঃ সভবেদপরাজিতঃ॥

যত যত আমার হয়েছে অবতার। শ্রীবৎসাস্ত্র বিভূষণ সহিত আমার॥ ধ্বজ আতপত্র আর ব্যজন সহিত। সেই সেই রূপে মোরে ধ্যান করে নিত্য॥ সে যোগীর কোথাও নাহিক পরাজয়। আমার প্রসাদে হয় সর্ব্বত্রেতে জয়॥

।৩১। উপাসকস্য মামেবং যোগধারণয়া মুনেঃ।
সিদ্ধয়ঃ পূর্ব্বকথিতাউপতিষ্ঠন্ত্যশেষতঃ॥

মম উপাসক যোগী ধারণা বিধিতে। মনের ধারণা নিত্য করয়ে আমাতে॥

পূর্ব্বেতে কথিত সিদ্ধি লভে যোগী সেই। নানাবিধ সে সিদ্ধি অশেষ হয় যেই ॥

। ৩২। জিতেন্দ্রিয়স্য দান্তস্য জিতশ্বাসাত্মনোমুনেঃ।
মদ্ধারণাং ধারয়তঃ কা সা সিদ্ধিঃ সুদুর্লভা॥

জিতেন্দ্রিয় দান্ত আর জিতশ্বাস হয়। যেই যোগী আপনার মন করে জয়॥ আমার ধারণা যদি সে জন করয়। কোন সিদ্ধি সুদুর্লভা তার নাহি হয়॥

। ৩৩। অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতান্ যুঞ্জতোযোগমুত্তমং।
ময়া সংপদ্যমানস্য কালক্ষপণহেতবঃ ॥

যে যোগী উত্তম নিত্য করয়ে সাধন। তারা এ সকল সিদ্ধি না করে গ্রহণ॥ যোগ বিঘ্ন বল্যে তারা করে হতাদর। আমারে সে মানে নিত্য করে সমাদর ॥

। ৩৪। জন্মৌষধিতপোমন্ত্রৈর্যাবতীরিহ সিদ্ধয়ঃ।
যোগেনাপ্নোতি তাঃ সর্ব্বানান্যৈর্যোগগতিং ব্রজেৎ ॥

জন্ম মহৌষধি তপ মন্ত্রের বলেতে। যত যত হয় সিদ্ধি সাধনে জগতে ॥ আমার ধারণ যোগ বল মহিমায়। এ সমস্ত সিদ্ধি যোগী অনায়াসে পায়॥ অন্য আচরিলে তাহা কভু নাহি হয়। ইহা আমি কহিলাম জানিহ নিশ্চয়॥

। ৩৫। সর্ব্বাসামপি সিদ্ধীনাং হেতুঃ পতিরহং প্রভুঃ।
অহং যোগস্য সাংখ্যস্য ধর্ম্মস্য ব্রহ্মবাদিনাং ॥

শুনহ যাবৎ সিদ্ধি যোগ শাস্ত্রে কয়। আমি সবাকার প্রভু জানিহ নিশ্চয়॥ ইহাদের হেতু পতি আমি সেহ হই। আর কেবা আছে ইথে অন্য আমি বই॥ যোগ সাংখ্য ধর্ম্ম ব্রহ্মবাদি সবাকার। আমি হই পতি গতি গতি নাহি আর ॥

। ৩৬। অহমাত্মান্তরোবাহ্যোনাবৃতঃ সর্ব্বদেহিনাং।
যথা ভূতানি ভূতেষু বহিরন্তঃ স্বয়ং তথা ॥

ইতি শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধব সংবাদে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

সবাকার আত্মা আমি অন্তর বাহিরে। কোথাও না হই বদ্ধ থাকি যে অন্তরে ॥ চতুর্ব্বিধ দেহে যেনমহা ভূতগণ। অন্তর বাহিরে আছ স্বয়ং তেমন ॥ একাদশ-স্কন্ধে পঞ্চ দশাধ্যায় হৈল। দেশ ভাষা মতে সনাতন বিরচিল ॥

ষোড়শ অধ্যায়ের আভাস।

ষোড়শে তু হরেরাবির্ভাবযুক্তাবিভূতয়ঃ।
জ্ঞানবীর্য্যপ্রভাবাদিবিশেষেণোপবর্ণ্যতে॥

হরির আবির্ভাবযুক্ত বিভূতি সকল এবং জ্ঞান বীর্য্য প্রভাব আদি ষোড়শাধ্যায়ে বিশেষ বর্ণন করিতেছেন॥

শ্রীউদ্ধবউবাচ। ১। ত্বং ব্রহ্ম পরমং সাক্ষাদনাদ্যন্তমপাবৃতং।
সর্ব্বেষামপি ভাবানাং ত্রাণস্থিত্যপ্যয়োদ্ভবঃ॥

উদ্ধব বলেন প্রভু কর অবধান। শুনিলাম যোগীরা যে রূপে সিদ্ধি পান॥
আপনি তুমিহ ভূতে পরব্রহ্মময়। আদ্য অন্ত নাহি তব জীবের আশ্রয়॥
কোথাও আবৃত নহ মুক্ত সর্ব্বদাই। বিশ্বের উদ্ভব আদি করহ গোসাঞী॥

। ২। উচ্চাবচেষু ভূতেষু দুর্জ্ঞেয়মকৃতাত্মভিঃ।
উপাসতে ত্বাং ভগবন্ যাথাতথ্যেন ব্রাহ্মণাঃ॥

উচ্চাবচ সর্ব্বভূতে তোমার নিলয়। পুণ্যহীন জন কভু তোমা না চিনয়॥
বেদের তাৎপর্য্য অর্থ জানে যে ব্রাহ্মণ। তারা সে তোমার পদ করেন সেবন॥
তুমি প্রভু ভগবান জানহ সকল। আমরা যতেক কহি কথা সে কেবল॥

। ৩। যেষু যেষু চ ভূতেষু ভক্ত্যা ত্বাং পরমর্ষয়ঃ।
উপাশীনাঃ প্রপদ্যন্তে সংসিদ্ধিং তদ্বদস্ব মে॥

যেই যেই ভাবে তোমা ঋষিরা সেবয়। অন্তকালে ভবপদ অনায়াসে পায়॥
সে সব বিভূতি মোরে বল মহাশয়। যে রূপে সংসার হৈতে মম গতি হয়॥
যাহাতে ঋষিরা সবে ভক্তিতে ভজিয়া। তরে যায় তাহা কহ সদয় হইয়া॥

। ৪। গূঢ়শ্চরসি ভূতাত্মা ভূতানাং ভূতভাবন।
ন ত্বাং পশ্যন্তি ভূতানি পশ্যন্তং মোহিতানি তে॥

সকল ভূতের আত্মা গূঢ় ভাবে রহ। সকল ভূতেরে পুনঃ সৃজন করহ॥
সকল ভূতেরে তুমি দেখ অনায়াসে। তোমারে না দেখে কেহ সর্ব্বভূতাবেশে॥
কেমনে দেখিবে তারা দেখিতে না পায়। মোহিত হইয়া আছে দেবের মায়ায়॥

।৫। যাঃ কাশ্চ ভূমৌ দিবি বৈ রসায়াং বিভূতয়োদিক্ষু মহাবিভুতে।
তামহ্যমাখ্যাহ্যনুভাবিতাস্তে নমামি তে তীর্থপদাঙ্ঘ্রিপদ্মং ॥

দিবি ভুবি রসাতলে এ দশ দিকেতে।ব্যাপিয়া আছহ তুমি যেই বিভূতিতে॥
সে সব বিভূতি প্রভু বলহ আমায়। শ্রবণ করিতে মম ইচ্ছা বড় হয়॥
তোমা হৈতে যাহাদের হয় নিয়োজন। সেইত বিভূতি কহ করিব শ্রবণ॥
তীর্থপদ তবপদ সকলের সার। সেই পাদপদ্মে আমি করি নমস্কার॥

শ্রীভগবানুবাচ ॥ ৬ ॥ এবমেতদহং পৃষ্টঃ প্রশ্নং প্রশ্নবিদাম্বর।
যুযুৎসুনা বিনশনে সপত্নৈরর্জ্জুনেন বৈ ॥

ভগবান বলিছেন শুন হে উদ্ধব। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ যবে করিল পাণ্ডব॥
সপত্ন সহিত রণ অর্জ্জুন বাঞ্ছিলা। এইরূপে প্রশ্ন তেঁহ আমারে করিলা॥

।৭। জ্ঞাত্বা জ্ঞাতিবধং গর্হ্যমধর্ম্মং রাজ্যহেতুকং।
ততোনিবৃত্তোহন্তাহং হতোহয়মিতি লৌকিকঃ॥

রাজ্যের নিমিত্তে কেন জ্ঞাতিরে বধিব। অল্প সুখ লাগি কেন নরকে পড়িব॥
জ্ঞাতি বধ কর্ম্ম ইহা অধর্ম্ম নিন্দিত। ইহা জেনে যুদ্ধ হতে হলেন রহিত॥
হন্তা বলি আপনারে কৈল অভিমান।আমি হত এরূপ প্রাকৃত হৈল জ্ঞান॥

।৮। সতদা পুরুষব্যাঘ্র যুক্ত্যা মে প্রতিবোধিতঃ।
অভ্যভাষত মামেবং যথা ত্বং রণমূর্দ্ধনি॥

তখন তাঁহারে আমি শাস্ত্র যুক্তি দিয়া। বোধ জন্মাইনু তাঁর শাস্ত্র কথা কৈয়া॥ আমার বিভূতি রণে আমা জিজ্ঞাসিলা। সংপ্রতি আপনি যথা জিজ্ঞাসা করিলা॥ পুরুষের শ্রেষ্ঠ তুমি জগতে বিদিত। এইরূপ প্রশ্ন তব হয়ত উচিত॥

।৯। অহমাত্মোদ্ধবামীষাং ভূতানাং সুহৃদীশ্বর।
অহং সর্ব্বাণি ভূতানি তেষাং স্থিত্যুদ্ভবাপ্যয়ঃ॥

শুনহে উদ্ধব যত দেখ ভূতগণ। সবাকার আত্মা আমি সুহৃদ সজ্জন॥
এই ভূত সবাকার আমি যে ঈশ্বর। সর্ব্বভূতময় আমি বহু রূপধর॥
আমা হৈতে সবাকার স্থিত্যুদ্ভব হয়। অন্তকালে আমাতে সকল পান লয়॥

। ১০। অহং গতির্গতিমতাং কালঃ কলয়তামহং।
গুণানাংচাপ্যহং সাম্যং গুণিন্যৌৎপত্তিকোগুণঃ॥

গতিমন্ত সবাকার আমি হই গতি। বশিকার মধ্যে আমি কালরূপ তথি॥ তিন গুণ মধ্যে আমি বলাই প্রধান। স্বাভাবিক গুণ আমি গুণের নিদান॥ গুণিদের মধ্যে মম স্বাভাবিক গুণ। সবাকার সত্ত্ব আদি হই সে ত্রিগুণ॥

। ১১। গুণিনামপ্যহং সূত্রং মহতাঞ্চ মহানহং।
সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবোদুর্জয়ানামহং মনঃ॥

আমিহ প্রথম সূত্র গুণি সবাকার। মহতের মধ্যে আমি মহৎ আকার॥ সূক্ষ্মের মধ্যেতে আমি জীব রূপ হই। দুর্জয়ের মধ্যে আমি মন শুন কই॥

। ১২। হিরণ্যগর্ভোবেদানাং মন্ত্রাণাং প্রণবস্ত্রিবৃৎ।
অক্ষরাণামকারোঽস্মি পদানি চ্ছন্দসামহং॥
ইন্দ্রোঽহং সর্ব্বদেবানাং বসূনামস্মি হব্যবাট।
আদিত্যানামহং বিষ্ণুরুদ্রাণাং নীললোহিতঃ॥

আমি সে হিরণ্যগর্ভ বেদ অধ্যাপনে। প্রণব ত্রিবৃত্ আমি মন্ত্রের গণনে॥ ত্রিপাদ গায়ত্রী আমি ছন্দের মধ্যেতে। অক্ষর মধ্যেতে আছি অকার রূপেতে॥ স্থির হয়্যে শুন তুমি আমি যেই সব। দেবের মধ্যেতে আমি জামিহ বাসব॥ বসুগণ মধ্যে আমি হই হব্যবাট। আদিত্য মধ্যেতে আমি বিষ্ণু দেবরাট॥ রুদ্রগণ মধ্যে আমি সে নীললোহিত। সকলেতে জানে আমি জগতে বিদিত॥

। ১৩। মহর্ষীণাং ভৃগুরহং রাজর্ষীণামহং মনুঃ।
দেবর্ষীণাং নারদোঽহং হবির্ধান্যস্মি ধেনুষু॥
সিদ্ধেশ্বরাণাং কপিলঃ সুপর্ণোঽহং পতত্রিণাং।
প্রজাপতীনাং দক্ষোঽহং পিতৃণামহমর্য্যমা॥

মহর্ষী মধ্যেতে ভৃগু ব্রহ্মাণ্ড বিখ্যাত। তাহার বৃত্তান্ত আর মুখে কব কত॥ রাজর্ষীর মধ্যে আমি স্বায়ম্ভুব মনু। ঋষি মধ্যে নারদ ধেনুতে কামধেনু॥ সিদ্ধগণ মধ্যেতে কপিল অবতার। আমি সে গরুড় রাজ পক্ষী সবাকার॥ প্রজাপতি মধ্যে আমি দক্ষ প্রজাপতি। আদিত্যগণের মধ্যে অর্য্যমা খেয়াতি॥

। ১৪ । মাং বিদ্ধ্যুদ্ধব দৈত্যানাং প্রহ্লাদমসুরেশ্বরং।
সোমং নক্ষত্রৌষধীনাং ধনেশং যক্ষরক্ষসাং।

জানিহ উদ্ধব আমি দৈত্যের মধ্যেতে৷ অবতীর্ণ হইয়াছি প্রহ্লাদ রূপেতে॥ অসুরের শ্রেষ্ঠ যেঁহ প্রহ্লাদ সুধীর। মম অবতার তেঁহ কহিলাম স্থির॥ নক্ষত্র ঔষধি মধ্যে আমি শশধর। যক্ষ রাক্ষসের মধ্যে আমি ধনেশ্বর॥

। ১৫ । ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং যাদসাং বরুণং প্রভুং।
তপতাং দ্যুমতাং সূর্য্যং মনুষ্যাণাঞ্চ ভূপতিং॥

গজেন্দ্র মধ্যেতে আমি ঐরাবত হাতী। জলচর মধ্যে ধরি বরুণ খেয়াতি॥ তাপযুক্ত দীপ্তিযুক্ত যত জন আছে। তার মধ্যে সূর্য্য আমি বলি তব কাছে॥ মনুষ্যের মধ্যে আমি হই নরপতি৷ প্রজা প্রতিপালি আমি হয়ে পৃথ্বীপতি॥

। ১৬ । উচ্চৈঃশ্রবাস্তুরঙ্গনাং ধাতূনামস্মি কাঞ্চনং।
যমঃ সংযমতাঞ্চাহং সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ॥

তুরঙ্গ মধ্যেতে উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বপতি। ব্রহ্মাণ্ডে আছয়ে যার অতিশয় খ্যাতি॥ ধাতুগণ মধ্যে আমি কাঞ্চন স্বরূপ। সংযমীর মধ্যে আমি হই যম রূপ॥ বাসুকী বলাই আমি সর্পের মধ্যেতে। সেই সর্পরাজ মম বিভূতি জগতে॥

। ১৭ । নাগেন্দ্রাণামনন্তোহহং মৃগেন্দ্রঃ শৃঙ্গিদংষ্ট্রিণাং।
আশ্রমাণামহাং তুর্য্যোবর্ণানং প্রথমোনঘ॥

তদনন্তর কহি শুন স্থির করি চিত্তে। অনন্ত আমার রূপ নাগেন্দ্র জাতিতে॥ শৃঙ্গি দন্তি মধ্যে জ্যেন আমারে মৃগেন্দ্র। বিবরিয়া কহি সব শুন ভক্ত ইন্দ্র॥ আশ্রম মধ্যেতে আমি সন্ন্যাস আশ্রম। চারি বর্ণ মধ্যে আমা জানিহ প্রথম॥ তুমিহ নিষ্পাপ হও জগতে বিদিত। অতএব এ বৃত্তান্ত কহিব নিশ্চিত॥

। ১৮ । তীর্থানাং শ্রোতসাং গঙ্গা সমুদ্রঃ সরসামহং।
আয়ুধানাং ধনুরহং ত্রিপুরঘ্নোধনুষ্মতাং॥

আমি গঙ্গা শ্রোতযুক্ত তীর্থের মধ্যেতে। সমুদ্র আমারে জ্যেন স্থির সলিলেতে॥ ধনুর আকার আমি আয়ুধ মধ্যেতে। ধানুকিতে ত্রিপুরঘ্ন বিদিত শাস্ত্রেতে॥

।১৯। ধিষ্ণ্যানামস্ম্যহং মেরুর্গহনানাং হিমালয়ঃ।
বনস্পতীনামশ্বত্থওষধীনামহং যবঃ॥

নিবাস স্থানের মধ্যে সুমেরু জানিহ। দুর্গমের মধ্যে হিমালয় সে আমিহ॥ অশ্বত্থ বলাই আমি বনস্পতি গণে। আমি যব রূপ হই ওষধি গণনে॥

।২০। পুরোধসাং বশিষ্ঠোঽহং ব্রহ্মিষ্ঠানাং বৃহস্পতিঃ।
স্কন্দোঽহং সর্ব্বসেনান্যামগ্রণ্যাং ভগবানজঃ॥

পুরোহিত মধ্যে আমি বশিষ্ঠ আপনি। বেদনিষ্ঠ মধ্যে বৃহস্পতি নাম গণি॥ যোদ্ধাপতি মধ্যে আমি স্কন্দ নাম ধরি। ব্রহ্মা আমি সাধু মার্গে প্রবর্ত্তন করি॥

।২১। যজ্ঞানাং ব্রহ্মযজ্ঞোঽহং ব্রতানামবিহিংসনং।
বায়্বগ্ন্যর্কাম্বুবাগাত্মা শুচীনামপ্যহং শুচিঃ॥

ব্রহ্ম যজ্ঞ আমি সর্ব্ব যজ্ঞের মধ্যেতে। অহিংসন ব্রত আমি সকল ব্রতেতে॥ পবন অনল রবি সলিল রূপেতে। শুচিগণ মধ্যে আমি শুচি এ লোকেতে॥ আর আমি বাক্য রূপে সব শুদ্ধ করি। এসব বৃত্তান্ত কহি তোমায় বিস্তরি॥

।২২। যোগানামাত্মসংরোধোমন্ত্রোঽস্মি বিজিগীষতাং।
আন্বীক্ষিকী কৌশলানাং বিকল্পঃ খ্যাতিবাদিনাং॥

আমিহ সমাধি রূপ অষ্টাঙ্গ যোগেতে। মন্ত্রণার মধ্যে আমি নীতি মন্ত্রণাতে॥ বিবেকাদি নৈপুণ্যেতে আত্ম বিদ্যা হই। আর কিছু শুন আমি বিবরিয়া কই॥ খ্যাতি বাদি পৃথিবীতে যতেক আছয়। আমার বিকল্প তায় জ্যেন সদাশয়॥

।২৩। স্ত্রীণান্তু শতরূপাহং পুংসাং স্বায়ম্ভুবোমনুঃ।
নারায়ণোমুনীনাঞ্চ কুমারোব্রহ্মচারিণাং॥

শতরূপা নারী আমি যুবতী গণেতে। স্বায়ম্ভুব মনু আমি পুরুষ মধ্যেতে॥ মুনিগণ মধ্যে জ্যেন নারায়ণ আর। ব্রহ্মচারী মধ্যে আমি সনৎকুমার॥

।২৪। ধর্ম্মাণামস্মি সন্ন্যাসঃ ক্ষেমাণামবহির্ম্মতিঃ।
গুহ্যানাং সূনৃতং মৌনং মিথুনানামজস্ত্বহং॥

আমি সে সন্ন্যাস ধর্ম্ম ধর্ম্মের মধ্যেতে। আমিহ অন্তর নিষ্ঠা অভয় স্থানেতে॥ গোপন মধ্যেতে আমি মৌন প্রায় বাণী। মিথুন ধর্ম্মের মধ্যে প্রজাপতি গণি॥

। ২৫। সংবৎসরোঽস্ম্যনিমিষামৃতূনাং মধুমাধবৌ।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহং নক্ষত্রাণাং তথাভিজিৎ॥

সম্বৎসর আমি হই কালের মধ্যেতে। আমি সে বসন্ত কাল এ ছয় ঋতুতে॥
মাসের মধ্যেতে অমি মার্গশীর্ষ মাস। উড়ুগধ্যে অভিজিত্ নামেতে প্রকাশ॥

। ২৬। অহং যুগানাঞ্চ কৃতং ধীরাণাং দেবলোঽসিতঃ।
দ্বৈপায়নোঽস্মি ব্যাসানাং কবীনাং কাব্যআত্মবান॥

যুগের মধ্যেতে আমি সত্যযুগ হই। ধীর মধ্যে অসিত দেবল আমি কই॥
ব্যাসগণ মধ্যে আমি হই দ্বৈপায়ন। কাব্যে আমি হই তথা কবির গণন॥

। ২৭। বাসুদেবোভগবতাং ত্বন্তু ভাগবতেষ্বহং।
কিং পুরুষাণাং হনূমান বিদ্যাধ্রাণাং সুদর্শনঃ॥

বাসুদেব আমি ভগযুক্তের মধ্যেতে। তুমি সে আমার রূপ ভক্তের মধ্যেতে॥
কিং পুরুষ মধ্যে আমি হই হনুমান। বিদ্যাধর গণে সুদর্শন মম নাম॥

। ২৮। মণীনাং পদ্মরাগোঽস্মি পদ্মকোশঃ সুপেশসাং।
কুশোঽস্মি দর্ভজাতীনাং গব্যমাজ্যং হবিঃষ্বহং॥

মণিগণ মধ্যে আমি পদ্মরাগ মণি। সুন্দরের মধ্যে পদ্ম কোষ নাম গণি॥
দর্ভ জাতি মধ্যে কুশ আমারে জানিহ। হবি মধ্যে গব্য ঘৃত আমারে গণিহ॥

। ২৯। ব্যবসায়িনামহং লক্ষ্মীঃ কিতবানাং ছলগ্রহঃ।
তিতিক্ষাস্মি তিতিক্ষূণাং সত্ত্বং সত্ত্ববতামহং॥

ব্যবসায়ি জনেতে সম্পত্তি রূপ হই। ধূর্ত্তগণ মধ্যে আমি দ্যূত বই নই॥
আমি সে তিতিক্ষা হই তিতিক্ষু জনেতে। সাত্ত্বিক জনেতে আমা জানিহ সত্যতে॥

। ৩০। ওজঃসহোবলবতাং কর্ম্মাহং বিদ্ধি সাত্বতাং।
সাত্বতাং নবমূর্ত্তীনামাদিমূর্ত্তিরহং পরা॥

বলবন্তে ইন্দ্রিয়াদি পটুতা আমিহ। ভক্তের ভক্তিতে কর্ম্ম আমারে জানিহ॥
ভক্তেরা যে নয় মুর্ত্তী আমার পুজয়। তার মধ্যে বাসুদেব আমারে গণয়॥

। ৩১। বিশ্বাবসুঃ পূর্ব্বচিত্তির্গন্ধর্ব্বাপ্সরসামহং।
ভূধরাণামহং স্থৈর্য্যং গন্ধমাত্রমহং ভুবঃ॥

বিশ্বাবসু আমি সর্ব্ব গন্ধর্ব্ব মধ্যেতে। পূর্ব্বচিত্তি আমি সর্ব্ব অপ্সরা গণেতে॥
স্থৈর্য্য রূপ আমি জ্যেন সর্ব্ব ভূধরেতে। গন্ধরূপ মাত্র আমি হইত ভূমিতে॥

। ৩২ । অপাং রসশ্চ পরমস্তেজিষ্ঠানাং বিভাবসুঃ।
প্রভা সূর্য্যেন্দুতারাণাং শব্দোঽহং নভসঃ পরঃ॥

মধুর সে রস রূপ সকল জলেতে। আমি বিভাবসু হই তেজস্বি মধ্যেতে॥ চন্দ্র সূর্য্য তারা গণে আমি হই প্রভা। আকাশের মধ্যে মম শব্দরূপে শোভা॥ পরাখ্য রূপেতে শব্দ আমি গগণেতে। আর কিছু কহি শুন ভবগোচরেতে॥

। ৩৩ । ব্রহ্মণ্যানাং বলিরহং বীরাণামহমর্জ্জুনঃ।
ভূতানাং স্থিতিরুৎপত্তিরহংবৈপ্রতিসংক্রমঃ॥

আমি বলিরাজা হই ব্রহ্মণ্য মধ্যেতে। অর্জ্জুন আমারে জ্যেন বীর গণনেতে॥ ভূতের উৎপত্তি আমি আমি হই স্থিতি। আমিহ সংহার হই ভূতের সংপ্রতি॥

। ৩৪ । গত্যুক্ত্যুৎসর্গোপাদানমানন্দস্পর্শলক্ষণং।
আস্বাদঃ শ্রুত্যবঘ্রাণমহং সর্ব্বেন্দ্রিয়েন্দ্রিয়ং॥

বাক পাণি পাদাদি যে পঞ্চেন্দ্রিয় হয়। চলনাদি পাঁচ যেই তাহার বিষয়॥ জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ যেই শ্রোত্র আদি করি। শব্দাদি বিষয় রূপে তাহে সে বিহরি॥ ইন্দ্রিয় সবার আমি ইন্দ্রিয় রূপেতে। বিষয় গ্রহণ শক্তি জন্মে আমা হৈতে॥

। ৩৫ । পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপোজ্যোতিরহং মহান।
বিকারঃ পুরুষোঽব্যক্তং রজঃ সত্ত্বং তমঃ পরং॥

পৃথিবী সলিল বহ্নি পবন আকাশ। শব্দাদি রূপেতে আমি হয়েছি প্রকাশ॥ অহংকার মহত্তত্ত্ব ষোড়শ বিকার। পুরুষ প্রকৃতি রজঃ সত্ত্ব তম আর॥ প্রকৃতি প্রকৃতি গুণ আর যেহ ব্রহ্ম। এই সব আমি হই কহিলাম মর্ম্ম॥

। ৩৬ । অহমেতৎ প্রসঙ্খ্যানং জ্ঞানং তত্ত্ববিনিশ্চয়ঃ॥

পঞ্চবিংশ সঙ্খ্যা যেই তত্ত্ব বিনিশ্চয়। এই সব রূপ আমি পরজ্ঞান ময়॥

। ৩৭ । ময়েশ্বরেণ জীবেন গুণেন গুণিনা বিনা।
সর্ব্বাত্মনাপি সর্ব্বেণ ন ভাবো বিদ্যতে কচিৎ॥

জীবেশ্বর ভেদে আমি হই দুই মত। গুণ গুণী ভাবে আমি ব্যাপেছি জগৎ॥ সর্ব্বভাবে আমি আছি আমা বিনা আন। কোথাহ নাহিক কেহ জানিহ নিদান॥

। ৩৮। সংখ্যানং পরমাণূনাং কালেন ক্রিয়তে ময়া।
ন তথা মে বিভূতীনাং সৃজতো হণ্ডানি কোটিশঃ॥

আমার বিভূতি অন্ত কদাচিৎ নাই। অন্যের কি দায় ইথে আপনি না পাই॥ পৃথিব্যাদি পরমাণু যতেক আছয়। কালেতে ইহার সঙ্খ্যা কদাচিৎ হয়॥ আমার বিভূতি অন্ত কে বুঝিতে পারে। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডকে সৃজেছি সংসারে॥ ব্রহ্মাণ্ডের নাহি অন্ত বিভূতি কে জানে। আপনি না পাই অন্ত কে পাইবে আনে॥

। ৩৯। তেজঃ শ্রীঃ কীর্ত্তিরৈশ্বর্য্যং হ্রীস্ত্যাগঃ সৌভগং ভগঃ।
বীর্য্যং তিতিক্ষা বিজ্ঞানং যত্র যত্র সমেংশকঃ॥

তেজ কান্তি কীর্ত্তি বিদ্যা তিতিক্ষা ঐশ্বর্য্য। লজ্জা ত্যাগ ভাগ্য আর সৌভাগ্য যে বীর্য্য॥ যেথানে যেথানে ইহা দেখ সদাশয়। এ সব আমার অংশ জানিহ নিশ্চয়॥

। ৪০। এতাস্তে কীর্ত্তিতাঃ সর্ব্বাঃ সংক্ষেপেণ বিভূতয়ঃ।
মনোবিকারা এবৈতে যথা বাচাভিধীয়তে॥

সংক্ষেপে কহিনু আমি এতেক বিভূতি। মনের বিকার এই সত্য নহে অতি॥ খঃ পুষ্প বলিতে যেন কেবল বচন। সকল জানিহ মিথ্যা কল্পিয়াছে মন॥

। ৪১। বাচং যচ্ছ মনো যচ্ছ প্রাণং যচ্ছেন্দ্রিয়াণি চ।
আত্মানমাত্মনা যচ্ছ ন ভূয়ঃ কল্পসেঽধ্বনে॥

সংসারে নিস্তার বীজ শুনহ উদ্ধব। আপনার বশে রাখ নিজ বাক্য সব॥ যতনে রাখহ বশে আপনার মন। প্রাণেরে বশেতে রাখ করে সংযমন॥ যত্ন করি বশে রাখ ইন্দ্রিয়গণেরে। আপনার বশে রাখ আপন বুদ্ধিরে॥ সংসার মার্গেতে পুনঃ না করিবে গতি। আমার চরণ পদ্মে তবে হবে স্থিতি॥

। ৪২। যো বৈ বাঙ্মনসী সম্যগসংযচ্ছন্ ধিয়া যতিঃ।
তস্য ব্রতং তপো দানং স্রবত্যামঘটাম্বুবৎ॥

যেইত পুরুষ নিজ বাক্য আর মন। বুদ্ধি বলে দুই নাহি করে সংযমন॥ তার ব্রত তপো দান সকলি শ্রবয়। আম ঘটে জল যেন কভু নাহি রয়॥

। ৪৩। তস্মাদ্বচোমনঃপ্রাণান্ নিয়চ্ছেন্মৎপরায়ণঃ।
মদ্ভক্তিযুক্তয়া বুদ্ধ্যা ততঃ পরিসমাপ্যতে॥

ইতি শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধব সংবাদে মহাবিভূতিঃ ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥

অতএব মম ভক্ত হন যেই জন। বাক্য মন প্রাণ যেই করে সংযমন॥
ভক্তিযোগে নিজ বুদ্ধি নির্ম্মল করয়। কৃত কৃত্য হয়্যে সে সংসারে না ভ্রময়॥
একাদশ স্কন্ধে এই ষোড়শ অধ্যায়। এইত বিভূতি যোগ রচিলা ভাষায়॥

সপ্তদশ অধ্যায়ের আভাস।

ততঃ সপ্তদশে পৃষ্টে স্বধর্ম্মে ভক্তিলক্ষণে।
হংসোক্তং ধর্ম্মমম্বাহ ব্রহ্মচারিগৃহস্থয়োঃ॥

তদনন্তর সপ্তদশাধ্যায়ে ভক্তি লক্ষণ স্বধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করাতে হংসদেব কর্ত্তৃক উক্ত ব্রহ্মচারীর এবং গৃহীর ধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব মহাশয়ের প্রতি কহিতেছেন।

শ্রীউদ্ধব উবাচ। ১। যস্ত্বয়াভিহিতঃ পুর্ব্বং ধর্ম্মস্ত্বদ্ভক্তিলক্ষণঃ।
বর্ণাশ্রমাচারবতাং সর্ব্বেষাং দ্বিপাদমপি॥

উদ্ধব বলেন শুন প্রভু নারায়ণ। আপনি বলেছ পূর্ব্বে ধর্ম্ম যে সাধন॥
যে ধর্ম্ম হইতে তব ভক্তি যোগ হয়। কহিয়াছ সেই ধর্ম্ম প্রভু দয়াময়॥
কেহ বর্ণাশ্রমাচার করে সমাদরে। সেই সব ত্যাগ করে কোন কোন নরে॥
কৃপাকরি ওহে হরি দেব চক্রপাণি। সে সব নরের ধর্ম্ম কহেছ আপনি॥

। ২। যথানুষ্ঠীয়মানেন ত্বয়ি ভক্তির্নৃণাং ভবেৎ।
স্বধর্ম্মেণারবিন্দাক্ষ তন্মমাখ্যাতুমর্হসি॥

যে রূপেতে নিজ ধর্ম্ম নর আচরিলে। তোমার চরণ পদ্মে ভক্তিযোগ ফলে॥
বিবরিয়া তাহা মোরে বল মহাশয়। তবে সে ঘুচিবে মম মনের সংশয়॥
অহে শ্রীপঙ্কজ নেত্র তুমি দয়াময়। বিনয়ে জিজ্ঞাসি নাথ কহ হে আমায়॥

। ৩। পুরা কিল মহাবাহো ধর্ম্মং পরমকং প্রভো।
যত্তেন হংসরূপেণ ব্রহ্মণেঽভ্যাত্থ মাধব॥

পূর্ব্বেতে আপনি হংস রূপে ব্রহ্মাগ্রেতে। কহিয়াছিলেন ধর্ম্ম বর্ণাশ্রম মতে॥ সে পরম সুখ রূপ ধর্ম্ম কহেছিলে। নিবেদিনু শ্রীমাধব চরণ কমলে॥

। ৪। স ইদানীং সুমহতা কালেনামিত্রকর্ষণ।
ন প্রায়োভবিতা মর্ত্যলোকে প্রাগনুশাসিতঃ॥

মর্ত্য লোকে সেই ধর্ম্ম আছিলা প্রকাশ। এখন অনেক কালে সেহ গেল নাশ॥ প্রায় সেই ধর্ম্ম পুনঃ না হইবে লোকে। কালেতে ঘুচিবে বোধ হতেছে আমাকে॥

। ৫। বক্তা কর্ত্তাঽবিতা নান্যোধর্ম্মস্যাচ্যুত তে ভুবি।
সভায়ামপি বৈরিঞ্চ্যাং যত্র মূর্ত্তিধরাঃ কলাঃ॥
কর্ত্রাঽবিত্রা প্রবক্ত্রা চ ভবতা মধুসূদন।
ত্যক্তে মহীতলে দেব বিনষ্টং কঃ প্রবক্ষ্যতি॥

কহে রাখে করে ধর্ম্ম তোমাভিন্ন জন। পৃথিবীর মধ্যে কেবা বল নারায়ণ॥ সভা মধ্যে বিরিঞ্চির সভা উপাদেয়। যথা মূর্ত্তি ধরি দেবগণ বিহরয়॥ কর্ত্তা বক্তা প্রবর্ত্তা নাহিক ভূমি তলে। কেহ বক্তা নাহি তুমি পৃথিবী ত্যজিলে॥ শ্রীমধুসূদন যদি পৃথিবী ত্যজিবে। ধর্ম্ম হৈলে অপ্রকাশ সে ধর্ম্ম কে কবে॥

। ৬। তৎ ত্বং নঃ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মস্ত্বদ্ভক্তিলক্ষণঃ।
যথা যস্য বিধীয়েত তথা বর্ণয় মে প্রভো॥
শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ। ইত্থং সভৃত্যমুখ্যেন পৃষ্টঃ স ভগবান হরিঃ।
প্রীতঃ ক্ষেমায় মর্ত্যানাং ধর্ম্মমাহ সনাতনং॥

সেই হেতু এইরূপ কর নারায়ণ। যাহাই করিবে তাহা করি নিবেদন॥ সকল ধর্ম্মের জ্ঞাতা তুমি মহাশয়। তব ভক্তি লক্ষণ সে তব ধর্ম্ম হয়॥ বর্ণাশ্রম বিভাগেতে বেদ অনুসারে। বিবরিয়া সর্ব্ব ধর্ম্ম বলিবে আমারে॥ বলিছেন শুকদেব শুনহ রাজন। অতঃপর কিছু আমি করি বিবরণ॥ নিজ ভৃত্য শ্রেষ্ঠ যদি হেন জিজ্ঞাসিলা। প্রীতি যুক্ত হয়ে প্রভু কহিতে লাগিলা॥ মর্ত্যের মঙ্গল লাগি সনাতন ধর্ম্ম। কহিলেন হরি তার ভক্ত বুঝে মর্ম্ম॥

শ্রীভগবানুবাচ। ৭। ধর্ম্মএষ তব প্রশ্নোনৈঃশ্রেয়সকরোনৃণাং।
বর্ণাশ্রমাচারবতাং তমুদ্ধব নিবোধ মে॥

ভগবান বলিছেন শুনহ উদ্ধব। কেবল জানিহ ধর্ম্ম তব প্রশ্ন সব॥
বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যারা করে আচরণ। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আদি গৃহী আদি জন॥
সকল লোকের যাতে ভক্তি সে জন্মান। সে ধর্ম্ম বলিব শুন হয়ে সাবধান॥

। ৮। আদৌ কৃতযুগে বর্ণোনৃণাং হংসইতি স্মৃতঃ।
কৃতকৃত্যাঃ প্রজা জাত্যা তস্মাৎ কৃতযুগং বিদুঃ॥

আদ্যে কৃত যুগে যত মনুষ্য আছিল। স্বভাবেতে হংসবর্ণ সমস্ত হইল॥
জন্ম হইতে কৃত কৃত্য প্রজাগণ ছিলা। অতেব যুগের নাম কৃত যুগ দিলা॥

। ৯। বেদঃ প্রণবএবাগ্রে ধর্ম্মোহহং বৃষরূপধৃক।
উপাসতে তপোনিষ্ঠা হংসং মাং মুক্তকিল্বিষাঃ॥

প্রণব রূপেতে আমা সকলে জানিত। হংস রূপে ধ্যানে নরে আমা উপাসিত॥ প্রবৃত্ত না ছিল অগ্রে অন্য কোন কর্ম্ম। বৃষ রূপী ছিনু আমি চতুষ্পাদ ধর্ম্ম॥ তপোনিষ্ঠ মানস আছিলা সবাকার। ধ্যান নিষ্ঠা বিনা কর্ম্ম নাহি ছিল আর॥ সত্যযুগে তাহারা যে নিষ্পাপ আছিল। সে সব নিষ্পাপ জন আমা উপাসিল॥

। ১০। ত্রেতামুখে মহাভাগ প্রাণান্মে হৃদয়াত্ত্রয়ী।
বিদ্যা প্রাদুরভূত্তস্যাঅহমাসং ত্রিবৃন্মখঃ॥

শুন মহাভাগ যদি ত্রেতা যুগ হৈল। মম প্রাণ হৈতে ত্রয়ী বিদ্যা উপজিল॥ যজ্ঞ রূপ কর্ম্ম সেই ইথে প্রবর্ত্তিল। উদ্গাতা অধ্বর্য্যু হোতা তিনে যজ্ঞ হৈল॥ যজ্ঞ রূপে আমারে পূজিত নরগণ। অন্য রূপে আমার না ছিল আরাধন॥

। ১১। বিপ্রক্ষত্রিয়বিট্শূদ্রামুখবাহূরুপাদজাঃ।
বৈরাজাৎ পুরুষাজ্জাতাযআত্মাচারলক্ষণাঃ॥

বিরাটের মুখ বাহু ঊরু পদ হৈতে। বিপ্র ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র জন্মিলা ক্রমেতে॥
যে যাহার স্বধর্ম্ম করিত ব্যবহার। তাহাতে যাইত জানা কিবা জাতি কার॥

। ১২। গৃহাশ্রমোজঘনতোব্রহ্মচর্য্যং হৃদোমম।
বক্ষঃস্থলাবনে বাসঃ সন্ন্যাসঃ শিরসি স্থিতঃ॥

আমার জঘন হৈতে হৈল গৃহাশ্রম। হৃদয় হইতে ব্রহ্মচর্য্যের জনম। বক্ষঃস্থল হইতে জন্মিল বনেবাস। আমার মস্তক হৈতে জন্মিল সন্ন্যাস॥

। ১৩। বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ জন্মভূম্যনুসারিণীঃ।
আসন প্রকৃতয়োনৃণাং নীচৈর্নীচোত্তমোত্তমাঃ॥

বর্ণাশ্রম জন্মভূমি স্বভাবানুসারে। উত্তম মধ্যম নীচ হৈল ব্যবহারে॥

। ১৪। শমোদমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জবং।
মদ্ভক্তিশ্চ দয়া সত্যং ব্রহ্মপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ॥

শম দম তপঃ শৌচ সন্তোষ ঋজুতা। ক্ষমা মম ভক্তি দয়া আর সত্য কথা॥ বিপ্রের স্বভাব ধর্ম্ম বলিনু তোমারে। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম বলি শাস্ত্র অনুসারে॥

। ১৫। তেজোবলং ধৃতিঃ শৌর্য্যং তিতিক্ষৌদার্য্যমুদ্যমঃ।
স্থৈর্য্যং ব্রহ্মণ্যমৈশ্বর্য্যং ক্ষত্রপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ॥
আস্তিক্যং দাননিষ্ঠা চ অদম্ভোব্রহ্মসেবনং।
অতুষ্টিরর্থোপচয়ে বৈশ্যপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ॥
শুশ্রূষণং দ্বিজগবাং দেবানাঞ্চাপ্যমায়য়া।
তত্র লব্ধেন সন্তোষঃ শূদ্রপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ॥

তেজ বল ধৃতি শৌর্য্য তিতিক্ষা ঔদার্য্য। উদ্যম ব্রহ্মণ্য স্থৈর্য্য পরম ঐশ্বর্য্য॥ ক্ষত্রিয় স্বভাব এই ধর্ম্ম আচরণ। বৈশ্য ধর্ম্ম বলি শুন স্থির করি মন॥ আস্তিক্য দানেতে নিষ্ঠা সদা দম্ভহীন। বিপ্রসেবা ধনার্জ্জনে পরিতোষ হীন॥ বৈশ্যের স্বভাব ধর্ম্ম এইত সকল। শূদ্র ধর্ম্ম শুন ইবে হয়ে অচঞ্চল॥ দ্বিজের গোয়ের সেবা করে অনুক্ষণ। অমায়ায় সদা করে দেবের সেবন॥ সেবা লব্ধ ধনেতে সর্ব্বদা পরিতোষ। শূদ্রের স্বভাব ধর্ম্ম জানিহ নির্দ্দোষ।

। ১৬। অশৌচমনৃতং স্তেয়ং নাস্তিক্যং শুষ্কবিগ্রহঃ।
কামঃ ক্রোধশ্চ তর্ষশ্চ স্বভাবোহন্ত্যাবসায়িনাং॥

অশৌচ বচন মিথ্যা চৌর্য্য কর্ম্মে রত। নাস্তিক্য সে আচরণ করে অবিরত॥ যেইত কলহে নাশ সমূলেতে হয়। সেই রূপ পরস্পর কলহ করয়॥ কাম ক্রোধ তৃষ্ণা স্বভাব অন্ত্যজেতে। ক্রমেতে বলিনু ইহা তব গোচরেতে॥

। ১৭ । অহিংসা সত্যমস্তেয়মকামক্রোধলোভতা।
ভূতপ্রিয়হিতেহা চ ধর্ম্মোঽয়ং সার্ব্ববর্ণিকঃ ॥

অহিংসা অচৌর্য্য সত্য অকাম অক্রোধ। লোভহীন ভূতে প্রিয় হিতে উপরোধ ॥ এই সব ধর্ম্ম জ্ঞেন সকল বর্ণেতে। স্বধর্ম্মে থাকিলে লোক তরে সংসারেতে ॥

। ১৮। দ্বিতীয়ং প্রাপ্যানুপূর্ব্ব্যা জন্মোপনয়নং দ্বিজঃ।
বসন গুরুকুলে দান্তোব্রহ্মাধীয়ীত চাহুতঃ ॥

ব্রহ্মচারি ধর্ম্ম ইবে শুন সদাশয়। শাস্ত্র মতে ব্রহ্মচারি দুই রূপ হয় ॥
উপকুর্ব্বাণক আদ্য নৈষ্ঠিক দ্বিতীয়ে।আদ্যের শুনহ ধর্ম্ম তোমারে বলিয়ে॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন জাতি। দ্বিজ বলি এই তিন বর্ণের খেয়াতি॥
গর্ভাধান আদি করি যত সংস্কার। যথা ক্রমে বেদ মতে করে ব্যবহার ॥
হৈলে উপনয়ন দ্বিতীয় জন্ম হয়। অতএব বলি দ্বিজ শূদ্রের এ নয় ॥
গায়ত্রী গ্রহণ হৈলে ব্রহ্মচর্য্য ধরে। গুরুর কুলেতে বৈসে বেদ পাঠ করে॥
আর কিছু কহি আমি গোচরে তোমার। গুরুর কুলেতে করে বেদার্থ বিচার॥
গুরু সে ডাকিয়া তারে এসব করান। নিশ্চয় জানিহ ইহা শাস্ত্রের প্রমাণ॥

। ১৯। মেখলাজিনদণ্ডাক্ষব্রহ্মসূত্রকমণ্ডলূন্।
জটিলোধৌতদদ্বাসোঽরক্তপীঠঃ কুশান্ দধৎ ॥

দণ্ড কমণ্ডলু ধরে মেখলা অজিন। ব্রহ্ম সূত্র অক্ষ মালা ধরে অনুদিন ॥
জটিল অধৌত দন্ত বসন ধরয়। কুশ ধারি রক্ত হীন আসন করয় ॥

। ২০। স্নানভোজনহোমেষু জপোচ্চারে চ বাগ্যতঃ।
ন চ্ছিন্দ্যান্নখরোমাণি কক্ষোপস্থগতান্যপি ॥

স্নান হোম জপ আর শয়ন ভোজন। মল মূত্রত্যাগ কালে মৌন ভাবে রণ॥
নখ রোম কদাচিৎ না করে ছেদন। কক্ষ উপস্থের রোম করয়ে ধারণ ॥

। ২১। রেতোন বিকিরেজ্জাতু ব্রহ্মব্রতধরঃ স্বয়ং।
অবকীর্ণেঽবগাহ্যাপ্সু যতাসুস্ত্রিপদাং জপেৎ ॥

বুদ্ধি পুর্ব্বকেতে রেত ত্যাগ না করয়। গৃহস্থের ধর্ম্ম চিত্তে কভু নাহি লয়॥
আপনি যদ্যপি রেত হয়ত ক্ষরণ। জল মধ্যে গিয়ে করে সে অবগাহন ॥
প্রাণায়াম করিয়া সোধিত করে মন। গায়ত্রীর জপ তার প্রায়শ্চিত্ত হন॥

।২২। অগ্ন্যর্কাচার্য্যগোবিপ্রগুরুবৃদ্ধসুরান শুচিঃ।
সমাহিতউপাসীত সন্ধ্যে দ্বে যতবাগ্‌জপন্‌॥
আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়োগুরুঃ॥

অগ্নি রবি আচার্য্য গো বিপ্র গুরু জনে। ব্রহ্ম দেবগণে পূজে সমাহিত মনে॥ উভয় সন্ধ্যাতে মৌন হয়্যে সন্ধ্যা করে। মধ্যাহ্ন সন্ধ্যাহ বিধি মতে সমাদরে॥ ত্রিসন্ধ্যায় গায়ত্রীর করে উপাসন। কায় মন বাক্যে করে আচার্য্য সেবন॥ আমারে আচার্য্য বল্যে জানয়ে নিশ্চয়। আচার্য্যেরে অবজ্ঞা কদাপি না করয়॥ মর্ত্ত্য বুদ্ধে আচার্য্যে অসূয়া নাহি করে। সর্ব্বদেবময় গুরু জানয়ে অন্তরে॥

।২৩। সায়ং প্রাতরুপানীয় ভৈক্ষ্যং তস্মৈ নিবেদয়েৎ।
যচ্চান্যদপ্যনুজ্ঞাতমুপযুঞ্জীত সংযতঃ॥

প্রভাতে ও সায়ংকালে ভিক্ষা গিয়া করে। ভক্ষ্যদ্রব্য সমর্পণ করয়ে গুরুরে॥ অন্য আর যাহা পায় ব্রহ্মচারি জন। তাহাও গুরুকে সেহ করে সমর্পণ॥ কিছু অন্নভোগ করে গুরুর আজ্ঞায়। যাহা দেন গুরু সে সংযত হয়ে খায়॥

।২৪। শুশ্রূষমাণআচার্য্যং সদোপাসীত নীচবৎ।
যানশয্যাসনস্থানৈর্নাতিদূরে কৃতাঞ্জলিঃ॥

অনুক্ষণ আচার্য্যের করে শুশ্রূষণ। দাস সম আচার্য্যের করয়ে সেবন॥ জানাদি চাপিয়া গুরু চলেন যখন। তার পাছে পাছে শিষ্য করয়ে গমন॥ শয়ন করেন যদি প্রশস্ত হইয়া। তাঁহার সমীপে তবে থাকেন শুয়িয়া॥ যদি সে গুরুর কোনরূপে শ্রম হয়। চরণ সেবাদি করি নিকটে থাকয়॥ নিকটে আসনে যদি থাকেন বসিয়া। তবে কৃতাঞ্জলি হৈয়া থাকে দাণ্ডাইয়া॥

।২৫। এবং বৃত্তোগুরুকুলে বসেদ্ভোগবিবর্জ্জিতঃ।
বিদ্যা সমাপ্যতে যাবদ্বিভ্রদ্ব্রতমখণ্ডিতং॥

এই বৃত্তি কর্যে গুরু কুলেতে বসয়। বেদের অভ্যাস করে ভোগ বিবর্জ্জয়॥ যাবত্‌ বিদ্যার নাহি হয় সমাপন। তাবৎ অখণ্ড ব্রত করে আচরণ॥

।২৬। যদ্যসৌ ছন্দসাং লোকমারোক্ষ্যন্ ব্রহ্মপিষ্টপং।
গুরবে বিন্যসেদ্দেহং স্বাধ্যায়ার্থং বৃহদ্ব্রতঃ॥

উপকুর্ব্বাণের ধর্ম্ম বলিনু তোমারে। নৈষ্ঠিকের ধর্ম্ম শুন শাস্ত্র অনুসারে॥ মহর্লোকে যেতে যদি সেহত ইচ্ছয়। তার পরে ব্রহ্মলোকে বসতি বাঞ্ছয়॥ গুরুরে আপন দেহ করে সমর্পণ। পঠনার্থ বৃহদ্ব্রত করয়ে ধারণ॥

।২৭। অগ্নৌ গুরাবাত্মনি চ সর্ব্বভূতেষু মাং পরং।
অপৃথগ্‌ধীরুপাসীতে ব্রহ্মবর্চ্চস্যকল্মষঃ॥

অগ্নিতে গুরুতে আর আপন আত্মায়। সকল ভূতেতে নিত্য দেখয়ে আমায়॥ ভেদ বুদ্ধি ত্যাগ করে আমাতে বঞ্চয়। নিষ্পাপ হইয়া ব্রহ্ম তেজেরে ধরয়॥

।২৮। স্ত্রীণাং নিরীক্ষণস্পর্শসংলাপক্ষেলমাদিকং।
প্রাণিনোমিথুনীভূতানগৃহস্থোহগ্রতস্ত্যজেৎ॥

সেই ব্রহ্মচারী যদি বানপ্রস্থ হয়। অথবা বৈরাগ্য বশে সন্ন্যাস করয়॥ দুই আশ্রমের ধর্ম্ম শুন মন দিয়া। যে ধর্ম্ম হইতে জীব যায়ত তরিয়া॥ যুবতী গণেরে নাহি করে নিরীক্ষণ। কদাচিত তা সবারে না করে স্পর্শন॥ আলাপ না করে নারী গণের সহিত। পরিহাস বাক্য নাহি কহে কদাচিৎ॥ মিথুন ভাবেতে যত প্রাণিগণ থাকে। অগৃহস্থ কদাচিৎ নাহি চাহে তাকে॥

।২৯। শৌচমাচমনং স্নানং সন্ধ্যোপাস্তির্মমার্চ্চনং।
তীর্থসেবাজপোহস্পৃশ্যাভক্ষ্যাসংভাষ্য বর্জনং॥
সর্ব্বাশ্রমপ্রযুক্তোহয়ং নিয়মঃ কুলনন্দন।
মদ্ভাবঃ সর্ব্বভূতেষু মনোবাক্কায় সংযমঃ॥

শৌচ আচমন স্নান সন্ধ্যা উপাসন। আমার অর্চ্চনা করে ব্রহ্মচারি জন॥ আর যাহা করে সেহ করি বিবরণ। কুটির ত্যজিয়া তীর্থ সেবে অনুক্ষণ॥ জপনিষ্ঠ হয় সে অস্পৃশ্য না পরশে। অভক্ষ্য না খায় নিন্দা কভু না সম্ভাষে॥ এইত নিয়ম সর্ব্ব আশ্রম সম্মত। সর্ব্বভূতে সম ভাবে দেখে অবিরত॥ মন আদি সংযমন করে সেই জন। এই সব জ্ঞেয় ওহে কুলের নন্দন॥

।৩০। এবং বৃহদ্ব্রতধরোব্রাহ্মণোহগ্নিরিব জ্বলন্।
মদ্ভক্তস্তীব্রতপসা দগ্ধকর্ম্মাশয়োহমলঃ॥

এই রূপ ব্রহ্মচারী বৃহদ্ব্রত ধরে। অগ্নি সম তেজ হয় তাহার শরীরে॥

যদি তীব্র তপস্যায় নিষ্কাম সে হয়। তবে দাহ করে সব কর্ম্মের আশয়॥
এই রূপ হৈলে তবে মম ভক্ত হয়। কহিলাম আমি ইহা জানিহ নিশ্চয়॥

। ৩১। অথানন্তরমাবেক্ষ্যন যথা জিজ্ঞাসিতাগমঃ।
গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা স্নায়াদ্গুর্ব্বনুমোদিতঃ॥

এই ব্রতে থাকি বেদ অর্থ সে বিচারে। গৃহস্থ হইতে সেহ ইচ্ছা যদি করে॥
গুরুরে দক্ষিণা দিয়া তাঁর আজ্ঞা লয়। স্নান সমাবর্ত্ত বিধিমতে সমাপয়॥

। ৩২। গৃহং বনং বা প্রবিশেৎ প্রব্রজেদ্বা দ্বিজোত্তমঃ।
আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছেন্নান্যথা মৎপরশ্চরেৎ॥

গৃহ করে কিম্বা যদি নিবসে কানন। অথবা সন্ন্যাস করে ব্রাহ্মণ যে জন॥
আশ্রম হইতে যায় অন্য আশ্রমেতে। ইহাই নিশ্চয় জেন হয় বিধিমতে॥
কদাচিৎ অনাশ্রমী না হয় পণ্ডিত্। বিলোম আশ্রম নাহি করে কদাচিৎ॥
আমার একান্ত ভক্ত হয় যেই জন। তাহার আশ্রম নিষ্ঠা নাহি কদাচন॥

। ৩৩। গৃহার্থী সদৃশীং ভার্য্যামুদ্বহেদজুগুপ্সিতাং।
যবীয়সীন্তু বয়সা যাং সবর্ণামনুক্রমাৎ॥

গৃহস্থের ধর্ম্ম শুন শাস্ত্র অনুসারে। আপন সদৃশী ভার্য্যা বুঝে বিভাকরে॥
রূপ গুণ শীলেতে যে হয় অনিন্দিতা। বয়সে কনিষ্ঠা হয় সর্ব্ব গুণান্বিতা॥
হেন কন্যা বিভাকরি গৃহ ধর্ম্ম করে। বিবাহ বিষয়ে জেন ক্রম সমাদরে॥

। ৩৪। ইজ্যাধ্যয়নদানানি সর্ব্বেসাঞ্চ দ্বিজন্মনাং।
প্রতিগ্রহোধ্যাপনঞ্চ ব্রাহ্মণস্যৈব যাজনং॥

দেবতা আদির পূজা গৃহী সে আচরে। বেদজ্ঞান অধ্যয়ন যথা বিধি করে॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যে এ ধর্ম্ম সমান। ইহাই নিশ্চয় জেন তুমি বুদ্ধিমান॥
প্রতিগ্রহ অধ্যাপন আর সে যাজন। এই তিন কর্ম্ম করে কেবল ব্রাহ্মণ॥

। ৩৫। প্রতিগ্রহং মন্যমানস্তপস্তেজোযশোনুদং।
অন্যাভ্যামেব জীবেত শিলৈর্ব্বা দোষদৃক্তয়োঃ॥

প্রতিগ্রহ কর্ম্ম দেখ সব নিন্দাময়। তপ তেজ যশ হানি অবশ্য করয়॥
অতএব প্রতিগ্রহ ত্যজয়ে ব্রাহ্মণ। অধ্যাপন যাজনেতে করয়ে ভরণ॥
এ দুই ধর্ম্মেতে যদি দোষ দর্শী হয়। শিলোঞ্ছ বৃত্তিতে তবে শরীর পোষয়॥

।৩৬। ব্রাহ্মণস্য হি দেহোঽয়ং ক্ষুদ্রকামায় নেষ্যতে।
কৃচ্ছ্রায় তপসে চেহ প্রেত্যানন্তসুখায় চ॥

ব্রাহ্মণের দেহ ক্ষুদ্র কামহেতু নয়। ইহকালে তপ করে্য কষ্টেতে বাঁচয়॥ পরেতে অনন্ত সুখ লভয়ে ব্রাহ্মণ। অতেব ব্রাহ্মণ মম অতি প্রিয় হন॥

।৩৭। শিলোঞ্ছবৃত্ত্যা পরিতুষ্টচিত্তোধর্ম্মং মহান্তং বিরজং জুষাণঃ।
মষ্যর্পিতাত্মা গৃহএব তিষ্ঠন্নাতিপ্রসক্তঃ সমুপৈতি শান্তিং॥

শিলোঞ্ছ বৃত্তিতে হৈলে পরিতুষ্ট চিত্ত। তুষ্ট হয়্যা আতিথ্যাদি ধর্ম্ম করে নিত্য॥ সর্ব্ব কর্ম্ম কর্য়ে করে আমাতে অর্পণ। অর্পিয়া আমাতে আত্মা গৃহেতেই রন॥ আমা লভে অনাসক্ত বিপ্র অকিঞ্চন। অনন্তর শুন কিছু করি বিবরণ॥

।৩৮। সমুদ্ধরন্তি যে বিপ্রং সীদন্তং মত্পরায়ণং।
তানুদ্ধরিষ্যে নচিরাদাপদ্ভ্যোনৌরিবার্ণবাৎ॥

সধন ব্রাহ্মণ যদি হয় হে উদ্ধব। তার ধর্ম্ম এই যদি থাকয়ে বিভব॥ ব্রাহ্মণ মরেন যদি দারিদ্র জ্বালায়। অথবা আমার ভক্ত অতি ক্লেশ পায়॥ নিজ ধন দিয়া করে দারিদ্র খণ্ডন। তার পুণ্য কদাচিৎ না হয় গণন॥ বিপত্তি হইতে তারে করিলে উদ্ধার। নৌকায় বসিয়া যেন সিন্ধু হয় পার॥

।৩৯। সর্ব্বাঃ সমুদ্ধরেদ্রাজা পিতেব ব্যসনাৎ প্রজাঃ।
আত্মানমাত্মনা ধীরোযথা গজপতির্গজান্॥
এবং বিধোনরপতির্বিমানেনার্কবর্চ্চসা।
বিধূয়েহাশুভং কৃৎস্নমিন্দ্রেণ সহ মোদতে॥

আবশ্যক কর্ম্ম এই নৃপতির হয়। বিপত্তি সকল হৈতে প্রজারে রাখয়॥ পিতার সমান প্রজাগণে রক্ষা করে। আমার সন্তোষ হয় সেইত রাজারে॥ আপনারে আপনি নৃপতি রক্ষা করে। গজপতি রাখে যেন অপর গজেরে॥ এইরূপ ধর্ম্ম যেই রাজা আচরয়। ইহ লোকে কিছু তার অশুভ না হয়॥ পরলোকে অর্ক বর্চ বিমানে বসিয়া। ইন্দ্র সহ ক্রীড়া করে আনন্দিত হৈয়া॥

।৪০। সীদন্বিপ্রোবণিগ্বৃত্ত্যা পণ্যৈরেবাপদং তরেৎ।
খড়্গেন বা পদাক্রান্তোনশ্ববৃত্ত্যা কথঞ্চন॥

সুস্থ কালে নিজ ধর্ম্ম করে যে যাহার। বিপত্তি কালেতে ধর্ম্ম শুনহ সবার॥

বিপত্তি কালেতে যদি ব্রাহ্মণ পড়য়। তবে সে ব্রাহ্মণ সুখে বাণিজ্য করয়॥
সুরা লুণ বিনা ক্রয় বিক্রয়াদি করে। যাবৎ বিপত্তি হৈতে ব্রাহ্মণ না তরে॥
তত্রাপি আপদাক্রান্ত যদ্যপি থাকয়। তাহাতে কর্ত্তব্য যাহা শুন সদাশয়॥
ক্ষত্রিয় বৃত্তিতে তবে আপদ তরিবে। ব্রাহ্মণ নীচের সেবা কভু না করিবে॥

। ৪১। বৈশ্যবৃত্ত্যা তু রাজন্যোজীবেন্মৃগয়য়াপদি।
চরেদ্বা বিপ্ররূপেণ ন শ্ববৃত্ত্যা কথঞ্চন॥

রাজার আপদ ধর্ম্ম শুন সদাশয়। রাজা দুঃখ পেলে বৈশ্য বৃত্তি আচরয়॥
মৃগয়া করিয়া কিম্বা করয়ে পোষণ। অথবা বিপ্রের কর্ম্ম করে অধ্যাপন॥
নীচ সেবা কদাচিৎ নৃপতি না করে। এসব বৃত্তান্ত আমি বলিনু তোমারে॥

। ৪২। শূদ্রবৃত্তিং ভজেদ্বৈশ্যঃ শূদ্রঃ কারুকটক্রিয়াং।
কৃচ্ছ্রান্মুক্তোন গর্হ্যেণ বৃত্তিং লিপ্সেত কর্ম্মণা॥

বৈশ্যাদি বিপত্তি ধর্ম্ম শুন অতঃপর। তুমিহ শুনিলে ধর্ম্ম হইবে প্রচার॥ শূদ্র বৃত্তি করে বৈশ্য বিপত্তে পড়িয়া। বিপত্তিতে শূদ্র করে কারুকট ক্রিয়া॥ দুঃখ ধর্ম্ম বলিনু যে বিপ্রাদি সবার। দুঃখ গেলে নিন্দ্য কর্ম্ম নাহি করে আর॥

। ৪৩। বেদাধ্যায়স্বধাস্বাহাবল্যন্নাদ্যৈর্যথোদয়ং।
দেবর্ষিপিতৃভূতানি মদ্রূপাণ্যন্বহং যজেৎ॥

গৃহস্থের ধর্ম্ম ইবে শুন সদাশয়। আবশ্যক কর্ম্ম এই গৃহস্থের হয়॥
বেদ অধ্যয়নে হয় ঋষিরা পূজিত। স্বধাকারে পিতৃগণ হন আরাধিত॥
স্বাহাকারে দেবতার হয়ত পূজন। মাসভক্ত বলি দিয়া অর্চ্চে ভূতগণ॥
অন্ন জলাদিতে মনুষ্যেরে তুষ্ট করে। আমার সমান দেখে দেবাদি সবারে॥
এই পঞ্চ যজ্ঞ করে বিভবানুসারে। গৃহস্থের নিত্য কর্ম্ম বলি যে ইহারে॥

। ৪৪। যদৃচ্ছয়োপপন্নেন শুক্লেনোপার্জ্জিতেন বা।
ধনেনাপীড়য়ন্ ভৃত্যান ন্যায়েনৈবাহরেৎ ক্রতুন॥

বিনা উদ্যমেতে যদি প্রাপ্তি হয় ধন। অথবা সুবৃত্তি হৈতে হয় উপার্জ্জন॥
অন্ন আচ্ছাদনে পোষ্যগণেরে পোষয়। ন্যায় উপার্জ্জিত ধনে যাগাদি করয়॥

। ৪৫। কুটুম্বেষু ন সজ্জেত নপ্রমাদ্যেৎ কুটুম্ব্যপি।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ॥

কুটুম্বেতে আসক্ত না থাকে কদাচিৎ। ঈশ্বর নিষ্ঠায় নিত্য হয় সমাহিত॥ অদৃষ্টে অর্থেরে দৃষ্ট প্রায় বিচারয় ॥ নশ্বর সংসার এই পণ্ডিত দেখয় ॥

।৪৬। পুত্রদারাপ্তবন্ধূনাং সঙ্গমঃ পান্থসঙ্গমঃ।
অনুদেহং বিয়ন্ত্যেতে স্বপ্নোনিদ্রানুগোযথা॥

পুত্র দারা আপ্ত বন্ধু সঙ্গেতে মিলয়। প্রপাতে পথিক যেন একত্রে ঘটয়॥ শরীর সহিত কুটুম্বের নাশ প্রায়। নিদ্রা ভঙ্গ হৈলে যেন স্বপ্ন নাহি পায়॥

।৪৭। ইত্থং পরিমৃশন্ মুক্তোগৃহেষতিথিবদ্বসন্।
ন গৃহৈরনুবধ্যেত নির্ম্মমোনিরহঙ্কৃতঃ॥

যুক্তিতে এ সব কথা গৃহী বিচারয়। অতিথির প্রায় নিত্য গৃহেতে থাকয়॥ অহং মম ভাব নিত্য শরীরে না করে। এসংসারে গৃহ তারে বদ্ধ নাহি করে॥

।৪৮। কর্ম্মভির্গৃহমেধীয়ৈরিষ্ট্বা মামেব ভক্তিমান্।
তিষ্ঠেদ্বনং বোপবিশেৎ প্রজাবান বা পরিব্রজেৎ॥

গৃহ কর্ম্ম করি গৃহী ভক্তি যুক্ত হৈয়া। আমারে পূজয় নিত্য শ্রদ্ধা সে করিয়া॥ গৃহেতে থাকয় কিম্বা বানপ্রস্থ হয়। কিম্বা পুত্রবান হৈলে সন্ন্যাস করয়॥

।৪৯। যস্ত্বাসক্তমতির্গেহে পুত্রবিত্তৈষণাতুরঃ।
স্ত্রৈণঃ কৃপণধীর্মূঢ়োমমাহমিতি বধ্যতে॥

যেই গৃহী জন গৃহে আসক্তিরে পান। পুত্র বিত্ত উপার্জ্জনে আতুর পরাণ॥ ভার্য্যাবশ হৈয়া নিত্য হয়ত কৃপণ। সে মূঢ়ের নাহি ঘুচে সংসার বন্ধন॥ অহং মম ভাবে অনুক্ষণ বদ্ধ হয়। অতএব তার কত চিন্তা যে ঘটয়॥

।৫০। অহোমে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভার্য্যাবালাত্মজাত্মজাঃ।
অনাথামামৃতে দীনাঃ কথং জীবন্তি দুঃখিতাঃ॥

এ কিহে আশ্চার্য্য হৈল দুর্দ্দৈব উদয়। বৃদ্ধ পিতা মাতা মম কি রূপে বাঁচয়॥ ভার্য্যা আর শিশু গুলি কি রূপে পুষিব। আমি মৈলে শিশু গুলি কিরূপে বাঁচিব॥ অনাথ হইলে এরা অতি দীন হবে। দুঃখেতে পড়িলে সবে কি রূপে বাঁচিবে॥

। ৫১। এবং গৃহাশয়াক্ষিপ্তহৃদয়োমূঢ়ধীরয়ং।
অতৃপ্তস্তাননুধ্যায়ন্মৃতোঽন্ধং বিশতে তমঃ॥

ইতি শ্রীভগবতে একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধব সংবাদে বর্ণাশ্রম বিভাগোনাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ॥

এই রূপে মূঢ় বুদ্ধি এই গৃহাশয়। এহেতু বিক্ষিপ্ত চিত্ত সেজনের হয়॥ ভার্য্যাদি ভাবনা করি আকাঙ্ক্ষা না যায়। ভাবিয়া ভাবিয়া মনে কত সুখপায়॥ কালের বশেতে গৃহী সভয়ে মরণ। অবশেষ করে ঘোর নরক ভোজন॥ একাদশ স্কন্ধে এই সতেরো অধ্যায়। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ভাষা ছন্দে হৈল সায়॥

অষ্টাদশ অধ্যায়ের আভাস।

অষ্টাদশেঽবদদ্ধর্ম্মং বনস্থযতিগোচরং।
অধিকারবিশেষেণ বিশেষশ্চাপি তদ্গতং॥

বানপ্রস্থ এবং যতির ধর্ম্ম আর অধিকারী বিশেষে উক্ত ধর্ম্মের বিশেষ অষ্টাদশ অধ্যায়ে কহিয়াছেন॥

শ্রীভগবানুবাচ। ১। বনং বিবিক্ষুঃ পুত্রেষু ভার্য্যাং ন্যস্য সহৈব বা।
বনএব বসেচ্ছান্তস্তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ॥

ভগবান কহিছেন শুনহে উদ্ধব। বানপ্রস্থ জাতি ধর্ম্ম কহিতেছি সব॥ গৃহধর্ম্ম ত্যজি যদি ইচ্ছে বন যেতে। ভার্য্যা সমর্পণ করে আপন পুত্রেতে॥ অথবা ভার্য্যার সহ নিবসয়ে বনে। আয়ুর তৃতীয় ভাগ পায় শান্ত মনে॥

। ২। কন্দমূলফলৈর্বন্যৈর্মেধ্যৈর্বৃত্তিং প্রকল্পয়েৎ।
বসীত বল্কলং বাসস্তৃণপর্ণাজিনানি বা॥

কন্দ মূল ফল বনে যজ্ঞীয় যে হয়। তাহাতে দেহের বৃত্তি নির্ব্বাহ করয়॥ বল্কল বা তৃণ পর্ণ অজিন সে পরে। বস্ত্র অলঙ্কার আদি কিছুই না ধরে॥

। ৩। কেশলোমনখশ্মশ্রুমলানি বিভৃয়াদ্দতঃ।
নধাবেদপ্সু মজ্জেত ত্রিকালং স্থণ্ডিলেশয়ঃ॥

কেশ রোম নখ শ্মশ্রু খণ্ডন না করে। শুন বিবরিয়া কহি আর যে আচরে॥
শরীরের মলা কভু না করে মার্জ্জন। কদাচিৎ নাহি করে দন্তের ধাবন॥
তিন কাল জলেতে মৌষল স্নান করে। সুখেতে শয়ন করে ভূমির উপরে॥

।৪। গ্রীষ্মে তপ্যেত পঞ্চাগ্নীন্ বর্ষাস্বাসারষাড়্জলে।
আকণ্ঠমগ্নঃ শিশিরএবং বৃত্তস্তপশ্চরেৎ॥

গ্রীষ্ম কালে পঞ্চ তপা করয়ে তাপণ। বর্ষাতে জলের ধারা করয়ে সহন॥
শিশিরে আকণ্ঠ মগ্ন জলের ভিতরে। এইত প্রকারে তপ বানপ্রস্থ করে॥

।৫। অগ্নিপক্বং সমশ্নীয়াৎ কালপক্বমথাপিবা।
উলূখলাশ্মকুট্টোবা দন্তোলূখলএব বা॥

ফল আদি অগ্নি পক্ক করিয়া ভুঞ্জয়। কিম্বা কালে পক্ক ফল ভোজন করয়॥
ধান্যাদি লভিলে উদুখলেতে কুটয়। অথবা পাষাণে কুটে তণ্ডুল করয়॥
কিম্বা উদুখল করে আপন দন্তেরে। এইরূপে দেহ বৃত্তি বানপ্রস্থ করে॥

।৬। স্বয়ং সংচিনুয়াৎ সর্ব্বমাত্মনোবৃত্তিকারণং।
দেশকালবলাভিজ্ঞোনাদদীতান্যদাহৃতং॥

আপনি সঞ্চয় করে বৃত্তির লাগিয়া। দেশ কাল জল পাত্র সকল বুঝিয়া॥
নবীন পাইলে ত্যাগ করে পুরাতন। তাহার সঞ্চয় নাহি করে কদাচন॥

।৭। বন্যৈশ্চরুপুরোডাশৈর্নির্ব্বপেৎ কালচোদিতান।
নতু শ্রৌতেন পশুনা মাং যজেত বনাশ্রমী॥

অগ্রহায়ণাদি পুরোডাসাদি যে হয়। বন্য দ্রব্য বেদ বিধি মতে নির্ব্বাপয়॥
শ্রুত্যুক্ত পশুর যাতে বনাশ্রমী জন। যজ্ঞেতে আমার কভু না করে যজন॥

।৮। অগ্নিহোত্রঞ্চ দর্শশ্চ পৌর্ণমাসশ্চ পূর্ব্ববৎ।
চাতুর্ম্মাস্যানি চ মুনেরাম্নাতানি চ নৈগমৈঃ॥

অগ্নিহোত্র দর্শ পৌর্ণমাস যাগ করে। চাতুর্মাস্য যাগ পূর্ব্ব মতে সমাদরে॥
দেখ যত বেদবাদী আছে মুনিগণ। বেদোক্ত কর্ম্মেতে তারা করয়ে অর্চ্চন॥

।৯। এবং চীর্ণেন তপসা মুনির্ধমনি সন্ততঃ।
মাং তপোময়মারাধ্য ঋষিলোকাদুপৈতি মাং॥

এইরূপে মুনি নিত্য তপস্যা করয়। শিরা ব্যাপ্ত হয় বপু অস্থি চর্ম্ম রয়॥
আমি তপোময় আমা করে আরাধন। মহর্লোক ক্রমে যায় আমার ভবন॥

। ১০। যদ্বেতৎ কৃচ্ছ্রতশ্চীর্ণং তপোনিঃশ্রেয়সং মহৎ।
কামায়াল্পীয়সে যুঞ্জ্যাদ্বালিশঃ কোঽপরস্ততঃ॥

নানা কষ্টে মুনিগণ তপস্যা করয়। যাহা হৈতে মোক্ষফল তাহারা লভয়॥ তুচ্ছ কাম হেতু ইহা যেই জন করে। তাহা হৈতে মূর্খ নাকি আছয়ে সংসারে॥

। ১১। যদাসৌ নিয়মেঽকল্পো জরয়া জাতবেপথুঃ।
আত্মন্যগ্নীন সমারোপ্য মচ্চিত্তোঽগ্নিং সমাবিশেৎ॥

যবে বনাশ্রমী ইথে অসমর্থ হয়। জরাবস্থা হৈতে দেহ সতত কাঁপয়॥ তবে অগ্নি আপনাতে আরোপ করিয়া। অগ্নি প্রবেশিবে চিত্ত আমায় অর্পিয়া॥

। ১২। যদা ধর্ম্মবিপাকেষু লোকেষু নিরয়াত্মসু।
বিরাগোজায়তে সম্যঙনস্তাগ্নিঃ প্রব্রজেত্ততঃ॥

সন্ন্যাসের ধর্ম্ম ইবে শুন সদাশয়। বিষয় ভোগেতে যদি বৈরাগ্য জন্ময়॥ ভোগস্থান সকলেতে হয়ত নিরাশ। অগ্নি সমাধান করি করয়ে সন্ন্যাস॥

। ১৩। ইষ্ট্বা যথোপদেশং মাং দত্বা সর্ব্বস্বমৃত্বিজে।
অগ্নীন স্বপ্রাণআবেশ্য নিরপেক্ষঃ পরিব্রজেৎ॥

বিধি মতে তবে মম করয়ে পুজন। সর্ব্বস্ব ঋত্বিকগণে করে সমর্পণ॥ তিন অগ্নি আপন প্রাণেতে আরোপয়। নিরপেক্ষ হয়ে সুখে সংসারে ভ্রময়॥

। ১৪। বিপ্রস্য বৈসন্ন্যসতোদেবাদারাদিরূপিণঃ।
বিঘ্নং কুর্ব্বন্ত্যয়ং হ্যস্মানাক্রম্য সমিয়াৎ পরং॥

শুনহে সন্ন্যাস করে যেইত ব্রাহ্মণ। নারী আদি রূপ ধরি যত দেবগণ॥ তার বিঘ্ন করিবারে নানা মায়া করে। কত রূপে মায়া করে কে বর্ণিতে পারে॥ এহ ব্রহ্মলোকে যাবে আমা উল্লঙ্ঘিয়া। এইরূপে দেবগণ হৃদয়ে ভাবিয়া॥ সন্ন্যাসী বশেতে যদি রাখে ইন্দ্রিয়েরে। যত বিঘ্ন হয় তাতে তুচ্ছবুদ্ধি করে॥ তবেত পরম পদ করে আরোহণ। ইন্দ্রিয়ের বশ হৈলে নরকে গমন॥

। ১৫। বিভৃয়াচ্চেন্মুনির্ব্বাসঃ কৌপীনাচ্ছাদনং পরং।
ত্যক্তং ন দণ্ডপাত্রাভ্যামন্যৎ কিঞ্চিদনাপদি॥

সন্ন্যাসী যদ্যপি বস্ত্র পরিতে ইচ্ছয়। কটিতে কৌপীন আচ্ছাদন মাত্র লয়॥ দণ্ড কমণ্ডলু বিনা অন্য নাহি ধরে। দেহাদি পীড়ন হৈলে অন্য বা আদরে॥

।১৬। দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।
সত্যপূতং বদেদ্বাক্যং মনঃপূতং সমাচরেৎ॥

দৃষ্টিপূত স্থলে পাদ করে আরোপন। জলপান করে বস্ত্রে করিয়া শোধন॥ সত্যপূত করি নিত্য বলয়ে বচন। মনের বিচারে শুদ্ধ করে আচরণ॥

।১৭। মৌনানীহানিলায়ামা দণ্ডা বাগ্দেহচেতসাং।
নহ্যেতে যস্য সন্ত্যঙ্গ বেণুভির্ন ভবেদ্যতিঃ॥

মৌন কাম্যকর্ম্মত্যাগ প্রাণায়াম করে। বাগ্দেহ চিত্তের দণ্ড বলয়ে ইহারে॥ এই তিন দণ্ড যার নাহিক সংপ্রতি। বেণু দণ্ড ধরে নাকি বলায় সে যতি॥

।১৮। ভিক্ষাং চতুর্ষু বর্ণেষু বিগর্হ্যান বর্জ্জয়ংশ্চরেৎ।
সপ্তাগারানসংকৢপ্তাংস্তুষ্যেল্লব্ধেন তাবতা॥

প্রতিগ্রহ অধ্যয়ন যাজন যে করে। আর উঞ্ছশীল বৃত্তি যেইবা আচরে॥ এই রূপ চতুর্ব্বিধ ব্রাহ্মণের ঘরে। প্রত্যহ গ্রামাদি মধ্যে ভিক্ষা গিয়া করে॥ সপ্ত গৃহে ভিক্ষা করে বর্জ্জিয়া পতিত। অভিশপ্ত অসংকৢপ্ত তাহাও বর্জ্জিত॥ যাহা পায় তাহাতে সে করয়ে পীরিত। লুব্ধ দ্রব্যে অসন্তুষ্ট নহে কদাচিত॥

।১৯। বহির্জ্জলাশয়ং গত্বা তত্রোপস্পৃশ্য বাগ্যতঃ।
বিভজ্য পাবিতং শেষং ভুঞ্জীতাশেষমাহৃতং॥

গ্রামের বাহিরে যথা থাকে জলাশয়। আচমন করি জলে বাগ্যত হয়॥ সলিলেতে ভিক্ষা অন্ন করয়ে প্রোক্ষণ। আর কিছু শুন অহে করি বিবরণ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু সূর্য্য আর ভূত গণে দিয়া। ভোজন করেন শেষ সেই দ্রব্য লৈয়া॥ পরিমিত আহরণ সেই জন করে। অধিক সে দ্রব্য কভু নাহিত আহরে॥

।২০। একশ্চরেন্মহীমেতাং নিঃসঙ্গঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
আত্মক্রীড় আত্মরত আত্মবান সমদর্শনঃ॥

একাকী ভুবনে ভ্রমে নিঃশঙ্ক হইয়া। সংযত ইন্দ্রিয় চিত্তে চাঞ্চল্য ত্যজিয়া॥ আত্মাতে বিহার করে আত্মরতি হয়। সমদর্শী ভাবে ভ্রমে ধীর রূপে রয়॥

। ২১। বিবিক্তক্ষেমশরণোমদ্ভাববিমলাশয়ঃ।
আত্মানং চিন্তয়েদেকমভেদেন ময়া মুনিঃ॥

নির্জ্জন নির্ভয় স্থান করয়ে আশ্রয়। আমার ভাবেতে সেহ শুদ্ধ চিত্ত হয়॥
আত্মায় আমাকে নিত্য একভাব করে। আনন্দেতে মুনি ভ্রমে ভুবন ভিতরে॥

। ২২। অন্বীক্ষেতাত্মনোবন্ধং মোক্ষঞ্চ জ্ঞাননিষ্ঠয়া।
বন্ধইন্দ্রিয়বিক্ষেপোমোক্ষএষাঞ্চ সংযমঃ॥
তস্মান্নিয়ম্য ষড়্‌বর্গং মদ্ভাবেন চরেন্মুনিঃ।
বিরক্তঃ ক্ষুদ্রকামেভ্যোলব্ধাত্মনি সুখং মহৎ॥

আত্ম বন্ধু মোক্ষ দেখে জ্ঞানের নিষ্ঠায়। মোক্ষ পথে থাকে বন্ধ নিকটে না যায়॥ ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য হৈতে বন্ধনে পড়য়। ইন্দ্রিয় সংযমে মোক্ষ বিচারে বুঝয়॥ সেহেতু ইন্দ্রিয়গণে নিয়ম করিয়া। অল্প সুখ ভোগ হৈতে বিরক্ত হইয়া॥ আত্মাতে মহৎ সুখ লভিয়া সে জন। আবার ভাবেতে মুনি ভ্রময়ে ভুবন॥

। ২৩। পুরগ্রামব্রজান্ সার্থান্ ভিক্ষার্থং প্রবিশংশ্চরেৎ।
পুণ্যদেশসরিচ্ছৈলবনাশ্রমবতীং মহীং॥

পুর ব্রজ গ্রাম যথা থাকে সত্ত্ব জন। সে স্থানে প্রবেশ করে ভিক্ষার কারণ॥
পুণ্য দেশ সরিৎ শৈল বনাশ্রমবতী। মহীতে ভ্রমণ করে শুদ্ধ সত্ত্ব অতি॥

। ২৪। বানপ্রস্থাশ্রমপদেষভীক্ষ্ণং ভৈক্ষমাচরেৎ।
সংসিধ্যত্যাশ্বসম্মোহঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ শিলান্ধসা॥

বানপ্রস্থ আশ্রমেতে যথা ভিক্ষা করে। শীলবৃত্তি লব্ধ অন্নে ভোজন আচরে॥
এইরূপে শুদ্ধ সত্ত্ব গত মোহ হয়। অবিলম্বে সন্ন্যাসী উত্তম সিদ্ধি লয়॥

। ২৫। নৈতদ্বস্তুতয়া পশ্যেদ্দৃশ্যমানং বিনশ্যতি।
অশক্তচিত্তোবিরমেদিহামুত্র চিকীর্ষিতাৎ॥

উত্তম ভক্তের লাগি ব্যাপার না করে। দৃশ্যমান দ্রব্য মিথ্যা মনেতে বিচারে॥
যেই হেতু দৃশ্যমান দ্রব্যের বিনাশ। অতএব মিথ্যা সেই হয়ত প্রকাশ॥
ইহ পর বিষয়ে আসক্ত চিত্ত নয়। সর্ব্বত্রে বৈরাগ্য ভাব ব্যাপার ত্যজয়॥

। ২৬। যদেতদাত্মনি জগন্মনোবাকপ্রাণসংহিতং।
সর্ব্বং মায়েতি তর্কেণ স্বস্থত্যক্ত্বা নতৎস্মরেৎ॥

এই দেহ মন বাক্য প্রাণের সহিত। অপর সংসার যত আত্মায় কল্পিত॥

এইত সকল মায়া সত্য কভু নয়। স্বপ্ন সম বিতর্কিয়া সকল ত্যজয়॥ আত্মনিষ্ঠ হয়ে ইহা পুনঃ না স্মরয়। কহিলাম ইহা তুমি জানিবে নিশ্চয়॥

।২৭। জ্ঞাননিষ্ঠোবিরক্তোবা মদ্ভক্তোবানপেক্ষকঃ।
সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ॥

এ ধর্ম্ম কহিনু বহূদকাদি ন্যাসির। পরম হংসের ধর্ম্ম শুন ইবে ধীর॥ অত্যন্ত বৈরাগ্য কিম্বা জ্ঞাননিষ্ঠ হয়। অথবা আমার ভক্তি বশেতে থাকয়॥ সে যোগী আশ্রম লিঙ্গ সকল ত্যজয়। অবিধি গোচর ইহা সমস্ত ভ্রময়॥ আর কিছু অপেক্ষা না করে সেই জন। দেখ সে পরম সুখে করয়ে ভ্রমণ॥

।২৮। বুধোবালকবৎক্রীড়েৎ কুশলোজড়বচ্চরেৎ।
বদেদুন্মত্তবদ্বিদ্বান গোচর্য্যাং নৈগমশ্চরেৎ॥

আপনি পণ্ডিত শিশু সমান বেড়ায়। সমস্ত কার্য্যেতে দক্ষ থাকে জড় প্রায়॥ আপনি বিদ্বান কহে উন্মত্ত সমান। বেদার্থে নিপুণ হয় অনাচার বান॥

।২৯। বেদবাদরতো ন স্যান্ন পাশণ্ডী ন হৈতুকঃ।
শুষ্কবাদবিবাদেন কঞ্চিৎপক্ষং সমাশ্রয়েৎ॥

কর্ম্মকাণ্ড ব্যাখ্যানেতে নিষ্ঠা না করয়। শ্রুতি স্মৃতি বিরুদ্ধ ধর্ম্মেতে না থাকয়॥ কেবল তর্কেতে নিষ্ঠা কভু নাহি করে। শুষ্ক বাদ বিবাদেতে পক্ষ নাহি ধরে॥

।৩০। নোদ্বিজেত জনাদ্ধীরোজনঞ্চোদ্বেজয়েন্ন তু।
অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন।
দেহমুদ্দিশ্য পশুবদ্বৈরং কুর্য্যান্ন কেনচিৎ॥

লোকেরে দেখিলে কভু উদ্বিগ্ন না হয়। কদাচিৎ লোকের উদ্বেগ না করয়॥ জনের দ্বিরুক্তি কদাচিৎ নাহি বলে।। অপমান নাহি করে মানব সকলে॥ সকল ভূতের আত্মা দৃষ্টি নিত্য করে। পশু সম বৈরিভাব কভু না আচরে॥

।৩১। একএব পরোহ্যাত্মা ভূতেষ্বাত্মন্যবস্থিতঃ।
যথেন্দুরুদপাত্রেষু ভূতান্যেকাত্মকানি চ॥

এক আত্মা এই সব ভূতেতে আছয়। চন্দ্র বিম্ব যেন সব জলপাত্রে রয়॥ পঞ্চভূতে সর্ব্ব দেহ হয়েছে নির্ম্মাণ। বৈরিভাব ইথে করে যেইত অজ্ঞান॥

। ৩২। অলব্ধা নবিষীদেত কালে কালেঽশনং ক্বচিৎ।
লব্ধা নহৃষ্যেদ্ধৃতিমানুভয়ং দৈবতন্ত্রিতং॥

কালে কালে কদাচিৎ অন্ন না মিলয়। তথাপি বিষাদ ইথে কভু না করয়॥
পাইলে অত্যন্ত তুষ্ট নহে মতিমান। দৈব বশে লাভালাভ বুঝে জ্ঞানবান॥

। ৩৩। আহারার্থং সমীহেত যুক্তং তৎপ্রাণধারণং।
তত্ত্বং বিমৃশ্যতে তেন তদ্বিজ্ঞায় বিমুচ্যতে॥

আহার নিমিত্তে যদি ব্যাপার করয়। যেহেতু আহার বিনা প্রাণ নাহি রয়॥
প্রাণ না থাকিলে নহে তত্ত্ব বিমর্ষণ। বিনা তত্ত্ববিজ্ঞাতে না হয় বিমোচন॥

। ৩৪। যদৃচ্ছয়োপপন্নান্নমদ্যাচ্ছ্রেষ্ঠমুতাপরং।
তথা বাসস্তথা শয্যাং প্রাপ্তং প্রাপ্তং ভজেন্মুনিঃ॥

যদৃচ্ছায় যেই অন্ন উপস্থিত হয়। সেই অন্ন অতি সুখে ভোজন করয়॥
যথাবস্ত্র যথারূপে শয্যা যোগী পায়। তাহে কাল কাটাইয়া সুখেতে বেড়ায়॥

। ৩৫। শৌচমাচমনং স্নানং ন তু চোদনযাচরেৎ।
অন্যাংশ্চ নিয়মান জ্ঞানী যথাহং লীলয়েশ্বরঃ॥

শৌচ আচমন স্নান অপর নিয়ম। বিধি বা অবিধি তারে নাহি করে ভ্রম॥
আমি যেন লীলা করি ঈশ্বর সবার। তেন জ্ঞানী বিধিমতে না করে বিচার॥

। ৩৬। নহি তস্য বিকল্পাখ্যা যা চ মদ্বীক্ষয়া হতা।
আদেহান্তাৎ ক্বচিৎ খ্যাতিস্ততঃ সম্পদ্যতে ময়া॥

ভেদ বুদ্ধি জ্ঞানীর না থাকে কদাচিৎ। যেই থাকে সেই ব্যবহারেতে প্রতীত॥ জ্ঞান হৈতে ভেদ বুদ্ধি কভু নাহি রয়। যদি থাকে সেই দেহে অন্তেতে ঘুচয়॥ তার পর সেই যোগী অতি শুদ্ধ হয়। আমার সমান সাষ্টি সম্পত্তি লভয়॥

। ৩৭। দুঃখোদর্কেষু কামেষু জাতনির্বেদআত্মবান।
অজিজ্ঞাসিতমদ্ধর্ম্মো মুনিং গুরুমুপব্রজেৎ॥

কেবল বৈরাগ্য যার দেহে উপজয়। শেষে দুঃখ সর্ব্ব ভোগে বৈরাগ্য করয়॥ আত্মবান সেই যোগী ইহা সে জানিবে। নচেৎ তাহার কেন বৈরাগ্য ঘটিবে॥ যদ্যপি আমার ধর্ম্ম জেনে না থাকয়। তবে করে মুনি রূপ গুরুরে আশ্রয়॥

। ৩৮ । তাবৎ পরিচরেদ্ভক্ত্যা শ্রদ্ধাবাননসূয়কঃ ।
যাবদ্ব্রহ্ম বিজানীয়ান্মামেব গুরুমাদৃতঃ ॥

আমার সমান করি গুরুরে চিন্তয় । তাবৎ শ্রদ্ধায় তাঁর চরণ সেবয় ॥ ভক্তিতে তাঁহারে সেবে অসূয়া না করে । গুরুর চরণ পদ্ম পুজে সমাদরে॥ যাবৎ না হয় ব্রহ্মরূপ পরিচয় । ব্রহ্মজ্ঞানী হৈলে সুখে একাকী ভ্রময় ॥

। ৩৯ । যস্ত্বসংযতষড়্বর্গঃ প্রচণ্ডেন্দ্রিয়সারথিঃ ।
জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতস্ত্রিদণ্ডমুপজীবতি ॥

যে জন ষড়্বর্গ নাহি করে পরাজয় । অত্যন্ত আসক্ত বুদ্ধি সে জনের হয় ॥ সদা হয় রহিত বৈরাগ্য আরজ্ঞানে । দণ্ড করে কায় মন বাক্য এই তিনে ॥

। ৪০ । সুরানাত্মানমাত্মস্থং নিহ্নুতে মাঞ্চ ধর্ম্মহা ।
অবিপক্বকষায়োঽস্মাদমুষ্মাচ্চ বিহীয়তে ॥

দেবতারে আপনে আমারে আপনারে । প্রতারিয়া ধর্ম্ম হন্তা বেড়ায় সংসারে ॥ নির্ম্মল হৃদয় তার কদাচিৎ নয় । ইহ পরলোক হইতে সে জন পড়য় ॥

। ৪১ । ভিক্ষোর্ধর্ম্মঃ শমোঽহিংসা তপঈক্ষা বনৌকসঃ ।
গৃহিণো ভূতরক্ষেজ্যা দ্বিজস্যাচার্য্যসেবনং ॥

ভিক্ষুকের ধর্ম্ম সম আর অহিংসন । বনাশ্রমী করে তপঃ যজ্ঞেতে যজন॥ গৃহস্থের ধর্ম্ম যজ্ঞ ভূত রক্ষা করে । দ্বিজ সে আচার্য্য সেবা সর্ব্বদা আচরে॥

। ৪২ । ব্রহ্মচর্য্যং তপঃ শৌচং সন্তোষো ভূতসৌহৃদং ।
গৃহস্থস্যাপ্যৃতৌ গন্তুঃ সর্ব্বেষাং মদুপাসনং ॥

গৃহস্থের ধর্ম্ম শুন বলি যে বিশেষ । ঋতুতে নারীরে ভজে ত্যজে ভূতদ্বেষ॥ ব্রহ্মচর্য্য তপঃ শৌচ সন্তোষ সতত । আমার চরণ সেবা সর্ব্ব অভিমত ॥

। ৪৩ । ইতি মাং যঃ স্বধর্ম্মেণ ভজেন্নিত্যমনন্যভাক্ ।
সর্ব্বভূতেষু মদ্ভাবো মদ্ভক্তিং বিন্দতে দৃঢ়াং ॥

এই রূপে যেই জন অনন্য ভাবেতে । আমার চরণ ভজে আপন ধর্ম্মেতে ॥ সকল ভূতেতে নিত্য আমারে দেখয় । অচিরে আমার দৃঢ়া ভক্তি সে লভয়॥

। ৪৪ । ভক্ত্যোদ্ধবানপায়িন্যা সর্ব্বলোকমহেশ্বরং ।
সর্ব্বোৎপত্ত্যপ্যয়ং ব্রহ্ম কারণং মোপযাতি সঃ ॥

শুনহে উদ্ধব যার দৃঢ়া ভক্তি হৈল । অবিলম্বে সেই জন আমারে পাইল॥

সর্ব্ব লোক মহেশ্বর আমি সদাশয়। আমা হৈতে সবাকার উৎপত্তি প্রলয়॥
আমি ব্রহ্মপ্রকৃত্যাদি সবার কারণ। আমারে ভজয়ে নিত্য মম ভক্ত জন॥

। ৪৫। ইতি স্বধর্ম্মনির্ণিক্তসত্ত্বোনির্জ্ঞাতমদ্গতিঃ।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নোবিরক্তঃ সমুপৈতি মাং॥

এরূপে স্বধর্ম্মে শুদ্ধ সত্ত্ব যদি হয়। আমার ঐশ্বর্য্য সেহ নিশ্চয় জানয়॥
জ্ঞান বিজ্ঞানেতে নিত্য পরিপূর্ণ হয়। বৈরাগ্য হইলে জীব আমারে লভয়॥

। ৪৬। বর্ণাশ্রমবতাং ধর্ম্মএষআচারলক্ষণঃ।
সএব মদ্ভক্তিযুতোনিঃশ্রেয়সকরঃ পরঃ॥

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম এই বলিনু তোমায়। এহ আচারেতে জীব দিব্য গীত পায়॥
এই ধর্ম্ম যদি মম ভক্তিযুক্ত হয়। তবে সে আমার পদ অচিরে লভয়॥

। ৪৭। এতত্তেঽভিহিতং সাধো ভবান পৃচ্ছতি যচ্চ মাং।
তথা স্বধর্ম্মসংযুক্তোভক্তোমাং সমিয়াৎ পরং॥

ইতি শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধব সংবাদে যতি ধর্ম্ম নির্ণয়োঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

শুনহে উদ্ধব তব প্রশ্ন অনুসারে। বিবরিয়া বলিলাম সকল তোমারে॥
যে রূপেতে স্বধর্ম্মে থাকিয়া জীব গণ। ভক্তিযুক্ত হৈলে পায় আমার চরণ॥
একাদশ স্কন্ধে হৈল আঠার অধ্যায়। যতি ধর্ম্ম সনাতন রচিল ভাষায়॥

একোনবিংশতি অধ্যায়ের আভাস।

জ্ঞানাদের্নির্ণয়ঃ পূর্ব্বং কৃতোহ্যাশ্রমধর্ম্মতঃ।
একোনবিংশতিতমে জ্ঞানাদেস্ত্যাগউচ্যতে॥

আশ্রম ধর্ম্মতো জ্ঞানাদির নির্ণয় পূর্ব্বেতে করিয়া একোনবিংশতিত-মাধ্যায়ে জ্ঞানাদির ত্যাগ কহিতেছেন॥

শ্রীভগবানুবাচ। ১। যোবিদ্বান শ্রুতসম্পন্নঃ আত্মবানানুমানিকঃ।
মায়ামাত্রমিদং জ্ঞাত্বা জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংন্যসেৎ॥

ভগবান বলিছেন শুনহে উদ্ধব। আত্ম পরিচয় সে লভয়ে যেই সব॥

যেই সদাশয় আত্ম তত্ত্ব সে লভয়। কেবল পরোক্ষ জ্ঞান যার নাহি হয়॥
সেই জন মায়া মাত্র ব্রহ্মাণ্ড দেখয়। ত্রিভুবনে সত্য বুদ্ধি কভু না করয়॥
তত্ত্বজ্ঞানী হৈলে জ্ঞান আমা সমর্পয়। বিদ্বৎ সন্ন্যাসী বলি ইহারে বলয়॥

।২। জ্ঞানিনস্ত্বহমেবেষ্টঃ স্বার্থোহেতুকসম্মতঃ।
স্বর্গশ্চৈবাপবর্গশ্চ নান্যোঽর্থোমদৃতে প্রিয়ঃ॥

আমি সে জ্ঞানীর ইষ্ট আমি কর্ম্ম ফল। আমি তার অভিগত সাধন সকল॥
আমি স্বর্গ আমিত সে অপবর্গ হই। অন্য কিছু প্রিয় তার নাহি আমি বই॥

।৩। জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নাঃ পদং শ্রেষ্ঠং বিদুর্মম।
জ্ঞানী প্রিয়তমোঽতোমে জ্ঞানেনাসৌ বিভর্ত্তিমাং॥

জ্ঞান বিজ্ঞানেতে যেই সম্পন্ন হইল। আমার উত্তম পদ জ্ঞানী সে লভিল॥
অতএব জ্ঞানী মম প্রিয়তম হয়। জ্ঞান বলে জ্ঞানী নিত্য আমারে ধরয়॥

।৪। তপস্তীর্থং জপোদানং পবিত্রাণীতরাণি চ।
নালং কুর্ব্বন্তি তাং শুদ্ধিং যা জ্ঞানকলয়া কৃতা॥

জ্ঞান কলা মাত্রেতে যেমন শুদ্ধি হয়। তপঃ তীর্থ আদি তেন শুদ্ধি না করয়॥

।৫। তস্মাজ্জ্ঞানেন সহিতং জ্ঞাত্বা স্বাত্মান মুদ্ধব।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নোভজ মাং ভক্তিভাবিতঃ॥

সেহেতু উদ্ধব তুমি জ্ঞানের সহিত। আমারে জানিয়া হও আত্ম পরিচিত॥
পরিপূর্ণ হও তুমি জ্ঞান বিজ্ঞানেতে। আমারে ভজহ নিত্য ভক্তি-ভাব মতে॥

।৬। জ্ঞানবিজ্ঞানযজ্ঞেন মামিষ্ট্বাত্মানমাত্মনি।
সর্ব্বযজ্ঞপতিং মাং বৈ সংসিদ্ধিং মুনয়োঽগমন॥

জ্ঞান আর বিজ্ঞান যজ্ঞেতে মুনিগণ। সর্ব্ব যজ্ঞপতি আমা করে আরাধন॥
আত্মাতে আত্মারে তারা যজন করিয়া। পরম আনন্দে গেলা সংসার তরিয়া॥

।৭। ত্বয্যুদ্ধবাশ্রয়তি যস্ত্রিবিধোবিকারো
মায়ান্তরাপততি নাদ্যপবর্গয়োর্যৎ।
জন্মাদয়োঽস্য যদমী তব তস্য কিং স্যু-
রাদ্যন্তয়োর্যদসতোঽস্তি তদেব মধ্যে॥

শুনহ উদ্ধব বলি শাস্ত্রার্থ বিশেষ। সংক্ষেপে কহিব তোমার জ্ঞান উপদেশ॥
তোমাতে আছয় যেই ত্রিবিধ বিকার। দেহাদি বলিয়া যারে কর ব্যবহার॥
এ সকল জানিহ কেবল মায়াময়। নিশ্চয় করিয়া বুঝ বাস্তবার্থ নয়॥

যে হেতু মধ্যেতে সব আরোপিত হয়। রজ্জুতে সর্পের ভ্রম যেন উপজয়॥ আদ্যেতে দেহাদি এই না ছিল তোমার। অন্তেতে না থাকিবেক করহ বিচার॥ যদি এই শরীরের জন্ম আদি হয়। তুমি অধিষ্ঠান তব জন্মাদি সে নয়॥ বস্তুত সে বিকারের জন্ম আদি নাই। যেই হেতু বিচারে দেহাদি থাকে নাই॥ সর্পাদি ভ্রমের আদ্য অন্তে যেই ছিল। মধ্যেতেহ সেই রজ্জু সর্প না রহিল॥ সেই রূপে দেহ আদি বিকার যে হয়। কেবল সে ভ্রম মাত্র সত্য কভু নয়॥ আদ্য যেই মধ্যে যেই অন্তে সেই রয়। দেহাদি বিকার যত সত্য সেই নয়॥ নির্ব্বিকার ব্রহ্ম তুমি জান আপনায়। দেহাদি প্রপঞ্চ যত কেবল মায়ায়॥

শ্রীউদ্ধবউবাচ। ৮। জ্ঞানং বিশুদ্ধং বিপুলং যথৈতদ্বৈরাগ্যবিজ্ঞানযুতং পুরাণং। আখ্যাহি বিশ্বেশ্বর বিশ্বমূর্ত্তে ত্বদ্ভক্তিযোগঞ্চ মহদ্বিমৃগ্যং॥

উদ্ধব বলেন শুন প্রভু দামোদর। বিশ্বের ঈশ্বর তুমি বিশ্ব মূর্ত্তিধর॥
যেই জ্ঞান মম লাগি কহিলে গোসাঞী। বিবরিয়া বল তাহা বুঝি তব ঠাঞী॥
বৈরাগ্য বিজ্ঞান যুত জ্ঞান পুরাতন। বিশুদ্ধ নিশ্চিত যথা এই জ্ঞান হন॥
তব প্রেম ভক্তি প্রভু কি উপায় হয়। চতুর্ম্মুখ আদি দেব যাহা অন্বেষয়॥
এ সব বিশেষ করি বল নারায়ণ। তোমার চরণে মম এই নিবেদন॥

। ৯। তাপত্রয়েণাভিহতস্য ঘোরে সন্তপ্যমানস্য ভবাধ্বনীশ। পশ্যামি নান্যচ্ছরণং তবাঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বাতপত্রাদমৃতাভিবর্ষাৎ॥

এইত সংসার মার্গ অতি ঘোরতর। তাপত্রয়ে অভিহত জন নিরন্তর॥
ইহাতে পড়িয়া দেখ সদা তপ্যমান। ঈশ্বর আপনি ইথে হও দয়াবান॥
তব পদ দ্বন্দ্ব আতপত্র সুবিমল। অনুক্ষণ বৃষ্টি করে সুধা সম জল॥
হেন পদ বিনা অন্য না দেখি স্মরণ। ভব তাপ হৈতে প্রভু কর উদ্ধারণ॥

। ১০। দষ্টং জনং সংপতিতং বিলেঽস্মিন কালাহিনা ক্ষুদ্রসুখোরুতর্ষং। সমুদ্ধরৈনং কৃপয়াপবর্গ্যৈর্বচোভিরাসিঞ্চ মহানুভাবঃ॥

এইত সংসার গর্ত্তে আছয়ে পড়িয়া। কালসর্প ইথে জনে দংশিছে বেড়িয়া॥
ক্ষুদ্র সুখ হেতু বড় তৃষ্ণা অনুক্ষণ। বিষয় বিষের জ্বালা করিছে দহন॥
অপবর্গ বোধ দেন যেইত বচন। সে বাক্য অমৃত জলে করহ সেচন॥
কৃপায় বচনামৃতে সিঞ্চিতে হইবে। ইহা না করিলে প্রভু কলঙ্ক ঘটিবে॥
শ্রেষ্ঠ যে ঐশ্বর্য্য তব সকল সম্ভবে। তবে কেন দীনহীনে কৃপা না করিবে॥

শ্রীভগবানুবাচ। ১১। ইত্থমেতৎ পুরা রাজা ভীষ্মং ধর্ম্মভৃতাম্বরং।
অজাতশত্রুঃ পপ্রচ্ছ সর্ব্বেষাং নোহনু শৃণ্বতাং ॥
নিবৃত্তে ভারতে যুদ্ধে সুহৃন্নিধনবিহ্বলঃ।
শ্রুত্বা ধর্ম্মান বহূন পশ্চান্মোক্ষধর্ম্মানপৃচ্ছত ॥

ভগবান বলিছেন শুন হে উদ্ধব। তব অভিপ্রায় আমি বুঝিলাম সব॥ জিজ্ঞাসা করিলে তুমি যে রূপে আমারে। ধর্ম্ম পুত্র জিজ্ঞাসিলা এরূপে ভীষ্মেরে ॥ ধর্ম্ম পালকের শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম মহাশয়। ধর্ম্ম সুত বিনয়েতে তাঁরে জিজ্ঞাসয়॥ আমরা তা শুনিলাম সভার ভিতর। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসিলা অহে সাধুবর॥ বিষম ভারত যুদ্ধ নিবৃত্ত হইলা। সুহৃৎ নিধন শোক রাজারে বাধিলা ॥ শুনিয়া অনেক ধর্ম্ম ভীষ্ম দেব হৈতে। মোক্ষ ধর্ম্ম জিজ্ঞাসিলা সবার সাক্ষাতে ॥

। ১২। তানহং তেহভিধাস্যামি দেবব্রতমুখাচ্ছ্রুতান।
জ্ঞানবিজ্ঞানবৈরাগ্যশ্রদ্ধাভক্ত্যুপবৃংহিতান ॥

দেবব্রত মুখ হৈতে শুনেছি যে ধর্ম্ম। বিবরিয়া সে জ্ঞান কহিব শুন মর্ম্ম॥ বৈরাগ্য বিজ্ঞান জ্ঞান শ্রদ্ধা ভক্তিযুত। সকল শুনহ তুমি হইয়া সংযত ॥

। ১৩। নবৈকাদশপঞ্চত্রীন ভাবান্ ভূতেষু যেন বৈ।
ঈক্ষেতাথৈকমপ্যেষু তজ্জ্ঞানং মম নিশ্চিতং ॥

প্রথমেতে জ্ঞান বলি শুন দিয়া মন। যে কথা শুনিলে প্রাণী তত্ত্বজ্ঞানহন॥ প্রকৃতি পুরুষ দুই মহদহঙ্কার। শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ পঞ্চ আর ॥ একাদশ ইন্দ্রিয় আর পঞ্চ মহাভূত। সত্ত্ব রজস্তমঃ তিন করহ সংযুত ॥ আটাইশ তত্ত্ব এই আছে সর্ব্বভূতে। ব্রহ্মা আদি স্থাবরান্ত সকল কায়েতে॥ অনুগত হয়ে আছে এই তত্ত্বগণ। যেই জ্ঞানে এই সব করে নিরীক্ষণ ॥ এক পরমাত্মা এই কার্য্য কারণেতে। অনুগত হয়ে আছে চৈতন্য রূপেতে॥ কর্ম্ম আর কারণ স্বরূপ ত্রিজগৎ। আমা হৈতে ভিন্ন নহে দেখয়ে সতত॥ ইহা যে বিচারে দেখে তারে বলি জ্ঞান। জ্ঞানহীন যেই সেই পশুর সমান॥

। ১৪। এতদেব হি বিজ্ঞানং নতথৈকেন যেন যৎ।

অতঃপর বলি শুন বিজ্ঞান লক্ষণ। যাহা হৈতে সংসারেতে বন্ধনহে জন॥ প্রকৃতি পুরুষ আদি পদার্থ সে যত। ব্রহ্ম হৈতে ভিন্ন নাহি দেখয়ে তাবত॥

যখন এইত রূপ আর না দেখয়। কেবল সে ব্রহ্ম দৃষ্টি সর্ব্বদা করয়॥ তখন সেইত জ্ঞানে বিজ্ঞান বলয়। ইহাতে সন্দেহ নাই জানিবে নিশ্চয়॥

।১৫। স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়ান পশ্যেদ্ভাবানাং ত্রিগুণাত্মনাং।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ সৃজ্যাৎ সৃজ্যং যদন্বিয়াৎ॥
পুনস্তৎপ্রতিসংক্রামে যচ্ছিষ্যেত্তদেবসত্॥

সাবয়ব যত আছে পদার্থ জগতে। জন্ম স্থিতি লয় দেখে এই সকলেতে॥ আদ্য মধ্য আর অন্তে সৃজ্য বস্তু হৈতে। পশ্চাৎ চলেনযেঁহ অন্য সে সৃজ্যেতে॥ সৃজ্যের প্রলয়ে পুনঃ শেষেতে থাকয়। তেঁহ মাত্র সদ্ বস্তু ইহাই নিশ্চয়॥

।১৬। শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমনুমানং চতুষ্টয়ং।
প্রমাণেষ্বনবস্থানাদ্বিকল্পাৎ সবিরজ্যতে॥

বেদেতে বলেন নানা রূপ মিথ্যা ময়। আমারে সর্ব্বদা সত্য সেই বেদে কয়॥ পট আদি কার্য্য যত প্রত্যক্ষ দেখয়। তন্তু বিনা পট নাহি কদাচিৎ হয়॥ সেরূপ এ সব বিশ্ব চৈতন্য বিহনে। ব্যবহার হয় নাকি অচৈতন্য সনে॥ মহাজন জ্ঞানী যত আছিলা পুর্ব্বেতে। তারা কেহ বিষয় না কৈল এ জগতে॥ মিথ্যা বলি সংসারেতে না করিলা রতি। কেবল আমার পদে স্থির কৈলা মতি॥ শুনহে উদ্ধব আর বলি অনুমান। শুক্তি খণ্ডে হয় যেন রজতের জ্ঞান॥ তেন এ যাবৎ দৃশ্য সব মিথ্যাময়। অহং মম ভাব ইথে বুঝিয়া ত্যজয়॥

।১৭। কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলং।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ॥

কাম্য কর্ম্ম পরিণত যত হে অনিত্য। ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যে এহেতু অসত্য॥ অদৃষ্টও সেই সুখ দুঃখ রূপ হয়। দৃষ্ট দুঃখ সম তাহা জানিহ নিশ্চয়॥ নশ্বরও সেই সুখ নিত্য কভু নয়। এইরূপ জ্ঞানী জন অবশ্য দেখয়॥

।১৮। ভক্তিযোগঃ পুরৈবোক্তঃ প্রীয়মাণায় তেঽনঘ।
পুনশ্চ কথয়িষ্যামি মদ্ভক্তেঃ কারণং পরং॥

ভক্তি যোগ পুর্ব্বে আমি বলেছি তোমায়। পরম কারণ সহ কব পুনরায়॥ অপাপ তুমিহ অহে পাইয়াছি প্রীত। তোমারে কহিব পুনঃ হবে আনন্দিত॥ ভক্তির কারণ আর ভক্তি সে আমার। উভয় কহিব আমি করিয়া বিস্তার॥

। ১৯। শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্ত্তনং।
পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম ॥
আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনং।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বলোকেষু মন্মতা ॥

আমার অমৃত কথা শুনয়ে আদরে। শুনিয়া সে কথা ব্যাখ্যা করে অন্তরে॥
আমার পূজায় নিষ্ঠা থাকে অনুক্ষণ। স্তব পাঠ করে্য মম করয়ে স্তবন॥
আমার সেবায় নিত্য থাকয়ে আদর। অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে পূজার অন্তর॥
আমার ভক্তের পূজা অধিক করয়। সকল ভূতেতে দেখ আমারে দেখায়॥

। ২০। মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্গুণেরণং।
ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ব্বকামবিবর্জনং ॥

লৌকিক ব্যাপার যত ভক্তগণ করে। সে সব ব্যাপার নিত্য সমর্পে আমারে॥
বাক্যেতে আমার গুণ করয়ে কীর্ত্তন। আমাতে আপন চিত্ত করে সমর্পণ॥
কাম্য কর্ম্ম সকলি করয়ে বিসর্জন। যে কাম্য কর্ম্মেতে হয় সংসার বন্ধন॥

। ২১। মদর্থেঽর্থপরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ।
ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং যদ্ব্রতং তপঃ॥

অতঃপর শুন কিছু করি বিবরণে। অর্থ সব ত্যাগ করে আমার কারণে॥
চন্দনাদি উপভোগে আদর না করে। হর্ষ মনে ভোগ দ্রব্য দেয়ত আমারে॥
পুত্রের পালন আদি না করে শ্রদ্ধায়। পুত্র সম পালনাদি করয়ে আমায়॥
ইষ্ট দত্ত হুত জপ্ত মদর্থে করয়। ব্রত পূজা আদি করি আমা সমর্পয়॥

। ২২। এবং ধর্ম্মৈর্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদনং।
ময়ি সংজায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যোঽর্থোঽস্যাবশিষ্যতে॥

এই সব ধর্ম্ম করে্য শুনহ উদ্ধব। আমা সমর্পণ করে যে মনুষ্য সব॥
সে প্রেম লক্ষণা ভক্তি ভাসবার হয়। আমাতে হইলে তাহা সর্ব্বার্থ জন্ময়॥
কোন্ অন্য অর্থ ভক্তে অবশিষ্ট হয়। তোমারে কহিনু অমি জানিবে নিশ্চয়॥

। ২৩। যদাত্মন্যর্পিতং চিত্তং শান্তং সত্ত্বোপবৃংহিতং।
ধর্ম্মং জ্ঞানং সবৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যঞ্চাভিপদ্যতে॥

সত্ত্বগুণে তার চিত্ত শান্ত ভাব হৈল। সে চিত্ত আমারে যদি সমর্পণ কৈল॥
সেই সে বৈরাগ্য জ্ঞান আর ধর্ম্ম পায়। সকল ঐশ্বর্য্য ভক্ত লভয়ে হেলায়॥

।২৪। যদর্পিতং তদ্বিকল্পইন্দ্রিয়ৈঃ পরিধাবতি।
রজস্বলঞ্চাসন্নিষ্ঠং চিত্তং বিদ্ধি বিপর্য্যযং॥

সেই চিত্ত যদি দেহ গৃহ প্রতি ধায়। অনুগ ইন্দ্রিয়গণ তারা পাছু যায়॥
রজোগুণ বৃদ্ধি হৈয়া দুষ্টপথে চলে। অধর্ম্মাদি করে নিত্য রজোগুণ বলে॥

।২৫। ধর্ম্মোমদ্ভক্তিকৃৎ প্রোক্তোজ্ঞানঞ্চৈকাত্ম্যদর্শনং।
গুণেষ্বসঙ্গোবৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যঞ্চাণিমাদয়ঃ॥

তারে ধর্ম্ম বলি যাতে মম ভক্তি হয়। তারে জ্ঞান বলি যাতে আমারে দেখয়॥ সেই সে বৈরাগ্য যেই বিষয় ছাড়য়। সেই সে ঐশ্বর্য্য যাতে অণিমাদি হয়॥

শ্রীউদ্ধবউবাচ।২৬। যমঃ কতিবিধঃ প্রোক্তোনিয়মোবারিকর্ষণ।
কঃ শমঃ কোদমঃ কৃষ্ণ কা তিতিক্ষা ধৃতিঃ প্রভো॥

উদ্ধব বলেন শুন অরিবিকর্ষণ। ধর্ম্মাদিরে কেহ কেহ আন করি কন॥
অতেব জিজ্ঞাসা করি ধর্ম্মাদি বিষয়। নিষ্ঠা করি বল যাতে খণ্ডিবে সংশয়॥
যম বলি বলে যারে সে কত প্রকার। নিয়ম বা কত হয় কিরূপ তাহার॥
শম বা কাহারে বলি কারে বলি দম। তিতিক্ষা কি ধৃতি বা কি বল যদূত্তম॥
আপনি সমর্থ হও সকল বলিতে। কৃপা করি কহ কৃষ্ণ এই অনুগতে॥

।২৭। কিং দানং কিং তপঃ শৌর্য্যং কিং সত্যমৃতমুচ্যতে।
কস্ত্যাগঃ কিং ধনং চেষ্টং কোযজ্ঞঃ কা চ দক্ষিণা॥

দান কারে বলি তপ শৌর্য্য কিবা হয়। কি সত্য কি ঋত তাহা বল মহাশয়॥
কারে ত্যাগ বলি কহ ইষ্ট কোন ধন। যজ্ঞ কি দক্ষিণা কিবা বল নারায়ণ॥

।২৮। পুংসঃ কিং স্বিদ্বলং শ্রীমন্ দয়া লাভশ্চ কেশব।
কা বিদ্যা হ্রীঃ পরা কা শ্রীঃ কিং সুখং দুঃখমেব বা॥
কঃ পণ্ডিতঃ কশ্চ মূর্খঃ কঃ পন্থা উৎপথশ্চ কঃ।
কঃ স্বর্গোনরকঃ কশ্চ কোবন্ধুরুত কিং গৃহং॥

পুরুষের বল্ কিবা দয়া লাভ কিবা। পরাবিদ্যা কিবা সেহ সেই লজ্জা কিবা॥ কিবা সে পরমা শোভা কি দুঃখ কি সুখ। শ্রীকেশব কহ যদি ঘুচে তবে দুঃখ॥ কি পণ্ডিত কিবা মূর্খ কারে বলি পথ। বিবরিয়া বল কারে বলয়ে উৎপথ॥ কারে স্বর্গ বলয়ে নরক বলি কারে। কিবা বলি বন্ধু জন গৃহ হে কাহারে॥

।২৯। কআঢ্যঃ কোদরিদ্রোবা কৃপণঃ কঃ কঈশ্বরঃ।
এতান প্রশ্নান্ মম ব্রূহি বিপরীতাংশ্চ সত্পতে॥

কেবা আঢ্য মহিতে দরিদ্র কোন জন। কারে বা ঈশ্বর বলি কৃপণ কে হন॥
এই সব প্রশ্ন মম কহিতে হইবে। প্রশ্ন বিপরীত কিবা সত্পতি কহিবে॥

শ্রীভগবানুবাচ। ৩০। অহিংসা সত্যমস্তেয়মসঙ্গোহ্রীরসঞ্চয়ঃ।
আস্তিক্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ মৌনং স্থৈর্য্যং ক্ষমা ভয়ং॥

ভগবান বলিছেন শুন সদাশয়। তোমার উত্তর ক্রমে বলিব নিশ্চয়॥
অহিংসা সে সত্য আর অচৌর্য্যাচরণ। সঙ্গত্যাগ লজ্জা আর সঞ্চয় ত্যজন॥
ধর্ম্মেতে বিশ্বাস ব্রহ্মচর্য্য মৌন আর। স্থৈর্য্য ক্ষমা অভয় সে কহিনু প্রচার॥

।৩১। শৌচং জপস্তপোহোমঃ শ্রদ্ধাতিথ্যং মদর্চ্চনং।
তীর্থাটনং পরার্থেহা তুষ্টিরাচার্য্যসেবনং॥

বাহ্য অভ্যন্তর ভেদে শৌচ দুই মত। জপ তপ হোম শ্রদ্ধা ধর্ম্মে অভিরত॥
আতিথ্য আমার পূজা তীর্থের অটন। মম অর্থে চেষ্টা তুষ্টি আচার্য্য সেবন॥

।৩২। এতে যমাঃ সনিয়মাউভয়োর্দ্বাদশস্মৃতাঃ।
পুংসামুপাসিতাস্তাত যথাকামং দুহন্তি হি॥

পূর্ব্বেতে হইলা উক্ত দ্বাদশ সে যম। পরেতে হইল উক্ত দ্বাদশ নিয়ম॥
ইহা যদি পুরুষেরা করে আচরণ। যাহা যাহা বাঞ্ছা করে হয়ত পূরণ॥
অহে তাত ইহা আমি কহিনু নিশ্চয়। অবশ্য জানিবে ইহা নাহিক সংশয়॥

।৩৩। শমোমন্নিষ্ঠতাবুদ্ধের্দমইন্দ্রিয়সংযমঃ।
তিতিক্ষা দুঃখসংমর্ষোজিহ্বোপস্থজয়োধৃতিঃ॥

আমার বিষয়ে যেহ বুদ্ধিনিষ্ঠ হয়। তাহারে বলি যে শম বুঝ সদাশয়॥
সাবধান হয়ে করে ইন্দ্রিয় সংযম। উদ্ধব নিশ্চয় বুঝ তারে বলি দম॥
তিতিক্ষা জানিহ যেই দুঃখের সহন। জিহ্বা উপস্থের জয় ধৃতি নাম হন॥

।৩৪। দণ্ডন্যাসপরং দানং কামত্যাগস্তপঃ স্মৃতং।
স্বভাববিজয়ঃ শৌর্য্যং সত্যঞ্চ সমদর্শনং॥

ভূতহিংসা ত্যাগ করা তারে বলি দান। পরম সে দান হয় করিনু ব্যাখ্যান॥
ভোগ অভিমান ত্যেজে তপো বলি তারে। শৌর্য্য বলি স্বভাবেরে যাহা জয় করে॥ ব্রহ্ম দর্শনেরে সত্য বলি সদাশয়। সত্য বাক্য মাত্র কভু সত্য

নাহি হয় ॥ ব্রহ্ম দেখা সত্য বাক্য ইহা সত্য হয়। বলিনু তোমারে আমি জানিহ নিশ্চয় ॥

।৩৫। অন্যচ্চ সুনৃতা বাণী কবিভিঃ পরিকীর্ত্তিতা।
কর্ম্মস্বসঙ্গমঃ শৌচং ত্যাগঃ সন্ন্যাসউচ্যতে ॥

ধৃতি বলি কমনীয় বাক্য যে বলয়। কবিগণ সর্ব্ব ভাবে এইরূপ কয় ॥ কর্ম্মে অনাসক্ত যেই শৌচ বলি তারে। ত্যাগ পদে জানিহ সন্ন্যাস যেই করে॥

।৩৬। ধর্ম্মইষ্টং ধনং নৃণাং যজ্ঞোহহং ভগবত্তমঃ।
দক্ষিণা জ্ঞানসন্দেশঃ প্রাণায়ামঃ পরং বলং ॥

ধর্ম্মেরে জানিহ মনুষ্যের ইষ্ট ধন। আমার যজন যজ্ঞ অতি বিলক্ষণ ॥ দক্ষিণা জানিহ যেই জ্ঞান উপদেশ। বল বলি জান প্রাণায়াম সবিশেষ॥

।৩৭। ভগোমঐশ্বরোভাবোলাভোমদ্ভক্তিরুত্তমঃ।
বিদ্যাত্মনি ভিদা বাধোজুগুপ্সা হ্রীরকর্ম্মসু ॥

ভাগ্য জান আমাতে যে ঈশ্বরতা ভাব। আমার যে ভক্তি হয় সে উত্তম লাভ ॥ বিদ্যা বলি আপনাতে ভেদ বুদ্ধি ত্যেজে। অকর্ম্মেতে নিন্দা যেই তারে বলি লাজে ॥

।৩৮। শ্রীর্গুণানৈরপেক্ষাদ্যাঃ সুখং দুঃখসুখাত্যয়ঃ।
দুঃখং কামসুখাপেক্ষা পণ্ডিতোবন্ধমোক্ষবিৎ ॥

পুরুষের মণ্ডন উত্তম গুণ হয়। নৈরপেক্ষ আদি করি যাহারে কহয় ॥ মুকুটাদি অলঙ্কার শোভা না করয়। বিবরিয়া কহিলাম জানিহ নিশ্চয় ॥ দুঃখ সুখ ত্যাগ যেই তারে বলি সুখ। কাম সুখ অপেক্ষায় জান বড় দুঃখ ॥ বন্ধ মোক্ষ যেই জানে সেই সে পণ্ডিত। বুঝহ উদ্ধব তুমি ইহা সুনিশ্চিত ॥

।৩৯। মূর্খোদেহাদ্যহম্বুদ্ধিঃ পন্থা মন্নিগমঃ স্মৃতঃ।
উৎপথশ্চিত্তবিক্ষেপঃ স্বর্গঃ সত্ত্বগুণোদয়ঃ ॥

দেহাদিতে অহংবুদ্ধি যেই জন করে। সেই জন মূর্খ হয় জগত ভিতরে॥ নিবৃত্তি মার্গের পথ বলিহে উদ্ধব। উৎপথ প্রবৃত্তি মার্গ যাতে দুঃখ সব ॥ সেই স্বর্গ নাহি বলি স্বর্গ সে তাহারে। সত্ত্ব গুণোদয় যেই স্বর্গ বলি তারে॥

। ৪০। নরকস্তমউন্নাহোবন্ধুর্গুরুরহং সখে।
গৃহং শরীরমানুষ্যং গুণাঢ্যোহ্যাঢ্যউচ্যতে॥

নরক জানিহ তম গুণের বৃদ্ধিরে। নরক নাহিক কহি তামিশ্র আদিরে॥
গুরুরে পরম বন্ধু জানিহ নিশ্চয়। অহে সখা গুরু আমি নাকর সংশয়॥
জানিহ উত্তম গৃহ মনুষ্য শরীর। গুণাঢ্যেরে আঢ্য বলি শুনহ সুধীর॥

। ৪১। দরিদ্রোযস্ত্বসংতুষ্টঃ কৃপণোযোহজিতেন্দ্রিয়ঃ।
গুণেষ্বশক্তধীরীশোগুণসঙ্গোবিপর্য্যয়ঃ॥

দরিদ্র জানিহ যেই অসন্তুষ্ট জন। ইন্দ্রিয়েরা যারে জিনে সেইত কৃপণ॥
বিষয়েতে অনাসক্ত যেই জন হয়। তাহারে ঈশ্বর বলি রাজা আদি নয়॥
বিষয়ের সঙ্গী যেই সেই অনীশ্বর। সর্ব্বত্র জানিহ তারে না হয় ঈশ্বর॥

। ৪২। এতউদ্ধব তে প্রশ্নাঃ সর্ব্বে সাধুনিরূপিতাঃ॥

যত প্রশ্ন কৈলে তুমি আমার অগ্রেতে। নিরূপিয়া দিনু তাহা মুক্তি উপায়েতে॥

। ৪৩। কিং বর্ণিতেন বহুনা লক্ষণং গুণদোষয়োঃ।
গুণদোষদৃশির্দোষোগুণস্তূভয়বর্জ্জিতঃ॥

ইতি শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধব সংবাদে শ্রেয়ভেদ নির্ণয়ো নাম একোনবিংশোহধ্যায়ঃ॥

তুমি জিজ্ঞাসিলে দোষ গুণের লক্ষণ। সংক্ষেপে বলিব তাহা শুন দিয়া মন॥
কথার বাহুল্য কিছু নাহি প্রয়োজন। ইহারে জানিহ দোষ গুণের লক্ষণ॥
গুণ দোষ ভেদ করি করে দরশন। ইহারে বলি যে দোষ গুণে দেহ মন॥
গুণ দোষ উভয় দর্শনেতে বর্জ্জিৎ। তাহারে বলি যে গুণ সবার এ রীত॥
একাদশ স্কন্ধে উনবিংশতি অধ্যায়। সনাতন বিরচিল প্রাকৃত ভাষায়॥

বিংশতি অধ্যায়ের আভাস।

বিংশে যোগত্রয়ং প্রোক্তং ভক্তিজ্ঞানক্রিয়াত্মকং।
গুণদোষব্যবস্থার্থমধিকারিবিভাগতঃ॥

অধিকারি বিভাগ হেতু গুণ দোষ ব্যবস্থার নিমিত্তে ভক্তিযোগ জ্ঞানযোগ এবং ক্রিয়াযোগ এই যোগত্রয় বিংশাধ্যায়ে কহিয়াছেন॥

শ্রীউদ্ধবউবাচ। ১। বিধিশ্চ প্রতিষেধশ্চ নিগমোহীশ্বরস্য তে।
অবেক্ষতেহরবিন্দাক্ষ গুণদোষঞ্চ কর্ম্মণাং॥

উদ্ধব বলেন শুন কৃষ্ণ মহাশয়। তোমার বচনে অতি জন্মিল সংশয়॥
তব আজ্ঞা রূপ বেদ ইথে নাহি আন। তাহাতে লিখয় বিধি নিষেধ বিধান॥
কর্ত্তব্য কর্ম্মের গুণ সমস্ত বলয়। করিলে নিষেধ কর্ম্ম দোষ উপজয়॥

।২। বর্ণাশ্রমবিকল্পঞ্চ প্রতিলোমানুলোমজং।
দ্রব্যদেশবয়ঃকালান্ স্বর্গং নরকমেব চ॥

উত্তম অধম ভাবে অধিকারী হয়। চারি বর্ণ আশ্রমেতে ভেদ সে আছয়॥
প্রতিলোম অনুলোম জাতি ভেদ হয়। ইহাতেহ গুণ দোষ বিচার আছয়॥
দ্রব্য দেশ বয়ঃ কাল স্বর্গ যে নরক। গুণদোষ এ সকলে ভেদ নিয়ামক॥

।৩। গুণদোষভিদা দৃষ্টিমন্তরেণ বচস্তব।
নিঃশ্রেয়সং কথং নৃণাং নিষেধবিধিলক্ষণং॥

গুণ দোষ ভেদ দৃষ্টি বিনা মহাশয়। তব বাক্য বেদে বিধি নিষেধ লিখয়॥
বেদের বচনে মনুষ্যের ব্যবহার। বেদ ছাড়া কর্ম্ম কৈলে কি রূপে নিস্তার॥

।৪। পিতৃদেবমনুষ্যাণাং বেদশ্চক্ষুস্তবেশ্বর।
শ্রেয়স্ত্বনুপলব্ধেহর্থে সাধ্যসাধনয়োরপি॥

পিতৃ দেব মনুষ্যাদি যত দেখ জন। তোমার বচন বেদ সবার লোচন॥
কৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বর প্রভো শ্রীযদু নন্দন। বেদ বাক্য তাহাদের শ্রেষ্ঠ সে নয়ন॥
স্বর্গ অপবর্গ দুই বেদ মতে হয়। বেদ হৈতে সর্ব্বাশ্রয় মনুষ্য লভয়॥
সাধ্য আর সাধন এ দুই বেদ মতে। বেদ বাক্য বিনা লোক জানিবে কি মতে॥

।৫। গুণদোষভিদা দৃষ্টি র্নিগমাত্তেন হি স্বতঃ।
নিগমেনাপবাদশ্চ ভিদায়া ইতিহভ্রমঃ॥

গুণ দোষ ভেদ দৃষ্টি বেদ হৈতে হয়। তোমার নিগম হতে অবশ্য ঘটয়॥
আপন ইচ্ছায় ভেদ দৃষ্টি নাহি হয়। আর কিছু বিবরিয়া কহি মহাশয়॥
ভেদ দৃষ্টি বেদে কহে ইহাত জানয়। কি রূপেতে বেদশাস্ত্র তাহা নিবারয়॥
এই ভ্রম অহে প্রভু ঘুচাও আমার। যে রূপেতে ভেদ ভ্রম নাহি হয় আর॥

শ্রীভগবানুবাচ। ৬। যোগাস্ত্রয়োময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োহন্যোহস্তি কুত্রচিৎ॥

ভগবান বলিছেন শুনহে উদ্ধব। ঘুচাইয়া দিব তব এ সংশয় সব॥
মনুষ্য সবার মোক্ষ সাধন ইচ্ছায়। তিন যোগ আমি বলিয়াছি সে উপায়॥

জ্ঞানযোগ কর্ম্মযোগ আর ভক্তিযোগ। ইহা বিনা আর নাহি আমার নিয়োগ॥ নিস্তারের পথ ইহা হৈতে অন্য আর। কোথায় নাহিক অহে কহিলাম সার॥ অধিকারি ভেদে এই তিন যোগ হয়। কিন্তু সবে একত্রেতে তিন না করয়॥

। ৭। নির্ব্বিণ্নাণাং জ্ঞানযোগোন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেম্বনির্ব্বিণ্নচিত্তাণাং কর্ম্মযোগশ্চ কামিনাং॥

কর্ম্মাকর্ম্ম ফলেতে বিরক্ত যারা হন। তাসবার জ্ঞানযোগ কৈল নিরূপণ॥ কর্ম্মাকর্ম্ম ফলে যারা আনন্দিত হন। কর্ম্মযোগ করে তারা যারা কামীজন॥

। ৮। যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান।
ননির্ব্বিণ্নোনাতিশক্তোভক্তিযোগস্য সিদ্ধিদঃ॥

কোনহ ভাগ্যেতে যদি আমার কথাতে। জাতশ্রদ্ধ হয় নর ভক্তি শাস্ত্র পথে॥ অত্যন্ত আসক্ত নহে বিষয় ভোগেতে। বিরাগ নাহিক কর্ম্মফলেতে কর্ম্মেতে॥ হেন জন ভক্তিযোগে অধিকারি হয়। সর্ব্ব সিদ্ধি ভক্তিযোগ হইতে লভয়॥

। ৯। তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করয়ে তাবৎ। বিষয় নির্ব্বিণ্ন ভাব না হয় যাবৎ॥ আমার কথায় শ্রদ্ধা না হয় যাবৎ। বৈদিকাদি সর্ব্ব কর্ম্ম করয়ে তাবৎ॥

। ১০। স্বধর্ম্মস্থোযজন যজ্ঞৈরনাশীঃ কামউদ্ধব।
ন যাতি স্বর্গনরকৌ যদ্যন্যন্ন সমাচরেৎ॥

শুনহে উদ্ধব যেই স্বধর্ম্মস্থ জন। অকামেতে যজ্ঞে মোরে করয়ে যজন॥ নিষিদ্ধের আচরণ যদি না করয়। তবেত সে স্বর্গ আর নরক না হয়॥

। ১১। অস্মিঁল্লোকে বর্ত্তমানঃ স্বধর্ম্মস্থোঽনঘঃ শুচি।
জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি মদ্ভক্তিং বা যদৃচ্ছয়া॥

এই নরদেহে করয়ে স্বধর্ম্মাচরণ। নিষিদ্ধের ত্যাগী হয় শুচি হয় মন॥ সে জন বিশুদ্ধ জ্ঞান অবিলম্বে পায়। অথবা আমার ভক্তি লভে যদৃচ্ছায়॥

। ১২। স্বর্গিণোঽপ্যেতমিচ্ছন্তি লোকং নিরয়িণস্তথা।
সাধকং জ্ঞানভক্তিভ্যামুভয়ং তদসাধকং॥

স্বর্গী জন এই নর দেহেরে বাঞ্ছয়। নরকস্থ জীব যেন এ দেহ ইচ্ছয়॥

জ্ঞান ভক্তি নরদেহ উভয় সাধয়। জ্ঞান ভক্তি হৈতে নাহি প্রমাদে পড়য়॥
নারকীর দেহ আর স্বর্গীর শরীর। জ্ঞান ভক্তি নাহি সাধে শুন অহে ধীর॥

। ১৩। ন নরঃ স্বর্গতিং কাঙ্ক্ষেন্নারকীং বিচক্ষণঃ।
নেমং লোকঞ্চ কাঙ্ক্ষেত দেহাবেশাৎ প্রমাদ্যতি॥

স্বর্গতির হেতু কর্ম্ম কভু না করয়ে। নিষিদ্ধ না করে যেন নরকের ভয়ে॥
আকাঙ্ক্ষে নারকী পুনঃ এ দেহ পাইতে। দেহ হৈতে পুনঃ নর পড়ে প্রমাদেতে॥

। ১৪। এতদ্বিদ্বান্ পুরা মৃত্যোরভবায় ঘটেত সঃ।
অপ্রমত্তইদং জ্ঞাত্বা মর্ত্ত্যমপ্যর্থসিদ্ধিদং॥

এদেহে সাধন হয় ভক্তি আর জ্ঞান। এ কথা নিশ্চয় বোধ করয়ে বিদ্বান॥
এদেহের মৃত্যু আছে এই করে জ্ঞান। মৃত্যুর পুর্ব্বেতে হতে হয় সাবধান॥
মোক্ষ হেতু যত্ন করে অপ্রমত্ত হয়ে। এই দেহে সিদ্ধি হয় যে করে বুঝিয়ে॥

। ১৫। ছিদ্যমানং যমৈরেতৈঃ কৃতনীড়ং বনস্পতিং।
খগঃ স্বকেতমুৎসৃজ্য ক্ষেমং যাতি হ্যলম্পটঃ॥

অহে সখা দেখ যেন এক বনস্পতি। তাহাতে আছয়ে খগ করিয়া বসতি॥
সে বৃক্ষ ছেদনে লোক যমের সমান। সেই খগ তাহে যদি হয় সাবধান॥
নিশ্চয় কল্যাণে তবে বাসা ছেড়ে যায়। সতর্ক হইলে হয় ইহার উপায়॥

। ১৬। অহোরাত্রৈশ্ছিদ্যমানং বুদ্ধায়ুর্ভয়বেপথুঃ।
মুক্তসঙ্গঃ পরং বুদ্ধা নিরীহউপশাম্যতি॥

তেন দেখ জীবের যে পরমায়ু হয়। অহো রাত্র গণ তারে ছেদন করয়॥
ক্ষীণ আয়ু বুঝে জীব ভয়েতে কাঁপয়। বুঝিয়ে সেজন যদি সঙ্গকে ত্যজয়॥
তবে সে নিরীহ হয়ে সংসার তরয়। এই হেতু সাবধান উপায় সে হয়॥

। ১৭। নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং প্লবং সুকল্যং গুরুকর্ণধারং।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ সআত্মহা॥

এইত মনুষ্য দেহ বড়ই দুর্লভ। অনেক ভাগ্যেতে দেহ হয়ত সুলভ॥
ইহারে করয়ে প্লব সুদৃঢ় থাকিতে। গুরুরে করয়ে জীব কর্ণধার ইতে॥
সকল কর্ম্মের ফলে এদেহে সে মূল। আমি বায়ু রূপে তাহে হই অনুকূল॥
ইহাতে না যায় যদি ভবাব্ধির পার। আত্মঘাতী কেবা আছে তাহা বিনে আর॥

। ১৮। যদারম্ভেষু নির্ব্বিণ্ণোবিরক্তঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
অভ্যাসেনাত্মনোযোগী ধারয়েদচলং মনঃ॥

শুনহ উদ্ধব অতি বিরক্ত যে জন। জ্ঞানযোগ অধিকারী গণনে সে হন॥ জ্ঞানের পূর্ব্বেতে তার যে কর্ম্ম উচিত। বর্জ্জনীয় যেবা শুন করিব বিদিত॥ কর্ম্ম আরম্ভেতে যে উদ্বিগ্ন চিত্ত হয়। দুঃখ দেখে সে কর্ম্ম করিতে না ইচ্ছয়॥ তখন ইন্দ্রিয় গণে সংযত রাখয়। আত্ম অভ্যাসেতে মন নিশ্চল ধরয়॥

। ১৯। ধার্য্যমাণং মনোযর্হি ভ্রাম্যদাশ্বনবস্থিতং।
অতন্দ্রিতোঽনুরোধেন মার্গেণাত্মবশং নয়েৎ॥

ধরিতে ধরিতে যবে শীঘ্র স্থির নয়। চঞ্চল ভাবেতে মন বিষয়ে ভ্রময়॥ তখন অলস ত্যজি আত্ম বশে রাখে। বিষয় সুখের লাগী না ছাড়ে তাহাকে॥ আত্মাভ্যাস পথ করি এরূপে রাখয়। বিষয় পথেতে মন কভু না প্রেরয়॥

। ২০। মনোগতিং ন বিসৃজেজ্জিতপ্রাণোজিতেন্দ্রিয়ঃ।
সত্ত্বসম্পন্নয়া বুদ্ধ্যা মনআত্মবশং নয়েৎ॥

প্রাণায়াম মনোগতি কভু না ছাড়য়। দশ ইন্দ্রিয়েরে অতিশয় করে জয়॥ সত্ত্ব গুণে পরিপূর্ণ করয়ে বুদ্ধিরে। মনে আত্ম বশে রাখে এতেক প্রকারে॥

। ২১। এষবৈ পরমোযোগোমনসঃ সংগ্রহঃ স্মৃতঃ।
হৃদয়জ্ঞত্বমন্বিচ্ছন্ দম্যস্যেবার্ব্বতোমুহুঃ॥

ইহারে পরম যোগ বলি সদাশয়। মনেরে আপন বশে সর্ব্বদা রাখয়॥ মন বশ হৈল বলি না কর বিশ্বাস। বিচলিত হৈলে চিত্ত করে সর্ব্বনাশ॥ ইহার দৃষ্টান্ত বলি শুন সদাশয়। অত্যন্ত চঞ্চল বলবান অশ্ব হয়॥ তাহার হৃদয় যেই অশ্বারোহী জানে। বারম্বার রাখে তারে যথার্থ গমনে॥ অশ্ব মুখরজ্জু নাহি ছাড়ে কদাচিৎ। বিশ্বাস করিলে তারে করে বিপরীত॥ সেই রূপ মনেরে বিশ্বাস নাহি করি। অলসে ছাড়িয়া দিলে ধরিতে না পারি॥

। ২২। সাংখ্যেন সর্ব্বভাবানাং প্রতিলোমানুলোমতঃ।
ভবাপ্যয়াবনুধ্যায়েন্মনোযাবৎ প্রসীদতি॥

অল্প মাত্র বশীভূত হয়ে থাকে মন। দৃঢ় বশ করিবার শুনহ সাধন॥

মহত্তত্ত্ব আদি করি যত তত্ত্ব হয়। সেই তত্ত্ব হৈতে পুনঃ শরীর জন্ময়॥ অনুলোম ক্রমে করে উৎপত্তি বিচার। প্রতিলোম ক্রমে পুনঃ বিচার সংহার॥ সাংখ্যেতে করিয়া ইহা করয়ে বিচার। যে সাংখ্যেতে সর্ব্ব তত্ত্ব বিবেক প্রচার॥ এই বিচারেতে মন রাখে অনুক্ষণ। যাবৎ নিশ্চল হয়ে নাহি রহে মন॥

।২৩। নির্ব্বিণ্ণস্য বিরক্তস্য পুরুষস্যোক্তবেদিনঃ।
মনস্ত্যজতি দৌরাত্ম্যং চিন্তিতস্যানুচিন্তয়া॥

উৎপত্তি বিনাশ এই রূপেতে বুঝয়। দৃঢ় বোধ হৈলে মনে বৈরাগ্য জন্ময়॥ গুরু উপদেশ বাক্য সতত বিচারে। পুনঃ পুনঃ সেই কথা স্মরয়ে অন্তরে॥ তবেত ত্যজয়ে দেহ আদি অভিমান। আমার বিষয়ে মন হয় সাবধান॥

।২৪। যমাদিভির্যোগপথৈরান্বীক্ষিক্যা চ বিদ্যয়া।
মমার্চ্চোপাসনাভির্ব্বা নান্যৈর্যোগ্যং স্মরেন্মনঃ॥

যম সে নিয়ম আদি যেই যোগ হয়। বিচারেতে দুই তত্ত্ব শোধন করয়॥ কিম্বা মম উপাসনা আমার পূজন। এই পথে মন করে আমার স্মরণ॥ ইহা বিনা অন্য চেষ্টা যদ্যপি করয়। তবে পুনঃ সংসারেতে ভ্রমিয়া মরয়॥

।২৫। যদি কুর্য্যাৎ প্রমাদেন যোগী কর্ম্ম বিগর্হিতং।
যোগেনৈব দহেদংহো নান্যত্তত্র কদাচন॥

কোনহ প্রমাদে যদি যোগী যেই জন। কদাচিৎ পাপ কর্ম্ম করে আচরণ॥ যোগ বলে সেই পাপ করয়ে দাহন। অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাহি করে কদাচন॥ মম ভক্ত জন যাহা কীর্ত্তনাদি করে। তাহাতে ভক্তের পাপ পলায় কাতরে॥

।২৬। স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা সগুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
কর্ম্মণাং জাত্যশুদ্ধানামনেন নিয়মঃ কৃতঃ।
গুণদোষবিধানেন সঙ্গানাং ত্যজনেচ্ছয়া॥

নিজ নিজ অধিকারে যে নিষ্ঠা আছয়। সেই নিষ্ঠা গুণ তার শাস্ত্রেতে লিখয়॥ শুদ্ধ কর্ম্ম সকলের নিয়ম আছয়। গুণ দোষ বিচারিয়া তাহা সে করয়॥ উৎপত্তি মাত্রেতে কর্ম্ম যে অশুদ্ধ হয়। তার সঙ্গ ত্যাগেচ্ছায় তাহা না করয়॥

। ২৭। জাতশ্রদ্ধোমৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ

ভক্তি যোগে অধিকারী হয় যেই জন। ভক্তিযোগ ক্রম তার শুন দিয়া মন॥ আমার কথায় যেই জাতশ্রদ্ধ হয়। সকল কর্ম্মেতে তার উদ্বেগ জন্ময়॥ কাম্য কর্ম্ম দুঃখ বলি বুঝয় বিচারে। অথচ সে সব কর্ম্ম ছাড়িতে না পারে॥

। ২৮। ততোভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্॥

সে জন সন্তুষ্ট ভাবে আমারে ভজয়। শ্রদ্ধা যুক্ত হয়ে নিত্য দৃঢ় চিত্ত হয়॥ কাম্য কর্ম্ম করিলে পশ্চাৎ দুঃখ হয়। সে কর্ম্ম নিন্দিয়া নিত্য আমারে ভজয়॥

। ২৯। প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতোমা সকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে॥

ভক্তিযোগ ক্রম যেই শাস্ত্রেতে লিখয়। পুনঃ পুনঃ ভক্তিযোগে আমারে ভজয়॥ সে ভক্তের হৃদয়েতে আমি নিত্য বসি। তাহার হৃদিস্থ কাম সকল বিনাশি॥

। ৩০। ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি॥

যে ভক্ত আমারে নিত্য হৃদয়ে দেখয়। তাহার হৃদয় গ্রন্থি সকল ঘুচয়॥ সংশয় সকল তার হয়ত খণ্ডন। ক্ষীণ হয় সর্ব্ব কর্ম্ম না করে বন্ধন॥

। ৩১। তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনোবৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং নচ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়োভবেদিহ॥

অতএব ভক্তিযুক্ত হয় যেই জন। আমাতে নিশ্চল করি রাখিল যে মন॥ জ্ঞান বৈরাগ্যেতে তার কিছু নাহি করে। ভক্তিযোগে আনন্দেতে সংসার বিহরে॥

। ৩২। যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥

কর্ম্ম তপ জ্ঞান আর বৈরাগ্য মতেতে। যোগ দান ধর্ম্ম শ্রেয় হয় সাধনেতে॥

।৩৩। সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তোলভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্যদি বাঞ্ছতি॥

এ সকল কর্ম্মেতে যেইত ফল হয়। ভক্তিযোগে সেই ফল ভক্তেরা লভয়॥
স্বর্গ অপবর্গ কিবা আমার নিলয়। কোন রূপ ইচ্ছা হৈলে হেলায় লভয়॥

।৩৪। ন কিঞ্চিৎ সাধবোধীরাভক্ত্যা হ্যেকান্তিনোমম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবং॥

আমার একান্ত ভক্ত যত জন হয়। কোনহ বিষয়ে বাঞ্ছা তাসবার নয়॥
কৈবল্য অপুনর্ভব যদি আমি দেই। তথাপি তাদের নাহি রুচে ভক্তি বই॥
সাধু ধীর ভক্ত জন অন্য নাহি লয়। বাঞ্ছয়ে কেবল ভক্তি ইহা সুনিশ্চয়॥

।৩৫। নৈরপেক্ষ্যং পরং প্রাহু র্নিঃশ্রেয়সমনল্পকং।
তস্মান্নিরাশিষোভক্তির্নিরপেক্ষস্য মে ভবেৎ॥

নৈরপেক্ষ্য উৎকৃষ্ট বড়ই সুফল। ইহাই কহিয়াছেন ঋষিরা সকল॥
অতেব যে নিরপেক্ষ প্রার্থনা বিহীন। সেইত আমার ভক্তি পায় অনুদিন॥

।৩৬। ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবাগুণাঃ।
সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাং॥

গুণ দোষ হৈতে যেই পাপ পুণ্য হয়। আমার একান্ত ভক্তে তাহা না বাধয়॥
সম চিত্ত হন যেই যেই সাধুগণ। বুদ্ধির পরেতে যারা পান দরশন॥
গুণ দোষ ভেদ বুদ্ধি নাহি তাসবার। সুখ দুঃখে করে তারা সম ব্যবহার॥

।৩৭। এবমেতান্ময়াদিষ্টানহনুতিষ্ঠন্তি মে পথঃ।
ক্ষেমং বিন্দন্তি মৎস্থানং যদ্ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ॥

ইতি শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধব সংবাদে
বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ॥

যেই যেই মার্গ আমি কৈনু নিরূপণ। এই পথ অনুষ্ঠান করে যেই জন॥
তাসবার কল্যাণ উভয় লোকে হয়। অবহেলে ব্রহ্ম পদ তাহারা লভয়॥
একাদশ স্কন্ধে এই বিংশতি অধ্যায়। সনাতন বিরচিল প্রাকৃত ভাষায়॥

একবিংশতি অধ্যায়ের আভাস।

একবিংশে ক্রিয়াজ্ঞানভক্তিষ্বনধিকারিণাং।
কামিনাং দ্রব্যদেশাদি গুণদোষাঃ প্রপঞ্চিতাঃ॥

একবিংশতি অধ্যায়ে ক্রিয়া জ্ঞান এবং ভক্তিতে অনধিকারি কামী দিগের দ্রব্য দেশাদিতে গুণ দোষ বিস্তার করিয়াছেন॥

শ্রীভগবানুবাচ। ১। যএতান্ মৎপথোহিত্বা ভক্তিজ্ঞানক্রিয়াত্মকান্।
ক্ষুদ্রান্ কামাংশ্চলৈঃ প্রাণৈর্জুষন্তঃ সংসরন্তি তে॥

ভগবান বলিছেন শুনহে উদ্ধব। ভক্তি জ্ঞান ক্রিয়া যোগ বলিনু যে সব॥
এ পথ ছাড়িয়া যারা চঞ্চল ইন্দ্রিয়ে। ক্ষুদ্র কাম সেবা করে সুখের লাগিয়ে॥
তাহাদের সংসার সে অবশ্য ঘটয়। কীট আদি নানা যোনি ভ্রমণ করয়॥

। ২। স্বে স্বে হ্ধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষনির্ণয়ঃ॥

নিজ নিজ অধিকারে যে নিষ্ঠা আছয়। তাহা আচরিলে তার সেই গুণ হয়॥
বিপরীত কৈলে তবে দোষ কহে তারে। দোষ গুণ নিরূপণ বলিনু তোমারে॥

। ৩। শুদ্ধ্যশুদ্ধী বিধীয়েতে সমানেষপি বস্তুষু।
দ্রব্যস্য বিচিকিৎসার্থং গুণদোষৌ শুভাশুভৌ।
ধর্ম্মার্থং ব্যবহারার্থং যাত্রার্থমিতি চানঘ॥

শুদ্ধি আর অশুদ্ধি যে দ্রব্যের বিচার। যোগ্য আর অযোগ্য করিতে ব্যবহার॥ যোগ্য দ্রব্যে কর্ম্ম কৈলে গুণ সেহ হয়। অযোগ্য দ্রব্যেতে কৈলে দোষ উপজয়॥ গুণেতে মঙ্গল হয় দোষে অমঙ্গল। ধর্ম্ম পথে ব্যবহারে জানিহ সকল॥ গুণ দোষ বুঝি করে শরীর পোষণ। নারহে বিপত্তি কালে নিয়ম কথন॥ তুমিহ অপাপ ওহে শুনহ উদ্ধব। তোমার গোচরে ইহা বিস্তারিনু সব॥

। ৪। দর্শিতোঽয়ং ময়াচারোধর্ম্মমুদ্বহতাংধুরং।

ধর্ম্ম ভার বহিতেছে যেই মহাজন। তাসবার আচার করিনু নিরূপণ॥
সমান দ্রব্যেতে শুদ্ধি অশুদ্ধি বিচার। গুণ দোষ বুঝি লোক করে ব্যবহার॥

। ৫। ভূম্যম্ব্বগ্ন্যনিলাকাশাভূতানাং পঞ্চধাতবঃ।
আব্রহ্মস্থাবরাদীনাং শারীরাআত্মসংযুতাঃ॥

ভূমি জল বহ্নি আর অনিল গগন। এই পঞ্চ ধাতুতে সকল দেহ হন॥
আব্রহ্ম স্থাবর আদি সকল সমান। এক আত্মা ইহাতে করেন অধিষ্ঠান॥

। ৬। বেদেন নামরূপাণি বিষমাণি সমেষ্বপি।
ধাতুষূদ্ধব কল্প্যন্তে এতেষাং স্বার্থসিদ্ধয়ে॥

শুনহে উদ্ধব এই সমান শরীরে। নাম রূপ ভিন্ন করে্য বেদে ভেদ করে॥
প্রবৃত্তি নিয়ম দ্বারে প্রাণী সবাকার। পুরুষার্থ সিদ্ধি হেতু বুঝ ব্যবহার॥

। ৭। দেশকালাদিভাবানাং বস্তূনাং মম সত্তম।
গুণদোষৌ বিধীয়েতে নিয়মার্থং হি কর্ম্মণাং॥

দেশ কাল আদি যত আছয়ে বিষয়। ব্রীহি আদি দ্রব্য যাতে কর্ম্মসিদ্ধি হয়॥
কর্ম্মের নিয়ম হেতু গুণ দোষ ধরি। শুদ্ধাশুদ্ধ বিচারিয়া তবে কর্ম্ম করি॥

। ৮। অকৃষ্ণসারোদেশানামব্রহ্মণ্যোঽশুচির্ভবেৎ।
কৃষ্ণসারোপ্যসৌবীর কীকটাসংস্কৃতেরিণং॥

দেশ মধ্যে ভাল মন্দ শুন সদাশয়। দোষ গুণ বিচারিয়া বাসাদি করয়॥
যেই দেশ কৃষ্ণসার হরিণ রহিত। সেই দেশ বিশুদ্ধ না হয় কদাচিৎ॥
তাহে যদি বিপ্রভক্তগণ নাহি থাকে। অত্যন্ত অশুদ্ধ মধ্যে গণি যে তাহাকে॥
কৃষ্ণসার থাকে সুপুরুষ না থাকয়। জানিহ সে দেশ তবে বাস যোগ্য নয়॥
কীকট দেশেতে যদি থাকে কৃষ্ণসার। যদ্যপি সজ্জন তাহে করে ব্যবহার॥
তবে সে বিকট দেশ শুদ্ধ মধ্যে গণি। নতুবা সে দেশে নাহি থাকে ভব্য প্রাণী॥ যেই স্থান হয় নিত্য মার্জ্জনাদি হীন। অথবা ম্লেচ্ছগণ বৈসে অনুদিন॥ সেই স্থল কর্ম্ম যোগ্য নহে কদাচিৎ। উষর ধরণি কর্ম্মে না হয় গৃহীত॥

। ৯। কর্ম্মণ্যোগুণবান্ কালোদ্রব্যতঃ স্বতএববা।
যতোনিবর্ত্ততে কর্ম্ম সদোষোঽকর্ম্মকঃ স্মৃতঃ॥

শুদ্ধাশুদ্ধ কাল যত শুন সদাশয়। পূর্ব্বাহ্নাদি কাল শুদ্ধ স্বভাবত হয়॥
মধ্যাহ্নাদি কালে দ্রব্য লাভে কর্ম্ম করে। সেই কাল গুণবান জান ব্যবহারে॥
দ্রব্যের অলাভ কালে কর্ম্ম নির্ব্বর্ত্তয়। রাষ্ট্রের বিপ্লব কালে সেই রূপ হয়॥

সূতকাদি হৈলে দুষ্ট হয় দশ দিন। অশৌচেতে হয় সন্ধ্যা আদি কর্ম্ম হীন॥
অশুদ্ধ মধ্যেতে সেই কালেরে গণয়। যেহেতু কোনহ কর্ম্ম প্রচার না হয়॥

। ১০। দ্রব্যস্য শুদ্ধ্যশুদ্ধী চ দ্রব্যেণ বচনেন চ।
সংস্কারেণাথ কালেন মহত্ত্বাল্পতয়াথবা॥

দ্রব্য শুদ্ধ অশুদ্ধ শুনহ সদাশয়। দ্রব্য আর বচনেতে শুদ্ধাশুদ্ধ হয়॥
জলাদি সংযোগ হৈলে দ্রব্য শুদ্ধ হয়। মূত্রাদি পরশে দ্রব্য শুদ্ধ কভু নয়॥
সন্দেহ যদ্যপি হয় শুদ্ধ অশুদ্ধেতে। শুদ্ধি নিরূপণ হয় ব্রাহ্মণ বাক্যেতে॥
শুদ্ধেরে ব্রাহ্মণ যদি অশুদ্ধ বলয়। তবে সেই দ্রব্য কভু কর্ম্মযোগ্য নয়॥
প্রক্ষালন করিলে পুষ্পাদি শুদ্ধ হয়। পুষ্প আদি অবঘ্রাণে অশুদ্ধি ভজয়॥
নবোদক আদি শুদ্ধি দশাহাদি কালে। অন্নাদি অশুদ্ধ হয় পর্য্যুষিত হৈলে॥ তড়াগ আদিতে যেই সলিল থাকয়। অন্ত্যজ আদিতে যেই উপহত হয়॥ অনেক সলিল হৈলে ব্যবহার হয়। অল্প হৈলে কদাচিৎ ব্যবহার নয়॥

। ১১। শক্ত্যাশক্ত্যাথবাবুদ্ধ্যা সমৃদ্ধ্যাচ যদাত্মনে।
অঘং কুর্ব্বন্তি হি যথা দেশাবস্থানুসারতঃ॥

সূর্য্য উপরাগাদিতে সূতকান্ন যেই। শক্ত লোক প্রতি দুষ্ট হয় অন্ন সেই॥
অশক্ত লোকেরে সেই অন্ন শুদ্ধ হয়। তাহাতে পুরুষ কভু পাপ ভাগী নয়॥
পুত্রাদি জন্মিলে দশ দিন শুদ্ধ নয়। দশ দিন পরে তাহা যদ্যপি শুনয়॥
তবে সেই দশ দিন অশুদ্ধ না হয়। দশ দিন মধ্যে হৈলে অশৌচ বাধয়॥
পুরাতন বস্ত্র আর মলিন বসন। ধনবান জন প্রতি শুদ্ধ কভু নন॥
দরিদ্র জনের প্রতি অশুদ্ধ না হয়। সেই বস্ত্রে বেদ উক্ত কর্ম্মাদি করয়॥
বিশেষে তাহার মধ্যে শুনহে উদ্ধব। কহিনু যে দ্রব্য বচনাদি যত সব॥
দেশ অবস্থানুসারে করয়ে ব্যবস্থা। সমান না হয় সর্ব্বকাল সর্ব্বাবস্থা॥
তথাপি নির্ভয় দেশে সর্ব্ব কর্ম্ম করি। চৌর আদি উপদ্রবে কর্ম্ম না আচরি॥
রোগাদি রহিতে উক্ত অশুদ্ধি ঘটয়। বিধিমতে ব্যবহার শিশু না করয়॥

। ১২। ধান্যদার্ব্বস্থিতন্তূনাং রসতৈজসচর্ম্মণাং।
কালবায়্বগ্নিমৃত্তোয়ৈঃ পার্থিবানাং যুতাযুতৈঃ॥

ধান্য দারু অস্থি তন্ত তৈল আদি রস। চর্ম্ম আর স্বর্ণ আদি যতেক তৈজস॥
কাল বায়ু অগ্নি আর মৃত্তিকা সলিলে। মিলিতে পৃথকে শুদ্ধ পার্থিব সকলে॥

। ১৩। অমেধ্যলিপ্তং যদ্যেন গন্ধং লেপং ব্যপোহতি।
ভজতে প্রকৃতিং তস্য তচ্ছৌচং যাবদিষ্যতে॥

অমেধ্য লাগিয়া থাকে যেইত পাত্রেতে। দুর্গন্ধ বিনাশে তার যে কোন দ্রব্যেতে॥ যাবৎ থাকয়ে গন্ধ তাবৎ মার্জ্জয়। মার্জ্জিত হইলে দ্রব্য শুদ্ধিকে ভজয়॥

। ১৪। স্নানদানতপোঽবস্থাবীর্য্যসংস্কারকর্ম্মভিঃ।
মৎস্মৃত্যা চাত্মনঃ শৌচং শুদ্ধঃ কর্ম্মাচরেদ্দ্বিজঃ॥

আপনার দেহ শুদ্ধি যে রূপেতে হয়। বিবরিয়া তাহা বলি শুন সদাশয়॥ স্নান দান তপঃ আদি কালেতে করয়। কৌমারাদি অবস্থায় কর্ম্ম যোগ্য হয়॥ দুর্ব্বলে ব্যবস্থা নাহি হয় বলবানে। সংস্কারে শুদ্ধি হয় শাস্ত্রের প্রমাণে॥ সন্ধ্যা বন্দনাদি আর মন্ত্র দীক্ষা করে। এ সব কর্ম্মেতে দেহ শুদ্ধতা আচরে॥ আমারে স্মরণ কৈলে সর্ব্ব শুদ্ধ হয়। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সবে কর্ম্মে প্রবর্ত্তয়॥ ব্যবহার হেতু শুদ্ধি নহে কদাচিৎ। কর্ম্ম অধিকার অর্থে শাস্ত্র প্রকাশিত॥

। ১৫। মন্ত্রস্য চ পরিজ্ঞানং কর্ম্মশুদ্ধির্মদর্পণং।
ধর্ম্মঃ সম্পদ্যতে ষড়্ভিরধর্ম্মস্তু বিপর্য্যয়ঃ॥

গুরুর মুখেতে এই করে মন্ত্র জ্ঞান। তবে সে সকল মন্ত্র সিদ্ধি ভাব পান॥ কর্ম্ম শুদ্ধি হয় কৈলে আমাতে অর্পণ। অন্যথা করিলে হয় কর্ম্মেতে বন্ধন॥ দেশ কাল দ্রব্য মন্ত্র কর্ত্তা কর্ম্ম ছয়। এই ছয় শুদ্ধ হৈলে ধর্ম্ম উপজয়॥ ইহা বিপরীত হৈলে অধর্ম্ম জন্ময়। অধর্ম্ম হইতে পুনঃ অধোগতি হয়॥

। ১৬। ক্বচিদ্গুণোঽপি দোষঃ স্যাদ্দোষোঽপি বিধিনা গুণঃ।
গুণদোষার্থনিয়মস্তদ্ভিদামেব বাধতে॥

গুণ দোষ বিভাগ যা বলিলাম আমি। ইহা বাস্তবার্থ নহে বুঝ নিষ্ঠা তুমি॥ কোথাও যে গুণ সেই দোষেরে ভজয়। কোথাও যে দোষ সেই গুণ রূপ হয়॥ বিপত্তিতে প্রতিগ্রহ গুণ মধ্যে হয়। অনাপদে সেই পুনঃ দোষেরে ভজয়॥ যার ধর্ম্ম তার সেই গুণেতে গণিয়ে। অন্যজন কৈলে সেই দোষেরে লিখিয়ে॥ গুণ দোষ নিয়ম যে শাস্ত্রেতে লিখয়। সেই কথা ভেদ হৈলে শাস্ত্রেতে বাধয়॥

। ১৭। সমানকর্ম্মাচরণং পতিতানাং ন পাতকং।
ঔৎপত্তিকো গুণঃ সঙ্গো ন শয়ানঃ পতত্যধঃ॥

অপতিতে সুরাপান আদি যদি করে। সে জন পতিত হয় জগৎ ভিতরে॥

পতিত হইয়া যে পাতিত্য কর্ম্ম করে। সেইত পাতক নাহি বাধয়ে তাহারে॥
যতির যে সঙ্গ দোষ শাস্ত্রেতে লিখয়। গৃহস্থাশ্রমে সে সঙ্গ দোষ না ঘটয়॥
প্রথমেতে ভূতলেতে যে করিল শয়ন। তার কদাচিৎ নাহি হয়ত পতন॥

। ১৮। যতোযতোনিবর্ত্তেত বিমুচ্যেত ততস্ততঃ।
এষধর্ম্মোনৃণাং ক্ষেমঃ শোকমোহভয়াপহঃ॥

প্রবৃত্তি শাস্ত্রের মত এই ধর্ম্ম সব। বিবরিয়া কহিলাম তোমারে উদ্ধব॥
যত যত ইহাতে নিবৃত্তি ভাব হয়। তত তত বন্ধ ভাব জীবের ঘুচয়॥
এই ধর্ম্ম শুভ করে মনুষ্য সবারে। শোক মোহ ভয় ঘুচে থাকে নির্ব্বিকারে॥

। ১৯। বিষয়েষু গুণাধ্যাসাৎ পুংসঃ সঙ্গস্ততোভবেৎ।
সঙ্গাত্তত্র ভবেৎ কামঃ কামাদেব কলির্নৃণাং॥

গুণের অধ্যাস যদি বিষয়েতে করে। তবে আসি সেই সঙ্গ মিলে পুরুষেরে॥
সঙ্গ হৈতে কাম হয় কামেতে কলহ। অনর্থের হেতু এই অবশ্য জানিহ॥

। ২০। কলেদুর্ব্বিষহঃ ক্রোধস্তমস্তমনুবর্ত্ততে।
তমসা গ্রস্যতে পুংসশ্চেতনাব্যাপিনী দ্রুতং॥

তারপর যাহা হয় তাহাও শুনহ। কলহ হইতে ক্রোধ উপজে দুঃসহ॥
ক্রোধ হৈতে তমো গুণ আসি প্রবর্ত্তয়। তমো গুণ আশু তার চেতন হরয়॥

। ২১। তয়া চরহিতঃ সাধো জন্তুঃ শূন্যায় কল্পতে।
ততোহস্য স্বার্থবিভ্রংশোমূর্চ্ছিতস্য মৃতস্য চ॥

চেতনা হরিলে জীব শূন্য ভাব হয়। মৃত তুল্য হয়্যে সে মূর্চ্ছিত ভাবে রয়॥
স্বার্থ নষ্ট হৈল অহে অচৈতন্য হৈতে। এতেক অনর্থ হয় বিষয় ধ্যানেতে॥

। ২২। বিষয়াভিনিবেশেন নাত্মানং বেদ নাপরং।
বৃক্ষজীবিকয়া জীবান্ ব্যর্থং ভস্ত্রেব যঃ শ্বসন॥

বিষয়াভিনিবেশেতে আছে যেই নর। আপনা না চিনে সেই না চিনে অপর॥ মূর্চ্ছিত সমান হয়্যে জিয়ে সেই জন। বৃক্ষের সমান তার জানিহ জীবন॥ যদি বল তার দেহে আছয়ে নিশ্বাস। ভস্ত্রা হৈতে বাহির কি না হয় বাতাস॥

। ২৩। ফলশ্রুতিরিয়ং নৃণাং ন শ্রেয়োরোচনং পরং।
শ্রেয়োবিবক্ষয়া প্রোক্তা যথাভৈষজ্যরোচনং॥

প্রবৃত্তিতে দেখ যেই স্বর্গ ভোগ ফল। রুচির কারণ তাহা জানিহ কেবল॥

তাহা কভু নাহি হয় শ্রেয়ের স্বরূপ। শ্রেয়ঃ সে কবার হেতু কহে সেই রূপ॥
ঔষধ খাইতে যেন শিশু সবাকারে। পিতা মাতা খণ্ড লাডু দেখায় তাহারে॥

। ২৪। উৎপত্ত্যেব হি কামেষু প্রাণেষু স্বজনেষু চ।
আসক্তমনসোমর্ত্যাআত্মনোঽনর্থহেতুষু॥

শুনহে উদ্ধব আমি বলি যে তোমায়। কেহ না বুঝিতে পারে বেদ অভিপ্রায়
প্রবৃত্তি মার্গেরে বেদ করিলা প্রচার। যেহেতু তা বলি শুন বচন আমার॥
স্বভাবেতে জীবগণ সুখেরে বাঞ্ছয়। তাহার লাগিয়া নিত্য বিকর্ম্ম করয়॥
বিকর্ম্ম হইতে ভবে ভ্রমিয়া বেড়ায়। আপনার নিস্তারের পথ নাহি পায়॥
এ হেতু প্রবৃত্তি মার্গ বেদ দেখাইলা। রুচির কারণ ফলশ্রুতি বিচারিলা॥
সেই ফল লুব্ধ হয়ে প্রাণী কর্ম্ম করে। কর্ম্মফল ভোগ শেষে ভ্রময়ে সংসারে॥
পশু প্রাণ আয়ু ও ইন্দ্রিয় পুত্রাদিতে। স্বভাবে আসক্ত মন অনর্থ হেতুতে॥
মনের আসক্তি করে্য মত্ত এ সকলে। আর কিছু কহি আমি শুন অচঞ্চলে॥

। ২৫। ন তানবিদুষঃ স্বার্থং ভ্রাম্যতোবৃজিনাধ্বনি।
কথং যুঞ্জ্যাৎ পুনস্তেষু তাস্তমোবিশতোবুধঃ॥

বেদোক্ত কর্ম্ম সে করে পশ্বাদি কামেতে। পুত্রাদি কামেতে কর্ম্ম করে বেদ মতে॥ সে সব কর্ম্মেতে শেষে নানা ক্লেশ হয়। কাম লোভে প্রাণী ইহা বুঝিতে নারয়॥ দেব আদি স্থাবরান্ত নানা যোনি পায়। দেখ জীব ভোগ পথে ভ্রমিয়া বেড়ায়॥ স্বয়ং বেদ কি প্রকার সেই জীব গণে। ভোগের পথেতে পুনঃ করয়ে প্রেরণে॥

। ২৬। এবং ব্যবসিতঙ্কেচিদবিজ্ঞায় কুবুদ্ধয়ঃ।
ফলশ্রুতিং কুসুমিতাং ন বেদজ্ঞাবদন্তি হি॥

কুবুদ্ধি যাদের আছে সেই সব জন। বেদ অভিপ্রায় নাহি জানে কদাচন॥ তাহা না জানিয়া তারা ফলশ্রুতি কয়। পুষ্প সম আপাতত রতি যাতে হয়॥ কিন্তু যারা বেদ অর্থ উত্তম জানয়। এইরূপ ফলশ্রুতি তারা নাহি কয়॥

। ২৭। কামিনঃ কৃপণালুব্ধাঃ পুষ্পেষু ফলবুদ্ধয়ঃ।
অগ্নিমুগ্ধাধূমতান্তাঃ স্বং লোকং ন বিদন্তি তে॥

কাম লোভে কামিগণ হইয়া কৃপণ। ফলশ্রুতি হইতে লোভিত হয় মন॥
অগ্নি সাধ্যে কর্ম্মে অভিনিবেশ করিয়া। ধূম মার্গে ভ্রমে নিত্য অজ্ঞান

হইয়া ॥ না জানেন নিজ লোক ভ্রান্ত অতি মন। কাম ভোগে মত্ত হয়ে করেন ভ্রমণ ॥

২৮। ন তে মামঙ্গ জানন্তি হৃদিস্থং যইদং যতঃ।
উক্থশস্ত্রাহ্যসুতৃপা যথানীহারচক্ষুষঃ ॥

সকল জীবের আমি নিজ লোক হই। আমারে না জানে যেই মূঢ় তারে কই॥ আত্মা রূপ আমি হই সবার হৃদয়ে। কর্ম্ম মার্গে মত্ত হয়্যে আমা না চিনয়ে॥ যতেক জগৎ দেখ স্বরূপ আমার। আমা হৈতে হইয়াছে সকল সংসার॥ প্রাণ প্রতিপালনে অধর্ম্ম করি মরে। নিকটে আছি যে আমি না চিনে আমারে ॥ নীহারে পড়িয়া যেন চক্ষু অন্ধ হয়। নিকটে থাকিলে দ্রব্য যেন না দেখয় ॥

। ২৯। তে মে মতমবিজ্ঞায় পরোক্ষং বিষয়াত্মকাঃ।
হিংসায়াং যদি রাগঃ স্যাদ্যজ্ঞএব ন চোদনা ॥

শুনহ আমার মত কভু ব্যক্ত নয়। এহেতু বিষয়ি লোক বুঝিতে নারয় ॥ মাংসের ভোজন আর স্বর্গাদির তরে। পশুর হিংসায় যদি অনুরাগ করে॥ তবে অভ্যনুজ্ঞা মাত্রে পরিসংখ্যা হয়। অবশ্য জানিবে সে অপূর্ব্ব বিধি নয়॥

। ৩০। হিংসাবিহারাহ্যালব্ধৈঃ পশুভিঃ স্বসুখেচ্ছয়া।
যজন্তে দেবতাযজ্ঞৈঃ পিতৄন্ ভূতপতীন্ খলাঃ ॥

হিংসায় বিহার করে যেই খল জন। পশু মারি দেবতায় করয়ে অর্চ্চন॥ আপনার সুখ হেতু যজ্ঞে পশু মারে। পিতৃ ভূত পতিগণে যজ্ঞে পূজা করে॥

। ৩১। স্বপ্নোপমমমুং লোকমসন্তং শ্রবণপ্রিয়ং।
আশিষোহৃদি সঙ্কল্প্য ত্যজন্ত্যর্থান্ যথা বণিক্।

স্বপ্নের সমান স্বর্গ আদি লোক হয়। সত্য নহে সুন্দর শুনিতে অতিশয় ॥ ইহলোকে নানা সুখ পাবার লাগিয়া।কাম্য কর্ম্মে মত্ত হয় আমা ত্যয়াগিয়া॥ দুই লোকে নিত্য সুখ কভু নাহি পায়। পরিশ্রম পায়্যা মাত্র সংসারে বেড়ায় ॥ ব্যাপারী যেমন কাছে ব্যাপার ত্যজিয়া। অতি ধন লোভে যায় সমুদ্র তরিয়া ॥ দুইত ব্যাপার তার হয় যে বিফল। গতায়াত করয্যে শ্রম লভয় কেবল ॥ এইরূপে আমা ত্যজি অন্য দেব ভজে। কোথাহ না পায় সুখ দুই মতে মজে ॥

। ৩২। রজঃসত্ত্বতমোনিষ্ঠা রজঃসত্ত্বতমোজুষঃ।
উপাসতে ইন্দ্রমুখ্যান দেবাদীন্ন যথৈব মাং ॥

রজঃ সত্ত্ব তমো গুণে অধীন হইয়া। তিন গুণাধীন ইন্দ্র আদিরে ভাবিয়া॥
ভক্তি ভাবে যেন তাসবার পূজা করে। তেমন রূপেতে মম পূজা না আচরে॥

। ৩৩। ইষ্টেহ দেবতাযজ্ঞৈর্গত্বা রংস্যামহে দিবি।
তস্যান্তইহ ভূয়াস্ম মহাশালা মহাকুলাঃ ॥

কামিরা হৃদয়ে এই সঙ্কল্প করয়। হেথা যজ্ঞে দেবগণে অবশ্য পূজয় ॥
পরলোকে গিয়া নানা বিহার করিব। তদন্তরে পৃথিবীতে পুনশ্চ জন্মিব॥
হইব কুলীন বড় মহা গৃহবান। পুনশ্চ করিব সুখে যজ্ঞ অনুষ্ঠান ॥

। ৩৪। এবং পুষ্পিতয়া বাচা ব্যাক্ষিপ্তমনসাং নৃণাং।
মানিনাঞ্চাতিস্তব্ধানাং মদ্বার্ত্তাপি ন রোচতে ॥

এরূপে পুষ্পিত বাক্যে ব্যাকুল হইয়া। কাম্য কর্ম্ম করে নিত্য আদর করিয়া॥
স্তব্ধ আর অভিমানী সেই সব জন। আমার বাক্যেতে রুচি না করে কখন॥
তাসবারে মম বাক্য কভু না রুচয়। কদাচিৎ সংসারের ক্লেশ না ঘুচয় ॥

। ৩৫। বেদাব্রহ্মাত্মবিষয়াস্ত্রিকাণ্ডবিষয়াইমে।
পরোক্ষবাদাঋষয়ঃ পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ং ॥

ব্রহ্ম যিনি তিনি আত্মা বেদ অভিপ্রায়। সংসারি বলিয়া বেদ না বলে তাঁহায় ॥ ত্রিকাণ্ডপ্রকাশ বেদ করেন প্রকাশ। রুচি হেতু ফলশ্রুতি দেখান বিশ্বাস॥ মন্ত্রগণ দেখ যে পরোক্ষ বাদী হন। পরোক্ষ বাদেতে প্রীতি পাই অনুক্ষণ ॥

। ৩৬। শব্দব্রহ্ম সুদুর্ব্বোধং প্রাণেন্দ্রিয়মনোময়ং।
অনন্তপারং গম্ভীরং দুর্বিগাহ্যং সমুদ্রবৎ ॥

শব্দ ব্রহ্ম বড়ই সে সুদুর্ব্বোধ হন। স্থূল সূক্ষ্ম দুই রূপ তাঁর নিরূপণ ॥
প্রথম স্বরূপ তিনি হন প্রাণময়। পরোক্ষ সে রূপ বলি বেদবাদি কয় ॥
দ্বিতীয় স্বরূপ তিনি হন মনোময়। পশ্যন্তি তাঁহার নাম জানিহ নিশ্চয়॥
তৃতীয় ইন্দ্রিয় ভাব সেই বেদ হন। মধ্যমা বলিয়া তাঁরে বেদবাদি কন ॥
এমত বেদের অন্ত কেহ নাহি পায়। অত্যন্ত গভীর বুদ্ধি তাথে নাহি যায়॥
সমুদ্র সমান নাহি হয় বিগাহন। বেদের অর্থেতে বুদ্ধি প্রবেশ না হন ॥

।৩৭। ময়োপবৃংহিতং ভূম্না ব্রহ্মণানন্তশক্তিনা।
ভূতেষু ঘোষরূপেণ বিষেষূর্ণেব লক্ষ্যতে॥

ব্রহ্মরূপ আমি সে অনন্ত শক্তি ধরি। সূক্ষ্ম রূপে সর্ব্ব ভূতে আমি স্থিতি করি॥ ঘোষনাদ রূপে আমি হইত বিদিত। মৃণালেতে তন্তু যেন হয়ত প্রতীত॥

।৩৮। যথোর্ণনাভির্হৃদয়াদূর্ণামুদ্বমতে মুখাৎ।
আকাশাদ্ঘোষবান্ প্রাণোমনসা স্পর্শরূপিণা॥
ছন্দোময়োঽমৃতময়ঃ সহস্রপদবীং প্রভুঃ।
প্রণবাদ্ব্যঞ্জিতস্পর্শস্বরোষ্মন্তস্থভূষিতাং॥
বিচিত্রভাষাবিততাং ছন্দোভিশ্চতুরুত্তরৈঃ॥
অনন্তপারাং বৃহতীং সৃজত্যাক্ষিপতে স্বয়ং॥

সূক্ষ্ম এই তিন রূপ বেদের কথন। স্থূল রূপ ইবে শুন যে রূপে জনন॥ ঊর্ণনাভি যেন নিজ হৃদয় হইতে। ঊর্ণারে বমন করে বদনের পথে॥ আকাশ হইতে ঘোষ বান এই প্রাণ। স্পর্শ রূপে মনের সহিত বর্ত্তমান॥ বৈখরী রূপেতে শব্দ হন বেদময়। অমৃত স্বরূপ তারে বেদবাণী কয়॥ নানা মার্গে নানা মত স্বরূপ হইলা। হৃদ্গত প্রণব হৈতে বর্ণ উপজিলা॥ উরঃ কণ্ঠ আদি করি অস্ট যেই স্থান। তাহাতে সকল বর্ণ ব্যক্ত ভাব পান॥ স্পর্শ নাম ককারাদি মকার পর্য্যন্ত। অকারাদি ষোল স্বর হ্রস্ব দীর্ঘ বন্ত॥ উষ্মা বলি শ ষ স হ এচারি বর্ণেরে। অন্তস্থ বলি যে য র ল ব এচারিরে॥ এইত পঞ্চাশ বর্ণে বেদ রূপ হৈলা। বৈদিক লৌকিক ভাষা অনেক জন্মিলা॥ নানা ছন্দ নানা শাস্ত্র নানা তন্ত্র হৈল। অতেব বেদের অন্ত কেহ না পাইল॥ চারি চারি অক্ষর অধিক পরে পরে। গায়ত্র্যাদি ছন্দ হয় বলিমু তোমারে॥ এরূপে বৃহদ্বাক্য বৈখরী জন্ময়। ইহারে স্বয়ং প্রভু সংহার করয়॥

।৩৯। গায়ত্র্যুষ্ণিগথানুষ্টুব্বৃহতী পংক্তিরেব চ।
ত্রিষ্টুব্ জগত্যতিচ্ছন্দোহ্যত্যষ্ট্যতিজগদ্বিরাট॥

গায়ত্রী উষ্ণিক আর অনুষ্টুপ হয়। বৃহতী পঞ্চমে পংক্তি ত্রিষ্টুপ এ ছয়॥ সপ্তমে জগতী ছন্দ অত্যষ্টি অষ্টমে। অতিজগতীচ অতিবিরাট দশমে॥

। ৪০। কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যাহৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন॥

বেদের স্বরূপ নাহি হয় নিরূপণ। অতেব দুর্বোধ বেদ বলে কবিগণ॥ এইত বেদের অর্থ দুর্জ্ঞেয় সে হয়। কর্ম্ম কাণ্ডে বিধি বাক্যে বিবেক করয়॥ দেবতা কাণ্ডেতে নানা মন্ত্র রূপ হৈয়ে। প্রকাশ করয়ে কিবা বোধ্য নহে, ধিয়ে॥ জ্ঞান কাণ্ডে পুনঃ বিধি জ্ঞানে নিষেধয়। আমা বিনা বেদ অর্থ কেহ না বুঝয়॥

। ৪১। মাং বিধত্তে২ভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহং॥

উদ্ধব বলেন প্রভু যদি তুমি জান। কৃপা করি মম অগ্রে আপনি বাখান॥ ভগবান বলেন শুনহ সদাশয়। যজ্ঞের স্বরূপ বেদ আমারে কল্পয়॥ আমার রূপেরে ইন্দ্র আদি নাম বলে। যজ্ঞ ভোক্তা আমি সেই রূপেতে ভূতলে॥ আমা হৈতে ভিন্ন নহে কেহ এ সংসারে। বেদ অভিপ্রায় এই বলিনু তোমারে॥ আকাশাদি করি যত প্রপঞ্চ সকল। আমা হৈতে ভিন্ন নহে আমি সে কেবল॥

। ৪২। এতাবান সর্ব্ববেদার্থঃ শব্দআস্থায় মাং ভিদাং।
মায়ামাত্রমনূদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি॥

ইতি শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধব সংবাদে একবিংশতিতমো২ধ্যায়ঃ॥

এই বেদের অর্থ বলিনু তোমারে। আমা আস্থা করি বেদ কল্পয়ে মায়ারে॥ পশ্চাৎ প্রবৃত্তি মার্গে নিষেধ করিয়া। জীবেরে নিস্তার করে নিবৃত্তি কল্পিয়া॥ স্বভাবেতে নিত্য মুক্ত যেই নারায়ণ। সর্ব্ব বেদ বক্তা সর্ব্ব বেদকর্ত্তা হন॥ আত্ম পর জ্ঞানদাতা যেই মহাশয়। গুরু রূপ যিনি তাঁরে আমার বিনয়॥ একাদশ স্কন্ধে এক বিংশতি অধ্যায়। বিপ্র সনাতন রচে প্রাকৃত ভাষায়॥

দ্বাবিংশতি অধ্যায়ের আভাস।

দ্বাবিংশে তত্ত্বসংখ্যানামবিরোধবিধোচ্যতে।
পুংপ্রকৃত্যোর্বিবেকশ্চ জন্মমৃত্যুবিধাদি চ॥

তত্ত্ব সংখ্যা সকলের অবিরোধ প্রকার প্রকৃতি পুরুষ বিবেক এবং জন্ম মৃত্যু প্রকারাদি দ্বাবিংশাধ্যায়ে কহিতেছেন॥

শ্রীউদ্ধবউবাচ। ১। কতিতত্ত্বানি দেবেশ সংখ্যাতান্যৃষিভিঃ প্রভো।
নবৈকাদশপঞ্চত্রীণ্যাত্থ ত্বমিতি শুশ্রুমঃ॥
কেচিৎ ষড়বিংশতিং প্রাহুরপরে পঞ্চবিংশতিং।
সপ্তৈকে নবষট্‌কেচিচ্চত্বার্য্যেকাদশাপরে॥
কেচিৎ সপ্তদশ প্রাহুঃ ষোড়শৈকে ত্রয়োদশ।

উদ্ধব বলেন প্রভু কর অবধান। ঋষিগণ তত্ত্ব সংখ্যা বেদ কত কন॥
আপনি বলেছ আমি শুনিয়াছি কাণে। নব একাদশ পঞ্চ তিন পরিমাণে॥
কেহ কেহ ছয় বিংশতত্ত্বের গণয়। কেহ কেহ মুনিগণ পঞ্চ বিংশ কয়॥
কেহ সাত বলে কেহ নয় কেহ ছয়। কেহ কেহ চারি সংখ্যা তত্ত্বেরে গণয়॥
কেহ বলে সপ্তদশ কেহ বা ষোড়শ। কেহ কেহ তত্ত্ব সংখ্যা বলে ত্রয়োদশ॥

। ২। এতাবত্ত্বং হি সংখ্যানামৃষয়োযদ্বিবক্ষয়া।
গায়ন্তি পৃথগায়ুষ্মন্নিদং নোবক্তুমর্হসি॥

এত রূপ তত্ত্ব সংখ্যা বলে ঋষিগণ। ভিন্ন ভিন্ন বলে কেন কিবা প্রয়োজন॥
ইহা বিবরিয়া বলি খণ্ডাহ সংশয়। তবে সে আমার চিত্ত পরিতোষ হয়॥

শ্রীভগবানুবাচ। ৩। যুক্তঞ্চ সন্তি সর্ব্বত্র ভাষন্তে ব্রাহ্মণাযথা।
মায়াং মদীয়ামুদ্‌গৃহ্য বদতাং কিং নু দুর্ঘটং॥

শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন ইহার বিধান। ব্রাহ্মণেরা যত বলে সকলি প্রমাণ॥
আমার মায়ার বল করিয়া গ্রহণ। ব্রাহ্মণের বাদ ইথে নহে দুর্ঘটন॥
মায়ায় মোহিত হয়ো ব্রাহ্মণ সকল। পরস্পর অবিরত করয়ে কন্দল॥

।৪। নৈতদেবং যথাত্থ ত্বং যদহং বচ্মি তত্তথা।
এবং বিবদতাং হেতুং শক্তয়োমে দুরত্যয়াঃ ॥

তুমি যাহা বল এ প্রমাণ কিছু নয়। আমি যাহা বলি এই যথার্থ নিশ্চয়॥
এইরূপে হেতু দ্বন্দ্ব করে বিপ্রগণ। আমার মায়ার শক্তি বুঝে কোন জন॥

।৫। যাসাং ব্যতিকরাদাসীদ্বিকল্পোবদতাং পদং।
প্রাপ্তে শমদমেঽপ্যেতি বাদস্তমনুশাম্যতি ॥

যে সব আমার শক্তি বিকার হইতে। এতেক বিকল্প জন্মিয়াছে এ জগতে॥
বাদি সবাকার যাহা বাদের বিষয়। রুচি অনুসারে বাদী বিকল্প করয়॥
শমদম শরীরেতে যখন জন্ময়। সকল বিকল্প ভ্রম তখন ঘুচয়॥
ভেদবুদ্ধি গেলে বাদ আপনি পলায়। ব্রহ্মরূপ হয়্যা জীব শান্ত ভাব পায়॥

।৬। পরস্পরানুপ্রবেশাত্তত্ত্বানাং পুরুষর্ষভ।
পৌর্ব্বাপর্য্যপ্রসংখ্যানাং যথা বক্তুর্বিবক্ষিতং ॥

বক্তার বলিতে ইচ্ছা যেই রূপ হয়। পরস্পর প্রবেশেতে তত্ত্ব সংখ্যা কয়॥
পূর্ব্বাপর তত্ত্ব সংখ্যা করয়ে গণনা। অতএব তত্ত্ব সংখ্যা হয়ত ঘটনা॥
শুনহে পুরুষ শ্রেষ্ঠ কহিনু নিশ্চয়। নিজ নিজ অভিমতে সংখ্যা সে ঘটয়॥

।৭। একস্মিন্নপি দৃশ্যন্তে প্রবিষ্টানীতরাণি চ।
পূর্ব্বস্মিন্ বা পরস্মিন্ বা তত্ত্বে তত্ত্বানি সর্ব্বশঃ ॥

পূর্ব্বেতে কারণরূপে যে তত্ত্ব থাকয়। কার্য্যতত্ত্ব সূক্ষ্ম রূপে তাহাতে আছয়॥ মৃত্তিকাতে সূক্ষ্ম রূপে যেন থাকে ঘট। কারণেতে কার্য্য তেন থাকে অপ্রকট॥ এ রূপে কারণ তত্ত্ব কার্য্য অনুস্যূত। ঘটেতে মৃত্তিকা যেন বুঝ মম মত॥

।৮ পৌর্বাপর্য্যমতোঽমীষাং প্রসংখ্যানমভীপ্সতাং।
যথা বিবিক্তং যদ্বক্তুং গৃহ্নীমোযুক্তিসম্ভবাৎ ॥

ইহাতে বিরোধ কিছু নাহি হে উদ্ধব। যুক্তি অনুসারে তত্ত্বগণে বাদি সব॥
পূর্ব্বাপর তত্ত্বের না গণ বিচারিয়া। ন্যূনাধিক করে বাদী যুক্তি বাদ দিয়া॥
যে রূপ কহিতে যার মুখ প্রবর্ত্তয়। তাহাও গ্রহণ করি করিয়া নিশ্চয়॥
আমরাহ যুক্তি করি তত্ত্ব সংখ্যা লই। এ সব বিকল্প তত্ত্ব নহে মায়া বই॥

।৯। অনাদ্যবিদ্যাযুক্তস্য পুরুষস্যাত্মবেদনং।
স্বতোন সম্ভবেদন্যস্তত্ত্বজ্ঞোজ্ঞানদোভবেৎ ॥

উদ্ধব বলেন প্রভু শুন মহাশয়। বক্তার ইচ্ছায় তত্ত্ব ন্যূনাধিক হয়॥

ইহাতে বিরোধ নাহি তত্ত্ব বুঝাগেল। ইহার মধ্যেতে পুনঃ সন্দেহ হইল॥ জীব ঈশ্বরের যেরূপেতে ভেদাভেদ। বাদিরা করয় ইথে মোর হৈল খেদ॥ কেহ বলে ছাব্বিশ পঁচিশ বলে কেহ। এই ভেদাভেদ মোরে বুঝাইয়া দেহ॥ ভগবান বলেন শুনহ সদাশয়। আত্মরূপে কভু এ সম্ভব নাহি হয়॥ এবে শুন সেইরূপ যে রূপে ঘটয়। অনাদি অবিদ্যা যুক্ত যে পুরুষ হয়॥ তাঁহা হৈতে আত্মা যিনি তিনিত ঈশ্বর। তিনি সে তত্ত্বজ্ঞ হন দেন জ্ঞানবর॥ চব্বিশ তত্ত্বের এই রূপেতে গণন। পঞ্চবিংশ তত্ত্ব পক্ষ শুন দিয়ে মন॥

। ১০। পুরুষেশ্বরয়োরত্র ন বৈলক্ষণ্যমণ্বপি।
তদন্যকল্পনাপার্থা জ্ঞানঞ্চ প্রকৃতের্গুণঃ॥

পুরুষ ঈশ্বর দুই চিত্রূপ হন। ভিন্ন বলি দোঁহারে না জান কদাচন॥ দোঁহাকার অন্যত্ব কল্পনা ব্যর্থ করয়ে। পঞ্চবিংশ পক্ষ হয় এইত প্রকারে॥ আমার প্রসাদ হৈতে লভে যেই জ্ঞান। তাহারে পৃথক করি করে অনুমান॥ চব্বিশ পঁচিশ পক্ষ জ্ঞানে না ঘটয়। জ্ঞান বল্যে ভিন্ন তনু নাহি সদাশয়॥ জ্ঞানেরে প্রকৃতি মধ্যে করিয়া গণনা। শুদ্ধ তত্ত্বময় জ্ঞান করহ ভাবনা॥

। ১১। প্রকৃতির্গুণসাম্যং বৈ প্রকৃতের্নাত্মনোগুণাঃ।
সত্ত্বংরজস্তমইতি স্থিত্যুৎপত্ত্যন্তহেতবঃ॥

গুণসাম্য যেই তারে প্রকৃতি বলয়। প্রকৃতির ধর্ম্ম গুণ আত্মা ধর্ম্ম নয়॥ সত্ত্ব রজস্তম যারে বল সদাশয়। তিন হৈতে হয় সৃষ্টি পালন প্রলয়॥

। ১২। সত্ত্বং জ্ঞানং রজঃ কর্ম্ম তমোঽজ্ঞানমিহোচ্যতে।
গুণব্যতিকরঃ কালঃ স্বভাবঃ সূত্রমেব চ॥

সত্ত্ব গুণ যিনি তিনি জ্ঞান রূপ হন। রজো গুণ হৈতে হয় কর্ম্ম আচরণ॥ তমোগুণ যিনি তিনি করেন অজ্ঞান। যাহা হৈতে জীবগণ শোক মোহ পান॥ কাল হৈতে জানিহ গুণের ক্ষোভ হয়। স্বরূপ অন্তর নিত্য স্বভাব করয়॥ প্রকৃতি হইতে শুন মহৎ এ হন। যাহার অন্তরে আছে এ চৌদ্দ ভুবন॥

। ১৩। পুরুষঃ প্রকৃতির্ব্যক্তমহঙ্কারোনভোঽনিলঃ।
জ্যোতিরাপঃ ক্ষিতিরিতি তত্ত্বান্যুক্তানি মে নব॥

সত্ত্ব রজস্তমঃ তিন তিন তত্ত্ব গণি। পঞ্চবিংশ তত্ত্ব আর শুনহ আপনি॥ প্রকৃতি পুরুষ মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার। আকাশ পবন বহ্নি আর তত্ত্ব বার॥

পৃথিবী সহিত করি তত্ত্বগণ নয়। একাদশ তত্ত্ব আর শুন সদাশয়॥

।১৪। শ্রোত্রং ত্বগ্দর্শনং ঘ্রাণং জিহ্বেতি জ্ঞানশক্তয়ঃ।
বাক্পাণ্যুপস্থপায়ুঙ্ঘ্রিঃ কর্ম্মাণ্যঙ্গোভয়ং মনঃ॥

শ্রোত্র ত্বগ্দর্শন ঘ্রাণ অপর রসনা। জ্ঞানেন্দ্রিয় এই পাঁচে করহ গণনা॥
বাক পাদ পায়ু পাণি উপস্থ এ পঞ্চ। কর্ম্মেন্দ্রিয় মধ্যে গণ এ পাঁচ প্রপঞ্চ॥
জ্ঞান কর্ম্ম ইন্দ্রিয় স্বরূপ হন মন। একাদশ ইন্দ্রিয় এরূপেতে গণন॥

।১৫। শব্দস্পর্শৌ রসোগন্ধোরূপঞ্চেত্যর্থজাতয়ঃ।
গত্যুক্ত্যুৎসর্গশিল্পানি কর্ম্মায়তনসিদ্ধয়ঃ॥

শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ পঞ্চ যেই। বিষয় ক্রমেতে তত্ত্ব মধ্যে আইসে সেই॥
বচন আদান গতি বিসর্গ আনন্দ। কর্ম্ম ইন্দ্রিয়েতে এই ফল অনুবন্ধ॥
ফলক্রমে এ পাঁচেরে তত্ত্বে নাহি গণি। ইহা ছাড়ি পঞ্চবিংশ গণহ আপনি॥

।১৬। সর্গাদৌ প্রকৃতির্হ্যস্য কার্য্যকারণরূপিণী।
সত্ত্বাদিভির্গুণৈর্ধত্তে পুরুষোহব্যক্তঈক্ষতে॥

এইত প্রকৃতি কার্য্য কারণ রূপিণী। সত্ত্বাদি গুণেতে সৃষ্টি বিধান কারিণী॥
পুরুষ অব্যক্ত রূপ থাকেন কেবল। জ্ঞান রূপে দেখিছেন এ বিশ্ব সকল॥
পুরুষ প্রকৃতি হৈতে ভিন্ন রূপ হন। প্রকৃতি কার্য্যের রূপ পুরুষ কারণ॥

।১৭। ব্যক্ত্যাদয়োবিকুর্ব্বাণাধাতবঃ পুরুষেক্ষয়া।
লব্ধবীর্য্যাঃ সৃজন্ত্যণ্ডং সংহতাঃ প্রকৃতের্ব্বলাৎ॥

মহদাদি ধাতু যেই বলিনু তোমায়। লব্ধবীর্য্য হৈলা তারা পুরুষ ঈক্ষায়॥
মিলিত হইয়া তারা প্রকৃতি আশ্রিত। সৃজন করিলা অণ্ড ভুবনে বিদিত॥

।১৮। সপ্তৈব ধাতবইতি তত্রার্থাঃ পঞ্চ খাদয়ঃ।
জ্ঞানমাত্মোভয়াধারস্ততোদেহেন্দ্রিয়াসবঃ॥

সপ্ত তত্ত্ব বলো যারা করে নিরূপণ। সেই মত শুনহ উদ্ধব দিয়া মন॥
জীব আত্মা দুই আকাশাদি পঞ্চ ভূত। দেহেন্দ্রিয় প্রাণ এই সাতেতে উদ্ভূত॥ আত্মার বিশেষ কিছু করিহে প্রচার। দ্রষ্টা দৃশ্য উভয়ের তেঁহত আধার॥

।১৯। ষড়িত্যত্রাপি ভূতানি পঞ্চষষ্ঠঃ পরঃ পুমান্।
তৈর্যুক্তআত্মসম্ভূতৈঃ সৃষ্টেদং সমুপাবিশৎ॥

ছয় তত্ত্ব বলে যারা শুন যে প্রকার। পঞ্চভূত তার মধ্যে আত্মা ছয় তার॥

আত্মা হৈতে যেই পঞ্চ ভূতের জনন। তাহাদের যোগে বিশ্ব করিলা সৃজন ॥ পঞ্চভূতে সৃষ্টি করে্য আত্মা প্রবেশয়। এরূপেতে বিশ্বের উৎপত্তি আদি হয় ॥

। ২০। চত্বার্য্যেবেতি তত্রাপি তেজআপোঽন্নমাত্মনঃ।
জাতানি তৈরিদং জাতং জন্মাবয়বিনঃ খলু ॥

চারি তত্ত্ব বলিয়া যে ইতরাদি বলে। সে মত বলিব আমি শুন কুতূহলে॥ অগ্নি জল পৃথিবীরে করিয়া সৃজন। আত্মা জীবরূপ হয়ে্য তাহাতে গমন॥ নিশ্চয় দেখহ অগ্নি আদি যারা হয়। তাথে করি বিশ্ব কার্য্য সকলি জন্ময়॥

। ২১। সংখ্যানে সপ্তদশকে ভূতমাত্রেন্দ্রিয়াণি চ।
পঞ্চপঞ্চৈকমনসা আত্মা সপ্তদশঃ স্মৃতঃ ॥

সপ্তদশ তত্ত্ব বলি যারা যারা বলে। সেই মত বিবরিয়া বলি কুতূহলে ॥ ভূত মাত্র ইন্দ্রিয়েরে পোনের লিখয়। মন সহ আত্মা ইথে সপ্তদশ হয় ॥

। ২২। তদ্বৎ ষোড়শসংখ্যানে আত্মৈব মনউচ্যতে।
ভূতেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব মনআত্মা ত্রয়োদশ ॥

ষোড়শ পক্ষেতে মন আত্মা এক করে্য। পূর্ব্বোক্ত পোনের দিয়া ষোড়শ বিচারে ॥ ত্রয়োদশ পক্ষেতে ইন্দ্রিয় ভূত দশ। মন জীব পরমাত্মা এই ত্রয়োদশ ॥

। ২৩। ইতি নানাপ্রসংখ্যানং তত্ত্বানামৃষিভিঃ কৃতং।
সর্ব্বং ন্যায্যং যুক্তিমত্ত্বাদ্বিদুষাং কিমশোভনং ॥

এইরূপে তত্ত্ব সংখ্যা নানা মত হয়। যুক্তি করি বুঝ ইথে অন্যায় এ নয় ॥ ঋষিগণ কৈল এই তত্ত্বের গণন। বুঝিয়া করিবে ইথে সন্দেহ খণ্ডন ॥ পণ্ডিত গণেরে এই সব শোভা পায়। অজ্ঞানিরা ইহার নিকটে নাহি যায়॥

শ্রীউদ্ধবউবাচ। ২৪। প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চোভৌ যদ্যপ্যাত্মবিলক্ষণৌ।
অন্যোঽন্যাপাশ্রয়াৎ কৃষ্ণ দৃশ্যতে ন ভিদা তয়োঃ ॥

উদ্ধব বলেন শুন কৃষ্ণ দয়াময়। আমার হৃদয়ে এই জন্মিল সংশয় ॥ প্রকৃতি পুরুষরূপে যেইত উভয়। জড়াজড় স্বভাবেতে বিলক্ষণ হয় ॥ পরস্পর আশ্রয়েতে ভেদ না দেখিয়ে। ব্যাকুল হয়েছে চিত্ত সন্দেহ বিষয়ে ॥

। ২৫। প্রকৃতৌ লক্ষ্যতে হ্যাত্মা প্রকৃতিশ্চ তথাত্মনি ॥

প্রকৃতির কার্য্য দেহ দেখ উপজয়। চিদংশরূপেতে আত্মা ইহাতে আছয়॥
আত্মায় আছেন পুনঃ এইত প্রকৃতি। উভয় মিলনে হয় অহংভাব মতি॥
শরীর আত্মার কিছু ভেদ নাহি লখি। কতই সন্দেহ হয় স্থির নাহি থাকি॥

। ২৬। এবং মে পুণ্ডরীকাক্ষ মহান্তং সংশয়ং হৃদি।
ছেত্তুমর্হসি সর্ব্বজ্ঞ বচোভির্নয়নৈপুণৈঃ॥

এইত সন্দেহ মম ঘুচাও গোসাঞী। তোমা বিনা ইথে মম আর গতি নাই॥
দেখহে পুণ্ডরীকাক্ষ বড়ই সংশয়। জন্মেছে হৃদয়ে মম পাই বড় ভয়॥
সংশয় রজ্জুর ছেদে যোগ্য হও তুমি। সকল জানহ প্রভু কি কহিব আমি॥
যুক্তিতে নিপুণ নিজ বাক্যের দ্বারেতে। সংশয় ছেদন কর মম হৃদয়েতে॥

। ২৭। ত্বত্তোজ্ঞানং হি জীবানাং প্রমোষস্তেঽত্র শক্তিতঃ।
ত্বমেব হ্যাত্মমায়ায়াগতিং বেত্থ ন চাপরঃ॥

তোমা হৈতে সকল জীবের জ্ঞান হয়। তব শক্তি মায়াজ্ঞান খণ্ডন করয়॥
আত্ম মায়া গতি প্রভু তুমি সে জানহ। তোমা বিনা এই তত্ত্ব নাহি জানে কেহ॥

শ্রীভগবানুবাচ। ২৮। প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চেতি বিকল্পঃ পুরুষর্ষভ।
এষ বৈকারিকঃ সর্গোগুণব্যতিকরাত্মকঃ॥

ভগবান বলিছেন শুন সদাশয়। প্রকৃতি পুরুষ ভেদ আছে অতিশয়॥
প্রকৃতি হইতে এই দেহাদি সকল। সবিকার অতিশয় নশ্বর কেবল॥
কাল বশে গুণ ক্ষোভ হয়ত যখন। মহদাদি তত্ত্ব হৈতে দেহাদি সৃজন॥

। ২৯। মমাঙ্গমায়াগুণময্যনেকধা বিকল্পবুদ্ধীশ্চ গুণৈর্বিধত্তে।
বৈকারিকস্ত্রিবিধোঽধ্যাত্মমেকমথাধিভূতমধিদৈবমন্যত্॥

শুনহে আমার মায়া হয় গুণবতী। অনেক প্রকার ভেদ উপজয় তথি॥
বৈকারিক যিনি তিনি তিন মত হন। অধিভূত অধ্যাত্ম আর অধিদেবগণ॥

। ৩০। দৃগ্রূপমার্কং বপুরত্র রন্ধ্রে পরস্পরং সিধ্যতি যঃ স্বতঃ খে।
আত্মা যদেষামপরোয আদ্যঃ স্বয়ানুভূত্যাঽখিলসিদ্ধসিদ্ধিঃ॥

এতিনের কার্য্য দেখ এই শরীরেতে। চক্ষুরহ গোলকে বলি যে অধিভূতে॥
তাহাতে অধ্যাত্ম চক্ষু ইন্দ্রিয় অদ্ভুতে। নিশ্চয় জানিহ তুমি হয়ে শুদ্ধ চিত্তে॥ তপনের অংশ তাহে অধিদৈব হয়। এ তিন নহিলে রূপ প্রকা-

শিত নয়॥ পরস্পর স্বাপেক্ষয় দেহে এই তিন। এ তিন নহিলে হয় বিষয় বিহীন॥ আকাশে আছেন যেঁহ মণ্ডলাত্মা অর্ক। স্বতঃ সিদ্ধ হন তিনি নাহি তাতে তর্ক॥ বিকারের আদ্যে যেই অনাদি কারণ। তাঁহারে বলি যে আত্মা এক রূপ হন॥ অধ্যাত্মাদি সবাকার তিনি প্রকাশক। স্বপ্রকাশ তিনি ভিন্ন আছেন একক॥

। ৩১। এবং ত্বগাদি শ্রবণাদি চক্ষুর্জিহ্বাদি নাসাদি চ চিত্তযুক্তং॥

চক্ষু ইন্দ্রিয়ের যেই রূপ বিবরণ। অপর ইন্দ্রিয়গণে জানিহ তেমন॥ ত্বগিন্দ্রিয় স্পর্শ বায়ু শ্রোত্র শব্দাদিক। জিহ্বায় জানিহ রস বরুণ দৈবিক॥ নাসায় জানিহ গন্ধ অশ্বিনী কুমার। চিত্তেতে যে চৈত্তদেব বাসুদেব তার॥ মনেতে মন্তব্য দেব চন্দ্র আছে তায়। বুদ্ধিতে বোদ্ধব্য দেব জানিবে ব্রহ্মায়॥ অহঙ্কারে যেই রূপ শুন বিবরণ। অহঙ্কর্ত্তব্য তাথে দেবতা রুদ্র হন॥

। ৩২। যো হ সৌ গুণক্ষোভকৃতোবিকারঃ প্রধানমূলান্মহতঃ প্রসূতঃ।
অহং ত্রিবৃন্মোহবিকল্পহেতুর্বৈকারিকস্তামসঐন্দ্রিয়শ্চ॥

গুণক্ষোভ কর্ত্তা যেই কাল মহাশয়। তাহা হৈতে প্রধানেতে মহত্তত্ত্ব হয়॥ মহত্তত্ত্ব হইতে হইল অহঙ্কার। ত্রিবিধ করিলা তেঁহ আপন আকার॥ তাঁহাকে জানিবে মোহ বিকল্প কারণ। অতঃপর শুনহে ত্রিবিধ বিবরণ॥ বৈকারিক প্রথমেতে দ্বিতীয়ে তৈজস। তৃতীয় প্রকাশ তাঁর হইল তামস॥

। ৩৩। আত্মাপরিজ্ঞানময়োবিবাদোহস্তীতি নাস্তীতি ভিদার্থনিষ্ঠঃ।
ব্যর্থোহপি নৈবোপরমেত পুংসাং মত্তঃ পরাবৃত্তধিয়াং স্বলোকাৎ॥

ইহাতে আছেন আত্মা পরিজ্ঞানময়। অস্তি নাস্তি বলি বাদী বিবাদ করয়॥ ব্যর্থ ভেদ করয়ে অজ্ঞানী যেই জন। আমারে না জেনে ভেদ করে অকারণ॥ আমিহ স্বরূপ ভূত দেখহে গোচরে। আমারে বিমুখ হয়ে ভেদ বুদ্ধি করে॥ আমারে বিমুখ যারা তারা ভেদ করে। ভেদ বুদ্ধি তার ঘুচে যে চিনে আমারে॥

শ্রীউদ্ধবউবাচ। ৩৪। ত্বত্তঃ পরাবৃত্তধিয়ঃ স্বকৃতৈঃ কর্ম্মভিঃ প্রভো।
উচ্চাবচান্ যথা দেহান্ গৃহ্ণন্তি বিসৃজন্তি চ॥

উদ্ধব বলেন কৃষ্ণ শুন মহাশয়। তোমারে বিমুখ সেই প্রাণিগণ হয়॥ নিজ কর্ম্ম হৈতে তারা এইত সংসারে। উচ্চাবচ দেহ ধরে কর্ম্ম অনুসারে॥ পুনশ্চ ছাড়য়ে পুনঃ করয়ে গ্রহণ। যদি তব ইচ্ছা হয় কর বিবরণ॥

।৩৫। তন্মমাখ্যাহি গোবিন্দ দুর্বিভাব্যমনাত্মভিঃ।
নহ্যেতৎ প্রায়শোলোকে বিদ্বাংসঃ সন্তি বঞ্চিতাঃ॥

গোবিন্দ এ কথা তুমি বুঝহ আপনে। বুঝিতে আমার বড় বাঞ্ছা আছে মনে॥ অজ্ঞানিরা এই কথা বুঝিতে নারয়। অতিশয় দুর্বিভাব্য তাহাদের হয়॥ ইহা প্রায় কোন জন নাহিত জানয়। যেহেতু মায়ায় তারা মোহিত আছয়॥

শ্রীভগবানুবাচ।৩৬। মনঃ কর্ম্মময়ং নৃণামিন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভির্যুতং।
লোকাল্লোকং প্রয়াত্যন্যআত্মা তদনুবর্ত্ততে॥

ভগবান বলিছেন শুন সদাশয়। মনুষ্য সবার কর্ম্ম মন মন হয়॥
ইন্দ্রিয় গণেতে মন মিলিত হইয়া। দেহ হৈতে দেহান্তর প্রবেশয় গিয়া॥
দেহভিন্ন আত্মা যিনি আছয়ে ইহাতে। দেহান্তর যান তিনি মনের পশ্চাতে।

।৩৭। ধ্যায়ন্মনোঽনুবিষয়ান্ দৃষ্টান্ বানুশ্রুতানথ।
উদ্যত্ সীদত্ কর্ম্মতন্ত্রং স্মৃতিস্তদনুশাম্যতি॥

কর্ম্মের অধীন মন স্ববশ না হন। দৃষ্ট শ্রুত বিষয়েরে ধ্যায় অনুক্ষণ॥
পূর্ব্ব দেহ বিষয় সকলি লীন হয়। ভাবী দেহ বিষয় সকল সে দেখয়॥
কর্ম্ম বশে প্রবেশ করয়ে অন্য দেহে। পুর্ব্বাপর স্মৃতি তবে কিছু নাহি রহে॥

।৩৮। বিষয়াভিনিবেশেন নাত্মানং যৎস্মরেৎ পুনঃ।
জন্তোর্বৈকস্যচিদ্ধেতোর্মৃত্যুরত্যন্তবিস্মৃতিঃ॥

কর্ম্ম বশে দেবাদি শরীর যেই পায়। সেই বিষয়েরে ধ্যান করে সর্ব্বদায়॥
পুর্ব্বদেহ হর্ষ শোক সকলি পাসরে। জন্ম মৃত্যু শরীরের জীব নাহি মরে॥
কোন হেতু পূর্ব্ব দেহে অত্যন্ত বিস্মৃতি। দেহির মরণ সেই করিবেহে স্মৃতি॥

।৩৯। জন্ম ত্বাত্মতয়া পুংসঃ সর্ব্বভাবেন ভূরিদ।
বিষয়স্বীকৃতিং প্রাহুর্যথা স্বপ্নমনোরথঃ॥

সর্ব্ব ভাবে শরীরের করে অভিমান। কদাচিৎ দেহেরে না করে ভিন্ন জ্ঞান॥
ইহারে বলেন জন্ম সর্ব্ব শাস্ত্র মতে। ইহার দৃষ্টান্ত যেন স্বপ্ন মনোরথে॥

।৪০। স্বপ্নং মনোরথঞ্চেত্থং প্রাক্তনং ন স্মরত্যসৌ।
তত্র পুর্ব্বমিবাত্মানমপুর্ব্বঞ্চানুপশ্যতি॥

স্বপ্নে যেন পূর্ব্ব দেহ না হয় স্মরণ। বর্ত্তমান নানা রূপ করয়ে কল্পন॥

স্বপ্নকালে সেই জন পূর্ব্ব সিদ্ধ দেহে। অদ্যজ্ঞাতরূপে দেখে আপনার মোহে॥

। ৪১। ইন্দ্রিয়ায় স্বপ্ন্যেদং ত্রৈবিধ্যং ভাতি বস্তুনি।
বহিরন্তর্ভিদা হেতুর্জনোঽসজ্জনকৃদ্যথা॥

অভিমান সেই মন তিন রূপ ধরে। উত্তম মধ্যম নীচ হয় ব্যবহারে॥
অভিমানে মন সে বস্তুতে তিন রূপ। উত্তমাদি হয় যেহ দেহাদি স্বরূপ॥
আত্মা কিন্তু বাহির ও অন্তরে সমান। ব্যবহারমত মাত্র হয় ভেদ জ্ঞান॥
যেমন পুত্রেতে পিতা শত্রু বুদ্ধি করে। সুপুত্র হইলে মিত্র ভাব ব্যবহারে॥
এইরূপে জন্ম মৃত্যু দেহের নিশ্চয়। কদাচিৎ জন্ম মৃত্যু আত্ম ধর্ম্ম নয়॥

। ৪২। নিত্যদাহ্যঙ্গ ভূতানি ভবন্তি ন ভবন্তি চ।
কালেনালক্ষ্যবেগেন সূক্ষ্মত্বাত্তন্ন দৃশ্যতে॥

উৎপত্তি বিনাশ নিত্য শরীরের হয়। অলক্ষিত বেগে কাল এ দুই করয়॥
অতি সূক্ষ্ম ক্রম ইহা কেহ না দেখয়। অবিবেকী জন ইহা কভু না বুঝয়॥

। ৪৩। যথার্চ্চিষাং স্রোতসাঞ্চ ফলানাম্বা বনস্পতেঃ।
তথৈব সর্ব্বভূতানাং বয়োবস্থাদয়ঃ কৃতাঃ॥

জন্ম মৃত্যু দুই যেই কাল বশে হয়। দৃষ্টান্তের অনুমানে বুঝ সদাশয়॥
প্রদীপের শিখা যেন বুঝি পরিণামে। প্রবাহের হ্রাস বৃদ্ধি হয় তার ক্রমে॥
বৃক্ষের ফলের যেন পাকাদিতে জানি। তেন সব শরীরের বয়োবস্থা গণি॥

। ৪৪। সোয়ং দীপোঽর্চ্চিষাং যদ্বৎ স্রোতসাং তদিদং জলং।
সোঽয়ং পুমানিতি নৃণাং মৃষা গীর্ধীর্ম্মৃষায়ুষাং॥

তাহাতে প্রত্যভিজ্ঞান সাদৃশ্যেতে হয়। এই সেই দীপাবলি শিখারে কল্পয়॥
সেই জল এই বলি বুঝয়ে স্রোতসে। এই সে পুরুষ বলি জানয়ে উদ্দেশে॥
এইরূপ নানাবিধ ব্যর্থ সে ভাষয়। ব্যর্থ পরমায়ু তার ব্যর্থ বুদ্ধি হয়॥

। ৪৫। মাস্বস্য কর্ম্মবীজেন জায়তে সোঽপ্যয়ং পুমান্।
ম্রিয়তে চামরোভ্রান্ত্যা যথাগ্নির্দারুসংস্থিতঃ॥

অনাদি পুরুষ আত্মা জন্ম মৃত্যু হীন। অবিবেকী ইহা ভ্রমে কল্পে অনুদিন॥
যেন তেজোরূপ বহ্নি আকল্প আছয়। দারু যোগ বিয়োগেতে জন্মাদি কল্পয়॥

। ৪৬। নিষেকগর্ভজন্মানি বাল্যকৌমারযৌবনং।
বয়োমধ্যং জরামৃত্যুরিত্যবস্থাস্তনোর্নব॥

নিষেক জঠর জন্ম বাল্য যে কৌমার। যৌবন বয়স মধ্য জরা মৃত্যু আর॥

এই নয় অবস্থা দেহের ধর্ম্ম হয়। নিষেক আদির ব্যাখ্যা শুন সদাশয়॥
নিষেক বলিহে যেই উদরে প্রবেশ। গর্ত্ত বলি তাতে হয় বৃদ্ধি যে বিশেষ॥
জন্ম বলি জান যেই ভূমিতে পড়য়। পঞ্চ বর্ষ অবধি যে বাল্যাবস্থা হয়॥
ষোড়শ বৎসরাবধি বলি যে কুমার। চল্লিশ বৎসরাবধি যৌবন ব্যাপার॥
এ ষাটি বৎসরাবধি বয়ঃ মধ্য হয়। তার পরে জরাবস্থা যাবৎ মরয়॥

। ৪৭। এতামনোরথময়ীর্হান্যস্যোচ্চাবচাস্তনূঃ।
গুণসঙ্গাদুপাদত্তে ক্বচিৎ কশ্চিজ্জহাতি চ॥

উচ্চাবচ অবস্থা এ শরীরের হয়। সত্য নহে জানিহ এ মনোরথ ময়॥
গুণসঙ্গ হৈতে জীব করেন গ্রহণ। ঈশ্বরানুগৃহী বন্ধ নহে কদাচন॥

। ৪৮। আত্মনঃ পিতৃপুত্রাভ্যামনুমেয়ৌ ভবাপ্যয়ৌ॥
ন ভবাপ্যয়বস্তূনামভিজ্ঞোদ্বয়লক্ষণঃ॥

পিতা পুত্র হৈতে জন্ম মৃত্যু আপনার। অনুমানে বুঝে লোক করিয়া বিচার॥ জন্ম আর মৃত্যু শরীরের যে দেখয়। কদাচিৎ তার নাহি হয় ভবাপ্যয়॥

। ৪৯। তরোর্বীজবিপাকাভ্যাং যোবিদ্বান জন্মসংযমৌ।
তরোর্বিলক্ষণোদৃষ্টএবং দ্রষ্টা তনোঃ পৃথক॥

তরু আদি উদ্ভিজ্জ যে হয় জাতিগণ। ইহারে দৃষ্টান্ত বলি শুনহ আপন॥
উদ্ভিজ্জের জন্ম মৃত্যু বীজ ফল পাকে। নিশ্চয় করিয়া ইহা যেই জন দেখে॥
তরু হৈতে সেই জন হয় বিলক্ষণ। এ রূপে শরীর হৈতে দ্রষ্টা ভিন্ন হন॥

। ৫০। প্রকৃতেরেবমাত্মানমবিবিচ্যাবুধঃ পুমান।
তত্ত্বেন স্পর্শসংমূঢ়ঃ সংসারং প্রতিপদ্যতে॥

এ রূপেতে প্রকৃতির বিকার হইতে। আত্মা ভিন্ন হন ইহা না বুঝে তত্ত্বেতে॥
দেহ অভিমানে সেই মূঢ় অতিশয়। সংসার চক্রেতে পড়্যে সতত ভ্রময়॥

। ৫১। সত্ত্বসঙ্গাদৃষীন দেবান্রজসাসুরমানুষান।
তমসা ভূততির্য্যক্ত্বং ভ্রামিতোযাতি কর্ম্মভিঃ॥

সত্ত্ব সঙ্গ হৈতে যে সাত্ত্বিক কর্ম্ম করেণ সে কর্ম্ম হইতে দেব ঋষি দেহ ধরে॥
রাজসিক কর্ম্মেতে অসুর নর হয়। তমোগুণে ভূত পশু দেহেতে ভ্রময়॥

। ৫২ । নৃত্যতোগায়তঃ পশ্যন যথৈবানুকরোতি তান।
এবং বুদ্ধিগুণান্ পশ্যন্নীহোঽপ্যনুকার্য্যতে ॥

সর্ব্ব দেহে আত্মা যিনি কর্ত্তা কভু নন। তথাপি কর্ত্তার সম দেখি আচরণ ॥
ইহার দৃষ্টান্ত শুন বলিব তোমায়। ঘুচিবে সকল ভ্রম জিনিবে আমায় ॥
কৌতুক করিয়া নাচে করয়ে গায়ন। তাহার সমান যেন করে অন্য জন॥
এ রূপে বুদ্ধির কর্ম্ম করিবার প্রায়। না করেন ভুত তাহা দেখিয়া আত্মায়॥

। ৫৩। যথাম্ভসা প্রচলতা তরবোঽপি চলাইব,।
চক্ষুষা ভ্রাম্যমাণেন দৃশ্যতে ভ্রাম্যতীব ভূঃ ॥

যেন পবনাদি বেগে সলিল চলয়। প্রতিবিম্ব তরু যেন সে রূপ ভ্রময়।
নয়ন ঘুরিলে যেন ধরণি ঘূরয়। এই রূপে দেহধর্ম্ম আত্মার দেখয় ॥

। ৫৪। যথা মনোরথধিয়োবিষয়ানুভবোমৃষা।
স্বপ্নদৃষ্টাশ্চ দাশার্হ তথা সংসারআত্মনঃ ॥

যেন মনোরথে বুদ্ধি বিষয় ভুঞ্জয়। স্বপ্ন দৃষ্ট সম মিথ্যা সেই সদাশয় ॥
এ রূপ জানিহ মিথ্যা মায়ার সংসার। কদাচিৎ জীবের এ না ঘুচে ব্যাপার ॥
দাস যোগ্য হও তুমি শুনহে উদ্ধব। অতএব বিবরিয়া কহিতেছি সব ॥

। ৫৫। অর্থে হ্যবিদ্যমানেপি সংসৃতির্ন নিবর্ত্ততে।
ধ্যায়তোবিষয়ানস্য স্বপ্নেনার্থাগমোযথা ॥

যদ্যপি সংসার সব মিথ্যা মায়াময়। তথাপি সংসার গতি তারে না ছাড়য়॥
যেহেতু বিষয় ধ্যান করে অনুক্ষণ। স্বপ্নেতে অনর্থ যেন করয়ে দর্শন ॥

। ৫৬। তস্মাদুদ্ধব মাভুঙ্ক্ষ্ব বিষয়ানসদিন্দ্রিয়ৈঃ।
আত্মাগ্রহণনির্ভাতং পশ্য বৈকল্পিকং ভ্রমং ॥

অতেব উদ্ধব শুন আমার বচন। বিষয় ভোগের ইচ্ছা ত্যজহ আপন ॥
সতত ইন্দ্রিয়গণ অনর্থ করয়। মিথ্যা বিষয়েরে ভোগ সতত বাঞ্ছয় ॥
তত্ত্ব বিচারেতে কর আত্মার গ্রহণ। ঘুচিবে বিকল্প ভ্রম যে রূপ স্বপন ॥

। ৫৭। ক্ষিপ্তোঽবমানিতোঽসদ্ভিঃ প্রলব্ধোঽসূয়িতোঽথবা।
তাড়িতঃ সন্নিরুদ্ধোবা বৃত্ত্যা বা পরিহাপিতঃ ॥

বিষয় উদ্যম যেন জ্ঞানিরা ছাড়য়। দুঃখ প্রতীকার যে জ্ঞানিরা করয় ॥
কেহবা আক্ষেপ করে কেহ অপমান। দুর্জ্জনেরা উপহাস গুণে দোষাখ্যান॥

কেহ বা তাড়ন করে কেহ বা বান্ধয়। বৃত্তি যে থাকয় তাহা কেহ হরি লয়॥

।৫৮। নিষ্ঠ্যূতোমূত্রিতোবাজ্ঞৈর্বহুধৈবং প্রকম্পিতঃ।
শ্রেয়স্কামঃ কৃচ্ছ্রগতআত্মনাত্মানমুদ্ধরেৎ॥

কোন বা অজ্ঞানী দেহে থুতকুড়ি দেয়। কেহ কেহ হাসিয়ামুতিয়া দেয় গায়॥
ঈশ্বরেতে নিষ্ঠা যেই থাকয়ে মনেতে। দুর্জ্জন বহুত মতে না দেয় করিতে॥
এইরূপে নানা ক্লেশ পায় জ্ঞানী জন। শ্রেয় কামে এত দুঃখ না করে গণন॥
এইরূপে আপনারে আপনি উদ্ধারে। অভিমানী হৈলে ভ্রমে এইত সংসারে॥

শ্রীউদ্ধবউবাচ।৫৯। যথৈবমনুবুধ্যেয়ং বদনোবদতাংবর।

শুনিয়া কৃষ্ণের কথা বলেন উদ্ধব। যেই রূপে এই কথা বুঝি হে মাধব॥
সেই রূপে আমাদিকে কহ দয়া করে। তুমি সে বক্তার শ্রেষ্ঠ পৃথিবী ভিতরে॥

।৬০। সুদুঃসহমিমং মন্যে আত্মন্যসদতিক্রমং।
বিদুষামপি বিশ্বাত্মন্ প্রকৃতির্হি বলীয়সী॥
ঋতে ত্বদ্ধর্ম্মনিরতান শান্তাংস্তে চরণাশ্রয়ান্॥

ইতি শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধব সম্বাদে দ্বাবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ॥

বড়ই অসহ্য আত্মপরাভব করে। পরে পরাভব কৈলে কেবা সহ্য করে॥
ইহা সহিবার প্রভু করহ উপায়। অসতের পরাভব সহা নাহি যায়॥
পুরুষের স্বভাব বড়ই বলবান। অন্যের কি দায় নাহি ছাড়য়ে বিদ্বান॥
তব ধর্ম্মে নিরত হয়েন যেই জন। আশ্রয় করেন যাতে তোমার চরণ॥
তাসবার শান্তচিত্ত সর্ব্বদাই হয়। তারা বিনা পরাভব কেহ নাহি সয়॥
আপনি বিশ্বের আত্মা প্রভু নারায়ণ। কৃপা করি কহ মোরে কমল লোচন॥
একাদশ স্কন্ধে এই দ্বাবিংশ অধ্যায়। সনাতন বিরচিল প্রাকৃত ভাষায়॥

ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়ের আভাস।

ত্রয়োবিংশে তিরস্কারসহনোপায়ঈর্য্যতে।
ভিক্ষুগীতাপ্রকারেণ মনসঃ সংযমোধিয়া॥
দুর্জ্জনোপদ্রবোনূনং দুঃ সহোপি মহীয়সাং।
অতশ্চতুর্ভিরধ্যায়ৈঃ সহনোপায়বর্ণনং॥

ভিক্ষু গীতানুসারে বুদ্ধির দ্বারা মানসের সংযমরূপ তিরস্কার সহনের উপায় ত্রয়োবিংশাধ্যায়ে কহিতেছেন ও দুর্জ্জনের উপদ্রব নিশ্চয় দুঃসহ অতএব ক্রমশঃ অধ্যায় চতুষ্টয়ে তাহার উপায় বর্ণন করিতেছেন।

শ্রীশুকউবাচ। ১। সএবমাশংসিতউদ্ধবেন ভাগবতমুখ্যেন দাশার্হমুখ্যেন।
সভাজয়ন ভৃত্যবচোমুকুন্দস্তমাবভাষে শ্রবণীয়বীর্য্যঃ॥

শুক বলে শুন অহে রাজা পরীক্ষিৎ। বিবরিয়া কহি কিছু স্থির কর চিত॥ দাস যোগ্য শ্রেষ্ঠ সেহ ভাগবত মুখ্য। উদ্ধব প্রার্থনা কৈল মুকুন্দ সমক্ষ॥ তেঁহ সে পার্থনা যদি এরূপে করিলা। ভৃত্য বাক্য প্রশংসিয়া কহিতে লাগিলা॥ শ্রবণীয় বীর্য্য প্রভু সেই কৃষ্ণচন্দ্র। কৃপা করি কহিলেন শুনে ভক্ত ইন্দ্র॥

শ্রীভগবানুবাচ। ২। বার্হস্পত্য সনাস্ত্যত্র সাধুর্বৈ দুর্জ্জনেরিতৈঃ।
দুরুক্তৈর্ভিন্নমাত্মানং যঃ সমাধাতুমীশ্বরঃ॥

ভগবান কহিছেন শুনহ উদ্ধব। শ্রবণে ঘুচিবে তব সন্দেহ সে সব॥
শুন আঙ্গিরস শিষ্য ভাল জিজ্ঞাসিলে। এমন না দেখি সাধু অবনী মণ্ডলে॥
যেই সাধু দুষ্ট বাক্য বাণে বিদ্ধ মন। সমাধান করি তাহে ক্রুদ্ধ নাহি হন॥

। ৩। ন তথা তপ্যতে বিদ্ধঃ পুমান বাণৈস্তু মর্ম্মগৈঃ।
যথা তুদন্তি মর্মস্থাহ্যসতাং পরুষেষবঃ॥

অন্য বাণ যদি আসি মর্ম্মভেদ করে। তাহাতে তেমন তাপ না হয় অন্তরে॥
অসতের বাক্য যে নিষ্ঠুর তীক্ষ্ণবাণে। যেন পীড়া দেয় তাহা সহে কারপ্রাণে॥

। ৪ । কথয়ন্তি মহৎ পুণ্যমিতিহাসমিহোদ্ধব।
তমহং বর্ণয়িষ্যামি নিবোধ সুসমাহিতঃ॥
কেনচিদ্ভিক্ষুণা গীতং পরিভূতেন দুর্জ্জনৈঃ।
স্মরতা ধৃতিযুক্তেন বিপাকং নিজকর্ম্মণাং॥

শুনহ উদ্ধব এ বিষয়ে ইতিহাস। মহাপুণ্য কথা জ্ঞান করয়ে প্রকাশ॥ সেই ইতিহাস আমি বলিব তোমারে। সমাহিত হয়্যে শুন মানস সুস্থিরে॥

। ৫ । অবন্তিষু দ্বিজঃ কশ্চিদাসীদাঢ্যতমঃ শ্রিয়া।
বার্ত্তাবৃত্তিঃ কদর্য্যস্তু কামী লুব্ধোঽতিকোপনঃ॥

কোনহ ভিক্ষুক এক ধৈর্য্যগত ছিল। দুর্জ্জন সকলে তারে বহু দুঃখ দিল॥ কর্ম্ম ধেয়াইয়া তাহে না মানিল দুঃখ। গিরি সম ধৈর্য্য হৈল এ বড় কৌতুক॥ অবন্তি নগরে এক আছিল ব্রাহ্মণ। সঞ্চয় করিল সেই বহু রত্ন ধন॥ কৃষিকর্ম্ম করি নিত্য বাণিজ্য করয়। বড়ই কদর্য্য কিছু নাহি করে ব্যয়॥ অতি লোভী ছিল সদা কামে অচেতন। নিষ্ঠুর বচন বলে সদা কোপ মন॥

। ৬ । জ্ঞাতয়োঽতিথয়স্তস্য বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চ্চিতাঃ।
শূন্যাবসথআত্মাপি কালে কামৈরনর্চ্চিতঃ॥
দুঃশীলস্য কদর্য্যস্য দ্রুহ্যন্তে পুত্রবান্ধবাঃ।
দারাদুহিতরোভৃত্যাবিষণ্নানাচরন্ প্রিয়ং॥

জ্ঞাতিগণ অতিথেরা গৃহে যদি আইসে। থাকুক দিবার দায় বাক্যে না সম্ভাষে॥ ধর্ম্ম কাম শূন্য গেহে আপনি থাকয়। যথা কালে কাম ভোগে দেহ না পোষয়॥ দুঃশীল কদর্য্য হয় যেইত গৃহস্থ। তারে দ্রোহ করে পুত্র বান্ধব সমস্ত॥ দারা কন্যা ভৃত্যগণ বিষণ্ণ থাকয়। তার প্রিয় কদাচিৎ কেহ না করয়॥

। ৭ । তস্যৈবং যক্ষবিত্তস্য চ্যুতস্যোভয়লোকতঃ।
ধর্ম্মকামবিহীনস্য চুক্রুধুঃ পঞ্চভাগিনঃ॥

যক্ষরূপে বিত্ত রাখে এরূপে ব্রাহ্মণ। উভয়লোকেতে তার হইল পতন॥ সেই বিপ্র দেখ কাম বিহীন হইল। পঞ্চ যজ্ঞ দেবগণ তারে ক্রোধ কৈল॥

। ৮ । তদবধ্যানবিস্রস্তপুণ্যস্কন্ধস্য ভূরিদ।
অর্থোঽপ্যগচ্ছন্নিধনং বহ্বায়াসপরিশ্রমঃ॥

দেবতার অনাদরে পুণ্য হৈল নাশ। দিনে দিনে অর্থ লাভ হইল নৈরাশ॥

সঞ্চিত যতেক অর্থ হৈল তার ক্ষয়। বহুত প্রয়াস পরিশ্রম মাত্র হয়॥

।৯। জ্ঞাতয়োজগৃহুঃ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদ্দস্যবউদ্ধব।
দৈবতঃ কালতঃ কিঞ্চিদ্ব্রহ্মবন্ধোর্নৃপার্থিবাৎ॥
সএবং দ্রবিণে নষ্টে ধর্ম্মকামবিবর্জ্জিতঃ।
উপেক্ষিতশ্চ স্বজনৈশ্চিন্তামাপ দুরত্যয়াং॥

জ্ঞাতিগণ বিরোধ করিয়া কিছু লৈল। দস্যুগণ বেড়ি ধন বস্ত্রাদি লুঠিল॥ গৃহ দাহাদিতে ধন গেল নানা মতে। পোতা ধন পুড়ে গেল কালের বলেতে॥ রাজা দণ্ড করি লৈল কত লৈল চোর। সর্ব্বস্ব মজিল সে বিপত্তি হৈল ঘোর॥ এ রূপেতে ধন গেল সকল তাহার। যথা তথা ভ্রমে সেই করয়ে হাহাকার॥ ধর্ম্ম কাম বিবর্জ্জিত হৈল সে ব্রাহ্মণ। ঘরে হৈতে দূর করি দিল বন্ধু জন॥ অত্যন্ত চিন্তিত হয়্যে চলিল ব্রাহ্মণ। সুহৃদ বান্ধবগণে না করে যতন॥

১০। তস্যৈবং ধ্যায়তোদীর্ঘং নষ্টরায়স্তপস্বিনঃ।
খিদ্যতোবাষ্পকণ্ঠস্য নির্ব্বেদঃ সুমহানভূৎ॥

নষ্ট ধন হয়ে বিপ্র সদা করে ধ্যান। পৃথিবী ভ্রমণ করে তপস্বি সমান॥ ধন শোকে উচ্চৈঃস্বরে করয়ে রোদন। অনুক্ষণ খেদ বাষ্পে কণ্ঠ রোধ হন॥ ভাবিতে ভাবিতে তার বৈরাগ্য জন্মিল। কহি বিবরিয়া তার পরে যাহা হৈল॥

।১১। সচাহেদমহোকষ্টং বৃথাত্মা মেনুতাপিতঃ।
ন ধর্ম্মায় ন কামায় যস্যার্থায়াসঈদৃশঃ॥

এইরূপে চিন্তা করি বিরাগ পাইল। বিরক্ত হইয়া ইহা বলিতে লাগিল॥ অহো এ কি কষ্ট বলি করে অনুতাপ। বৃথা আমি এতকাল অর্জ্জিলাম পাপ॥ বৃথা আমি শরীরেতে তাপিত করিনু। বৃথা ধন উপায়েতে কাল গোঁয়াইনু॥ বৃথা আমি অর্থ লাগি করিনু প্রয়াস। ধর্ম্ম লাগি না হইল নাহি ভোগ আশ॥

।১২। প্রায়েণার্থঃ কদর্য্যাণাং ন সুখায় কদাচন।
ইহ চাত্মোপতাপায় মৃতস্য নরকায় চ॥

প্রায় কদর্য্যের অর্থ সুখেরে না হয়। ইহ লোকে অর্থ লাগি দেহে কষ্ট পায়॥ থাকিতে থাকিতে অর্থ ধর্ম্ম নাহি করে। মরিলে অনাসে যায় ঘোর নরকেরে॥

। ১৩। যশোযশস্বিনাং শুদ্ধং শ্লাঘ্যাষে গুণিনাং গুণাঃ।
লোভঃ স্বপ্পোপি তান হন্তি শ্বিত্রোরূপমিবেপ্সিতং ॥

অনেক থাকুক যদি অল্প লোভ হয়। অসম্ভব শুদ্ধ যশ লোভেতে নাশয়॥ শ্লাঘ্য গুণ যথা থাকে গুণে সবাকার। লোভেতে সকল গুণ নাশে সবার॥ শ্বেত কুষ্ঠ হৈলে যেন রূপ নষ্ট হয়। তেন লোভ সবাকার গুণাদি নাশয়॥

। ১৪। অর্থস্য সাধনে সিদ্ধে উৎকর্ষে রক্ষণেব্যয়ে।
নাশোপভোগআয়াসস্ত্রাসশ্চিন্তাভ্রমোনৃণাং ॥

অনেক সাধনে যদি অর্থ সিদ্ধি হয়। অর্থ বাড়াইতে পুনঃ আয়াস বাড়য়॥ অর্থ রক্ষা হৈতে হয় সর্ব্বদা কাতর। ব্যয় হৈলে সদাকুল হয়ত অন্তর ॥ নাশ হৈলে মহা চিন্তা চিত্তে হয় ভ্রম। উপভোগ কৈলে কহে বৃথা কৈনু শ্রম॥

। ১৫। স্তেয়ং হিংসানৃতং দম্ভঃ কামঃ ক্রোধঃ স্ময়োমদঃ।
ভেদোবৈরমবিশ্বাসঃ সংস্পর্দ্ধা ব্যসনানি চ ॥
এতে পঞ্চদশানর্থাহ্যর্থমূলামতানৃণাং।
তস্মাদনর্থমর্থাখ্যং শ্রেয়োহর্থী দূরতস্ত্যজেৎ ॥

চুরি হিংসা মিথ্যা দম্ভ কাম ক্রোধ হয়। গদ ভেদ বৈরিভাব অবিশ্বাস হয়॥ স্পর্দ্ধা বাড়ে নারী বেড়ে দ্যূত মদ্য পিয়ে। অনর্থ পোনের এই অর্থেতে ঘটয়ে ॥ অর্থ নাম যেই সেই অনর্থ করয়। শ্রেয় কামী নর অর্থ দূরেতে ত্যজয় ॥

। ১৬। ভিদ্যন্তে ভ্রাতরোদারাঃ পিতরঃ সুহৃদস্তথা।
একাস্নিগ্ধাঃ কাকিনিনা সদ্যঃ সর্ব্বেহরয়ঃ কৃতাঃ ॥

প্রাণ সম ভাই সনে অর্থে ভেদ করে। অর্থ লাগি ছাড়ে দারা পিতা সুহৃদেরে॥ একচিত্ত একভাবে যদি থাকে জন। শত্রু সম হয় এক কাকিনি কারণ ॥

। ১৭। অর্থেনাল্পীয়সা হ্যেতে সংরব্ধাদীপ্তমন্যবঃ।
ত্যজন্ত্যাশু স্পৃধোঘ্নন্তি সহসোৎসৃজ্য সৌহৃদং ॥

অল্প মাত্র ধন লাগি মহাক্রোধ হয়। মহাপ্রীতি থাকিলেহ ক্ষণেকে ত্যজয়॥ সৌহৃদ্য ছাড়িয়া ক্রোধে প্রাণ হত্যা করে। ছার অর্থ লাগি প্রাণে সকল পাসরে ॥

। ১৮। লব্ধ্বা জন্মামরপ্রার্থ্যং মানুষ্যং তদ্দ্বিজাগ্র্যতাং।
তদনাদৃত্য যে স্বার্থং ঘ্নন্তি যান্ত্যশুভাং গতিং॥

ইহলোকে অর্থ লাগি মহানর্থ হয়। পরলোকে গেলেও অনর্থ না ঘুচয়॥
এইত মনুষ্য দেহ দেবেরা প্রার্থয়। কদাচিৎ ভাগ্য বশে যদি তা লভয়॥
তার মধ্যে ব্রাহ্মণ শরীর যদি পায়। হেন দেহ পায়্যে হতাদর করে তায়॥
ইহাতে আপন হিত যদি করে নাশ। পরলোকে গেলে হয় নরকে নিবাস॥

। ১৯। স্বর্গাপবর্গয়োর্দ্বারং প্রাপ্য লোকমিমং পুমান।
দ্রবিণে কোঽনুষজ্জেত মর্ত্ত্যোঽনর্থস্য ধামনি॥

এই দেহ স্বর্গ অপবর্গের যে দ্বার। এদেহে আপন হিত না করি বিচার॥
অনর্থের ঘর অর্থে হেন কে পুমান। আসক্ত হইয়া ছাড়ে ঈশ্বরের ধ্যান॥

। ২০। দেবর্ষিপিতৃভূতানি জ্ঞাতিবন্ধূংশ্চ ভাগিনঃ।
অসং বিভজ্য চাত্মানং যক্ষবিত্তঃ পতত্যধঃ॥

দেব ঋষি পিতৃ ভূত জ্ঞাতি বন্ধু জন। বিভাগেতে এ সবারে না করে তর্পণ॥
আপনারে তার মধ্যে বঞ্চিত করয়। যক্ষ বিত্ত হয়্যে শেষে নরকে পড়য়॥

। ২১। ব্যর্থয়ার্থেহয়া বিত্তং প্রমত্তস্য বয়োবলং।
কুশলাযেন সিধ্যন্তি জরঠঃ কিন্নু সাধয়েৎ॥

অর্থ ব্যয় হৈলে পুনঃ অর্থের কারণ। ব্যর্থ চেষ্টা করে মত্ত হয়্যে অনুক্ষণ॥
বয়ঃ বল্ ধন গেল ইহা না বুঝিনু। আপনার হিত যাহে বুঝিতে নারিনু॥
বিবেকিরা যাহে করে্য আপনা উদ্ধারে। হেন সব ঘুচাইনু অসদ্ব্যয় করে্য॥
বয়ঃ বল্ গেলে পুনঃ বৃদ্ধভাব হয়। অসমর্থ হয়্যে কিছু করিতে নারয়॥

। ২২। কস্মাৎ সংক্লিশ্যতে বিদ্বান্ ব্যর্থয়ার্থেহয়াঽসকৃৎ।
কস্যচিন্মায়য়া নূনং লোকোঽয়ং সুবিমোহিতঃ॥

অন্য যে বিদ্বান তারা কিসের কারণ। ব্যর্থ অর্থ চেষ্টায় ভ্রমেন্ অনুক্ষণ॥
নিশ্চয় মায়ায় কারো মোহিত হইয়া। সংসারে ভ্রমিছে জীব আত্মা পাসরিয়া॥

। ২৩। কিং ধনৈর্ধনদৈর্ব্বা কিং কামৈর্ব্বা কামদৈরুত।
মৃত্যুনা গ্রস্যমানস্য কর্ম্মভির্ব্বোত জন্মদৈঃ॥

মৃত্যু যারে গ্রাস করিয়াছে অনুক্ষণ। তার কিবা করে ধন ধনদারাধন॥

কামদাতা কাম কিবা তাহার করয়। জন্মদাতা কর্ম্ম হৈতে পুনঃ কিবা হয়॥

।২৪। নূনং মে ভগবাংস্তুষ্টঃ সর্ব্বদেবময়োহরিঃ।
যেন নীতোদশামেতাং নির্বেদশ্চাত্মনঃ প্লবঃ॥

যেই হরি সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বদেবময়। সেই ভগবান তুষ্ট হইলা নিশ্চয়॥
যে হরি এরূপ দশা আমার করিলা। বৈরাগ্য স্বরূপভেলা আমালাগি দিলা॥

।২৫। সোহহং কালাবশেষেণ শোষয়িষ্যেহঙ্গমাত্মনঃ।
অপ্রমত্তোহখিলে স্বার্থে যদি স্যাৎ সিদ্ধআত্মনি॥

যদি থাকে কাল শেষে তবেত আত্মাতে। তুষ্ট অপ্রমত্ত হয়ে সকল স্বার্থেতে॥ সেই কাল আমি শেষে আপন কায়ায়। নিশ্চয় করিব শুষ্ক করি তপস্যায়॥

।২৬। তত্র মামনুমোদেরন দেবাস্ত্রিভুবনেশ্বরাঃ।
মুহূর্ত্তেনব্রহ্মলোকং খট্বাঙ্গঃ সমসাধয়ৎ॥

যেই দেবগণ ত্রিভুবনের ঈশ্বর। তাঁরা অনুগ্রহ আমা করুন বিস্তর॥
অনুগ্রহে শীঘ্র হব মুহূর্ত্তে কৃতার্থ। মুহূর্ত্তে খট্বাঙ্গরাজা সাধিলেন স্বার্থ॥
মুহূর্ত্ত মাত্রেতে তেঁহ বৈকুণ্ঠ সাধিলা। গমন করিয়া তথা হরিরে দেখিলা॥

শ্রীভগবানুবাচ। ২৭। ইত্যভিপ্রেত্য মনসা আবন্ত্যোদ্বিজসত্তমঃ।
উন্মুচ্য হৃদয়গ্রন্থীন শান্তোভিক্ষুরভূন্মুনিঃ॥

ভগবান কহিছেন শুন সদাশয়। এরূপে বৈরাগ্য তার হইল নিশ্চয়॥
অহং মম ভার যেই হৃদয়ে আছিল। বৈরাগ্য বলেতে সেই সকল ত্যজিল॥
মুনিব্রত কৈল সেই ভিক্ষুক হইয়া। তার পর যাহা কৈল শুন বিবরিয়া॥

।২৮। সচচার মহীমেতাং সংযতাত্মেন্দ্রিয়ানিলঃ।
ভিক্ষার্থং নগরগ্রামানহসঙ্গোহলক্ষিতোহবিশৎ॥

আনন্দে বেড়ায় সেহ পৃথিবী দেখিয়া। কিছু তার দুঃখ নাহি সংসার ত্যজিয়া॥ বশেতে রাখিল মন ইন্দ্রিয় গণেরে। প্রাণায়ামে বশ কৈল প্রাণ পবনেরে॥ ভ্রময়ে নগর গ্রাম ভিক্ষার কারণ। সঙ্গহীন লক্ষিতে না পারে কোন জন॥

।২৯। তং বৈ প্রবয়সং ভিক্ষুমবধূতমসজ্জনাঃ।
দৃষ্ট্বা পর্য্যভবন ভদ্র বহ্বীভিঃ পরিভূতিভিঃ॥

দেখিয়া ভিক্ষুক সেই বৃদ্ধ অবধূতে। দুর্জনেরা তিরস্কার করে বহুমতে॥

মঙ্গল স্বরূপ তুমি শুনহ উদ্ধব। তিরস্কারে তার মান ঘুচাইল সব॥

।৩০। কেচিত্ত্রিবেণুং জগৃহুরেকে পাত্রং কমণ্ডলুং।
পীঠঞ্চৈকেঽক্ষসূত্রঞ্চ কন্থাঞ্চীরাণি কেচন॥

কেহ কমণ্ডলু লয় দণ্ড লয় কেহ। কেহ যজ্ঞ সূত্র লয় পীঠ লয় কেহ॥
কেহ স্কন্ধে হৈতে কাঁথা লইয়া পলায়। কেহ চীর কাড়ি লয়্যা বিবস্ত্র করয়॥

।৩১। প্রদায় চ পুনস্তানি দর্শিতান্যাদদুর্মুনেঃ॥

কেহ দ্রব্য লহ বলি ভিক্ষুকে দেখায়। হাতে দিয়া কাড়ি লয়্যা দূরেতে পলায়॥

।৩২। অন্নঞ্চ ভৈক্ষসম্পন্নং ভুঞ্জানস্য সরিত্তটে।
মূত্রয়ন্তি চ পাপিষ্ঠাঃ ষ্ঠীবন্ত্যস্য চ মূর্দ্ধনি॥
যতবাচং বাচয়ন্তি তাড়য়ন্তি ন বক্তি চেৎ।
তর্জ্জয়ন্ত্যপরে বাগ্‌ভিস্তেনোঽয়মিতি বাদিনঃ॥
বধ্নন্তি রজ্জ্বা তং কেচিদ্বধ্যতাং বধ্যতামিতি॥

নদীতীরে খেতে বৈসে অন্ন ভিক্ষা করে। পাপিষ্ঠেরা মূত্র ত্যজে অন্নের উপরে॥ কোন জন থুথুকরি মাথে শ্লেষ্মা দেয়। কথা না কহিলে মারে বচন বলায়॥ না বলিলে বচন চুলেতে ধর্য্যে মারে। এই জন চোর বল্যে তর্জ্জয়ে তাহারে॥ কেহ কেহ রজ্জু দিয়া করয়ে বন্ধন। মার মার বল্যে কেহ ডাকে অনুক্ষণ॥

।৩৩। ক্ষিপন্ত্যেকেঽবজানন্ত এষধর্ম্মধ্বজঃ শঠঃ।
ক্ষীণবিত্ত ইমাং বৃত্তিমগ্রহীৎ স্বজনোজ্ঝিতঃ॥

অবজ্ঞা করয়ে কেহ কেহবা নিন্দয়। এহ ধর্ম্মধ্বজ লোকে বঞ্চনা করয়॥
বন্ধু জনে ইহারে বাহির করি দিল। ধন হীন হয়্যে এহ এ বৃত্তি ধরিল॥

।৩৪। অহো এষমহাসারোধৃতিমান গিরিরাড়িব।
মৌনেন সাধয়ত্যর্থং বকবদ্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ॥

আশ্চর্য্য দেখহ এহ বড় বলবান। ধৈর্য্যবান দেখি গিরিরাজের সমান॥
মৌন হয়্যে আপনার কার্য্যেরে সাধয়। বকের সমান দৃঢ় নিশ্চয় করয়॥

।৩৫। ইত্যেকে বিহসন্ত্যেনমেকে দুর্ব্বাতয়ন্তি চ।
তং ববন্ধুর্নিরুরুধুর্যথাক্রীড়নকং দ্বিজং॥

ইহা বল্যে কেহ কেহ করে পরিহাস। কেহ কেহ দেহে করে পায়ুর বাতাস॥

কেহ কেহ তারে ধরেয় করয়ে বন্ধন। কেহ কেহ কারাগারে করয়ে রোদন॥
শুক সারিকারে যেন পিঞ্জরে রাখয়। তেন কারাগারে সেহ পড়িয়া থাকয়॥

।৩৬। এবং সভৌতিকং দুঃখং দৈহিকং দৈবিকঞ্চ যৎ।
ভোক্তব্যমাত্মনোদিষ্টং প্রাপ্তং প্রাপ্তমবুধ্যত॥

এই মতে ভৌতিক দৈহিক দুঃখ যত। দৈবিক যতেক দুঃখ হয় অবিরত॥
সকলি ভুঞ্জিতে হয় না হয় খণ্ডন। আপন অদৃষ্ট ইহা বুঝিল ব্রাহ্মণ॥

।৩৭। পরিভূতইমাং গাথামগায়ত নরাধমৈঃ।
পাতয়দ্ভিঃ স্বধর্মস্থোধৃতিমাস্থায় সাত্ত্বিকীং॥

মনে করে এই যত নরাধম গণ। পরাভব আমারে করিছে অনুক্ষণ॥
স্বধর্ম্মে পতিত করি ইহারা বধয়। ইথে কভু আমার মনের ভঙ্গ নয়॥
এরূপে সাত্ত্বিক ধৃতি ধরিয়া ব্রাহ্মণ। স্বধর্ম্মে থাকিয়া গাথা করিল গায়ন॥
যেই গাথা সে ভিক্ষুক করিল গায়ন। সাবধানে সেই গাথা শুনয়ে সজ্জন॥

।৩৮। নায়ং জনোমে সুখদুঃখহেতুর্নদেবতাত্মা গ্রহকর্মকালাঃ।
মনঃ পরং কারণমামনন্তি সংসারচক্রং পরিবর্ত্তয়েদ্যৎ॥

এইত সংসারে যত মনুষ্য আছয়। মম সুখ দুঃখ হেতু ইহারা না হয়॥
সুখ দুঃখ নাহি হয় দেবতা হইতে। সুখ দুঃখ কারণ শরীর নহে ইথে॥
গ্রহ কর্ম্ম কাল হৈতে সুখ দুঃখ নয়। সুখ দুঃখ দুই মন আপনি কল্পয়॥
এইত সংসার চক্রে মন সে ফিরায়। তাহা বিনা অপর করেন নাহি তায়॥

।৩৯। মনোগুণানৈব সৃজতে বলীয়স্ততশ্চ কর্ম্মাণি বিলক্ষণানি।
শুক্লানি কৃষ্ণান্যথ লোহিতানি তেভ্যঃ সবর্ণাঃ সৃতয়োভবন্তি॥

বলবৎ মন গুণবৃত্তিরে সৃজয়। গুণে হৈতে বিলক্ষণ কর্ম্ম সে জন্ময়॥
শুক্ল কৃষ্ণ লোহিত ভেদেতে কর্ম্ম হয়। কর্ম্ম অনুসারে গতি এ জীব লভয়॥
সাত্ত্বিক কর্ম্মেতে জীব দেব যোনি পায়। তামস কর্ম্মেতে পশু পক্ষ্যাদি জন্ময়॥ রাজস কর্ম্মেতে মনুষ্যাদি দেহ ধরে। মনে হৈতে এইরূপে এ জীব বিহরে॥

।৪০। অনীহআত্মা মনসা সমীহতা হিরণ্ময়োমৎসখউদ্বিচষ্টে।
মনঃ স্বলিঙ্গং পরিগৃহ্য কামান্ জুষন্নিবদ্ধোগুণসঙ্গতোহসৌ॥

চেষ্টমান মন সহ আত্মা সে রহেন। তথাপি নিশ্চেষ্ট রূপে আপনি থাকেন॥

কোনহ কর্ম্মের সনে সঙ্গ নাহি তাঁর। হিরণ্য স্বরূপ অতি নির্ম্মল আকার॥ তিনি সে জীবের সখা জানেন সকল। ইন্দ্রিয়েরা চেষ্টা করে পায়্যে তাঁর বল॥ মনেরে লইয়া জীব বিষয় ভুঞ্জয়। গুণসঙ্গ হৈতে সেহ অতি-বদ্ধ হয়॥

। ৪১। দানং স্বধর্ম্মোনিয়মোযমশ্চ শ্রুতঞ্চ কর্ম্মাণি চ সদ্ব্রতানি।
সর্ব্বে মনোনিগ্রহলক্ষণান্তাঃ পরোহি যোগোমনসঃ সমাধিঃ॥

নিত্য নৈমিত্তিক আদি স্বধর্ম্ম যে হয়। দান যম নিয়মাদি সকল সাধয়॥ জ্ঞান সাধে নানা কর্ম্ম করে অনুক্ষণ। একাদশী ব্রত আদি করে আচরণ॥ সকল সফল হয় মনের নিগ্রহে। মনের নিগ্রহ শ্রেষ্ঠ যোগ বলি তাহে॥ মনোবশ হইলে নির্ম্মল জ্ঞান হয়। জ্ঞান হৈলে এই প্রাণী সংসার তরয়॥

। ৪২। সমাহিতং যস্য মনঃ প্রশান্তং দানাদিভিঃ কিং বদ তস্য কৃত্যং।
অসংযতং যস্য মনোবিনশ্যদ্দানাদিভিশ্চেদপরং কিমেভিঃ॥

যাহার প্রশান্ত মন বশীভূত হয়। বল তার দানাদিতে কি কার্য্য আছয়॥ অসংযত কিম্বা আলস্যাদিতে করিয়া। প্রকাশ না পায় মন লয়কে পাইয়া॥ তবে তার দান আদি কি কার্য্য করয়। দানাদি হইতে তার কিছুই না হয়॥

। ৪৩। মনোবশেহন্যে হ্যভবন্ স্ম দেবামনশ্চ নান্যস্য বশং সমেতি।
ভীষ্মোহি দেবঃ সহসঃ সহীয়ান্ যুঞ্জ্যাদ্বশং তং সহি দেবদেবঃ॥

মনোবশ হইলে ইন্দ্রিয় বশে রয়। ইন্দ্রিয়ের বশে কভু মন না থাকয়॥ মনোনাম দেব যিনি বড় ভয়ঙ্কর। অন্যের কি দায় যোগি জনে করে ডর॥ বলবান মধ্যে সেই বড় বলবান। তারে যেই জিনিল সে দেবের প্রধান॥

। ৪৪। তং দুর্জ্জয়ং শত্রুমসহ্যবেগমরুন্তুদং তন্ন বিজিত্য কেচিৎ।
কুর্ব্বন্ত্যসদ্বিগ্রহমেব মর্ত্যৈর্মিত্রাণ্যুদাসীনরিপূন্ বিমূঢ়াঃ॥

বড়ই দুর্জ্জয় শত্রু জানিহ মনেরে। অসহ্য তাহার বেগ কে সহিতে পারে॥ মর্ম্মেরে পীড়য় মন জানিহ নিশ্চয়। হেন মন যেই ব্যক্তি নাহি করে জয়॥ অজ্ঞ মনুষ্যের সনে বৃথা বাদ করে। অস্থির মনেতে কভু জানিতে না পারে॥ শত্রু মিত্র উদাসীন ভাব বৃথা তার। বড় মূঢ় সেই মন বশে নাহি যার॥

। ৪৫। দেহং মনোমাত্রমিমং গৃহীত্বা মমাহমিত্যন্ধধিয়োমনুষ্যাঃ।
এষোহহমন্যোঽয়মিতিভ্রমেণ দুরন্তপারে তমসি ভ্রমন্তি॥

মনোবিলসিত এই কলেবর ধরে। অন্ধ বুদ্ধি হয় অহং মম ভাব করে॥

এই আমি অন্য এই এইত ভ্রমেতে। দুরন্ত সংসারে পড়ো না পারে তরিতে॥

।৪৩। জনস্তু হেতুঃ সুখদুঃখয়োশ্চেৎ কিমাত্মনশ্চাত্র হি ভৌময়োস্তৎ।
জিহ্বাং কচিৎ সংদশতি স্বদদ্ভিস্তদ্বেদনায়াং কতমায় কুপ্যেৎ॥

জনে হৈতে জন যদি সুখ দুঃখ পায়। বল দেখি আত্মার সম্বন্ধ কিবা তায়॥ সুখ দুঃখ দুই ভৌম দেহে হৈতে হৈল। দেহে হৈতে ভিন্ন আত্মা বুঝিয়া দেখিল॥ আপনি আপন জিহ্বা কামড়ে দন্তেতে। কারে করিবেক ক্রোধ সেই বেদনাতে॥

।৪৭। দুঃখস্য হেতুর্যদি দেবতাস্তু কিমাত্মনস্তত্র বিকারয়োস্তৎ।
যদঙ্গমঙ্গেন নিহন্যতে কচিৎ ক্রুধ্যেত কস্মৈ পুরুষঃ স্বদেহে॥

দুঃখ হেতু যদি দেহে দেবতারা হন। আত্মার কি তাতে তাহা জানে দেবগণ॥ অঙ্গ বেজ্যে অঙ্গে যদি বেদনা জন্ময়। ক্রোধের বিষয় তাহে বল কে আছয়॥

।৪৮। আত্মা যদি স্যাৎ সুখদুঃখহেতুঃ কিমন্যতস্তত্র নিজস্বভাবঃ।
ন হ্যাত্মনোঽন্যদ্যদি তন্মৃষা স্যাৎ ক্রুধ্যেত কস্মান্ন সুখং ন দুঃখং॥

যদি আত্মা আছে সুখ দুঃখের কারণ। অন্য হৈতে নহে নিজ স্বভাবে সে হন॥ আত্মা হৈতে অন্য কিছু নাহিক সংসারে। যদি আছে সব মিথ্যা জানিহ তাহারে॥ সুখ দুঃখ দুই মিথ্যা জানিহ নিশ্চয়। বুঝে দেখ কেহ নাহি কোপের বিষয়॥

।৪৯। গ্রহানিমিত্তং সুখদুঃখয়োশ্চেৎ কিমাত্মনোঽজস্য জনস্য তে বৈ।
গ্রহৈর্গ্রহস্যৈব বদন্তি পীড়াং ক্রুধ্যেত কস্মৈ পুরুষস্ততোঽন্যঃ॥

গ্রহগণ যদি সুখ দুঃখের কারণ। দেহে সুখ দুঃখ তারা করে অনুক্ষণ॥ আর কিছু কহি অহে শুন বিবরণ। গ্রহেরা গ্রহের পীড়া করে অনুক্ষণ॥ আত্মা সবা হৈতে ভিন্ন বুঝহ নিশ্চয়। ক্রোধের বিষয় আর বল কে আছয়॥

।৫০। কর্মাস্তু হেতুঃ সুখদুঃখয়োশ্চেৎ কিমাত্মনস্তদ্ধি জড়াজড়ত্বে।
দেহস্ত্বচিৎ পুরুষোঽয়ং সুপর্ণঃ ক্রুধ্যেত কস্মৈ ন হি কর্মমূলং॥

কর্ম হেতু যদি বল সুখ দুঃখ প্রতি। আত্মার কি দায় তাহা বলহ সংপ্রতি॥ এক বস্তু জড়াজড়ে কর্ম সে সম্ভবে। জড় দেহ চিৎ আত্মা কর্ম কেন হবে॥

সুখ দুঃখ মুল কর্ম্ম সেহ কই আছে। জীব কারে ক্রোধ করে বলি তব কাছে॥

। ৫১। কালস্তু হেতুঃ সুখদুঃখয়োশ্চেৎ কিমাত্মনস্তত্র তদাত্মকোঽসৌ॥
নাগ্নে র্হি তাপোন হিমস্য তৎ স্যাৎ ক্রুধ্যেত কস্মৈ ন পরস্য দ্বন্দ্বঃ॥

সুখ দুঃখ প্রতি যদি কাল হেতু হন। সে কাল আত্মার অংশ ভিন্ন তিনি নন॥ আপনার পীড়া নাকি আপনাকে হয়। অনলের তাপ নাকি জ্বালারে তাপয়॥ জ্বালার বিনাশ নাকি দাহ শক্তি করে। হিমগত শৈত্য নাকি নাশয়ে তুষারে॥ সবাকার আত্মা পর তার দ্বন্দ্ব নাই। কাহারে করিব ক্রোধ বল দেখি তাই॥

। ৫২। ন কেনচিৎ কাপি কথঞ্চনাস্য দ্বন্দ্বোপরাগঃ পরতঃ পরস্য।
যথাহমঃ সংসৃতিরূপিণঃ স্যাদেবং প্রবুদ্ধো ন বিভেতি ভূতৈঃ॥

প্রকৃতির পর আত্মা লিপ্ত কভু নন। দ্বন্দ্ব কার সহ কভু না হয় ঘটন॥
অহঙ্কার কার্য্য দেহে সংসার ঘটয়। একথা বুঝিল যেই তার গেল ভয়॥

। ৫৩। এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্ম্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমোমুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব॥

পূর্ব্বে মহাঋষিগণ এ নিষ্ঠা করিয়া। হেলায় গেলেন ভব সমুদ্র তরিয়া॥
আমিহ মুকুন্দ পদ সেবার বলেতে। এই আত্মনিষ্ঠা দৃঢ় করিয়াছি চিত্তে॥
আমিহ সংসার সিন্ধু হেলায় তরিব। দুস্তর সংসার কূপে আর না পড়িব॥

শ্রীভগবানুবাচ। ৫৪। নির্ব্বিদ্য নষ্টদ্রবিণোগতক্লমঃ প্রব্রজ্য গাং পর্য্যটমান ইত্থং।
নিরাকৃতোঽসদ্ভিরপি স্বধর্ম্মাদকম্পিতোঽমুং মুনিরাহ গাথাং॥

ভগবান বলিছেন শুন সদাশয়। এরূপে বৈরাগ্য তার হইল উদয়॥
নষ্টবৃত্তি হৈল তবু শ্রম নাহি মনে। পৃথিবী ভ্রমণ করে সুখাদি না গণে॥
দুর্জ্জনেরা সর্ব্বদাই পরাভব করে। বিচলিত নহে নাহি ছাড়ে স্বধর্ম্মেরে॥
সেই মুনি এই গাথা করয়ে গায়ন। আনন্দে ভিক্ষুক গাথা করহে শ্রবণ॥

। ৫৫। সুখদুঃখপ্রদো নান্যঃ পুরুষস্যাত্মবিভ্রমঃ।
মিত্রোদাসীনরিপবঃ সংসারস্তমসঃ কৃতঃ॥

পুরুষের কেহ নাহি সুখ দুঃখ দাতা। সুখ দুঃখ সত্য নহে ভ্রম এ সর্ব্বথা॥
মিত্র উদাসীন রিপু নাহি কদাচিৎ। অজ্ঞানেতে এ সংসার হয়েছে বিদিত॥

।৫৩। তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা তাত নিগৃহাণমনোধিয়া।
মষ্যাবেশিতয়া যুক্তএতাবান্ যোগসংগ্রহঃ॥

অতএব উদ্ধব আমার বাক্য ধর। আমাতে আপন বুদ্ধি অতি স্থির কর॥ সেইত বুদ্ধিতে করি মন জয় করে। যোগের সংগ্রহ মনে এই স্থির করে॥ এইত ভিক্ষুক যোগ করহ গ্রহণ। তবে সে নিশ্চয় পাবে আমার চরণ॥

।৫৭। যএতাং ভিক্ষুণা গীতাং ব্রহ্মনিষ্ঠাং সমাহিতঃ।
ধারয়ন্ শ্রাবয়ন্ শৃণ্বন্ দ্বন্দ্বৈর্নৈবাভিভূয়তে॥

ইতি শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধব সংবাদে ভিক্ষুগীতং ত্রয়োবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

যেইত ভিক্ষুক গাথা ব্রহ্মনিষ্ঠা হয়। সমাহিত চিত্তে ইহা যে জন ধরয়॥ শ্রবণ করয় কিম্বা শ্রবণ করায়। অভিভব নাহি করে দ্বন্দ্ব ভাব তায়॥ একাদশ স্কন্ধে ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়। ভিক্ষু গীতা সনাতন রচিল ভাষায়॥

চতুর্বিংশতি অধ্যায়ের আভাস।

চতুর্বিংশে তু সাংখ্যেন মনোমোহোনিবার্য্যতে।
আত্মনঃ সর্ব্বভাবানামাগমাপায়চিন্তয়া॥

আত্মার সকল পদার্থের উৎপত্তি এবং বিনাশ চিন্তাদ্বারা সাংখ্য যোগেতে করে মনের মোহ নিবারণ চতুর্ব্বিংশাধ্যায়ে করিতেছেন॥

শ্রীভগবানুবাচ।১। অথ তে সংপ্রবক্ষ্যামি সাংখ্যং পূর্ব্বৈর্বিনিশ্চিতং।
যদ্বিজ্ঞায় পুমান্ সদ্যোজহ্যাদ্বৈকল্পিকং ভ্রমং॥

ভগবান বলিছেন শুনহে উদ্ধব। অতঃপর বলি আমি সাংখ্য শাস্ত্র সব॥ পূর্ব্বে কপিলাদি করেছিলেন নিশ্চিত। সেই সাংখ্য তব অগ্রে করিব বিদিত॥ যে সাংখ্য জানিলে ঘুচে বৈকল্পিক ভ্রম। অভয় পুরুষ যাতে পুরুষ উত্তম॥

।২। আসীজ্‌জ্ঞানমথোহ্যর্থএকমেবাবিকল্পিতং।
যদা বিবেকনিপুণাআদৌ কৃতযুগেঽযুগে॥

প্রলয়েতে ছিল এক সেই জ্ঞানময়। বিকল্প রহিত তিনি জানিহ নিশ্চয়॥
দ্রব্য যত ছিল তাহে পাইয়া সে লয়। তখন বিভিন্ন কিছু প্রকাশ না হয়॥
তার পরে কৃত যুগ হইল যখন। তাহাতেহ ভেদ বুদ্ধি না জানিত জন॥
বিবেক নিপুণ যবে পুরুষ সকল। ব্রহ্মরূপ নারায়ণ ভাবিত কেবল॥

।৩। তন্মায়াফলরূপেণ কেবলং নির্ব্বিকল্পিতং।
বাঙ্মনোগোচরং সত্যং দ্বিধা সমভবদ্বৃহৎ॥

সেই ব্রহ্ম কেবল বিকল্প হীন জানি। দৃশ্য দ্রষ্টৃ রূপে দুই হইলেন তিনি॥
বাক্য মন দোঁহাকার গোচর হইলা। বৃহৎ সে সত্য নিজে দ্বিভাগ করিলা॥

।৪। তয়োরেকতরোহ্যর্থঃ প্রকৃতিশ্চোভয়াত্মিকা।
জ্ঞানন্ত্বন্যতমোভাবঃ পুরুষঃ সোঽভিধীয়তে॥

তার এক অংশ যেই সে হৈল প্রকৃতি। সে দুই হইল কার্য্য কারণ আকৃতি॥
অন্য অংশ পুরুষ হইল জ্ঞানময়। সকল কার্য্যেতে যার হৈল সমন্বয়॥

।৫। তমোরজঃসত্ত্বমিতি প্রকৃতেরভবন্ গুণাঃ।
ময়া প্রক্ষোভ্যমানায়াঃ পুরুষানুমতেন চ॥

তাহা হৈতে তমো রজঃ সত্ত্ব গুণ হৈল। শুন বিবরণ পরে যে রূপ ঘটিল॥
আমার সংযোগে মায়া ক্ষোভ উপজিল। পুরুষের অনুমতে ইহা সে হইল॥

।৬। তেভ্যঃ সমভবৎ সূত্রং মহান্ সূত্রেণ সংযুতঃ।
ততোবিকুর্ব্বতোজাতোযোঽহঙ্কারোবিমোহনঃ॥

তিন গুণ হৈতে পুনঃ মহত্তত্ত্ব হৈলা। জ্ঞানশক্তি ক্রিয়াশক্তি তাহাতে আছিলা॥ ক্রিয়াশক্তি যুক্ত হৈতে সূত্র নাম কার। জ্ঞানশক্তি হৈতে হৈল মহৎ আকার॥ শক্তি ভাবে দুইরূপ মহত্তত্ত্ব হন। চতুর্দ্দশ ভুবনের তিনি সে কারণ॥ তার পর মহত্তত্ত্ব হৈল সে বিকার। মহত্তত্ত্ব হৈতে সে হইল অহঙ্কার॥ সকল জীবের তিনি করেন মোহন। যে মোহে পড়িয়া জীব করেন ভ্রমণ॥

। ৭। বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিবৃৎ।
তন্মাত্রেন্দ্রিয়মনসাং কারণং চিদচিন্ময়ঃ ॥

সেই অহঙ্কার পুনঃ ত্রিবিধ হইল। বৈকারিক তৈজস তামস নাম হৈল॥ সেই অহঙ্কার চিৎ অচিন্ময় হন। তন্মাত্র ইন্দ্রিয় মন আদির কারণ॥

। ৮। অর্থস্তন্মাত্রিকাজ্জজ্ঞে তামসাদিন্দ্রিয়াণি চ।
তৈজসাদ্দেবতাআসন্নেকাদশ চ বৈকৃতাৎ ॥

তামস রাজস আদি ভেদ উপজিল। তামস হইতে মহা পঞ্চ ভূত হৈল॥ তৈজস হইতে হৈল ইন্দ্রিয় সকল। জ্ঞান কর্ম্ম ভেদে দুই বিষয়ে প্রবল॥ বৈকারিক অহঙ্কার হৈতে হৈল মন। ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা যত দেবগণ॥

। ৯। ময়া সংচোদিতাভাবাঃ সর্ব্বে সংহত্য কারিণঃ।
অণ্ডমুৎপাদয়ামাসুর্ম্মায়তনমুত্তমং ॥

আমি যত মহদাদি ভাবেরে কহিল। আমার বলেতে সবে মিলিত হইল॥ তাহে অণ্ড হৈল যে সে মম আয়তন। অন্তর্যামী মম সেহ শ্রেষ্ঠ স্থান হন॥

। ১০। তস্মিন্নহং সমভবমণ্ডে সলিলসংস্থিতৌ।
মম নাভ্যামভূৎ পদ্মং বিশ্বাখ্যং তত্র চাত্মভূঃ ॥

বিরাট রূপেতে জলে করিল সে স্থিতি। নারায়ণ রূপে মম তাহাতে বসতি॥ মম নাভি সর হৈতে পদ্ম উপজিল। বিশ্বাখ্য তাহারে জ্যেন যাতে বিশ্ব হৈল॥ জগতের কর্ত্তা ব্রহ্মা তাহাতে জন্মিল। বিবরিয়া কহি তদন্তর যাহা হৈল॥

। ১১। সোহস্বজত্তপসা যুক্তোরজসা মদনুগ্রহাৎ।
লোকান্ সপালান্ বিশ্বাত্মা ভূর্ভুবঃস্বরিতি ত্রিধা ॥

বহুকাল ব্রহ্মা তাহে তপস্যা করিলা। মম অনুগ্রহে পুনঃ লোকের সৃজিলা॥ রজোগুণ নিয়োগিয়া ত্রিলোক সৃজিলা। শুন বিবরিয়া ততঃপর যাহা হৈলা॥ বিশ্বাত্মা সৃজন কৈলা এ তিন ভুবন। ক্রমেতে সৃজন কৈল লোক পালগণ॥

। ১২। দেবানামোকআসীৎস্বর্ভূতানাঞ্চ ভুবঃ পদং।
মর্ত্যাদীনাঞ্চ ভূর্লোকঃ সিদ্ধানাং ত্রিতয়াৎ পরং ॥

স্বর্গলোক কৈলা সর্ব্বদেব আয়তন। অন্তরিক্ষ কৈলা যাতে রহে ভূতগণ॥ ভূলোক কল্পিলা মর্ত্ত্য জনের বসতি। ত্রিলোকের পর সিদ্ধ সবাকার স্থিতি॥

।১৩। অধোঽসুরাণাং নাগানাং ভূমেরোকোঽসৃজৎ প্রভুঃ।
ত্রিলোক্যাং গতয়ঃ সর্ব্বাঃ কর্ম্মণাং ত্রিগুণাত্মনাং ॥

পৃথিবীর তলে দৈত্য নাগের আলয়। ক্রমেতে সৃজিলা চতুর্ম্মুখ মহাশয়॥ কাম্য কর্ম্ম করেন যতেক জীবগণ। ত্রিলোক মধ্যেতে তারা করয়ে ভ্রমণ॥

।১৪। যোগস্য তপসশ্চৈব ন্যাসস্য গতয়োঽমলাঃ।
মহর্জ্জনস্তপঃ সত্যং ভক্তিযোগস্য মদ্গতিঃ ॥

যোগ নিষ্ঠ যাঁরা তাঁরা মহর্লোক পান। তপস্বীরা জন লোক মধ্যে করে স্থান॥ সন্ন্যাসিরা তপোলোকে করেন বসতি। মম ভক্ত সত্যলোক মধ্যে করে স্থিতি॥

।১৫। ময়া কালাত্মনা ধাত্রা কর্ম্মযুক্তমিদং জগৎ।
গুণপ্রবাহএতস্মিন্নুন্মজ্জতি নিমজ্জতি॥

ধাতা আমি কালরূপে এ জীব সবারে। সকাম নিষ্কাম কর্ম্ম করাই ব্যাপারে ॥ এই গুণ প্রবাহেতে এই জীবচয়। কর্ম্ম বশে কেহ তরে কেহবা মজয় ॥

।১৬। অণুর্ব্বৃহৎ কৃশঃ স্থূলোযোযোভাবঃ প্রসিধ্যতি।
সর্ব্বোঽপ্যুভয়সংযুক্তঃ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ॥

স্থূল সূক্ষ্ম কৃশ বড় যে যে ভাব হয়। প্রকৃতি পুরুষযুক্ত হৈয়ে উপজয় ॥

।১৭। যস্তু যস্যাদিরন্তশ্চ সবৈ মধ্যঞ্চ তস্য সন্।
বিকারোব্যবহারার্থোযথাতৈজসপার্থিবাঃ ॥

যিনি যার আদ্য মধ্য তিনি অন্ত হন। ব্যভিচার নাই বল্যে তিনিহ সে রন॥ যিনি আদ্যে তিনি মধ্যে তিনি অন্তে রন। বিকার সকল ব্যবহারের কারণ॥ যেন কটকাদি কার্য্য সুবর্ণ কারণ। সুবর্ণ হইতে কটকাদি ভিন্ন নন ॥

।১৮। যদুপাদায় পূর্ব্বস্তু ভাবোবিকুরুতে পরং।
আদিরন্তোযদা যৎ স্যাত্তৎ সত্যমভিধীয়তে॥

যে রূপ মৃত্তিকা লৈয়া পিণ্ড সে কারণ। কার্য্যরূপ ঘটেরে সে করিলা সৃজন॥ সেইরূপ উপাদান পুরুষে লইয়া। মহদাদি মহান সে দিলেন সৃজিয়া॥ সেইত পুরুষ সত্য ইহাই জানিবে। অন্য আর সত্য বলি মনে না আনিবে॥ আদ্যন্ত যখন যেই তাঁরে সত্য কয়। অতএব মহদাদি কভু সত্য নয় ॥

। ১৯। প্রকৃতির্যাস্যোপাদানমাধারঃ পুরুষঃ পরঃ।
সতোঽভিব্যঞ্জকঃ কালোব্রহ্ম তত্রিতয়ন্ত্বহং॥

বিশ্বের প্রকৃতি যে হয়েন উপাদান। আধার তাহাতে হন পুরুষ প্রধান॥
প্রকাশ করেন কার্য্য কাল যিনি হন। ব্রহ্ম আমি তিন রূপ করেছি ধারণ॥

। ২০। সর্গঃ প্রবর্ত্ততে তাবৎ পৌর্ব্বাপর্য্যেণ নিত্যশঃ।
মহান গুণবিসর্গার্থঃ স্থিত্যন্তোযাবদীক্ষণং॥

পিতৃ পুত্র ক্রমে নিত্য সৃষ্টি প্রবর্ত্তয়। জানিবে জীবের ভোগ হেতু সৃষ্টি হয়॥
এ বিশ্বের স্থিতি অন্ত হয়ত্ তাবৎ। ঈশ্বরের দৃষ্টি ইথে আছয়ে যাবৎ॥
স্থিতি অন্তাবধি হয় সৃষ্টি প্রবর্ত্তন। অনেক সে সৃষ্টি হয় কে করে বর্ণন॥

। ২১। বিরাণ্ময়াসাদ্যমানেলোককল্পবিকল্পকঃ।
পঞ্চত্বায় বিশেষায় কল্পতে ভুবনৈঃ সহ॥

পূর্ব্বেতে সৃষ্টির ক্রম বলিনু তোমারে। ইবে শুন লয় হয় যেইত প্রকারে॥
এইত ব্রহ্মাণ্ডে আমি আপনি ব্যাপিয়া।লোক কল্প বিকল্প সে দিলাম রচিয়া॥
পঞ্চত্ব কল্পনা ইবে ভুবন সহিত। যে রূপে হইল তাহা করিব বিদিত্॥

। ২২। অন্নে প্রলীয়তে মর্ত্যমন্নঃ ধানাসু লীয়তে।
ধানা ভূমৌ প্রলীয়ন্তে ভূমির্গন্ধে প্রলীয়তে॥

মর্ত্য কলেবর অন্নে হইলে হে লয়। অন্ন গিয়া বীজ মধ্যে প্রবেশ করয়॥
বীজ গিয়া পৃথিবীতে লীন ভাব পান। গন্ধ গুণে পৃথিবী লভেন সমাধান॥

। ২৩। অপ্সু প্রলীয়তে গন্ধআপশ্চ স্বগুণে রসে।
লীয়তে জ্যোতিষি রসোজ্যোতীরূপে প্রলীয়তে॥

গন্ধ গিয়া সলিলের মধ্যেতে মিলয়। নিজ গুণ রসে জল আসি প্রবেশয়॥
রস গিয়া অনলেতে লীন ভাব পান। আপনার গুণ রূপে অনল মিশান॥

। ২৪। রূপং বায়ৌ স চ স্পর্শে লীয়তে সোঽপি চাম্বরে।
অম্বরং শব্দতন্মাত্রে ইন্দ্রিয়াণি স্বযোনিষু॥

রূপ গিয়া পবনেতে আপনি মিলয়। সেই বায়ু স্পর্শ গুণ প্রবেশ করয়॥
সেই স্পর্শ গুণ গিয়া আকাশে মিলয়। বিবরিয়া শুন তদন্তর যাহা হয়॥
তন্মাত্র শব্দেতে জেন আকাশ মিলেন। ইন্দ্রিয়েরা স্বযোনিতে প্রবেশ করেণ॥

।২৫। যোনির্বৈকারিকে সৌম্য লীয়তে মনসীশ্বরে।
শব্দোভূতাদিমপ্যেতি ভূতাদির্মহতি প্রভুঃ॥

মনের সহিত অধিষ্ঠাতা দেবগণ। বৈকারিক অহঙ্কারে লীন হৈয়া রন॥
শব্দ গিয়া মিলয় তামস অহঙ্কারে। অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে মিলন সে করে॥
সেই অহঙ্কারে মোহ সবার জন্ময়। অতএব অহঙ্কার সর্ব্ব প্রভু হয়॥

।২৬। সলীয়তে মহান্ স্বেষু গুণেষু গুণবত্তমঃ।
তে হব্যক্তে সংপ্রলীয়ন্তে তৎকালে লীয়তেঽব্যয়ে॥

সেই মহত্তত্ত্ব পুনঃ ত্রিগুণেতে মিশে। গুণবৎ তম তারে জানিবে বিশেষে॥
তিন গুণ প্রকৃতিতে অবশেষ রয়। সেইত প্রকৃতি পুনঃ কালে লীন হয়॥
তখন সেইত কাল উপরত হয়। তদন্তর যাহা হয় শুন সদাশয়॥

।২৭। কালোমায়াময়ে জীবে জীবআত্মনি মহ্যজে।
আত্মা কেবলআত্মস্থোবিকল্পাপায়লক্ষণঃ॥

কাল যেহ সেহ জীবে এক ভাবে রয়। জীবের অবশ্য জ্ঞান সেহ জ্ঞানময়॥
আত্মায় মিলয় জীব হয়ে অচঞ্চল। আত্মার সে লয় নাই জানিবে কেবল॥
বিশ্বের উৎপত্তি আর প্রলয় যে হয়। তাহে অধিষ্ঠান আত্মা অবধি ও হয়॥
এ রূপে আত্মার জ্ঞান অবশ্য ঘটয়। অতএব তাঁর লয় নাহিত ঘটয়॥

।২৮। এবমন্বীক্ষমাণস্য কথং বৈকল্পিকোভ্রমঃ।
মনসোহৃদি তিষ্ঠেত ব্যোম্নীবার্কোদয়ে তমঃ॥

মন যদি এতরূপে করে অন্বেষণ। বৈকল্পিক ভ্রম নাকি তার কাছে রন॥
এইরূপ অন্বেষণ মনে যদি রয়। কি প্রকারে হৃদয়ে বিকল্প ভ্রম হয়॥
আকাশেতে যদি হয় অর্কের উদয়। তাহে নাকি অন্ধকার স্থির হয়ে রয়॥

।২৯। এষসাংখ্যবিধিঃ প্রোক্তঃ সংশয়গ্রন্থিভেদনঃ।
প্রতিলোমানুলোমাভ্যাং পরাবরদৃশা ময়া॥

ইতি শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদেসাংখ্য যোগোনাম-
চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

এই সাংখ্য মত আমি কহিনু তোমারে। সকল সংশয় গ্রন্থি ছেদন যে করে॥
অনুলোম বিলোমে কহিনু এই মত। পূর্ব্বাপর জানি আমি সকল সম্মত॥
এই সাংখ্য মত চিন্তা কর অনুক্ষণ। সকল সংশয় গ্রন্থি হইবে ছেদন॥
একাদশ স্কন্ধে চতুর্বিংশতি অধ্যায়। সাংখ্য যোগ সনাতন রচিল ভাষায়॥

পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ের আভাস।

পঞ্চবিংশে স্বনৈর্গুণ্যপ্রতিপত্তৌ নিরূপ্যতে।
চিত্তপ্রভাবসত্ত্বাদিগুণবৃত্তিরনেকধা॥

আত্মার নৈর্গুণ্য জ্ঞানের নিমিত্তে চিত্ত প্রভাব সত্ত্বাদি গুণের অনেক প্রকার বৃত্তি নিরূপণ পঞ্চবিংশাধ্যায়ে করিতেছেন।

শ্রীভগবানুবাচ। ১। গুণানামসম্মিশ্রাণাং পুমান্ যেন যথা ভবেৎ।
তন্মে পুরুষবর্য্যেদমুপধারয় শংসতঃ॥

ভগবান বলিছেন শুন সদাশয়। তোমারে কহিব তিন গুণ বৃত্তি জয়॥
সত্ত্ব রজস্তম ভেদে তিন গুণ হয়। অমিলিত ভাবে তারা যখন থাকয়॥
যে গুণ হইতে পুরুষের যাহা হয়। তোমারে বলিব তাহা শুনহ নিশ্চয়॥
অহে পুরুষের শ্রেষ্ঠ শুন মন দিয়া। এসব বৃত্তান্ত আমি কহি বিবরিয়া॥

। ২। শমোদমস্তিতিক্ষেক্ষা তপঃ সত্যং দয়া স্মৃতিঃ।
তুষ্টিস্ত্যাগোঽস্পৃহা শ্রদ্ধা হ্রীর্দয়াদিঃ স্বনির্বৃতিঃ॥

শম দম তিতিক্ষা বিবেক পরিজ্ঞান। স্বধর্ম্ম পালন পুর্ব্ব পরার্থ সন্ধান॥
যথা লাভে পরিতোষ ব্যয়শীল হয়। বিষয় বৈরাগ্য শ্রদ্ধা সত্য যারে কয়॥
লজ্জা দয়া দান ঋজু বিনয়াদি হয়। আত্মরতি এই সত্ত্ব গুণেতে করয়॥

। ৩। কামঈহা মদস্তৃষ্ণাস্তম্ভআশীর্ভিদা সুখং।
মদোৎসাহোযশঃ প্রীতির্হাস্যং বীর্য্যং বলোদ্যমঃ॥

সদাই বিষয় ভোগ করে অভিলাষ। দর্প নাহি ছাড়ে করে ব্যাপার প্রয়াস॥
পরিতোষ নহে কভু ধনাদি সঞ্চয়ে। সর্ব্বদাই গর্ব্ব করে সকল বিষয়ে॥
দেবের প্রার্থনা করে ধনাদি কারণ। আত্ম পর ভেদ বুদ্ধি করয়ে সঘন॥
বিষয়ের ভোগ মদে যুদ্ধাদি নিবেশ। পরে স্তুতি কৈলে প্রীতি হয় সে বিশেষ॥ সকলেরে অনুক্ষণ করে উপহাস। আপনার প্রভাবেরে করয়ে প্রকাশ॥ বলেতে উদ্যম যেন রাজ শত্রু সব। ন্যায়েতেহ উদ্যময়ে সসাত্ত্বিক সব॥

।৪। ক্রোধোলোভোঽনৃতং হিংসা যাচ্ঞাদম্ভঃ ক্লমঃ কলিঃ।
শোকমোহৌ বিষাদার্ত্তী নিদ্রাশাভীরনুদ্যমঃ॥

ক্রোধবান হয় ব্যয়ে হয় পরাঙ্মুখ। মিথ্যাবাদী হিংসায় সর্ব্বদা পায় সুখ॥
যাচ্ঞা করয়ে নিত্য দম্ভযুক্ত হয়। পরিশ্রান্ত কলহেতে প্রীতি অতিশয়॥
শোক মোহ বিষাদার্ত্তি তণু অনুক্ষণ। অনুদ্যম ভয়যুক্ত আশাযুক্ত মন॥

।৫। সত্ত্বস্য রজসশ্চৈতাস্তমসশ্চানুপূর্ব্বশঃ।
বৃত্তয়োবর্ণিতপ্রায়াঃ সন্নিপাতমথোশৃণু॥

সত্ত্ব রজস্তমো বৃত্তি বর্ণিনু ক্রমেতে। আর কিছু আছে ইহা জ্যেন শাস্ত্রমতে॥
পৃথক গুণের বৃত্তি হইল বর্ণিতে। মিশ্রিত গুণের বৃত্তি শুন বিধি মতে॥

।৬। সন্নিপাতস্ত্বহমিতি মমেত্যুদ্ধব যা মতিঃ।
ব্যবহারঃ সন্নিপাতোমনোমাত্রেন্দ্রিয়াসুভিঃ॥

আমি শান্ত আমি কামী আমি ক্রোধী হই। শান্তি কাম আদি কেবা আছে আমা বই॥ এই অহং মম বুদ্ধি মিশ্রগুণে হয়॥ প্রাণেন্দ্রিয়াদিতে ব্যবহার যে করয়॥

।৭। ধর্ম্মে চার্থে চ কামে চ যদাসৌ পরিনিষ্ঠিতঃ।
গুণানাং সন্নিকর্ষোঽয়ং শ্রদ্ধারতিধনাবহঃ॥

ধর্ম্ম অর্থ কামে নিষ্ঠা হয়ত যখন। তিন গুণ বৃত্তি এই জানিহ তখন॥
শ্রদ্ধা রতি ধননিষ্ঠা যেই দেহে হয়। মিশ্রিত গুণেব ধর্ম্ম জানিহ নিশ্চয়॥

।৮। প্রবৃত্তিলক্ষণে নিষ্ঠা পুমান্ যর্হি গৃহাশ্রমে।
স্বধর্ম্মে চানুতিষ্ঠেত গুণানাং সমিতির্হি সা॥

কার্য্য কর্ম্মে পরিনিষ্ঠা করয়ে পুমান। অনুরাগে গৃহাশ্রমে করে অবস্থান॥
নিত্য নৈমিত্তিক যাহা আছে সব কর্ম্ম। তাহা আচরণ করে আপনার ধর্ম্ম॥
সমগুণ বৃত্তি বলি জানিহ ইহারে। গুণ বৃত্তি বিনা কিছু নাহিক সংসারে॥

।৯। পুরুষং সত্ত্বসংযুক্তমনুমীয়াচ্ছমাদিভিঃ।
কামাদিভীরজোযুক্তং ক্রোধাদ্যৈস্তমসা যুতং॥

শম দম আদি ধর্ম্ম যাহাতে আছয়। সাত্ত্বিক পুরুষ তাহে জানিহ নিশ্চয়॥
কাম দম্ভ আদি আছে যাহার শরীরে। রাজসিক বলিয়া জানিহ সেই নরে॥
ক্রোধ লোভ আদি ধর্ম্ম যাহাতে আছয়। তামসিক নর সেই বড় দুষ্ট হয়॥

।১০। যদা ভজেত মাং ভক্ত্যা নিরপেক্ষঃ স্বকর্ম্মভিঃ।
তং সত্ত্বপ্রকৃতিং বিদ্যাৎ পুরুষং স্ত্রিয়মেব বা॥
যদা আশিষআশাস্য মাং ভজেত স্বকর্ম্মভিঃ।
তং রজঃপ্রকৃতিং বিদ্যাদ্ধিংসামাশাস্য তামসং॥

কাম্য কর্ম্মনিষ্ঠা ত্যজি স্বধর্ম্মেতে থাকে। ভক্তিযুক্ত হয়্যে নিত্য ভজয়ে আমাকে॥ এ সত্ত্ব প্রকৃতি পুরুষের নিত্য হয়। নারীরেহ জানিহ এ গুণ যদি রয়॥ ধনাদি কামেতে যেই স্বধর্ম্মনিষ্ঠায়। ভক্তি যুক্ত হয়্যে নিত্য ভজয়ে আমায়॥ সে পুরুষে জানিহ যে রাজস প্রকৃতি। তামস প্রকৃতি যেই ভজে হিংসাগতি॥

।১১। সত্ত্বং রজস্তমইতি গুণাজ্জীবস্য নৈব মে।
চিত্তজাযৈস্তু ভূতানাং সজ্জমানোনিবধ্যতে॥

সত্ত্ব রজস্তম এই জীবের বিষয়। এই তিন গুণ মম নিকটে না রয়॥
এগুণ সকল চিত্ত হইতে জন্ময়। যেই তিন গুণে নিত্য জীব বদ্ধ হয়॥
জীবেতে আমাতে জ্যেন অত্যন্ত বিশেষ। আমারে জানিলে সে জীবের ঘচে ক্লেশ॥

।১২। যদেতরৌ জয়েৎ সত্ত্বং ভাস্বরং বিশদং শিবং।
তদা সুখেন যুজ্যেত ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ পুমান্॥

নির্ম্মল প্রশান্ত সত্ত্ব যদা স্বপ্রকাশে। রজস্তমো গুণ সত্ত্ব গুণেতে বিনাশে॥
তখন পুরুষ লভে সুখ ধর্ম্ম জ্ঞান। আমার সেবায় নিত্য হয় সাবধান॥

।১৩। যদা জয়েত্তমঃ সত্ত্বং রজঃ সঙ্গং ভিদাচলং।
তদা দুঃখেন যুজ্যেত কর্ম্মণা যশসা শ্রিযা॥

যখন শরীরে রজোগুণ বৃদ্ধি হয়। যে গুণেরে সঙ্গ আর ভেদ হেতু কয়॥
সেই গুণকার্য্য যাহা শুন সদাশয়। সত্ত্বগুণ তমোগুণ সেহ করে জয়॥
তখন পুরুষ নানাবিধ দুঃখ পায়। যেই হেতু ভেদ বুদ্ধি না ছাড়ে তাহায়॥
নানা কর্ম্ম কর্য্যে যশ করয়ে উপায়। কদাচ সম্পত্তি নাহি ছাড়য়ে তাহায়॥

।১৪। যদা জয়েদ্রজঃ সত্ত্বং তমোমূঢ়ং লয়ং জড়ং।
যুজ্যেত শোকমোহাভ্যাং নিদ্রয়া হিংসয়াশয়া॥

তমোগুণ সেই যে বিবেক নাশ করে। যেহেতুক আবরণ শক্তি সেই ধরে॥
পুরুষের উদ্যম সকল যে নাশয়। হেন তমোগুণ দেহে হইলে উদয়॥

সত্ত্ব রজো গুণে সেই তবে করে জয়। শোক মোহ দুই আসি তাহারে ঘটয়॥
অনুক্ষণ রুচি তার থাকে যে নিদ্রায়। হিংসায় সর্ব্বদা রুচি বাড়ায় আশায়॥

। ১৫। যদা চিত্তং প্রসীদেত ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ নির্বৃতিঃ।
দেহাভয়ং মনোসঙ্গং তৎ সত্ত্বং বিদ্ধি মৎপদং॥

যখন জানিহ চিত্ত নির্ম্মল হইল। ইন্দ্রিয় সকল কর্ম্মে উপলব্ধি পাইল॥
দেহের অভয় হৈল মনের অসঙ্গ। বিষয়েতে নাহি করে মনের প্রসঙ্গ॥
তখন জানিহ সত্ত্ব বাড়িল তাহার। সত্ত্ব বৃদ্ধি হৈলে পদ লভয়ে আমার॥

। ১৬। বিকুর্ব্বন্ ক্রিয়য়া চাধীরনিবৃত্তিশ্চ চেতসাং।
গাত্রাস্বাস্থ্যং মনোভ্রান্তং রজএতৈর্নিশাময॥

কোনহ বিকারে যদি বাড়ে রজোগুণ। সকল বিষয়ে হয় বুদ্ধি বিক্ষেপণ॥
আর কিছু কহি আমি বিবরিয়া শুন। বুদ্ধীন্দ্রিয়গণ কার্য্যে না হয় নিপুণ॥
শরীরের স্বাস্থ্য সেই কভু নাহি পায়। মনের ভ্রমেতে নিত্য কাতরে বেড়ায়॥
উৎকট হইলে রজ এ সকল হয়। আমি ইহা কহিলাম জানিহ নিশ্চয়॥

। ১৭। সীদচ্চিত্তং বিলীয়েত চেতসোগ্রহণেক্ষমং।
মনোনষ্টং তমোগ্লানিস্তমস্তদুপধারয॥

তমোগুণ শরীরে উৎকট যদি হয়। তবে চিত্ত সেই গুণে পায় গিয়া লয়॥
চিদাকার পরিণামে যোগ্যভাব লয়। লীনভাব হয়ে এই মন ভবে রয়॥
শরীরেতে উপস্থিত হয় সে অজ্ঞান। অনুক্ষণ বিষাদেতে ব্যাকুল পুমান॥
এইত প্রকারে তমোগুণ যে জানয়। সৎ পুরুষ হৈলে ইথে সাবধান হয়॥

। ১৮। এধমানে গুণে সত্ত্বে দেবানাং বলমেধতে।
অসুরাণাঞ্চ রজসি তমস্যুক্ষব রক্ষসাং॥

সত্ত্বগুণ বৃদ্ধে বল বাড়ে দেবতার। রজোগুণে বল্ বাড়ে অসুর সবার॥
তমোতে রাক্ষস বল্ বাড়ে অনুক্ষণ। এই মতে গুণ বৃদ্ধি শুনহে সুজন॥

১৯। সত্ত্বাজ্জাগরণং বিদ্যাদ্রজসঃ স্বপ্নমাদিশেৎ।
প্রস্বাপং তমসা জন্তোস্তুরীয়ং ত্রিষু সন্ততং॥

সত্ত্বগুণ হইতে জানিহ জাগরণ। রজোগুণ হৈতে জীব লভয়ে স্বপন॥
তমোগুণ হইতে সুষুপ্তি দশা হয়। তুরীয় এ তিনে নিত্য মিলিত থাকয়॥

। ২০। উপর্য্যুপরি গচ্ছন্তি সত্ত্বেন ব্রাহ্মণাজনাঃ।
তমসাধোঽধ আমুখ্যাদ্রজসান্তরচারিণঃ।

দেবনিষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা সত্ত্বগুণ হৈতে। উপরি উপরি যায় ব্রহ্মলোক পথে॥
তমোগুণ হৈতে জীব অধঃ অধঃ যায়। অথবা কর্ম্মের বশে স্থাবরতা পায়॥
রজোগুণ হৈতে জীব নর দেহ ধরে। পৃথিবী মধ্যেতে শুভাশুভ ভোগ করে॥

। ২১। সত্ত্বে প্রলীনাঃ স্বর্যান্তি নরলোকং রজোলযাঃ।
তমোলয়াস্তু নিরয়ং যান্তি মামেব নির্গুণাঃ॥

সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি কালে যদি জীব মরে। স্বর্গে গিয়া সেই জীব সুখেতে বিহরে॥
রজোগুণ বৃদ্ধি কালে যদি লোক মরে। নরলোক মধ্যে গিয়া বিহার সে করে॥
তমোগুণ বৃদ্ধি কালে যদি মরে জন। নরকে পড়িয়া সেই করয়ে ভ্রমণ॥
নির্গুণ ভাবেতে যদি এ জীব মরয়। আমার অভয় পদ সে জীব লভয়॥
নির্গুণ হইয়া যদি বাঁচিয়া থাকয়। তথাপি আমার পদ সেজন লভয়॥

। ২২। মদর্পণং নিষ্ফলম্বা সাত্ত্বিকং নিজকর্ম্ম তৎ।
রাজসং ফলসংকল্পং হিংসাপ্রায়াদি তামসং॥

মম প্রীতি উদ্দেশেতে কর্ম্ম আচরয়। কেবল দাসত্ব ভাবে অথবা করয়॥ এইরূপে নিত্য আদি কর্ম্ম যাহা করে। নিজ কর্ম্ম যত আছে কহি হে তোমারে॥ সে কর্ম্ম সাত্ত্বিক বলি জানিহ নিশ্চয়। যে কর্ম্ম হইতে জীব বদ্ধ কভু নয়॥ ফলের উদ্দেশ করি যে কর্ম্ম করয়। সে কর্ম্মেরে রাজসিক জান সদাশয়॥ হিংসা প্রায় আদি কর্ম্ম প্রাণী যাহা করে। তামসিক বলি জান সেইত কর্ম্মেরে॥

। ২৩। কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিকন্তু যৎ।
প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতং॥

দেহ আদি ভিন্ন আত্মবিষয়ে যে জ্ঞান। সেইত সাত্ত্বিক জ্ঞান জ্ঞানের প্রধান॥
দেহ আদি বিষয়েতে যেই জ্ঞান হয়। রাজসিক জ্ঞান সেই জানিহ নিশ্চয়॥
বালক মূকের সম হয় যেই জ্ঞান। তামসিক বলি তারে কর অনুমান॥
মন্নিষ্ঠ যেইত জ্ঞান নির্গুণ সে হয়। জ্ঞান ভেদ তোমারে বলিনু সদাশয়॥

। ২৪। বন্যস্তু সাত্ত্বিকোবাসোগ্রাম্যোরাজসউচ্যতে।
তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্তু নির্গুণং॥

জানিহ সাত্ত্বিক বাস বনের নিবাসে। গ্রামের বসতি যেই সে হয় রাজসে॥

দ্যূতের সদনে বাস সে হয় তামসে। নির্গুণ বসতি যেই মম গৃহে বৈসে॥

।২৫। সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী রাগান্ধো রাজসঃ স্মৃতঃ।
তামসঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টো নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ॥

জানিহ সাত্ত্বিক কর্ত্তা অনাসক্ত যেই। বিষয়ে আসক্তি ত্যজি সুখি হয় সেই॥ যে জন বিষয়াসক্ত সংসারে মোহিত। রাজসিক কর্ত্তা সেই হয়ত নিশ্চিত॥ যে জন জানিহ অনুসন্ধান রহিত। তামসিক কর্ত্তা সেই করিনু বিদিত॥ একান্তে আমারে যেই করিল আশ্রয়। নির্গুণ পুরুষ সেই অহংহীন হয়॥

।২৬। সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্ম্মশ্রদ্ধা তু রাজসী।
তামস্যধর্ম্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়াস্তু নির্গুণা॥

অধ্যাত্ম বিষয়ে যেই শ্রদ্ধা উপজয়। তাহারে সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা বলি সদাশয়॥ কর্ম্মশ্রদ্ধা যেই তারে বলি রাজসিক। অধর্ম্ম বিষয় শ্রদ্ধা হয় তামসিক॥ অধর্ম্মেতে ধর্ম্ম বল্যে শ্রদ্ধা যাহা করে। তামসিকী শ্রদ্ধা বলি জানিহ তাহারে॥ আমার সেবায় শ্রদ্ধা সেইত নির্গুণ। শ্রদ্ধা বিবরণ ইহা সাবধানে শুন॥

।২৭। পথ্যং পূতমনায়স্তমাহার্য্যং সাত্ত্বিকং স্মৃতং।
রাজসঞ্চেন্দ্রিয়প্রেষ্ঠং তামসঞ্চার্ত্তিদাশুচি॥

পথ্য আর শুদ্ধ হয় লভে অনায়াসে। এই ভক্ষ্য ভোজ্যেরে সাত্ত্বিক বলি ভাষে॥ ইন্দ্রিয়ের প্রিয় যেই কটু্ম্ল লবণ। রাজসিক বলি জান এইত ভোজন॥ যেই দ্রব্য অশুদ্ধ খাইলে পীড়া হয়। তামস ভোজন সেই জানিহ নিশ্চয়॥ আমা নিবেদিয়া যেই যেই দ্রব্য খায়। সেই সে নির্গুণ ভক্ষ্য ক্লেশ নহে তায়॥

।২৮। সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোত্থং বিষয়োত্থন্তু রাজসং।
তামসং মোহদৈন্যোত্থং নির্গুণং মদপাশ্রয়ং॥

সেই সে সাত্ত্বিক সুখ আত্মা হৈতে হয়। বিষয়েতে যেই সুখ সে রাজস কয়॥ মোহ দৈন্য হৈতে সুখ তামস বলায়। আমার আশ্রয় সুখ নির্গুণ কহায়॥

।২৯। দ্রব্যং দেশঃ ফলং কালো জ্ঞানং কর্ম্ম চ কারকঃ।
শ্রদ্ধাবস্থাকৃতির্নিষ্ঠা ত্রৈগুণ্যঃ সর্ব্বএব হি॥

দ্রব্য দেশ ফল কাল কর্ত্তা কর্ম্ম জ্ঞান। শ্রদ্ধাবস্থাকৃতি নিষ্ঠা ত্রৈগুণ্য বিধান॥ নিশ্চয় অবশ্য সব ত্রৈগুণ্য এ হয়। কহিলাম ইহা আমি জান সদাশয়॥

।৩০। সর্ব্বে গুণময়াভাবাঃ পুরুষাব্যক্তাধিষ্ঠিতাঃ।
দৃষ্টং শ্রুতমনুধ্যাতং বুদ্ধ্যা বা পুরুষর্ষভ ॥

দ্রব্যাদি সকল ভাব সবে গুণময়। প্রকৃতি পুরুষ অধিষ্ঠানে যাহা হয় ॥
যত দেখ যত শুন যত কর ধ্যান। বুদ্ধি যোগে যত কর বিষয় বিধান ॥
সকল জানিহ তিন গুণ হৈতে হয়। পুরুষের অধিষ্ঠানে প্রকৃতি জন্ময় ॥

।৩১। এতাঃ সংসৃতয়ঃ পুংসোগুণকর্ম্মনিবন্ধনাঃ।
যেনেমে নির্জ্জিতাঃ সৌম্য গুণাজীবেন চিত্তজাঃ।
ভক্তিযোগেন মন্নিষ্ঠোমদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥

গুণকর্ম্ম নিবন্ধন এইত সকল। পুরুষের সংসারেতে হেতু এ কেবল ॥
মনের কল্পিত জ্ঞান এ সব বিষয়। ভক্তিযোগে ইহা যেই পুরুষ জিনয় ॥
নিশ্চল করিয়া মন আমাতে বৈরাখে। জানিহ উদ্ধব সেই লভয়ে আমাকে ॥

।৩২। তস্মাদ্দেহমিমং লব্ধ্বা জ্ঞানবিজ্ঞানসম্ভবং।
গুণসঙ্গং বিনির্ধূয় মাং ভজন্ত বিচক্ষণাঃ ॥

অতএব হেন দেহ পাইয়া পুমান। ইহাতে সম্ভব হয় জ্ঞান ও বিজ্ঞান ॥
গুণ সঙ্গ ত্যজিয়া যেইত বিচক্ষণ। একান্তে ভজুক নিত্য আমার চরণ ॥

।৩৩। নিঃসঙ্গোমাং ভজেদ্বিদ্বানপ্রমত্তোজিতেন্দ্রিয়ঃ।
রজস্তমশ্চাভিজয়েৎ সত্ত্বসংসেবয়া মুনিঃ ॥

জিনিয়া ইন্দ্রিয়গণ অপ্রমত্ত হৈয়া। আমারে বিদ্বান ভজে সঙ্গ ত্যাগিয়া ॥
সত্ত্বগুণনিষ্ঠ হয়ে রজস্তম জিনে। এইরূপ সেই মুনি রবে আচরণে ॥

।৩৪। সত্ত্বঞ্চাভিজয়েদ্যুক্তোনৈরপেক্ষেণ শান্তধীঃ।
সম্পাদ্যতে গুণৈর্ম্মুক্তোজীবোজীবং বিহায় মাং ॥

তদন্তর যাহা হয় করি বিবরণে। শান্তভাবে যুক্ত হয়ে সত্ত্ব গুণে জিনে ॥
নিরপেক্ষ শান্তবুদ্ধি এ জীব নিশ্চয়। গুণলিঙ্গদেহ ত্যজি আমারে লভয় ॥

।৩৫। জীবোজীবেন নির্ম্মুক্তোগুণৈশ্চাশয়সম্ভবৈঃ।
ময়ৈব ব্রহ্মণা পূর্ণোন বহির্নান্তরং চরেৎ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসম্বাদে পঞ্চবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

আশয় সম্ভব গুণ লিঙ্গদেহ আর। ইহা মুক্ত হৈয়া জীব হয় পূর্ণাকার ॥
বাহির অন্তরে আর গতি না করয়। আমার সহিত সেই সর্ব্বদা থাকয় ॥
একাদশ স্কন্ধে পঞ্চবিংশতি অধ্যায়। গুণ যশ সনাতন রচিল ভাষায় ॥

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ের আভাস।

ষড়্‌বিংশে যোগনিষ্ঠায়াবিঘাতোদুষ্টসঙ্গতঃ।
সাধুসঙ্গেন মন্নিষ্ঠা পরাকাষ্ঠেতি বর্ণ্যতে॥
যোগিনোযোগবিভ্রংশঃ সঙ্গতঃ সম্ভবেদিতি
সর্ব্বথা তন্নিবৃত্ত্যর্থমৈলগীতং বিতন্যতে॥

দুষ্টসঙ্গ দ্বারা যোগেতে নিষ্ঠার বিঘাত আর সাধুসঙ্গ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা এই বর্ণন ষড়্‌বিংশাধ্যায়ে করিতেছেন। সঙ্গ দ্বারা যোগির যোগ বিভ্রংশ হয় অতএব সর্ব্বথা সঙ্গ নিবারণের নিমিত্তে ঐল রাজার গীত বিস্তার করিতেছেন॥

শ্রীভগবানুবাচ। ১। মল্লক্ষণমিমং কায়ং লব্ধা মদ্ধর্ম্মআস্থিতঃ॥
আনন্দং পরমাত্মানমাত্মস্থং সমুপৈতি মাং॥

ভগবান বলিছেন শুন সদাশয়। ভাগ্যে যদি নর দেহ এ জীব লভয়॥
যে দেহে শ্রীরূপ মম হয়ত লক্ষিত। হেন দেহ মম ধর্ম্মে হয় সুনিশ্চিত॥
আমারেহ তবে সেই এ শরীরে পায়। সংসার দুর্দ্দশা পথে আর না বেড়ায়॥

।২। গুণময্যা জীবযোন্যা বিমুক্তোজ্ঞাননিষ্ঠয়া।
গুণেষু মায়ামাত্রেষু দৃশ্যমানেষ্ববস্তুতঃ॥
বর্ত্তমানোঽপি ন পুমান যুজ্যতেঽবস্তুভির্গুণৈঃ।

এই জীবউপাধি কেবল গুণময়। জ্ঞান নিষ্ঠা হৈলে ইহা অবশ্য ঘুচয়॥
মায়া মাত্র দেখ যত গুণ দৃশ্যমান। ইহাতে যদ্যপি জীব আছে বর্ত্তমান॥
তথাপিহ এ বিষয় যুক্ত নাহি হয়। বিষয়েতে বস্তু বুদ্ধি তার না থাকয়॥

।৩। সঙ্গং ন কুর্য্যাদসতাং শিশ্নোদরতৃপাং ক্বচিৎ।
তস্যানুগস্তমস্যন্ধে পতত্যন্ধানুগান্ধবৎ॥

শিশ্নোদরপরায়ণ যে অসৎ গণ। কোগাহ সে সঙ্গ নাহি করো কদাচন॥
তার সঙ্গ হৈলে ঘোর নরকে পড়য়। অন্ধ সঙ্গে অন্ধ যেন তরিতে নারয়॥

সকল অসৎ সঙ্গ থাকুক দূরেতে। এক জন সঙ্গ হৈলে পড়ে নরকেতে॥

।৪। ঐলঃ সম্রাড়িমাং গাথামগায়ত বৃহচ্ছ্রবাঃ।
উর্ব্বশীবিরহান্মুহ্যন্নির্ব্বিণ্ণঃ শোকসংযমে॥

এই বিষয়েতে শুন পূর্ব্ব ইতিহাস। ঐল রাজা এই গাথা করিল প্রকাশ॥ ঐল সে সম্রাট রাজা বড় কীর্ত্তিমন্ত। উর্ব্বশীর সঙ্গে প্রীতি করিল নিতান্ত॥ উর্ব্বশী ছাড়িয়া তারে চলিল যখন। ভার্য্যার বিরহ শোকে হৈল অচেতন॥

।৫। ত্যক্ত্বাত্মানং ব্রজন্তীন্তাং নগ্নউন্মত্তবন্নৃপঃ।
বিলপন্নন্বগাজ্জায়ে ঘোরে তিষ্ঠেতি বিহ্বলঃ॥

পশ্চাৎ চলিল তার উন্মত্তের প্রায়। বিবস্ত্র ধাইয়া যায় জ্ঞানহীন তায়॥ তিষ্ঠ তিষ্ঠ অহে জায়া ফিরে আম্মা চাও। বারেক ও চাঁদ মুখ অধর দেখাও॥ ঘোরে সব্দ বলে কত বিহ্বল হইয়া। সঙ্গে সঙ্গে চল্যে যায় কান্দিয়া কান্দিয়া॥ এইরূপে বিলাপ করিল নরপতি। উর্ব্বশী হরিল চিত্ত ধৈর্য্য নহে মতি॥

।৬। কামানতৃপ্তোনুজুষন্ ক্ষুল্লকান্ বর্ষযামিনীঃ।
নবেদ যান্তীর্নায়ান্তীরুর্ব্বশ্যাকৃষ্টচেতনঃ॥

অনেক বৎসর তার সঙ্গেতে রহিলা। কামভোগে নরপতি সন্তুষ্ট নহিলা॥ বৎসর যামিনী সব গতায়াত করে। তুচ্ছ কাম ভোগে তাহা জানিতে না পারে॥ আর কিছু কহি আমি শুন দিয়া মন। উর্ব্বশী আকৃষ্টচিত্ত হৈয়েছে সে জন॥ অনেক কালেতে তার বৈরাগ্য জন্মিল। ধিক ধিক বলি আপনারে সে নিন্দিল॥

ঐলউবাচ।৭। অহোমে মোহবিস্তারঃ কামকশ্মলচেতসঃ।
দেব্যা গৃহীতকণ্ঠস্য নায়ুঃখণ্ডাইমে স্মৃতাঃ॥

বলিতে লাগিলা রাজা চেতন পাইয়া। বৃথা মম আয়ু গেল কামেতে পড়িয়া॥ কামেতে কশ্মল চিত্ত আমার হইল। মোহের বিস্তার মম শরীরে জন্মিল॥ পাপিষ্ঠা যুবতী মম গলায় ধরিল। অহোরাত্ররূপে কত আয়ু খণ্ড গেল॥ কিছু মাত্র ইহা মম স্মরণ নহিল। যুবতীর সঙ্গ করি বৃথা কাল গেল॥

। ৮। নাহং বেদাভিনির্মুক্তঃ সূর্য্যোবাভ্যুদিতোময়া।
মুষিতোবর্ষপূগানাং বতাহানি গতান্যুত॥

অহে দেখ কি প্রমাদ উর্ব্বশীর সঙ্গে। রমণ করিনু আমি নানাবিধ রঙ্গে॥ রমণ কালেতে আমি কিছুই না জানি। উদয় হইল কিবা অস্ত দিনমণি॥ উর্ব্বশী হইতে আমি বঞ্চিত হইনু। অনেক বৎসর দিবা রাত্রি না জানিনু॥

। ৯। অহোমআত্মসংমোহোযেনাত্মা যোষিতাং কৃতঃ।
ক্রীড়ামৃগশ্চক্রবর্ত্তী নরদেবশিখামণিঃ॥

আশ্চর্য্য দেখহ এই মোহ আপনার। হরিল আমার চিত্ত প্রায় নারী ছার॥ চক্রবর্ত্তী নরদেব শিখামণি ধীর। হয়ে ক্রীড়া মৃগ আমি পাপিষ্ঠা নারীর॥

। ১০। সপরিচ্ছদমাত্মানং হিত্বা তৃণমিবেশ্বরম্।
যান্তীং স্ত্রিয়ঞ্চান্বগমং নগ্নউন্মত্তবক্রুদন্॥

যখন চলিলা নারী করেয়ে অভিমান। আমারে ছাড়িল যেন তৃণের সমান॥ রাজ্যের সহিত আমি হই রাজ্যেশ্বর। আমারে ছাড়িল সেহ হইয়া তৎপর॥ বিবস্ত্র উন্মত্ত হয়্যে কান্দিতে কান্দিতে। পশ্চাতে পশ্চাতে গেলাম তাহার সহিতে॥

। ১১। কুতস্তস্যানুভাবশ্চ তেজঈশিত্বমেববা।
যোন্বগচ্ছংস্ত্রিয়ং যান্তীং খরবৎ পাদতাড়িতঃ॥

সেই আমি কোথা গেল আমার মহিমা। কোথা গেল তেজ বল ঈশিত্ব গরিমা॥ ফিরিয়া সে নাচাহিল ডাকিলাম যত। তথাপি পশ্চাতে যাই হৈয়া জ্ঞান হত॥ খর যেন খরীর নির্ভরনাথী খায়। তথাচ সে কামী হৈয়া তার পাছু ধায়॥

। ১২। কিং বিদ্যয়া কিং তপসা কিন্ত্যাগেন শ্রুতেন বা।
কিং বিবিক্তেন মৌনেন স্ত্রীভির্যস্য মনোহৃতং॥

বিদ্যায় কি করে তার তপস্যা কি করে। ত্যাগ শ্রুত আদি কিছু করিতে না পারে॥ অপাঙ্গে যুবতী যার হরেয়ে লৈল মন। বিদ্যা তপ আদি তার সব অকারণ

। ১৩। স্বার্থস্যাকোবিদং ধিঙ্মাং মূর্খং পণ্ডিতমানিনং।
যোহহমীশ্বরতাং প্রাপ্য স্ত্রীভির্গোখরবজ্জিতঃ॥

ধিক ধিক ধিক আমা পুনঃ পুনঃ ধিক। অতিশয় নীচ আমি অত্যন্ত

ব্যলীক॥ পণ্ডিত বলিয়া মম বৃথা অভিমান। পৃথিবীতে মূর্খ নাহি আমার সমান॥ যে আমি ঐশ্বর্য্য পায়ে স্বার্থ না বুঝিল। গোখর সমান আমা যুবতী জিনিল॥

।১৪। সেবতোবর্ষপুগান্মউর্ব্বশ্যাঅধরাসবং।
ন তৃপ্যত্যাত্মভূঃ কামোবহ্নিরাহুতিভির্যথা॥

উর্ব্বশীর অধর আসব অনুক্ষণ। অনেক বৎসর আমি করিনু সেবন॥ তথাপি আমার কাম তৃপ্ত নাহি হয়। আহুতিতে বহ্নি যেন তৃপ্তি না লভয়॥ পুনঃ পুনঃ মম মনে কামের উদয়। না জানি আমার ভাগ্যে আর কিবা হয়॥

।১৫। পুংশ্চল্যাপহৃতং চিত্তং কোন্বন্যোমোচিতুং ক্ষমঃ।
আত্মারামেশ্বরমৃতে ভগবন্তমধোক্ষজং॥

পুংশ্চলী আমার চিত্ত হরিল নিশ্চয়। এই চিত্ত ছাড়াইতে অন্য কে পারয়॥ ভগবান বিনা ইহা আর কেবা পারে। আত্মারামেশ্বর অধোক্ষজ কহে যারে॥

।১৬। বোধিতস্যাপি দেব্যামে সূক্তবাক্যেন দুর্ম্মতেঃ।
মনোগতোমহামোহোনাপযাত্যজিতাত্মনঃ॥

উর্ব্বশী আমারে কত বেদ বচনেতে। অবিরত বুঝাইল নারিনু বুঝিতে॥ অজিত ইন্দ্রিয় মম স্থির নহে চিত্। মহামোহ মনের না গেল কদাচিত্॥

।১৭। কিমেতয়া নোঽপকৃতং রজ্জ্বা বা সর্পচেতসঃ।
দ্রষ্টুঃ স্বরূপাবিদুষোযোঽহং যদজিতেন্দ্রিয়ঃ॥

সে উর্ব্বশী আমার না কৈল অপকার। বুঝিলাম অপরাধ সকলি আমার॥ রজ্জুর স্বরূপ যেন বুঝিতে নারয়। রজ্জু দেখি অহি বুদ্ধি তাহাতে করয়॥ রজ্জুর কি অপরাধ বল দেখি তায়। আপন বুদ্ধির ভ্রম ইহাতে নিশ্চয়॥ অজিত ইন্দ্রিয়ক্রমে দোষ আপনার। ইহাইত বোধ হয় মনেতে আমার॥

।১৮। ক্বায়ং মলীমসঃ কায়োদৌর্গন্ধাদ্যাত্মকোঽশুচিঃ।
ক্ব গুণাঃ সৌমনস্যাদ্যাহ্যধ্যাসোঽবিদ্যয়া কৃতঃ॥

অত্যন্ত মলিন দেহ দুর্গন্ধ ইহাতে। স্বাভাবিক আর কত কে পারে বর্ণিতে॥ অশুচিহ দেহাদেহ কথায় আছয়। সুগন্ধাদি গুণ যত কোথা তার রয়॥ দেহেতে সুগন্ধ আদি সম্বন্ধ না হয়। অজ্ঞানে সুগন্ধি আদি অধ্যাস ঘটয়॥

।১৯। পিত্রোঃ কিং স্বং নু ভার্য্যায়াঃ স্বামিনোঽগ্নেঃ শ্বগৃধ্রয়োঃ।
কিমাত্মনঃ কিং সুহৃদামিতি যোনাবসীয়তে॥

আর কিছু শুন তুমি কহি এই বিস্তার ভার্য্যা বলে স্বামি দেহ হয়ত আমার॥ স্বামি বলে ভার্য্যা দেহ আমি কিনিয়াছি। অগ্নি বলে এই দেহ খেতে আমি আছি॥ কুক্কুর গৃধিণী বলে পড়িলে খাইব আপনি বলয় ইথে শুভাশুভ পাব॥ সুহৃদেরা বলে এই শরীর হইতে। উপকার সবার অনেক আছে ইথে॥ অদ্যাপি ইহার নাহি নিশ্চয় হইল। আপনার বলি ইথে বৃথা শ্রম কৈল॥

।২০। তস্মিন কলেবরেঽমেধ্যে তুচ্ছনিষ্ঠে বিসজ্জতে।
অহো সুভদ্রং সুনসং সুস্মিতঞ্চ মুখং স্ত্রিয়াঃ॥

অপবিত্র হয় অতি এই কলেবর। নিষ্ঠা করি বুঝ মল মূত্রের এ ঘর॥ অন্তে কৃমি বিষ্ঠা ভস্ম অবশ্য এ হয়। হেন ছার দেহে মূঢ় আসক্তি করয়॥ একি দেখ স্ত্রীর মুখ বড়ই সুন্দর। সুন্দর নাসিকা হাস্য অপূর্ব্ব অধর॥ এইরূপে মূঢ় জন কত প্রীতি করে। সর্ব্বাংশে কদর্য্য হয় এই কলেবরে॥

।২১। ত্বঙ্মাংসরুধিরস্নায়ুমেদোমজ্জাস্থিসংহতৌ।
বিণ্মূত্রপূয়ে রমতাং কৃমীণাং কিয়দন্তরং॥

চর্ম্ম মাংস রক্ত নাড়ী মেদ আদি যায়। বিষ্ঠা মূত্র পুরে রতি করে কিবা পায়॥ কৃমিতে নরেতে কিছু না দেখি অন্তর। দোঁহার সমান রতি সম কলেবর॥

।২২। অথাপি নোপসজ্জেত স্ত্রীষু স্ত্রৈণেষু চার্থবিৎ।
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগান্মনঃ ক্ষুভ্যতি নান্যথা॥

এ ভব তরিতে যে জীবের আছে মন। স্ত্রৈণ আর স্ত্রীসঙ্গ না করে কদাচন॥ বিষয় ইন্দ্রিয় যোগে মন ক্ষোভ হয়। সচঞ্চল মন হৈলে ধৈর্য্য নাহি রয়॥ ইহাতে অন্যথা নাই কহিনু নিশ্চয়। এরূপ হইলে সব অনর্থ ঘটয়॥

।২৩। অদৃষ্টাদশ্রুতাদ্ভাবান্নভাবউপজায়তে।
অসংপ্রযুঞ্জতঃ প্রাণান্‌শাম্যতি স্তিমিতং মনঃ॥

যে দ্রব্য না দেখে আর কাণে না শুনয়। কদাচিৎ নাহি তাহে ভাব উপজয়॥ ইন্দ্রিয়ের বিষয়েতে সঙ্গ না করিলে। মন উপরত হয় হইয়া নিশ্চলে॥

।২৪। তস্মাৎ সঙ্গো ন কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু স্ত্রৈণেষু চেন্দ্রিয়ৈঃ।
বিদুষাঞ্চাপ্যবিশ্রব্ধঃ ষড়্বর্গঃ কিমু মাদৃশাং॥

সেই হেতু স্ত্রীর আর স্ত্রৈণের সহিত। বচনেহ সঙ্গ না করিবে কদাচিৎ॥ জ্ঞানিরাহ কামাদিতে বিশ্বাস না করে। আমা সবাকার কথা গণনা না করে॥

শ্রীভগবানুবাচ।২৫। এবং প্রগায়ন্নৃপদেবদেবঃ সউর্ব্বশীলোকমথোবিহায়।
আত্মানমাত্মন্যবগম্য মাং বা উপারমজ্ জ্ঞানবিধূতমোহঃ॥

ভগবান বলিছেন শুন সদাশয়। এরূপে স্ত্রৈণের হৈল জ্ঞানের উদয়॥ ত্যজিয়া উর্ব্বশী লোক সুখেতে চলিল। আপনার হৃদয়েতে আমারে রাখিল॥ জ্ঞানেতে ঘুচিল মোহ বিষয় ত্যজিলা। পরম আনন্দ রূপে আমারে পাইলা॥

।২৬। ততোদুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্তএবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

অতএব দুষ্টসঙ্গ ত্যজিয়া সজ্জন। বুদ্ধিমান সাধুসঙ্গ করে অনুক্ষণ॥ পুরুষের মনের ব্যাসঙ্গ যত থাকে। সন্তেরা কাটেন তাহা যুক্তি দিয়া তাকে॥ হিত উপদেশ দিয়া তাহারে কাটয়। মনের ব্যাসঙ্গ যত পুরুষে থাকয়॥

।২৭। সন্তোনপেক্ষামচ্চিত্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ।
নির্ম্মমানিরহঙ্কারানির্দ্বন্দ্বানিষ্পরিগ্রহাঃ॥

শুনহে উদ্ধব সাধু জন যাঁরা হন। তাঁসবার অপেক্ষা না থাকে কদাচন॥ তাঁসবার আমাতে সর্ব্বদা থাকে মন। অতএব শান্ত চিত্ত সর্ব্বদাই হন॥ সমদর্শী হন তাঁরা মমতা বিহীন। অহঙ্কার ত্যজিয়া বেড়ান অনুদিন॥ দ্বন্দ্ব ভাব তাঁসবার নাহি কদাচিত্। পরিগ্রহ হীন তাঁরা অকিঞ্চন রীত॥

।২৮। তেষু নিত্যং মহাভাগ মহাভাগেষু মৎকথাঃ।
সম্ভবন্তি হি তানৃণাং জুষতাং প্রপুণন্ত্যঘং॥

মহাভাগ্য সাধুগণ মম কথা কয়। সেই কথা অবিরত যে জন শুনয়॥ তাঁসবার শরীরেতে ঘুচে সর্ব্ব পাপ। কদাচিৎ বাধা নাহি করে তিন তাপ॥ মহাভাগ্য হও তুমি শুন হে উদ্ধব। এ সব বৃত্তান্ত তেঁই কহিতেছি সব॥

। ২৯। তাদৃশে শৃণ্বন্তি গায়ন্তি হ্যনুমোদন্তি চাদৃতাঃ।
মৎপরাঃ শ্রদ্ধধানাশ্চ ভক্তিং বিন্দন্তি তে ময়ি॥
ভক্তিং লব্ধবতঃ সাধোঃ কিমন্যদবশিষ্যতে।
ময্যনন্তগুণে ব্রহ্মণ্যানন্দানুভবাত্মনি॥

মম কথা সদা যেই করয়ে শ্রবণ আনন্দ চিত্তেতে নিত্য করয়ে গায়ন॥ করে অনুমোদন আদরে শ্রদ্ধাবান। আমাতে নিশ্চলা ভক্তি তাঁরা নিত্য পান॥ মত্পর হৈয়া যারা শ্রবণাদি করে। সে জন আমার ভক্তি হৃদয়েতে ধরে॥ বল দেখি মম ভক্তি যে সাধু পাইল। কিবা অন্য অবশেষ তাহার রহিল॥ আমি যে অনন্ত গুণ পূর্ণ ব্রহ্মময়। আনন্দানুভবরূপে যে কেবল আশ্রয়॥ তাহার না রহে কিছু প্রয়াস বিশেষ। কহিলাম আমি ইহা জ্যেন সবিশেষ॥

। ৩০। যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুং।
শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতস্তথা॥

আমাতে সাধুতে কিছু নাহি ভেদ লেশ। এ সিদ্ধান্ত হয় জ্যেন শাস্ত্রেতে বিশেষ॥ সাধুগণে সেবিলে হে অজ্ঞান ঘুচয়। ভাস্কর উদয়ে যেন ঘুচে শীত ভয়॥

। ৩১। নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং ঘোরে ভবাব্ধৌ পরমায়ণং।
সন্তোব্রহ্মবিদঃ শান্তা নৌর্দৃঢ়েবাপ্সু মজ্জতাং॥

এই ঘোর ভবাব্ধিতে যত জীবগণ। অবশেতে ডুবিছে উঠিছে অনুক্ষণ॥ সাধু বিনা তারিতে না পারে এসবারে। জলেতে ডুবিলে জনে যেন নৌকা তারে॥ শান্ত মূর্ত্তি ব্রহ্মবিৎ সাধুগণ হন। তাসবার আছে শক্তি করিতে তারণ॥

। ৩২। অন্নং হি প্রাণিনাং প্রাণআর্ত্তানাং শরণং ত্বহং।
ধর্ম্মোবিত্তং নৃণাং প্রেত্য সন্তোর্বাবিভ্যতোঽরণং॥

অন্ন যেন প্রাণ দেখ প্রাণি সবাকার। আর্ত্ত জনে আমি যেন আশ্রয় আকার॥ পরলোকে এ জীবের ধর্ম্ম জ্যেন ধন। তেন ভব ভয়ে হত সাধু য়ে শরণ॥ সংসারে পতিত হৈতে অতিশয় ভয়। সাধুর চরণ পদ্ম ভয়-ত্রাণ হয়॥

।৩৩। সন্তোদিশন্তি চক্ষুংষি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ।
দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেব চ॥

সগুণ নির্গুণ জ্ঞান দেন সাধুজন যাহাতে জীবের হয় আত্ম দরশন॥ উদয় হইলে সূর্য্য বাহেতে প্রকাশে। বহিরন্ধ অন্ধকার সজ্জন বিনাশে॥ সাধু হন শান্ত জন দেবতা বান্ধব। সন্ত আত্মা সন্ত আমি জানিহ উদ্ধব॥

।৩৪। বৈতসেনস্ততোঽপ্যেবমুর্ব্বশ্যালোকনিস্পৃহঃ।
মুক্তসঙ্গোমহীমেতামাত্মারামশ্চচার হ॥

ইতি শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে ঐলগীতং
ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ॥

সাধু সঙ্গ হৈতে অহে দেখ এইরূপে। উর্ব্বশী লোকেতে স্পৃহা ত্যজে ঐল ভুপে॥ মুক্তসঙ্গ আত্মারামশ্চহয়ে নৃপবর। ভ্রমণ করেন সদা অবনি ভিতর॥ একাদশ স্কন্ধে হৈলা ছাব্বিশ অধ্যায়। ঐলগীতা সনাতন রচিল ভাষায়॥

সপ্তবিংশতি অধ্যায়ের আভাস।

সপ্তবিংশে ক্রিয়াযোগঃ সদ্যশ্চিত্তপ্রসাদকঃ।
সর্ব্বকামাপ্তি হেতুশ্চ সাঙ্গঃ প্রোক্তঃ সমাসতঃ॥

সদ্যঃ চিত্ত প্রসন্নতা কারক আর সর্ব্বকাম প্রাপ্তির হেতু অঙ্গের সহিত ক্রিয়া যোগের উক্তি সংক্ষেপেতে সপ্ত বিংশাধ্যায়ে করিয়াছেন॥

শ্রীউদ্ধবউবাচ।১। ক্রিযাযোগং সমাচক্ষ্ব ভবদারাধনংপ্রভো।
যস্মাত্ত্বাং যেযথার্চ্চন্তি সাত্বতাঃ সাত্বতর্ষভ॥

উদ্ধব বলেন প্রভু কর অবধান। আমারে বলহ ক্রিয়া যোগ অনুষ্ঠান॥ যে রূপেতে হবে প্রভু তব আরাধন। যে ভক্তেরা যে রূপেতে করে আচরণ।

। ২ । এতদ্বদন্তি মুনয়োমুহুর্নিঃশ্রেয়সং নৃণাং।
নারদোভগবান্ ব্যাস আচার্য্যো ঙ্গিরসঃ সুতঃ॥

মনুষ্যের মঙ্গল ইহাতে অতি হয়। মুনিগণ এই পুনঃ পুনঃ যে সেবয়॥
আপনি নারদ আর ভগবান ব্যাস। বৃহস্পতি কন ইহা করিয়া বিশ্বাস॥

। ৩। নিঃসৃতং তে মুখাম্ভোজাদ্যদাহ ভগবানজঃ।
পুত্রেভ্যোভৃগুমুখ্যেভ্যোদেব্যৈ চ ভগবান্ ভবঃ॥

ব্রহ্মা শুনেছিলা তব মুখাম্বুজ হৈতে। কহিয়া ছিলেন ব্রহ্মা ভৃগু আদি সুতে॥
বলে ছিলেন উমারে ভগবান ভব। যে রূপেতে তব পূজা কৈলা বিধি সব॥

। ৪। এতদ্ধি সর্ব্ববর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ সম্মতং।
শ্রেয়সামুত্তমং মন্যে স্ত্রীশূদ্রাণাঞ্চ মানদ॥

সকল বর্ণের আর আশ্রম সবার। তব পূজা বিধি এই সম্মত সবার॥
সকল কল্যাণ হৈতে এ বড় কল্যাণ। নারী শূদ্র আদি যারা করে অনুষ্ঠান॥
তোমার চরণে প্রভু করি নিবেদন। উপদেশ করি কর মানের স্থাপন॥

। ৫। এতৎকমলপত্রাক্ষ কর্ম্মবন্ধবিমোক্ষণং।
ভক্তায় চানুরক্তায় ব্রূহি বিশ্বেশ্বরেশ্বর॥

অহে পদ্মপলাশ লোচন নারায়ণ। ইহা হৈতে হয় কর্ম্ম বন্ধ বিমোক্ষণ॥
আমি ভক্ত অনুরক্ত সেবক তোমার। কর্ম্মযোগ বল্যে আমা করহ উদ্ধার॥
বিশ্বের ঈশ্বর যিনি তাঁহার ঈশ্বর। আপনি সে হও প্রভু অহে দামোদর॥
কৃপা করি কহ হরি এ দীনের প্রতি। তোমা বিনা কেবা আর আছে মম গতি॥

শ্রীভগবানুবাচ। ৬। নহ্যন্তোঽনন্তপারস্য কর্ম্মকাণ্ডস্য চোদ্ধব।
সংক্ষিপ্তং বর্ণয়িষ্যামি যথাবদনুপূর্ব্বশঃ॥

ভগবান কহিছেন শুন সদাশয়। কর্ম্মকাণ্ড এই যে অনন্ত পার হয়॥
ইহার গ্রন্থের অন্ত নাহি কদাচিৎ। সংক্ষেপেতে কিছু আমি করিব বিদিত॥
যেইরূপ হয় ইহা ক্রমেতে কহিব। তোমায় দ্বারেতে সব উদ্ধার করিব॥

। ৭। বৈদিকস্তান্ত্রিকোমিশ্রইতিমে ত্রিবিধোমখঃ।
ত্রয়াণামীপ্সিতেনৈব বিধিনা মাং সমর্চ্চয়েৎ॥

বৈদিক তান্ত্রিক মিশ্র পূজা তিন মত। তিন মধ্যে যার যেই হয় অভিমত॥
সেই বিধিমতে আমা করয়ে পূজন। সাধুবর শুন অহে করি বিবরণ॥

। ৮। যদা স্বনিগমেনোক্তং দ্বিজত্বং প্রাপ্য পুরুষঃ।
যথা যজেত মাং ভক্ত্যা শ্রদ্ধয়ৈতন্নিবোধ মে॥

অধিকারি ক্রমে বিধি শুন দিয়া মন। ইহাতে হইবে তব সংশয় খণ্ডন॥ দ্বিজ শব্দে বলি বিপ্র ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরে। নিজ বেদ মতে উপনয়ন আচরে॥ তবে অধিকার হয় আমার পূজায়। যে রূপে পূজয় তাহা কহিব তোমায়॥ ভক্তি শ্রদ্ধান্বিত হয়্যা যেরূপে পুজিবে। তাহার বৃত্তান্ত শুনে সন্দেহ ঘুচিবে॥

। ৯। অর্চ্চায়াং স্থণ্ডিলে বাগ্নৌ সূর্য্যে বাপ্সু হৃদি দ্বিজঃ।
দ্রব্যেণ ভক্তিযুক্তোঽর্চ্চেৎ স্বগুরুং মাম মায়য়া॥

প্রতিমায় পুজে আমা অথবা স্থণ্ডিলে। জলে অনলেতে কিম্বা সূর্য্যের মণ্ডলে॥ হৃদয় মধ্যেতে পুজে অথবা ব্রাহ্মণে। দ্রব্য দিয়া পুজে ভক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত মনে॥ গুরুর স্মরণ করি পুজয়ে আমায়। শুনহ তাহার ক্রম বলিব তোমায়॥

। ১০। পূর্ব্বং স্নানঞ্চ কুর্ব্বীত ধৌতদন্তোঽঙ্গশুদ্ধয়ে।
উভয়ৈরপি চ স্নানং মন্ত্রৈর্মৃদ্গ্রহণাদিভিঃ॥

মৈত্রকর্ম্ম সারি দন্ত করয়ে ধাবন। অঙ্গ শুদ্ধি হেতু করে মৃত্তিকা গ্রহণ॥ বৈদিক তান্ত্রিক মন্ত্রে করে বিধি স্নান। তার পর করে শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান॥

। ১১। সন্ধ্যোপাস্ত্যাদিকর্ম্মাণি বেদেনাচোদিতানি মে।
পূজাং তৈঃ কল্পয়েৎ সম্যক্ সংকল্পঃ কর্ম্মপাবনীং॥

সন্ধ্যা উপাসনা আদি যার যে সঙ্গত। তার সহ মম পূজা করে শাস্ত্র মত॥ ঈশ্বরে সংকল্প ব্যর্থ কভু নাহি হয়। এ জীবের কর্ম্ম বন্ধ অবশ্য কাটয়॥

। ১২। শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা॥

আমার পূজার মুর্ত্তি যে যে মত হয়। সাবধানে শুন বলি তাঁহার নির্ণয়॥ শিলা লৌহ স্বর্ণাদিময়ী মুর্ত্তি হয়। দারুময়ী বালুকায় মৃত্তিকা কল্পয়॥ কিম্বা মৃত্তিকাচন্দনে মম মুর্ত্তিকবে। মনোময়ী মণিময়ী হৃদয় কুহরে॥ এই অষ্ট প্রকার আমার মুর্ত্তি হয়। তাহাতে সকল জন আমারে পুজয়॥

। ১৩। চলাচলেতি দ্বিবিধা প্রতিষ্ঠা জীবমন্দিরং।
উদ্বাসাবাহনে নস্তঃ স্থিরায়ামুদ্ধবার্চ্চনে॥

আমার মন্দির জেন প্রতিমা আমার। চলাচল ভেদ হয় সে দুই প্রকার॥

শুনহ উদ্ধব মম স্থির প্রতিমায়। আবাহন বিসর্জ্জন নাহি করে তায়॥

।১৪। অস্থিরায়াং বিকল্পঃ স্যাৎ স্থণ্ডিলে তু ভবেদ্দ্বয়ং
স্নপনন্ত্ববিলেপ্যায়ামন্যত্র পরিমার্জ্জনং॥

চল প্রতিমাতে দুই বিকল্প বিহরি। স্থণ্ডিলেতে আবাহন বিসর্জ্জন করি॥ শিলাদি মুর্ত্তিতে আত্মা করাবে স্নাপন। চিত্রাদি মুর্ত্তিতে আত্মা করাবে মার্জ্জন॥

।১৫। দ্রব্যৈঃ প্রসিদ্ধৈর্মদ্যাগঃ প্রতিমাদিষ্বমায়িনঃ।
ভক্তস্য চ যথালব্ধৈর্হৃদি ভাবেন চৈবহি॥

প্রতিমা আদিতে যেই মম যাগ হয়। প্রসিদ্ধ দ্রব্যেতে শ্রদ্ধাপুর্ব্বক করয়॥ নিষ্কপট ভক্ত যেই তাঁরে যা মিলয়। সেই দ্রব্য আমার আনন্দ বড় হয়॥ হৃদয় কমলে পুজে কেবল ভাবেতে। দ্রব্যাদি সঞ্চয় বিধি নাহি চাই তাতে॥

।১৬। স্নানালঙ্করণং প্রেষ্ঠমর্চ্চাযামেবতূদ্ধব।
স্থণ্ডিলে তত্ত্ববিন্যাসোবহ্নাবাজ্যাপ্লুতং হবিঃ॥
সূর্য্যে চাভ্যর্হণং প্রেষ্ঠং সলিলে সলিলাদিভিঃ॥

স্নান অলঙ্কার আদি প্রিয় যেই হয়। উদ্ধব আমারে তাহা অর্চ্চায় কল্পয়॥ স্থণ্ডিলেতে যথা স্থানে অঙ্গ দেবতায়। সেই সেই মন্ত্রে পুজা করে ভাসবায়॥ আপ্লুতহবির্দ্রব্যে বহ্নিতে পুজয়। সূর্য্যেতে জলেতে সলিলাদিতে যজয়॥

।১৭। শ্রদ্ধয়োপহৃতং প্রেষ্ঠং ভক্তেন মম বার্য্যপি।
ভুর্য্যপ্যভক্তোপাহৃতং ন মে তোষায় কল্পতে।
গন্ধোধুপঃ সুমনসোদীপোহন্নাদ্যঞ্চ কিং পুনঃ॥

শুনহ উদ্ধব যিনি মম ভক্ত হন। শ্রদ্ধায় কেবল জল করে সমর্পণ॥ তাহাতে আমার প্রীতি হয় অতিশয়। অভক্তে অধিক দিলে আমা না রোচয়॥ গন্ধ পুষ্প ধুপ দীপ অন্ন আদি করি। অশ্রদ্ধায় দিলে আমি গ্রহণ না করি॥

।১৮। শুচিঃ সম্ভৃতসংভারঃ প্রাগ্দর্ভৈঃ কল্পিতাসনঃ।
আসীনঃ প্রাগুদগ্বার্চ্চেদর্চ্চায়ামথসম্মুখঃ।

উদ্ধব এখন শুন পুজার প্রকার। আগে করে পুষ্প আদি পুজার সম্ভার॥ চরণ প্রক্ষালি করি শুদ্ধ চিত্ত হয়। পুর্ব্বাগ্র দর্ভেতে শুদ্ধ আসন কল্পয়॥

পূর্ব্ব মুখে অথবা উত্তর মুখে বৈসে। প্রতিমার সম্মুখেতে বৈসে সবিশেষে॥ এইরূপে বৈসে সে অর্চ্চায় পুজা করে। আর কিছু শুন যাহা হয় তদন্তরে॥

।১৯। কৃতন্যাসঃ কৃতন্যাসাং মদর্চাং পাণিনা মৃজেৎ।
কলসং প্রোক্ষণীয়ঞ্চ যথাবদুপসাধয়েৎ॥

আপনার দেহে আগে ন্যাস সে করয়। দেবের দেহেতে ন্যাস করিয়া মার্জ্জয়॥ হস্তেতে করিয়া করে দেবের মার্জ্জন। তদন্তর আর কিছু করি বিবরণ॥ প্রোক্ষণার্থ জল কুম্ভ করয়ে স্থাপনে। সংস্কার করে তার পুষ্পাদি চন্দনে॥

।২০। তদদ্ভির্দেবযজনং দ্রব্যাণ্যাত্মানমেব চ।
প্রোক্ষ্য পাত্রাণি ত্রীণ্যদ্ভিস্তৈস্তৈর্দ্রব্যৈশ্চ সাধয়েৎ॥
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীযার্থং ত্রীণিপাত্রাণি দেশিকঃ।
হৃদা শীর্ষ্ণা চ শিখয়া গায়ত্র্যা চাভিমন্ত্রয়েৎ॥

সেই জলে পূজাস্থান করয়ে মার্জ্জন। তদন্তর যাহা করে করি বিজ্ঞাপন॥ পূজার সামগ্রী সব প্রোক্ষণ করয়। দেহের প্রোক্ষণ করে যথাবিধি হয়॥ পাদ্যআদি পাত্র জলে করয়ে পুরণ। দ্রব্য ত্রী লবঙ্গাদি তাহে করয়ে শোধন॥ তিন পাত্র হয় পাদ্য অর্ঘ্য আচমন। হৃদয় তাহাতে পাত্র বিধান প্রোক্ষণ॥ শিরোমন্ত্রে প্রোক্ষণীয়া করয়ে পূরণ। শিখামন্ত্রে সর্ব্ব পাত্রেতে অবগুণ্ঠন॥ গায়ত্রী পড়িয়া পাত্র করয় মন্ত্রিত। গন্ধ পুষ্প দিয়া তাহা করয়ে শোধিত॥

।২১। পিণ্ডে বায়্বগ্নিসংশুদ্ধে হৃৎপদ্মস্থাং পরাং মম।
অণ্বীং জীবকলাং ধ্যায়েন্নাদান্তে সিদ্ধভাবিতাং॥

আপনার দেহে ভূতশুদ্ধি আচরয়। কোষ্ঠগত পবনেতে শোধিত করয়॥ আধার অনলে দেহে দগ্ধ করে ধীর। ললাট চন্দ্রের রসে প্লাবয়ে শরীর॥ এমত শোধিয়া নিজ শরীর মধ্যেতে। মম জীবকলা মূর্ত্তি ধ্যান করে চিত্তে॥ অকার উকার আর মকার তৃতীয়ে। নাদ বিন্দু এই পাঁচ হৃদয় সঞ্চারে॥ তার মধ্যে মম মূর্ত্তি যোগী করে ধ্যান। সে মূর্ত্তি সাধক মনে করে ইষ্টজ্ঞান॥

।২২। তয়াত্মভূতয়া পিণ্ডে ব্যাপ্তে সংপূজ্য তন্ময়ঃ।
আবাহ্যার্চ্চাদিষু স্থাপ্য ন্যস্তাঙ্গং মাং প্রপূজয়েৎ॥

সেই পরমাত্ম চিন্তা ব্যাপিত দেহেতে। তাহাকে আধার পূজে হয়্য

আনন্দিতে॥ মানসোপচারে তাহে করয়ে পূজন। আপনারে দেবময় করয়ে চিন্তন॥ সেই মুর্ত্তি আনি পুনঃ স্থাপে প্রতিমায়। আবাহন আদি মুদ্রা আমারে দেখায়॥ আমার অঙ্গের ন্যাস করে প্রতিমায়। এইরূপ করেয় তবে পুজিবে আমায়॥

।২৩। পাদ্যোপস্পর্শার্হণাদীনুপচারান্ প্রকল্পয়েৎ।
ধর্ম্মাদিভিশ্চ নবভিঃ কল্পয়িত্বাসনং মম॥
পদ্মমষ্টদলং তত্রকর্ণিকাকেশরোজ্জ্বলং।
উভাভ্যাং বেদতন্ত্রাভ্যাং মহ্যং তূভয়সিদ্ধয়ে॥

ধর্ম্ম আদি করেয় মম করয়ে আসন। অষ্টদল পদ্ম তাহে করয়ে কল্পন॥ পাদ্য অর্ঘ্য আচমন আদি উপহারে। আনন্দিতে আমাব পুজন সমাচারে॥ ধর্ম্ম আদি চারিপদ অগ্নি আদি কোণে। চারি দিকে অধর্ম্মাদি চারি সে আসনে॥ রজ আদি তিন গুণে পট্টিকা তাহার। পূর্ব্বাদি মধ্যেতে নয় শক্তি আছে তার॥ প্রথমে বিমলা উৎকর্ষিণী তারপরে। জ্ঞান ক্রিয়া যোগ প্রহ্বী পুজহ বিচারে॥ সত্যেশানানুগ্রহা যে ক্রমে শক্তি নয়। মম আসনেতে নিত্য সেবায় আছয়॥ তার মধ্যে আছে পদ্ম যেই অষ্ট দল। কর্ণিকাকেশরে পদ্ম বড়ই উজ্জ্বল॥ এই পদ্মে আমা পুজে বেদতন্ত্র মতে। লভয় উভয় সিদ্ধি সাধক ইহাতে॥ উভয় সিদ্ধির কিছু করি বিবরণ। ভোগ মুক্তি দুই হয় শাস্ত্রের লিখন॥

।২৪। সুদর্শনং পাঞ্চজন্যং গদাসীষুধনুর্হলান্।
মুষলং কৌস্তুভং মালাং শ্রীবৎসং চানুপূজয়েৎ॥

আয়ুধের পুজা শুন ক্রম বলি তার। সুদর্শন পাঞ্চজন্য গদা যে আমার॥ ইষু ধনু হল আর কৌস্তুভ মুষল। বনমালা শ্রীবৎসেরে পুজয়ে সকল॥

।২৫। নন্দং সুনন্দং গরুড়ং প্রচণ্ডং চণ্ডমেব চ।
মহাবলং বলঞ্চৈব কুমুদং কুমুদেক্ষণং॥

অষ্টদিকে পুজা করে পারিষদ গণে। নন্দ আর সুনন্দ প্রচণ্ড চণ্ড সনে॥ কুমুদ কুমুদেক্ষণ মহাবল বল। বিনতা নন্দনে অগ্রে পুজয়ে কেবল॥

২৬। দুর্গাং বিনায়কং ব্যাসং বিষ্বক্সেনং গুরূন্ সুরান্।
স্বে স্বে স্থানে ত্বভিমুখান্ পূজয়েৎ প্রোক্ষণাদিভিঃ॥

দুর্গা বিনায়ক ব্যাস আর বিষ্বক্‌সেন্। চারিদিকে চারিজনে সমস্তে পুজেন॥

হবন॥ পুরুষ সূক্তেতে কিবা মুল অষ্টাক্ষরে। ঘৃতের আহুতি দিয়া পূজয়ে আমারে॥ ষোড়শার্চাবদানেতে আহুতি লইয়া। পূজন করয়ে দেখ আমারে অর্পিয়া॥

।৩৮। ধর্ম্মাদিভ্যোযথান্যায়ং মন্ত্রৈঃ স্বিষ্টিকৃতং বুধঃ।
অভ্যর্চ্যাথ নমস্কৃত্য পার্ষদেভ্যোবলিং হরেৎ॥

আহুতিতে ধর্ম্ম আদি সবারে পুজয়। স্বিষ্টিকৃতে বুধ সে আহুতি সমর্পয়॥ অগ্নি মধ্যে ভগবানে অর্চ্চনা করিয়া। তদন্তর তাঁরে করে নমস্কার ক্রিয়া॥ পারিষদগণে পরে বলি বিতরয়। পুজা উপহার যারে সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥

।৩৯। মূলমন্ত্রং জপেদ্ব্রহ্ম স্মরন্নারায়ণাত্মকং।
দত্ত্বাচমনমুচ্ছেষং বিশ্বকসেনায় কল্পয়েৎ॥

মূলমন্ত্র জপে নারায়ণেরে স্মরিয়া। জল সমর্পণ করে গুহ্যাতি পড়িয়া॥ পুন আচমন দিয়া যে রূপ করয়। নৈবেদ্যের শেষ বিষ্বকসেনেরে কল্পয়॥ তাঁদের অনুজ্ঞা লৈয়া আপনি ভুঞ্জিবে। অবশ্যই জীব এইরূপ আচরিবে॥

।৪০। মুখবাসং সুরভিমত্তাম্বুলাদ্যমথার্হয়েৎ।

কর্পুরাদি সুবাসিত তাম্বুল অর্পয়। পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পরে অর্চ্চন করয়॥

।৪১। উপগায়ন্ গৃণন্নৃত্যন্ কর্ম্মাণ্যভিনয়ন্মম।
মৎকথাং শ্রাবয়ন্ শৃণ্বন্ মুহূর্ত্তং ক্ষণিকোভবেৎ।

হরষিতে মম গুণ করায় গায়ন। আপনিহ সেই গুণ করয়ে কীর্ত্তন॥ নৃত্য করে সর্ব্ব কর্ম্ম করয়ে স্ফুরণ। তদন্তর যাহা করে কহি বিবরণ॥ মম কথা শুনয়ে শুনায় আনন্দিতে। কতরূপ আনন্দ সে কে পারে বর্ণিতে॥ দুই দণ্ড অব্যাকুল সেই জন হয়। বৈকল্য ত্যজিয়া অবসন্ন সে লভয়॥

।৪২। স্তবৈরুচ্চাবচৈস্তোত্রৈঃ পৌরাণৈঃ প্রাকৃতৈরপি।
স্তবন প্রসীদ ভগবন্নিতি বন্দেত দণ্ডবৎ॥

স্তোত্র পাঠ করে পৌরাণিক প্রাকৃততে। যেইরূপ আছে শাস্ত্র আর লোক মতে॥ সুপ্রসন্ন হও তুমি প্রভু ভগবান। ইহা বলি স্তুতি করে প্রণতি বিধান॥

৪৩। শিরোমৎপাদয়োঃ কৃত্বা বাহুভ্যাঞ্চ পরস্পরং।
প্রপন্নং পাহি মামীশ ভীতং মৃত্যুগ্রহার্ণবাৎ॥

মম পদে শির দিয়া করে প্রণিপাত। মম বাম পদে দেয় নিজ বাম হাত॥

দক্ষিণ চরণে দেয় দক্ষিণ সে হাত। এইরূপে করয়ে আমার প্রণিপাত্॥ ভয়েতে শরণ লৈনু চরণে তোমার। মৃত্যু গ্রহসমুদ্র হইতে কর পার॥

। ৪৪। ইতি শেষাং ময়া দত্তাং শিরস্যাধায় সাদরং।
উদ্বাসয়েচ্চেদুদ্বাস্যং জ্যোতির্জ্যোতিষি তৎপুনঃ॥

এইরূপে পুনঃ পুনঃ জানায়্যা আমারে। নির্ম্মাল্য মস্তকে ধরে অতি সমাদরে॥ আমি সে নির্ম্মাল্য দিনু এই ধ্যান করি। নির্ম্মাল্য ধারণ করে মস্তক উপরি॥ বিসর্জ্জন যোগ্য হৈলে বিসর্জ্জন করে। প্রতিমার জ্যোতি রাখে হৃজ্জ্যোতি ভিতরে॥

। ৪৫। অর্চ্চাদিষু যদা যত্র শ্রদ্ধা মাং তত্র চার্চ্চয়েৎ।
সর্ব্বভূতেষ্বাত্মনিচ সর্ব্বাত্মাহমবস্থিতঃ॥

যখন যেখানে মম অর্চ্চাদি দেখয়। শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া তাতে আমারে পূজয়॥ সর্ব্বভূতে অবস্থিত দেখয়ে আমায়। নিজ হৃদয়েতে আমা ভাবে সর্ব্বদায়॥

। ৪৬। এবং ক্রিয়াযোগপথৈঃ পুমান্ বৈদিকতান্ত্রিকৈঃ।
অর্চ্চন্নুভয়তঃ সিদ্ধিং মত্তোবিন্দত্যভীপ্সিতাং॥

এইরূপে ক্রিয়াযোগ পথে যে পুমান। বৈদিক তান্ত্রিক মতে হয় বর্ত্তমান॥ সে জন যে সব সিদ্ধি করে অভিপ্রায়। ইহলোকে পরলোকে আমা হৈতে পায়॥

। ৪৭। মদর্চ্চাং সংপ্রতিষ্ঠাপ্য মন্দিরং কারয়েদ্দৃঢ়ং।
পুষ্পোদ্যানানি রম্যাণি পূজাযাত্রোৎসবাশ্রিতাম্।
পূজাদীনাং প্রবাহার্থং মহাপর্ব্বস্বথান্বহং।
ক্ষেত্রাপণপুরগ্রামান্ দত্ত্বা মৎসার্ষ্টিতামিয়াত্॥

সম্যক স্থাপন করি মম প্রতিমার। মন্দির করিয়া দেয় দৃঢ় সে আকার॥ রম্য পুষ্পোদ্যান যাত্রা মহোৎসব করে। পূজাদির প্রবাহার্থে পর্ব্বেতে আচরে॥ যাত্রাদি আচরে শ্রেষ্ঠ সকল পর্ব্বেতে। ভাগ্যবন্ত হৈলে নিত্য করে বিধিমতে॥ নানা দ্রব্যযুক্ত ক্ষেত্র করে সমর্পণ। পুর গ্রাম দোকান করিয়ে নিবেদন॥ নানা প্রিয় দ্রব্য যেই আমা সমর্পয়। আমার সমান তার ঐশ্বর্য্য ঘটয়॥

। ৪৮। প্রতিষ্ঠয়া সার্ব্বভৌমং সদ্ম ভুবনত্রয়ং।
পূজাদিনা ব্রহ্মলোকং ত্রিভির্মৎসাম্যতামিয়াৎ।

আমার শ্রীমূর্ত্তি করি প্রতিষ্ঠা যে করে। সার্ব্বভৌম পদ আমি দেই তার তরে॥ বিত্ত অনুসারে দেয় আমারে যে জন। তুষ্ট হয়ে তারে আমি দেই ত্রিভুবন॥ পূজাদি করিলে লোক ব্রহ্মলোক পায়। এই তিনে আমার সমান ভাব পায়॥

৪৯। মামেব নৈরপেক্ষেণ ভক্তিযোগেন বিন্দতি।
ভক্তিযোগং সলভতে এবং যঃ পূজয়েত মাং॥

নৈরপেক্ষ ভক্তিযোগে আমারে লভয়। আমার পূজন হৈতে ভক্তিযোগ হয়॥

। ৫০। যঃ স্বদত্তাং পরৈর্দত্তাং হরেত সুরবিপ্রয়োঃ।
বৃত্তিং সজায়তে বিড়্ভুগ্ বর্ষাণামযুতাযুতং॥

স্বীয় পর দত্তা বৃত্তি বিপ্র দেবতার। যেই দুষ্ট জন হরে করে অবিচার॥ অযুত অযুত বর্ষ সেইত পুরান। বিষ্ঠাভোগী জন্তু হয় এ কথা প্রমাণ॥

। ৫১। কর্ত্তুশ্চ সারথের্হেতোরনুমোদিতুরেব চ।
কর্ম্মণাং ভাগিনঃ প্রেত্য ভূয়োভূয়সি তৎ ফলং॥

ইতি শ্রীভাগবতে একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধবসম্বাদে সপ্তবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

কর্ত্তা যেইরূপে কর্ম্ম ফলভাগী হয়। সহকারি সমভাগ সে রূপ লভয়॥ প্রয়োগ করেন যিনি কর্ম্ম করিবারে। সম কর্ম্ম ফলভাগী জানহ তাহারে॥ তাহে অনুমোদন করয়ে যেই জন। তিনিহ সমান কর্ম্ম ফলভাগী হন॥ পরলোকে গিয়া সম ফলভোগ করে। ফলভোগ হয় তার কর্ম্ম অনুসারে॥ একাদশ স্কন্ধে সপ্ত বিংশতি অধ্যায়। কর্ম্মযোগ সনাতন রচিল ভাষায়॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের আভাস।

অষ্টাবিংশে তু যঃ পূর্ব্বং বিস্তরেণোপবর্ণিতঃ।
জ্ঞানযোগঃ পুনশ্চাসৌ সমাহৃত্য নিরূপ্যতে॥

পূর্ব্বেতে যে জ্ঞানযোগ বিস্তার করিয়া বর্ণন করিয়াছেন, পুনর্ব্বার তাহা অষ্টাবিংশাধ্যায়ে সংক্ষেপ করিয়া নিরূপণ করিতেছেন।

শ্রীভগবানুবাচ। ১। পরস্বভাবকর্ম্মাণি নপ্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ॥

ভগবান বলিছেন শুনহ উদ্ধব। সংক্ষেপেতে জ্ঞানযোগ কহিব হে সব॥
শান্ত আর মূঢ় ভেদে মন রূপ হয়। স্বভাবানুসারে তারা কর্ম্ম সে করয়॥
সে সব কর্ম্মের নিন্দা প্রশংসা না করি। যেহেতু এবিশ্ব দেখ সাক্ষাৎ শ্রীহরি॥
প্রকৃতি পুরুষে বিশ্ব হয়েছে রচিত। এক আত্ম সর্ব্ব ভূতে আছেন পুরিত॥
অতএব কোন কর্ম্মে না করি নিন্দন। ভাল কর্ম্ম বল্যে নাহি করয়ে বন্দন॥

। ২। পরস্বভাবকর্ম্মাণি যঃ প্রশংসতি নিন্দতি।
সত্মাশু ভ্রশ্যতে স্বার্থাদসত্যভিনিবেশতঃ॥

পরের স্বভাব কর্ম্মে যে করে নিন্দন। অথবা উত্তম বল্যে করে প্রশংসন॥
জ্ঞাননিষ্ঠা হৈতে সে পুরুষ ভ্রষ্ট হয়। যেহেতু মিথ্যায় অভিনিবেশ করয়॥

। ৩। তৈজসে নিদ্রয়াপন্নে পিণ্ডস্থোনষ্টচেতনঃ।
মায়াং প্রাপ্নোতি মৃত্যুং বা তদ্বন্নানার্থদৃক্ পুমান্॥

ইহার দৃষ্টান্ত শুন বলিব তোমায়। ইন্দ্রিয়েরা নিদ্রায় আবেশ ভাব পায়॥
শরীরস্থ জীব তবে কেবল মনেতে। নানা স্বপ্ন রূপময় দেখয় সাক্ষাতে॥
তার পর যদি তার মন পায় লয়। তবে জীব সে দশায় অচেতন হয়॥
মৃত্যু কিম্বা মৃত্যুতুল্য সুষুপ্তিরে পায়। চেতনা সম্বন্ধ ব্যক্ত না থাকে তাহায়॥
এইরূপ দ্বৈতভাবে নিবিষ্ট যে জন। না বুঝিয়া স্তুতি নিন্দা করে অনুক্ষণ॥

।৪। কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ।
বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ॥

যতেক প্রপঞ্চ দেখ সত্য কভু নয়। মিথ্যার কে ভাল মন্দ বিচার করয়॥
অহে দেখ অবস্তুর কিবা ভাল হয়। মিথ্যা বস্তু ভাল ইহা মনে নাহি লয়॥
বচনে মানসে যত করহ কল্পনা। সকলি জানিহ মিথ্যা সত্য নহে নানা॥
নয়ন আদির দৃশ্য যত সব হয়। সকলি এ মিথ্যা হয় সত্য কভু নয়॥

।৫। ছায়া প্রত্যাহ্বয়াভাসা হ্যসন্তোপ্যর্থকারিণঃ।
এবং দেহাদয়োভাবাযচ্ছন্ত্যামৃত্যুতোভয়ং॥

মিথ্যা দেখ প্রতিবিম্বে সত্য ভ্রম হয়। সত্য সম প্রতি ধ্বনি যেমত শুনয়॥
শুক্তিতে রজত জ্ঞান যে রূপেতে হয়। মরীচিকা আদি যেন জল সে বুঝয়॥
এরূপে শরীর আদি যত ভাব হয়। মরণ অবধি ভ্রম কভু না ঘুচয়॥
জ্ঞান হৈলে শরীরাদি সব মিথ্যা দেখে। আর নাহি মৃত্যু বল্যে ভয় তার থাকে॥

।৬। আত্মৈব তদিদং বিশ্বং সৃজ্যতে সৃজতি প্রভুঃ।
ত্রায়তে ত্রাতি বিশ্বাত্মা হ্রিয়তে হরতীশ্বরঃ॥

এইত বিশ্বেরে আত্মা করয়ে সৃজন। আপনি ঈশ্বর নিত্য করয়ে পালন॥
অন্তে পুনঃ এ বিশ্বেরে করয়ে সংহার। আত্মা বিনা এ বিশ্বেতে অন্য নাহি আর॥

।৭। তস্মান্ন হ্যাত্মনোঽন্যস্মাদন্যোভাবোনিরূপিতঃ।
নিরূপিতেয়ং ত্রিবিধা নির্মূলা ভাতিরাত্মনি॥

অন্য হৈতে এ বিশ্ব নহেন নিরূপিত। আত্মারূপ হৈতে অন্য নহে কদাচিত॥
অধ্যাত্মাদি তিন যেই দেখহ বিকার। এই আত্মা বিনা সেহ নহে অন্য আর॥
অধ্যাত্মাদি যত দেখ নির্মূল সকল। ইহার ভ্রমেতে জন অত্যন্ত বিকল॥

।৮। ইদং গুণময়ং বিদ্ধি ত্রিবিধং মায়যা কৃতং॥

অধ্যাত্মাদি ত্রিবিধ কেবল গুণময়। মায়ায় কল্পিত এই জানিহ নিশ্চয়॥

।৯। এতদ্বিদ্বান্মদুদিতং জ্ঞানবিজ্ঞাননৈপুণং।
ন নিন্দতি ন চ স্তৌতি লোকে চরতি সূর্য্যবৎ॥

আমি যে কহিনু জ্ঞান সহিত বিজ্ঞান। ইহাতে বিদ্বান হয় সেইত পুমান॥
সংসারে ভ্রমণ করে সমান তপন। কারেহ সে নাহি নিন্দে না করে স্তবন॥

।১০। প্রত্যক্ষেণানুমানেন নিগমেনাত্মসংবিদা।
আদ্যন্তবদসজ্ জ্ঞাত্বা নিঃসঙ্গোবিচরেদিহ॥

এই নিষ্ঠা জানিবার বলিব উপায়। মিথ্যা কভু সত্য নহে বলিনু তোমায়॥
প্রত্যক্ষেতে দেখ ঘট আদি যত হয়। উৎপত্তি বিনাশ দুই সতত আছয়॥
অনুমানে দেখ যেই সাবয়ব হয়। সে এই পৃথিবী আদি কভু সত্যনয়॥
নিগমেহ আকাশাদি অসত্য লেখয়। স্বানুভবে দেখ দৃশ্য সত্য কভু নয়॥
এ কথা জানিয়া যিনি জ্ঞানবান্ হন। নিঃসঙ্গ হইয়া ইহ করেন ভ্রমণ॥

শ্রীউদ্ধবউবাচ।১১। নৈবাত্মনোনদেহস্য সংসৃতি র্দ্রষ্টৃদৃশ্যযোঃ।
অনাত্মস্বদৃশোরীশ কস্য স্যাদুপলভ্যতে॥

উদ্ধব বলেন প্রভু কর অবধান। সন্দেহ ঘুচায়ে ভৃত্যে দেহ জ্ঞান দান॥
আত্মার সংসার নাহি শরীরের নয়। দ্রষ্টা দৃশ্য এই দুই জানিনু নিশ্চয়॥
দৃশ্য যিনি জড় তিনি আত্মা জ্ঞানময়। সংসৃতি এ দোঁহাকার কভু না ঘটয়॥
অথচ সংসার বলি উপলব্ধি সবে। সংসার কাহার হয় বল দেখি ভবে॥

।১২। আত্মাব্যযোহগুণঃ শুদ্ধঃ স্বয়ং জ্যোতিরনাবৃতঃ।
অগ্নিবদ্দারুবদচিদ্দেহঃ কস্যেহ সংসৃতিঃ॥

আত্মা যিনি অব্যয় অগুণ শুদ্ধময়। স্বপ্রকাশ আবৃত সে কদাচিৎ নয়॥
দেহ যিনি জড় তিনি না হন সংসারী।কার হয় সংসার বুঝিতে নাহি পারি॥
কাষ্ঠেতে অগ্নিতে যেন ভেদ বুদ্ধি নয়। তথাপি প্রকাশ্য প্রকাশক বুদ্ধি হয়॥
এইরূপে দেহ আত্মা দোঁহার বিচার। বুঝিতে না পারি ইহা সংসার কাহার॥

শ্রীভগবানুবাচ।১৩। যাবদ্দেহেন্দ্রিয়প্রাণৈরাত্মনঃ সন্নিকর্ষণং।
সংসারঃ ফলবাংস্তাবদপার্থোহপ্যবিবেকিনঃ॥

ভগবান বলেন শুনহ সদাশয়। ঘুচাইয়া দিব তব এইত সংশয়॥
যাবৎ শরীর আর ইন্দ্রিয় প্রাণেতে। আত্মা সেহ সম্বন্ধ করয় মোহমতে॥
তাবৎ সংসার বলি অবিবেক বলে। অসত্য তথাপি স্ফূর্ত্তি বিবেক নহিলে॥

।১৪। অর্থে হ্যবিদ্যমানেপি সংসৃতির্ন বিবর্ত্ততে।
ধ্যায়তোবিষয়ানস্য স্বপ্নেহনর্থাগমোযথা॥

দেহাদি অসত্য তবু সংসার না যায়। যেহেতু বিষয় ধ্যান সর্ব্বদা করয়॥
অনুভূত অর্থ যেন দেখয়ে স্বপ্নেতে। তেন দেখি বর্ত্তমান দেহী বিষয়েতে॥

। ১৫। যথাহ্যপ্রতিবুদ্ধস্য প্রস্বাপো বহ্বনর্থভৃৎ।
সত্রব প্রতিবুদ্ধস্য ন বৈ মোহায় কল্পতে॥

নিদ্রা ভঙ্গ নাহি হয়্যে থাকয়ে যাবৎ। স্বপ্নেতে অনর্থ নানা দেখয়ে তাবৎ॥
ঘুচয় সকল মোহ নিদ্রা ভঙ্গ হৈলে। ঘুচয় সকল ভ্রম অজ্ঞান ঘুচিলে॥

। ১৬। শোকহর্ষভয়ক্রোধলোভমোহস্পৃহাদয়ঃ।
অহঙ্কারস্য দৃশ্যন্তে জন্মমৃত্যুর্ন চাত্মনঃ॥

শোক হর্ষ ভয় ক্রোধ লোভ মোহ স্পৃহা। জন্ম মৃত্যু আদি যত অহঙ্কারে ইহা॥ আত্মার এ সব ধর্ম্ম কদাচিৎ নয়। বিবেক বিহীন লোক বুঝিতে নারয়॥

। ১৭। দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোভিমানোজীবোহন্তরাত্মা গুণকর্ম্মমূর্ত্তিঃ।
সূত্রং মহানিত্যুরুধৈব গীতিঃ সংসারআধাবতি কালতন্ত্রঃ॥

দেহেন্দ্রিয়ে প্রাণ মনে করে অভিমান। দেহাদি মধ্যেতে জীব করে অবস্থান॥ গুণকর্ম্মময়ী মুর্ত্তিরূপেতে সংসারে। সূত্র মহত্তত্ত্বরূপে বহু নাম ধরে॥ ঈশ্বর অধীন হৈয়া এইত সংসারে। ধাবন করয়ে সেহ বুঝিতে না পারে॥

। ১৮। অমূলমেতদ্বহুরূপরূপিতং মনোবচঃ প্রাণশরীরকর্ম্ম।
জ্ঞানাসিনোপাসনয়া শিতেন চ্ছিত্ত্বামনির্গাং বিচরত্যতৃষ্ণঃ॥

এইত সংসার বহু রূপেতে রূপিত। বুঝিলে ইহার মুল নাহি কদাচিৎ॥
মন বাক্য প্রাণ দেহ কর্ম্মরূপ হয়। সকলি অমুল এই সত্য কভু নয়॥
গুরুর সেবায় যদি জ্ঞান অসি পায়। কাটিয়া সংসার তরু সুখেতে বেড়ায়॥
জ্ঞান তীক্ষ্ণ অসিতে সংসার বৃক্ষ কেটে। বিষয় বাসনা ত্যজে না পড়ে সঙ্কটে॥

। ১৯। জ্ঞানং বিবেকোনিগমস্তপশ্চ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমথানুমানং।
আদ্যন্তয়োরস্য যদেব কেবলং কালশ্চ হেতুশ্চ তদেব মধ্যে॥

বিবেকের নাম জ্ঞান জানহ নিশ্চয়। ইহাতে দেখহ পাঁচ সাধন আশ্রয়॥
বেদ তপ স্বধর্ম্ম ঐতিহ্য অনুমান। এই পঞ্চ সাধনেতে দৃঢ় হয় জ্ঞান॥
জ্ঞানফল সাবধানে শুন সদাশয়। আপনা আপনি তাহা বিচার করয়॥
এই জগতের দেখ আদ্য ছিল যেই। প্রলয় হইলে অবশেষে রহে সেই॥
মধ্যে তেঁহ সেই নানারূপ প্রায় হয়। কাল আর কারণ যে সেই মাত্র রয়॥

।২০। যথা হিরণ্যং স্বকৃতং পুরস্তাৎ পশ্চাচ্চ সর্ব্বস্য হিরণ্ময়স্য।
তদেব মধ্যে ব্যবহার্য্যমাণং নানাপদেশৈরহমস্য তদ্বৎ॥

ইহার দৃষ্টান্ত বলি শুন হে উদ্ধব। কণক কুণ্ডল আদি অলঙ্কার সব॥ আদ্যেই সুবর্ণ ছিল অন্তেহ সে রয়। মধ্যে ব্যবহার লাগি নানারূপ হয়॥ এরূপ বিশ্বের আমি আদ্যে মধ্যে শেষে। আমা বিনা কিছু নাহি বুঝহ বিশেষে॥

।২১। বিজ্ঞানমেতত্ত্রয়বস্থমঙ্গগুণত্রয়ং কারণকার্য্যকর্তৃ।
সমন্বয়েন ব্যতিরেকতশ্চ যেনৈব তুর্য্যেণ তদেব সত্যং॥

জাগ্রত স্বপন আর সুষুপ্তি যে হয়। ইহার কারণ মন জানিহ নিশ্চয়॥ তিন অবস্থার হেতু যেই গুণত্রয়। অধ্যাত্মাদি যত তিনরূপে সৃষ্টি হয়॥ এ সকল তুরীয়ের সমন্বয় হৈতে। কিন্তু প্রকাশিত নানা ব্যাপার করিতে॥ সমাধি কালেতে যিনি ব্যতিরেক রন। তিনি মাত্র সত্য ইথে সংসারে কারণ॥

।২২। নযৎ পুরস্তাদুভয়ন্নপশ্চান্মধ্যেচ তন্নব্যপদেশমাত্রং।
ভূতং প্রসিদ্ধঞ্চ পরেণ যদ্যত্তদেব তৎস্যাদিতি মে মনীষা॥

স্থূল সূক্ষ্ম ভেদে যেই দুইরূপ হয়। সৃষ্টির পুর্ব্বেতে তাহা কভু না থাকয়॥ প্রলয়ের কালে দুই না থাকে পশ্চাতে। সৃষ্টি কালে প্রকাশিত হয় সুনিশ্চিতে॥ ব্যবহার লাগি তাহা হয়ত কল্পিত। কারণ হইতে সেহ হয় প্রকাশিত॥ স্বপ্রকাশ কারণ স্বরূপ ভগবান। মিথ্যা সত্য হয় তাঁর হৈলে অধিষ্ঠান॥ নামরূপ অগ্রেতে আছিল কদাচিৎ। পশ্চাতে প্রলয়ে নাহি হয়ত বিদিত॥ মধ্যেতে প্রসিদ্ধ যেই হয় ভূতগণ। কারণ সম্বন্ধে ব্যবহার যোগ্য হন॥ নামরূপে কারণ সম্বন্ধ যদি নয়। কদাচিৎ কেহ ব্যবহার না করয়॥ যাঁদের প্রকাশ হৈল কারণ হইতে। কারণ হইতে ভিন্ন নয় কদাচিতে॥ আমার এ বুদ্ধি হয় কহিনু তোমারে। নানা জনে নানা কয় কে তাহা বিচারে॥

।২৩। অবিদ্যমানোঽপ্যবভাসতে যো বৈকারিকোরাজসসর্গএষঃ।
ব্রহ্ম স্বয়ং জ্যোতিরতোঽপভাতি ব্রহ্মেন্দ্রিয়ার্থাত্মবিকারচিত্রং॥

সৃষ্টির কারণ দেখ যতেক বিকার। রজোগুণ হৈতে ব্রহ্মা ধরিলা আকার॥

যদ্যপি বিকার সব নহে বিদ্যমান। ব্রহ্মযোগ সত্য সম প্রকাশ কে পান॥ ব্রহ্ম যিনি তিনি জ্ঞান স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময়। কার্য্যের স্বরূপ যেহ কারণ সে হয়॥ কার্য্যরূপে তিনি ব্রহ্ম দশেন্দ্রিয় হন। অধিষ্ঠাতা রূপে তাহে হন দেবগণ॥ মনোরূপ হৈয়া তাহে প্রবৃত্ত করান। তন্মাত্র সে পঞ্চ ভূত সেই ভগবান॥ বিচিত্র সংসার যেই দেখহ উদ্ধব। নিশ্চয় করিয়া বুঝ ব্রহ্ম রূপ সব॥

। ২৪। এবং স্ফুটং ব্রহ্মবিবেকহেতুভিঃ পর্য্যপবাদেন বিশারদেন।
ছিত্ত্বাত্মসন্দেহমুপারমেত স্বানন্দতুষ্টোঽখিলকামুকেভ্যঃ॥

বেদ তপ প্রত্যক্ষ ঐতিহ্য অনুমানে। ব্রহ্মের বিবেক হেতু এই চারি বিনে॥ বেদ তপ উপদেশ প্রত্যক্ষ অনুমান। ব্রহ্মের বিবেক হেতু স্ফুট এবিধান॥ নিপুণ গুরুর স্থানে পায়্যা উপদেশ। দেহাদিতে আত্ম জ্ঞান ত্যজে সবিশেষ॥ আত্মাতে সন্দেহ কাটে জ্ঞান বিবেকেতে। নিঃশঙ্ক হইয়া ভ্রমে পরম সুখেতে॥

। ২৫। নাত্মা বপুঃপার্থিবমিন্দ্রিয়াণি দেবাহ্যসুর্বায়ুর্জলং হুতাশঃ।
মনোঽন্নমাত্রং ধিষণাচসত্ত্বমহঙ্কৃতিঃ খং ক্ষিতিরর্থসাম্যং॥

এই কলেবর দেখ আত্মা ইনি নন। কেবল পার্থিব ইনি ঘট সম হন॥ ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়অধিষ্ঠাতা দেবগণ। সত্ত্ব বুদ্ধি অহঙ্কার আর প্রাণ মন॥ এ সব নহেন আত্মা বুঝহ নিশ্চয়। পৃথিব্যাদি সকল জানিহ অন্নময়॥ বায়ু জল হুতাশন অপর আকাশ। পৃথিব্যাদি নন আত্মা মায়ার বিলাস॥ শব্দ আদি পঞ্চ যেহ সেহ আত্মা নয়। জড় হেতু এই সব আত্মা নাহি হয়॥

। ২৬। সমাহিতৈঃ কঃ করণৈর্গুণাত্মভির্গুণোভবেন্মৎ সুবিবিক্তধাম্নঃ।
বিক্ষিপ্যমাণৈরুতকিন্নুদূষণং ঘনৈরুপেতৈর্বিগতৈর্রবেঃ কিং॥

এ রূপেতে যে হয় বিবেক জ্ঞানবান। মুক্ত বলি তাহারে করিহ অনুমান॥ পরম আনন্দে মুক্ত জন বিহরয়। ইন্দ্রিয়েরা তাঁর দোষ গুণ না করয়॥ মেঘেতে আচ্ছন্ন কিবা মেঘ না থাকয়। রবির ইহাতে যেন গুণ দোষ নয়॥

। ২৭। যথা নভোবায়ুনলাম্বুভূগুণৈর্গতাগতৈর্ব্বর্তুগুণৈর্নসজ্জতে।
তথাক্ষরং সত্ত্বরজস্তমোমলৈরহন্মতেঃ সংসৃতিহেতুভিঃপরং॥

দেখ যদি কোন সঙ্গ মুক্ত জনে হয়। দোষ গুণ তাঁর কিছু করিতে নারয়॥ শুনহে উদ্ধব ইথে দৃষ্টান্ত আকাশ। পবনাদি গুণ তারা না করে আয়াস॥

স্পর্শন দহন আর ক্লেদন ধূসর। ইহাতে বাধিত যেন না হয় অম্বর॥
তেন অহমের পর পরব্রহ্ম যিনি। সত্ত্ব রজস্তমো গুণে যুক্ত নন তিনি॥
সংসারের হেতু সত্ত্ব গুণ আদি যিনি। তাহাতে পরম ব্রহ্ম যুক্ত নাহি গণি॥

।২৮। তথাপি সঙ্গঃ পরিবর্জনীয়োগুণেষু মায়ারচিতেষু তাবৎ।
মদ্ভক্তিযোগেন দৃঢ়েন যাবদ্রজো নিরস্যেত মনঃ কষায়ঃ॥

যদ্যপি জ্ঞানিরে সঙ্গ বাধা না করয়। তথাপি বিষয় সঙ্গ সজ্জনে ত্যজয়॥
বিষয়ানুরাগ যেই মনের কষায়। ভক্তিযোগে যাবত সে নাশ নাহি পায়॥
তাবৎ বিষয় সঙ্গ জ্ঞানী না করয়। বিষয়ের সঙ্গ হৈলে বিপত্তি ঘটায়॥

।২৯। যথাময়োঽসাধুচিকিৎসিতোনৃণাং পুনঃ পুনঃ সন্তুদতি প্ররোহন্।
এবং মনোঽপক্বকষায়কর্ম্ম কুযোগিনং বিধ্যতিসর্ব্বসঙ্গং॥

যেন রোগ বিধি মতে চিকিৎসিত নয়। পুনঃ পুনঃ মনুষ্যেরে পীড়িত করয়॥ তেন মন রাগাদিতে বাধিত থাকিলে। কুযোগিরে ভ্রংশ করে আপনার বলে॥ ভক্তি যোগে যাবত্ মানস বশ নয়। তাবৎ বিষয় সঙ্গ সজ্জন ত্যজয়॥

।৩০। কুযোগিনোযে বিহিতান্তরায়ৈর্মনুষ্যভূতৈস্ত্রিদশোপসৃষ্টৈঃ।
তে প্রাক্তনাভ্যাসবলেন ভূয়ো যুঞ্জন্তি যোগং নতুকর্ম্মতন্ত্রং॥

কুযোগির যোগ বিনাশিতে দেবগণ। তার বন্ধুবর্গ জন করয়ে প্রেরণ॥
তার শিষ্য আদি জন প্রেরণ করিয়া।যোগ হৈতে ভ্রষ্ট করে ছল আচরিয়া॥ সেই যোগী জন পুনঃ অভ্যাস বলেতে। যোগাভ্যাস করে নাহি চলে কর্ম্ম পথে॥

।৩১। করোতিকর্ম্ম ক্রিয়তে চ জন্তুঃ কেনাপ্যসৌ চোদিতআনিপাতাৎ।
ন তত্র বিদ্বান প্রকৃতৌ স্থিতোপি নিবৃত্ততৃষ্ণঃ স্বসুখানুভূত্যা॥

বিদ্বান হইতে যেই অন্য দেহি গণ। পূর্ব্ব কর্ম্মবশে করে কর্ম্ম আচরণ॥ দেহ পুষ্টি আদি জন্য ভোজনাদি করে। সে কর্ম্ম বিকারে পুনঃ ভ্রময়ে সংসারে॥ পূর্ব্ব সংস্কার বশে এসব আচরে। যাবত্ উভয় দেহ ত্যাগ নাহি করে॥ বিদ্বান যদ্যপি দেহ করয়ে ধারণ। দেহেতে আসক্তি নাহি থাকে কদাচন॥ সমস্ত বিষয় তৃষ্ণা না থাকে তাহার। ব্রহ্মানন্দ অনুভবে ত্যজেন ব্যাপার॥ অহঙ্কার বিষাদ হর্ষ আদি সে রহিত। তাসবার সংসার না হয় কদাচিৎ॥

। ৩২। তিষ্ঠন্তমাসীনমুত ব্রজন্তং শয়ানমুক্ষন্তমদন্তমন্নং।
স্বভাবমন্যৎ কিমপীহমানমাত্মানমাত্মস্থমতির্ন বেদ॥

জ্ঞানী যিনি আত্মায় তাঁহার হয় গতি। দেহে দেহঅভিমান না থাকে সংপ্রতি॥ বসিয়া থাকেন কিম্বা দাণ্ডাইয়া রণ। গমন করেন কিম্বা করেন শয়ন। মল মূত্র ত্যাগ হয় তাহে নাহি মন। যদৃচ্ছায় পেল্যে অন্ন করেন ভোজন॥ ভাল মন্দ যে কিছু দেখেন নয়নেতে। দেখিলাম বলি জ্ঞান না থাকে তাহাতে॥ কেহ বা চন্দন আনি শিরেতে লেপয়। শরীরের ইত্যাদি অনেক চেষ্টা হয়॥ কোনহ বিষয়ে নাহি থাকে অভিমান। আত্ম অনুভবে সদা সুখেতে রহান॥

। ৩৩। যদি স্ম পশ্যত্যসদিন্দ্রিয়ার্থং নানানুমানেন বিরুদ্ধমন্যৎ।
ন মন্যতে বস্তুতয়া মনীষী স্বাপ্নং যথোত্থায় তিরোদধানং॥

যদ্যপি দেখেন অসদিন্দ্রিয় বিষয়। বস্তুবুদ্ধি তাহাতে জ্ঞানিরা না করয়॥ নানাবিধ এই সব সত্য কভু নয়। স্বপ্নের সমান ইহা মিথ্যাই সে হয়॥ এইরূপ অনুমানে বাধিত করয়। আত্ম ভিন্ন বস্তু বুদ্ধি নাহি আচরয়॥ ইহার দৃষ্টান্ত বলি শুন সদাশয়। স্বপ্নে যেন সত্য সম দেখিতে থাকয়॥ নিদ্রা ভঙ্গে সেই সব স্ফুরেয়ে সংস্কারে। আপনা হইতে যায় না থাকে তৎপরে॥ অতএব মিথ্যা হয় স্বপ্নের বিষয়। কভু সত্য নহে সেহ জানহ নিশ্চয়॥ এইরূপ অসৎ ইন্দ্রিয় বিষয়েতে। জ্ঞানী বস্তু বুদ্ধি নাহি করে কদাচিতে॥

। ৩৪। পূর্ব্বং গৃহীতং গুণকর্ম্মচিত্রমজ্ঞানমাত্মন্যবিবিক্তমঙ্গ।
নিবর্ত্ততে তৎ পুনরীক্ষয়ৈব নগৃহ্যতে নাপি বিসৃজ্য আত্মা॥

যত দিন বৃদ্ধাবস্থা আত্মার আছিল। তত দিন দেহাদিতে আসক্তি করিল॥ মিথ্যা বল্যে দেহাদিরে না করে বিচার। অজ্ঞানেতে সত্য সম করে ব্যবহার॥ মুক্তাবস্থা হৈলে পুনঃ অজ্ঞান ঘুচয়। স্বপ্ন সম দেহ আদি সকল দেখয়॥ আত্মার বিকার কোন অবস্থাতে নাই। সকলে অলিপ্ত আত্মা নির্ম্মল সদাই॥

। ৩৫। যথাহি ভানোরুদয়েনৃচক্ষুষাং তমোনিহন্যান্নতুসদ্বিধত্তে।
এবং সমীক্ষানিপুণাসতীমে হন্যাত্তমিস্রং পুরুষস্য বুদ্ধেঃ॥

ঘটাদি সকল দ্রব্য ঘরেতে থাকয়। অন্ধকার হেতু চক্ষে কেহ না দেখয়॥

সূর্য্যের উদয় হৈলে অন্ধকার নাশে। ঘটাদি সকল দ্রব্য দেখে অনায়াসে॥ তেন মম আত্মবিদ্যা হইলে প্রকাশ। পুরুষের বুদ্ধিতম করয়ে বিনাশ॥ মম আত্মবিদ্যা যদি নিপুণা হইল। তবে পুরুষের বুদ্ধি তমো না রহিল॥ পুরুষের বুদ্ধি যদি নির্ম্মল হইল। সুপ্রকাশরূপে তবে আত্মারে দেখিল॥

। ৩৬। এষস্বয়ং জ্যোতিরজোঽপ্রমেয়োমহানুভূতিঃ সকলানুভূতিঃ।
একোদ্বিতীয়োবচসাং বিরামেযেনেষিতাবাগসবশ্চরন্তি॥

এই আত্মা স্বয়ংজ্যোতি_জন্ম সে বিহীন। অপ্রমেয় মহা অনুভূতিতে প্রবীণ॥ অনুভব করিছেন সকল বিষয়। কোথায় নহেন লিপ্ত নির্ব্বিকার ময়॥ অদ্বিতীয় এক তিনি পরিপূর্ণ কাম। বাক্য সব যাহা হৈতে পাইল বিরাম॥ যা হৈতে প্রেরিত হয় বাক্য আর প্রাণ। নিজ ব্যাপারেতে তিনি হন সাবধান॥

। ৩৭। এতাবানাত্মসম্মোহোযদ্বিকল্পস্তু কেবলে।
আত্মন্নৃতে স্বমাত্মানমবলম্বোনযস্য হি॥

শুনহ উদ্ধব বড় মোহ মনে এই। কেবল আত্মায় ভেদ আরোপয় যেই॥ আত্মা বিনা সে ভেদের অবলম্ব নাই। শুক্তি বিনা রজতের ভ্রম নাহি পাই॥

। ৩৮। যন্নামাকৃতিভির্গ্রাহ্যং পঞ্চবর্ণমবাধিতং।
ব্যর্থেনাপ্যর্থবাদোঽয়ং দ্বয়ং পণ্ডিতমানিনাং॥

নাম রূপ ধরে পঞ্চভূত কলেবর। দ্বৈত আর যত দেখ প্রপঞ্চ বিস্তর॥ সত্য বলি ইহারে যে করে সমাধান। তারা মূর্খ করে দেহে পণ্ডিতাভিমান॥

। ৩৯। যোগিনোঽপক্কযোগস্য যুঞ্জতঃ কায়উত্থিতৈঃ।
উপসর্গৈর্বিহন্যেত তত্রায়ং বিহিতোবিধিঃ॥

অপক্ক যোগিরা যোগ সাধে অকপটে। তাসবার দেহে যদি উপদ্রব ঘটে॥ তার প্রতীকার এই শুনহে উদ্ধব। বিবরিয়া কহি আমি বিহিত সেসব॥

। ৪০। যোগধারণয়া কাংশ্চিদাসনৈর্ধারণান্বিতৈঃ।
তপোমন্ত্রৌষধৈঃ কাংশ্চিদুপসর্গান্ বিনির্দ্দহেৎ॥

যোগের ধারণে নাশে উপদ্রব সব। প্রকাশে তাহার জ্ঞান যোগ সে বিভব॥ আসন করিয়া দৃঢ় প্রাণায়াম সাধে। তবে তার দেহে নাকি রোগ আদি বাধে॥ তপ করে কিবা মন্ত্র ঔষধ করয়। তবে তারদেহে হৈতে রোগাদি ঘুচয়॥

। ৪১। কাংশ্চিন্মমানুধ্যানেন নামসংকীর্ত্তনাদিভিঃ।
যোগেশ্বরানুবৃত্ত্যাবা হন্যাদশুভদান্ শনৈঃ॥

অথবা আমারে ধ্যান সতত করয়। তাহাতে কামাদি রোগ সকল ঘুচয়॥
নাম সংকীর্ত্তন আদি করে আচরণ। তাতে উপদ্রব তার হয়ত খণ্ডন॥
কিবা যোগেশ্বরেরে স্মরয়ে অনুক্ষণ। ক্রমে দম্ভ মান আদি করয়ে খণ্ডন॥

। ৪২। কেচিদ্দেহমিমং ধীরাঃ সুকল্পং বয়সি স্থিরং।
বিধায় বিবিধোপায়ৈ রথোযুঞ্জন্তি সিদ্ধয়ে॥

কোন কোন যোগিরা সাধনে হয় ধীর। নানা উপায়েতে দৃঢ় করেন শরীর॥
জরাবস্থা নহে দেহে সাধনের বলে। চিরদিন যুবাভাবে থাকেন কুশলে॥
তাঁরা অন্য সিদ্ধি জন্য আমারে ভজেন। জ্ঞাননিষ্ঠারূপ যোগ সকলে ত্যজেন॥

। ৪৩। নহিতৎকুশলাদৃত্যং নচাযাসো হ্যপার্থকঃ।
অন্তবত্বাচ্ছরীরস্য ফলস্যেব বনস্পতেঃ॥

জ্ঞানবান্ ইথে নাহি করেন আদর। নশ্বর দেখেন তাঁরা এই কলেবর॥
অবশ্য কালের বসে দেহ হয় নাশ। এ দেহ নিমিত্ত বৃথা করয়ে প্রয়াস॥
বৃক্ষের ফলের সম এই কলেবর। জন্ম হয়্যা খসে পুনঃ নহে স্থিরতর॥

। ৪৪। যোগং নিষেবতোনিত্যং কায়শ্চেৎ কল্পতামিয়াৎ।
তচ্ছ্রদ্দধ্যান্নমতিমান যোগমুৎসৃজ্য মৎপরঃ॥

যোগ সেবা অবিরত করিতেকরিতে। কায় যদি সিদ্ধ হয় আপনার মতে॥
যোগ ত্যজি সিদ্ধ দেহে নাহি সমাদরে। আমার সেবায় চিত্ত থাকয়ে তৎপরে॥

। ৪৫। যোগচর্য্যামিমাং যোগী বিচরন্মদপাশ্রয়ঃ।
নান্তরায়ৈর্বিহন্যেত নিঃস্পৃহঃ স্বসুখানুভূঃ॥

ইতি শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে পরমার্থ নির্ণয়ো হষ্টাবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ॥

এই যোগচর্য্যা যোগী করে আচরণ। ভক্তিযোগে নাহি ত্যজে আমার চরণ॥
সে যোগির যোগ বিঘ্ন কেহ না করয়। নিঃস্পৃহ হইযা সুখে সদা বিহরয়॥
একাদশ স্কন্ধে অষ্টাবিংশতি অধ্যায়। পরমাত্মা নিরূপণ রচিল ভাষায়॥
শ্রীকৃষ্ণ চরণে মন করি আরোপিতণ সনাতন বিরচিল ভাগবত গীত॥

ঊনত্রিংশ অধ্যায়ের আভাস।

ঊনত্রিংশে তু যঃ পূর্ব্বং বিস্তরেণ নিরূপিতঃ।
ভক্তিযোগস্তমেবাহ স্বভক্তায় সমাসতঃ॥

পূর্ব্বে যে ভক্তিযোগ বিস্তার করিয়া নিরূপণ করিয়াছেন তাহাই ঊনত্রিংশাধ্যায়ে স্বভক্তের নিমিত্তে সংক্ষেপে কহিতেছেন॥

শ্রীউদ্ধবউবাচ।১। সুদুশ্চরামিমাংমন্যে যোগচর্য্যামনাত্মনঃ।
যথাঞ্জসা পুমান্ সিধ্যেত্তন্মে ব্রূহ্যঞ্জসাচ্যুত॥

উদ্ধব বলেন প্রভু কর অবধান। বড়ই দুষ্কর দেখি যোগের বিধান॥
যাহার বশেতে মন নাহি কদাচিৎ। তাহারে কি রূপে যোগ হইবে বিদিৎ॥
এমন উপায় তুমি বল মহাশয়। অনায়াসে জীব যাহে সংসার তরয়॥

।২। প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ যুঞ্জন্তোযোগিনোমনঃ।
বিষীদন্ত্যসমাধনান্মনোনিগ্রহকর্শিতাঃ॥

নিবেদন করি শুন কমললোচন। যে যোগিরা যোগ নিত্য করেন সাধন॥
না পারেন মনেরে করিতে সমাধান। প্রায় বুঝি যোগি গণ বড় ক্লেশ পান॥
মনের নিগ্রহে চেষ্টা কোনরূপে কর্য্যে। ক্লেশ পায়্যা মগ্ন হন শ্রমের পাথারে॥

।৩। যথাত আনন্দঘনং পদাম্বুজং হংসাঃ শ্রয়েরন্নরবিন্দলোচন।
সুখং নুবিশ্বেশ্বর যোগকর্ম্মভি স্তন্মায়যামী বিহতানমানিনঃ॥

অতএব অহে প্রভু বিশ্বেশ্বরেশ্বর। অরবিন্দনেত্র অহে শ্যাম কলেবর॥
সারাসার বিবেকে চতুর যাঁরা হন। আশ্রয় করেন সুখে তোমার চরণ॥
এ বিষয়ে অহে প্রভু সন্দেহ না হয়। নিশ্চয় তোমার পদ করয়ে আশ্রয়॥
যে পদ আশ্রয় কৈলে মহানন্দ হয়। তব মায়া তাঁসবারে কভু না বাধয়॥
যোগী কর্ম্মী বল্যে যারা করে অভিমান। যোগক্রিয়া করিতে সতত সাবধান॥
মনেরে রাখিতে নারে আপন বশেতে। অতএব নাহি পারে সংসার তরিতে॥

।৪। কিং চিত্রমচ্যুত তবৈতদশেষবন্ধো দাসেষ্বনন্যশরণেষু যদাত্মসাত্ত্বং।
যোরোচয়ৎ সহ মৃগৈঃ স্বয়মীশ্বরাণাং শ্রীমৎকিরীটতটপীড়িতপাদপীঠঃ॥

যাঁরা নিত্য তব পদ করেন আশ্রয়। তাঁদের আত্মসাৎ করা তব চিত্র নয়॥ দেখ নন্দ গোপী আর বলি প্রভৃতিরে। আত্মসাৎ করিয়াছ এসব ভক্তেরে॥ অন্যান্য শরণ দাসে কর আপনার। সংসার তরিতে কিবা চিত্র তাঁসবার॥ অচ্যুত যেইত তুমি রাম অবতারে। সখ্যভাব কৈলে প্রীতে ঋক্ষ বানরেরে॥ ব্রহ্মা আদি দেব শ্রীমৎকিরীট অগ্রেতে। যাহারহ পদপীঠ পীড়েন সভাতে॥ হেন প্রভু হৈয়ে হও ভক্তের অধীন। ভক্তের লাগিয়া ব্যগ্র থাক অনুদিন॥ অশেষের বন্ধু অহে শ্রীযদুনন্দন। নিরন্তর তব রূপে থাকুক নয়ন॥

।৫। তং ত্বাখিলাত্মদয়িতেশ্বরমাশ্রিতানাং সর্ব্বার্থদং স্বকৃতবিদ্বিসৃজেত কোহনু।
কোবা ভজেৎ কিমপি বিস্মৃতয়েনু ভূত্যৈ কিং বা ভবেন্ন তব পাদরজোজুষাং নঃ॥

অখিল জীবের আত্মা তুমি প্রিয়তর। আশ্রিতে সর্ব্বার্থ দাতা সবার ঈশ্বর॥ হেন তুমি তোমারে ছাড়িয়া কোন জন। আপনার শুভ ত্যজে হয় বিচক্ষণ॥ বলি প্রভৃতিতে উপকার মনে করে। হেন কে আছয়ে ইহ সেবে স্বর্গাদিরে॥ ইন্দ্রিয়ের সুখ লাগি হেন কোন জন। তোমারে ত্যজিয়া করে স্বর্গাদি ভজন॥ হেন প্রভু ত্যজিয়া যে অন্যেরে ভজিল। সংসার সমুদ্রে সেই ডুবিয়া রহিল॥

।৬। নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ ব্রহ্মায়ুষোঽপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্ব্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্বন্নাচার্য্যচৈত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি॥

তুমি প্রভু জীবের যে কর উপকার। ইহা শুধিবারে আছে যোগ্যতা কাহার॥ বিধাতার আয়ু যদি পুরুষ লভয়। তথাপি তোমার গুণ শোধিত না হয়॥ যে তুমি বাহিরে গুরু স্বরূপ হইয়া। জীবেরে উদ্ধার কর জ্ঞান জন্মাইয়া॥ অন্তর্যামি রূপে পুনঃ হৃদয়ে থাকিয়া। বিষয় বাসনা সব দেও ঘুচাইয়া॥ নিজ রূপ দেহ তুষ্ট হৈয়া ভক্তেরে। বল এই উপকার কে শুধিতে পারে॥ তব কৃত উপকার করিয়া স্মরণ। প্রত্যুপকারেতে নাকি সে হয় ভাজন॥ পরম আনন্দ পায় সেই সব জন। সে আনন্দে মগ্ন হয়্যা রহে অনুক্ষণ॥

শ্রীশুকউবাচ।৭। ইত্যুদ্ধবেনাত্যনুরক্তচেতসা পৃষ্টোজগৎ ক্রীড়নকঃ স্বশক্তিভিঃ॥
গৃহীতমূর্ত্তিত্রয়ঈশ্বরেশ্বরো জগাদ সপ্রেমমনোহরস্মিতঃ॥

শ্রীশুক বলেন শুন রাজা পরীক্ষিৎ। উদ্ধব এ রূপে যদি করিল বিদিত॥

কৃষ্ণের চরণে যার অনুরাগ মনে। সে উদ্ধব জিজ্ঞাসিলা শ্রীযদুনন্দনে॥
এইত জগৎ যার ক্রীড়োপকরণ। তিন মূর্ত্তি স্বশক্তিতে যে কৈল ধারণ॥
যেই প্রভু যত ঈশ্বরের যে ঈশ্বর। ঈষৎ হাসিয়া দিতেছেন প্রত্যুত্তর॥
সপ্রেম হাস্যতে মন করিয়া হরণ। উদ্ধবের প্রতি কন দেবকীনন্দন॥

শ্রীভগবানুবাচ।৮। হন্ত তে কথয়িষ্যামি মম ধর্ম্মান্ সুমঙ্গলান্।
যান্ শ্রদ্ধয়াচরন্মর্ত্ত্যো মৃত্যুং জয়তি দুর্জ্জয়ং॥

বলিছেন ভগবান শুনহে উদ্ধব। যে ধর্ম্মেতে উদ্ধার পাবেন প্রাণি সব॥
বড়ই আনন্দ ইথে পাইবে হে তুমি। সুমঙ্গল ধর্ম্ম সব শুন কহি আমি॥
সুমঙ্গল সেই ধর্ম্ম জানিহ আমার। বিবরিয়া বলি তাহা অগ্রেতে তোমার॥
শ্রদ্ধায় যেসব ধর্ম্ম কৈলে আচরণ। দুর্জ্জয় সংসার জিনে সত্য এ বচন॥

।৯। কুর্য্যাৎ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি মদর্থং শনকৈঃ স্মরন্।
ময্যর্পিতমনশ্চিত্তো মদ্ধর্ম্মাত্মমনোরতিঃ॥

দৈবিক পৈতৃক আদি যত কর্ম্ম গণ। আমার প্রীতের লাগি করে আচরণ॥
আমাকে স্মরণ করে ধর্ম্ম আচরয়। ক্রমেতে করেন কর্ম্ম ভ্রম নাহি হয়॥
আমাতে অর্পণ করে মন আর চিত্ত। মম ধর্ম্মে চিত্ত মনো রতি হয় নিত্য॥

।১০। দেশান্ পুণ্যানাশ্রয়েত মদ্ভক্তৈঃ সাধুভিঃ শ্রিতান্।
দেবাসুরমনুষ্যেষু মদ্ভক্তাচরিতানিচ॥

মম ভক্ত সাধু গণ থাকে যেই দেশে। সে দেশে নিবাস করে মনের হরিষে॥
দেবতা অসুর আর মনুষ্য মধ্যেতে। যেই যেই ভক্ত মম আছেন ইহাতে॥
তারা যেই যেই ধর্ম্ম করে আচরণে। সেই সেই ধর্ম্ম করে আনন্দিত মনে॥

।১১। পৃথকসত্রেণ বা মহ্যং পর্ব্বযাত্রামহোৎসবান্।
কারয়েন্নৃত্যগীতাদ্যৈ র্মহারাজবিভূতিভিঃ॥

আমার পর্ব্বেতে যাত্রা মহোৎসব করে। পৃথক পৃথক কিবা একত্র আচরে॥
গীত নৃত্য করে মহারাজ বিভূতিতে। পরম আনন্দ ভক্তি শ্রদ্ধা সমন্বিতে॥

।১২। মামেব সর্ব্বভূতেষু বহিরন্তরপাবৃতং।
ঈক্ষেতাত্মনি চাত্মানং যথাখমমলাশয়ঃ॥

গগন সমান আমি সকল ভূতেতে। পরিপূর্ণ ব্যাপিয়াছি বাহ্য আন্তরেতে॥
এইরূপে সর্ব্ব ভূতে আর আপনাতে। শুদ্ধ মনে আমা দেখে আত্মা সেরূপেতে॥

। ১৩। ইতি সর্ব্বাণি ভূতানি মদ্ভাবেন মহাদ্যুতে।
সভাজয়ন্মন্যমানো জ্ঞানং কেবলমাশ্রিতঃ॥

অতি প্রাজ্ঞ হও তুমি বুঝহ সকল। স্থির হয়্যা শুন অহে না হও চঞ্চল॥
উক্তরূপে সর্ব্ব ভূতে আমার ভাবেতে। সভাজন করে নিত্য জ্ঞান আশ্রয়েতে॥

। ১৪। ব্রাহ্মণে পুক্কসে স্তেনে ব্রহ্মণ্যেঽর্কে স্ফুলিঙ্গকে।
অক্রূরে ক্রূরকে চৈব সমদৃক্ পণ্ডিতোমতঃ॥

ব্রাহ্মণে চণ্ডালে যেহ দেখয়ে সমান। ব্রহ্মস্ব হরক আর বিপ্রে দেয় দান॥
এদুই জীবেতে যেহ দেখে সমভাবে। অর্কে আর স্ফুলিঙ্গতে সম দেখে যবে॥
খল অখলেতে যেই সমান দেখয়। তারে সে পণ্ডিত বলি শুন সদাশয়॥

। ১৫। নরেষ্বভীক্ষ্ণং মদ্ভাবং পুংসোভাবয়তোঽচিরাৎ।
স্পর্দ্ধাসূয়াতিরস্কারাঃ সাহঙ্কারাবিযন্তিহি॥

উত্তম মধ্যম হীন নরের শরীরে। আমার ভাবেতে পূজা করে বারম্বারে॥
হেন যে পুরুষ তার ঘুচে অহঙ্কার। স্পর্দ্ধা স্পৃহা ঘুচে আর ঘুচে তিরস্কার॥
এই সব শীঘ্র তার ঘুচে যায় দূরে। বিবরিয়া কহিলাম নিশ্চয় তোমারে॥

। ১৬। বিসৃজ্য স্ময়মানান্ স্বান্ দৃশং ব্রীড়াঞ্চ দৈহিকীং।
প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরং॥

কুক্কুর চণ্ডাল আদি শরীর মধ্যেতে। আত্মারূপে ব্যাপিয়াছে সকল ভূতেতে॥
ভূমিতে পড়িয়া নিত্য দণ্ডবৎ করে। একথা কহিতে লজ্জা ছাড়য়ে শরীরে॥
উপহাস করে যারা ত্যজে তাসবারে। আত্মীয় যে সখা গণ তাহে না আদরে॥ আমি উচ্চ অন্য নীচ জ্ঞান না করয়। সর্ব্ব ঘটে পরিপূর্ণ আমারে দেখয়॥

। ১৭। যাবৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভাবো নোপজায়তে।
তাবদেবমুপাসীত বাঙ্মনঃকায়বৃত্তিভিঃ॥

সর্ব্বভূতে যাবৎ আমার ভাব নয়। তাবৎ আমার সেবা সাধন করয়॥
কায় মনো বচনেতে করয়ে সেবন। সাধুসঙ্গ নাহি ছাড়ে সাধন কারণ॥

। ১৮। সর্ব্বং ব্রহ্মাত্মকং তস্য বিদ্যয়াত্মমনীষয়া।
পরিপশ্যন্নুপরমেৎ সর্ব্বতোমুক্তসংশয়ঃ॥

কায়মনোবাক্যে সেহ সকল ভূতেতে। পরিপূর্ণ আমারে দেখয় আনন্দিতে॥

আপনার বুদ্ধি হৈতে আত্ম বিদ্যা বলে। আমারে দেখয় নিত্যপ্রভূত সকলে॥ সকল বিষয়ে তার ঘুচয়ে সংশয়। পুনরপি সংসার চক্রেতে না পড়য়॥

।১৯। অয়ং হি সর্ব্বকল্পানাং সধ্রীচীনোমতোমম।
মদ্ভাবঃ সর্ব্বভূতেষু মনোবাক্কায়বৃত্তিভিঃ॥

যোগ আদি যত কল্প দেখেছি সংপ্রতি। তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ কল্প এ সমীচীন অতি॥ কায়মনোবাক্যে দেখে সকল ভূতেতে। আমার ভাবনা করে শ্রীকৃষ্ণ রূপেতে॥

।২০। নহ্যঙ্গোপক্রমে ধ্বংসো মদ্ধর্ম্মস্যোদ্ধবাণ্বপি।
ময়া ব্যবসিতঃ সম্যঙ্নির্গুণত্বাদনাশিষঃ॥

নিষ্কাম আমার ধর্ম্ম যে পর্য্যন্ত হয়। শুনহে তাহার ধ্বংস কভু না ঘটয়॥ আমি ইহা সম্যক্ সে করেছি নিশ্চয়। নির্গুণ কারণ তারে বিঘ্ন না বাধয়॥

।২১। যোযোময়ি পরে ধর্ম্মঃ কল্পতে নিষ্ফলায় চেৎ।
তদায়াসোনিরর্থঃ স্যাদ্ভয়াদেরিব সত্তম॥

যেন ভয় আদি হেতু করে আচরণ। ক্রন্দনাদি ক্লেশ পলায়ন অনশন॥ তেন ব্যর্থ যেই যেই লৌকিক আয়াস। সকল অর্পণ করে ছেড়ে ফলে আশ॥ শ্রেষ্ঠ আমি যদ্যপি আমায় সমর্পয়। অহে সাধুতম সেহ ধর্ম্ম তবু হয়॥ যথার্থ ধর্ম্মের কথা আর কি শুনিবে। বৃথা শ্রম অর্পিলেও সেহ ধর্ম্ম হবে॥

।২২। এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধির্ম্মনীষা চ মনীষিণাং।
যৎ সত্যমনৃতেনেহ মর্ত্ত্যেনাপ্নোতি মামৃতং॥

ঋতসত্য আমি সে আমার লাভ করে। ইহ জন্মে অনিত্য এ বিনাশে শরীরে॥ মনীষি যতেক আর বুদ্ধিমন্ত ভুরি। তাহাদের এই হয় বিবেক চাতুরী॥

।২৩। এষতেহভিহিতঃ কৃৎস্নো ব্রহ্মবাদস্য সংগ্রহঃ।
সমাসব্যাসবিধিনা দেবানামপি দুর্গমঃ॥
অভীক্ষ্ণশস্তে গদিতং জ্ঞানং বিস্পষ্টযুক্তিমৎ।
এতদ্বিজ্ঞায় মুচ্যেত পুরুষোনষ্টসংশয়ঃ॥

শুনহে উদ্ধব এই ব্রহ্ম নিরূপণ। বিস্তার সংক্ষেপ রূপে করিনু বর্ণন॥ অন্যের কি দায় দেবগণ না বুঝয়। মম বাক্যে কভু তুমি না কর সংশয়॥

এইরূপ জ্ঞান আমি দিলাম কহিয়া। পুনঃ পুনঃ কহিলাম স্পষ্ট যুক্তি দিয়া॥ যেই প্রাণী এই ব্রহ্মবাদেরে বুঝয়। মুক্তিপদ লভে সেই সংশয় ঘুচয়॥

।২৪। সুবিবিক্তং তব প্রশ্নং যএতদপি ধারয়েৎ।
সনাতনং ব্রহ্ম গুহ্যং পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥

যে কিছু করিলে প্রশ্ন আমার গোচর। ক্রমে আমি দিলাম তাহার প্রত্যুত্তর॥ এই কথা শ্রবণাদি যে জন করয়। বেদ গুহ্য সনাতন ব্রহ্ম সে লভয়॥ এই পরব্রহ্ম আমি লভয়ে আমারে। ক্লেশ নাহি ঘটে তার সংসার ভিতরে॥

।২৫। যএতন্মম ভক্তেষু সংপ্রদদ্যাৎ সুপুষ্কলং।
তস্যাহং ব্রহ্মদায়স্য দদাম্যাত্মানমাত্মনা॥

যেইত এ ব্রহ্মজ্ঞান আমার ভক্তেরে। বোধ করাইয়া দেয় আনন্দ অন্তরে॥ আপনার নিজরূপ দেই আমি তারে। পুনরপি নাহি ভ্রমে সংসার ভিতরে॥

।২৬। যএতৎ সমধীয়ীত পবিত্রং পরমং শুচি।
সপূয়েতাহরহর্ম্মাং জ্ঞানদীপেন দর্শয়ন্॥
যএতচ্ছ্রদ্ধয়া নিত্যমব্যগ্রঃ শৃণুযান্নরঃ।
ময়ি ভক্তিং পরাং কুর্ব্বন্ কর্ম্মভির্ন সবধ্যতে॥

এ অধ্যাত্মশাস্ত্র শুচি পরম পাবন। সমাদরে যেই করে উচ্চেতে পঠন॥ প্রত্যহ করিলে পাঠ পবিত্র সে হয়। সুজ্ঞান দীপেতে নিত্য আমারে দেখয়॥ শ্রদ্ধাযুক্ত অব্যগ্রেতে করয়ে শ্রবণ। আমাতে পরমা ভক্তি করে যেই জন॥ তার নাহি কর্ম্মবন্ধ ঘটে কদাচন। এ হেতু সংসারে নাহি করয়ে ভ্রমণ॥

।২৭। অপ্যুদ্ধব ত্বয়া ব্রহ্ম সখে সমুপধারিতং।
অপি তে বিগতোমোহঃ শোকশ্চাসৌ মনোভবঃ॥

ও উদ্ধব সখা তুমি করহ শ্রবণ। নিশ্চয় করিলা ব্রহ্ম সম্যক্ ধারণ॥ নিশ্চয় করিল তব মোহ পলায়ন। নিশ্চয় মনের শোক করিল গমন॥

।২৮। নৈতত্ত্বয়া দাম্ভিকায় নাস্তিকায় শঠায়চ।
অশুশ্রূষোরভক্তায় দুর্ব্বিনীতায় দীয়তাং॥

উপদেশ জ্ঞান তুমি দাম্ভিকে না দিবে। নাস্তিক বঞ্চক যেই তারে না

কহিবে ॥ এ কথা শুনিতে যার শ্রদ্ধা নাহি হয় । দুর্বিনীত অভক্তেরে না দিবে নিশ্চয় ॥

। ২৯ । এতৈর্দোষৈর্বিহীনায় ব্রহ্মণ্যায় প্রিয়ায়চ ।
সাধবে শুচয়ে ব্রুয়াদ্ভক্তিঃ স্যাচ্ছূদ্রযোষিতাং ॥

এই সব দোষ যার দেহে না থাকয় । ব্রাহ্মণ্য স্বভাব প্রিয় যেই জন হয় ॥ এই জ্ঞান দিবে সাধু শুচি যে তাহাকে । শূদ্র যোষিতেরে দিবে ভক্তি যদি থাকে ॥

। ৩০ । নৈতদ্বিজ্ঞায় জিজ্ঞাসো র্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ।
পীত্বা পীয়ূষমমৃতং পাতব্যং নাবশিষ্যতে ॥

এইত বিশেষ জ্ঞান যাহার জন্মিল । জানিতে বিশেষ তার কিছু না রহিল॥ অমৃত পীয়ূষ পান যে জন করয় । অন্য পান অবশেষে তার নাকি রয় ॥

। ৩১ । জ্ঞানে কর্ম্মণি যোগেচ বার্ত্তায়াং দণ্ডধারণে ।
যাবানর্থোনৃণাং তাত তাবাংস্তেহহং চতুর্বিধঃ ॥

মোক্ষ ধর্ম্ম কাম আর অর্থ যাহা হয় । পুরুষের পুরুষার্থ এই চতুষ্টয় ॥ ইহা লভিবারে লোক জ্ঞানাদি করয় । অহে তাত আমি তব এই চতুষ্টয়॥

। ৩২। মর্ত্ত্যোয়দা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতোমে ।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায়চ কল্পতেবৈ ॥

মর্ত্য যদি সর্ব্ব কর্ম্ম দূরেতে ত্যজয় । একান্ত ভাবেতে আত্মা আমা সমর্পয়॥ বিশিষ্ট করিতে তবে বাঞ্ছিয়ে তাহারে । সন্তুষ্ট হইয়া মোক্ষ দেই তার পরে॥ সেজন আমার সম ঐশ্বর্য্য লভিতে । অবশ্যই যোগ্য হয় জানিবে নিশ্চিতে॥

শ্রীশুক উবাচ । ৩৩ । সএবমাদর্শিতযোগমার্গ স্তদোত্তমশ্লোকবচোনিশম্য ।
বদ্ধাঞ্জলিঃ প্রত্যুপরুদ্ধকণ্ঠো নকিঞ্চিদূচেহশ্রুপরি প্লুতাক্ষঃ ॥

শুক বলে শুন রাজা হয়্যে সাবধান । এত যদি উদ্ধবে কহিলা ভগবান ॥ যোগ মার্গে সন্দর্শিত হইয়া উদ্ধব । এক চিত্তে শুনিলা কৃষ্ণের বাক্য সব॥ কৃতাঞ্জলি হয়্যে বাক্য শুনিতে শুনিতে । অশ্রুধারা পরিপ্লুত হইল চক্ষেতে॥ প্রীতিভাবে কণ্ঠ তার উপরুদ্ধ হৈল । কিছুই বলিতে সেই সমর্থ নহিল ॥

। ৩৪ । বিষ্টভ্য চিত্তং প্রণয়াবঘূর্ণং ধৈর্য্যেণ রাজন্‌ বহুমন্যমানঃ ।
কৃতাঞ্জলিঃ প্রাহ যদুপ্রবীরং শীর্ষ্ণা স্পৃশং স্তচ্চরণারবিন্দং ॥

প্রণয়ে ঘূর্ণিত চিত্তে ধৈরজ করিলা । স্থির মনে কৃতাঞ্জলি চরণে পড়িলা ॥

আপনাতে কৃতার্থতা মানিল আপনি। কৃষ্ণপদে কহিছেন সকরুণ বাণী॥

শ্রীউদ্ধবউবাচ।৩ । বিদ্রাবিতোমোহময়ো হ্যন্ধকারো য়আশ্রিতোমে তব সন্নিধানাৎ।
বিভাবসোঃ কিন্নু সমীপগস্য শীতং তমোভীঃ প্রভবন্ত্যজাদ্য ॥

উদ্ধব বলেন শুন বচন আমার। বিদ্রাবিত হৈল মোহময় অন্ধকার ॥ যেই মোহ পূর্ব্বে আমি আশ্রয় করিল। তব সন্নিধান মাত্রে সে মোহ ঘুচিল॥ সূর্য্যের নিকট গতে নহে শীত ভয়। অন্ধকার আর নাকি প্রভু তার হয়॥ তুমিহ ব্রহ্মার পিতা শুন নিবেদন। সূর্য্যের নিকটে শীত আদি প্রভু নন॥

। ৩৬। প্রত্যর্পিতোমে ভবতানুকম্পিনা ভৃত্যায় বিজ্ঞানময়প্রদীপঃ।
হিত্বা কৃতজ্ঞস্তব পাদমূলং কোহন্যৎ সমীয়াচ্ছরণং ত্বদীয়ং॥

আমি ভৃত্য মমপ্রতি হয়ে দয়াবান্। বিজ্ঞান স্বরূপ দীপ দিলা ভগবান্॥ হেন কে কৃতজ্ঞ আছে এ তিন ভুবনে। তব পদ ছাড়ি যায় অন্যের শরণে॥

। ৩৭। বৃকুশ্চ মেসুদৃঢ়স্নেহপাশো দাশার্হবৃষ্ণ্যন্ধকসাত্বতেষু।
প্রসারিতঃ সৃষ্টিবিবৃদ্ধয়ে ত্বয়া স্বমায়য়া হ্যাত্মসুবোধহেতিনা ॥

দাশার্হ বংশেতে বৃষ্ণি অন্ধক সাত্বতে। স্নেহপাশ প্রসারিলা আপন মায়াতে॥ আপন মায়ায় স্নেহ পাশ প্রসারিলা। সৃষ্টি বৃদ্ধি অর্থে তুমি দৃঢ় তাহা কৈলা॥ আত্মবোধ খড়্গে তাহা আপনি কাটিলে। নিশ্চিন্ত রহিব ইবে তব পদ তলে ॥

। ৩৮। নমোহস্তুতে মহাযোগিন্ প্রপন্ন মনুশাধি মাং।
যথাত্বচ্চরণাম্ভোজে রতিঃ স্যাদনপায়িনী ॥

আমার প্রণতি তব চরণ কমলে। প্রপন্ন বলিয়া যদি অনুগ্রহ কৈলে ॥ তোমার চরণে রতি হউক আমার। অন্য বিষয়েতে যেন নাহি হয় আর॥ সেই রতি মুক্তিকেও ব্যাপিয়া থাকিবে। কদাচিৎ সে রতির বিনাশ না হবে॥ এইরূপে শিক্ষা দেও অহে মহাযোগী। কৃতাঞ্জলিপুটে তব চরণেতে মাগি॥

শ্রীভগবানুবাচ। ৩৯। গচ্ছোদ্ধব ময়াদিষ্টো বদর্য্যাখ্যং মমাশ্রমং।
তত্র মৎপাদতীর্থোদস্নানোপস্পর্শনৈঃ শুচিঃ ॥

ভগবান্ বলিছেন শুনহে উদ্ধব। তোমারে দিলাম আমি বিজ্ঞান বিভব॥ মম আজ্ঞা লয়ে যাহ বদরিকাশ্রম। আমার আশ্রম সেই অতি নিরুপম॥

সেখানে আমার পদ সলিল তীর্থেতে। স্নান আচমনে শুচি হবে বিধিমতে॥

। ৪০। ঈক্ষয়ালকনন্দায়া বিধূতাশেষকল্মষঃ।
বসানোবল্কলান্যঙ্গ বন্যভুক্‌সুখনিস্পৃহঃ॥

অলকনন্দার নিত্য কর দরশন। সকল কল্মষ তব হইবে খণ্ডন॥
বৃক্ষের বাকল নিত্য কর পরিধান॥ বন্য ফল মূলে কর আহার বিধান॥
সুখের বাসনা ত্যাগ কর মানসেতে। অহে শ্রেষ্ঠ কহিলাম তব সাক্ষাতেতে॥

। ৪১। তিতিক্ষুর্দ্বন্দ্বমাত্রাণাং সুশীলঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
শান্তঃ সমাহিতধিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুতঃ॥

শীত উষ্ণ আদি দ্বন্দ্ব সহ শরীরেতে। তাহাতেহ কভু নাহি হবে অভিভূতে॥
সুশীল হইয়া জিত ইন্দ্রিয় গণেরে। শান্তশীল হও নিত্য ত্যজ অশান্তিরে॥
আপনার বুদ্ধি যোগে হও সাবধান। আর দৃঢ় করে্য সাধ জ্ঞান ও বিজ্ঞান॥

। ৪২। মত্তোনুশিক্ষিতং যত্তে বিবিক্তমনুভাবয়ন্।
ময্যাবেশিতবাকচিত্তোমদ্ধর্ম্মনিরতোভব॥

আমা হৈতে শিক্ষা কৈলে যোগগণ যাহা। সুবিচার হইল ভাবনা কর তাহা॥
আমাতে আবেশ কর বাক্য আর চিত্ত। ভাগবত ধর্ম্মেতে নিরত হও নিত্য॥

। ৪৩। অতিব্রজ্য গতীস্তিস্রো মামেষ্যসি ততঃ পরাং॥

সাত্বিকাদি তিন গতি জিনি সদাশয়। তার পরে মম পদ লভিবে নিশ্চয়॥

শ্রীশুক উবাচ। ৪৪। সএবমুক্তোহরিমেধসোদ্ধব প্রদক্ষিণং তং পরিসৃত্যপাদয়োঃ।
শিরোনিধায়াশ্রুকলাভিরার্দ্রধী র্ন্যষিঞ্চদদ্বন্দ্ব পরোপ্যপক্রমে॥

শুক বলে পরীক্ষিৎ শুন তার পরে। কৃষ্ণ এ কহিলা হরিমেধা উদ্ধবেরে॥ কান্দিতে কান্দিতে সেই উদ্ধব উঠিলা। শ্রীকৃষ্ণেরে সেহ তবে প্রদক্ষিণ কৈলা॥ পদদ্বয়ে শির দিয়া প্রণাম করিয়া। নয়নের অশ্রু জলে শ্রীপদ সিঞ্চিয়া॥ সুখ দুঃখ ত্যক্ত তবু গমন সময়। আর্দ্র হৃদয়েতে সেহ এরূপ করয়॥

। ৪৫। সুদুস্ত্যজস্নেহবিয়োগকাতরোনশক্নুবংস্তং পরিহাতুমাতুরঃ।
কৃচ্ছ্রং যযৌ মূর্দ্ধনি ভর্ত্তৃ পাদুকে বিভ্রন্নমস্কৃত্য যযৌপুনঃপুনঃ॥

শ্রীকৃষ্ণেতে উদ্ধবের সুদুস্ত্যজস্নেহ। কৃষ্ণের বিয়োগে বড় দুঃখ পায় সেহ॥
কৃষ্ণের বিচ্ছেদে বড় কাতর হইলা। আতুরেতে শ্রীকৃষ্ণেরে ছাড়িতে

নারিলা ॥ কৃষ্ণের পাদুকাদ্বয় ধরিয়া মস্তকে। পুনঃ পুনঃ নমস্কার করেন তাঁহাকে॥ অনেক কষ্টেতে তথা হইতে চলিলা। বিবরিয়া শুন তার পরে যাহা কৈলা॥

। ৪৬। ততস্তমন্তর্হৃদি সংনিবেশ্য গতোমহাভাগবতোবিশালাং।
যথোপদিষ্টাং জগদেকবন্ধুনা তপঃসমাস্থায় হরেরগাদ্গতিং॥

তার পর হরিভক্তশ্রেষ্ঠ সে চলিলা। কৃষ্ণেরে হৃদয়ে করি বিশালাকে গেলা॥ জগতের বন্ধু দিয়াছিলা উপদেশ। সেই ক্রমে করিলেন তপস্যা বিশেষ॥ তপ আচরণে সিদ্ধ উদ্ধব হইল। শরীর ত্যজিয়া কৃষ্ণ পদ সে লভিল॥

। ৪৭। যএতদানন্দসমুদ্রসংভৃতং জ্ঞানামৃতং ভাগবতায় ভাষিতং।
কৃষ্ণেন যোগেশ্বরসেবিতাঙ্ঘ্রিণা সচ্ছ্রদ্ধয়া সেব্যজগদ্বিমুচ্যতে॥

এইত আনন্দ সিন্ধুময় জ্ঞানামৃতে। শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছিলা উদ্ধব সাক্ষাতে॥ যাঁহার চরণ পদ্ম যোগেশ্বর সেবে। সেই হরি এইরূপ কহিলা উদ্ধবে॥ বিশ্বাসেতে অল্প ইহা যে করে শ্রবণ। সংসার হইতে তার হয়ত মোচন॥

। ৪৮। ভবভয়মুপহর্ত্তুং জ্ঞানবিজ্ঞানসারং নিগমকৃদুপজহ্রে ভৃঙ্গবদ্বেদসারং।
অমৃতমুদধিতশ্চাপায়য়দ্ভৃত্যবর্গান পুরুষমৃষভমাদ্যং কৃষ্ণ সংজ্ঞং নতোঽস্মি॥
ইতি শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধব সংবাদে বদর্য্যাশ্রম প্রবেশ
একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥

ভৃত্য জনে ভব আর ভয় বিনাশিতে। জগতের গুণকৃষ্ণ ইচ্ছিলা চিত্তেতে॥ বেদকর্ত্তা ভগবান্ কৃপা পারাবার। জ্ঞান আর বিজ্ঞান এইত বেদ সার॥ ভৃঙ্গ সম বেদ সিন্ধু হৈতে উদ্ধারিলা। জ্ঞান সুধা ভৃত্যবর্গে পান করাইলা॥ হেন যে পুরুষ আদ্য কৃষ্ণ মহাশয়। তাঁহার চরণে মম নতি সবিনয়॥ একাদশ স্কন্ধে এই উনত্রিশ অধ্যায়। উদ্ধব প্রবেশ কৈলা বদরী সভায়॥ প্রাকৃত ভাষায় দ্বিজ সনাতন ভণে। শ্রবণ করহ সুখে যত সাধু গণে॥

ত্রিংশৎ অধ্যায়ের আভাস।

ত্রিংশে তু প্রাগুপক্ষিপ্তমৌষলচ্ছলতোহরিঃ।
স্বধাম গন্তুমিচ্ছন্ সংজহার নিজং কুলং॥
বিরাগায় পুরা ঘোরমুপক্ষিপ্তং হিমৌষলং।
কথাবসানে তত্রৈব বিশেষং পরিপৃচ্ছতি॥

শ্রীকৃষ্ণ স্বীয়ধামে গমনেচ্ছু হইয়া প্রথমাধ্যায়ে উপক্ষিপ্ত মৌষল লীলাচ্ছলে নিজ কুল সংহার করেন ইহা ত্রিংশাধ্যায়েও গ্রন্থকার বর্ণন করিয়াছেন॥

শ্রীরাজোবাচ। ১। ততোমহাভাগবতউদ্ধবে নির্গতে বনং।
দ্বারবত্যাং কিমকরোদ্ভগবান্ ভূতভাবনঃ॥

পরীক্ষিৎ রাজা বলে শুন মুনিবর। উদ্ধব বদরী গেলা হইয়া কাতর॥ দ্বারকায় ভগবান কি কৈলা বিচার। সে কথা শুনিতে ইচ্ছা হয়েছে আমার॥ ভূত প্রকাশক কৃষ্ণ যে লীলা করয়। তাহার শ্রবণে বাঞ্ছা মনে বড় হয়॥

। ২। ব্রহ্মশাপোপসংসৃষ্টে স্বকুলে যাদবর্ষভঃ।
প্রেয়সীং সর্ব্বনেত্রাণাং তনুং সকথমত্যজৎ॥

সহজে ব্রাহ্মণ শাপে কুল হৈলা নাশ। আপনি কি রূপে গেলা বৈকুণ্ঠ নিবাস॥ সকল নয়ন প্রিয় যেই কলেবর। কি রূপে গোপন তাহা কৈলা যদুবর॥

। ৩। প্রত্যাক্রষ্টুং নয়নমবলাযত্র লগ্নং নশেকুঃ
কর্ণাবিষ্টং নসরতি ততোযৎসতামাত্মলগ্নং।
যচ্ছ্রীর্বাচাং জনয়তিরতিং কীর্ত্তমানাং কবীনাং
দৃষ্ট্বাজিষ্ণোর্যুধিরথগতংযচ্চতৎসাম্যমীয়ুঃ॥

অবলা সবার চক্ষু যেরূপে পড়িলে। আর না ফিরাতে পারে রহে অচঞ্চলে॥ কর্ণরন্ধ্রে যেই রূপ করিলে শ্রবণ। মনেতে লাগিলে নাহি ঘুচে কদাচন॥ যেরূপের শোভা করিগণ গান করে। অধিক বাড়য়ে রতি ছাড়িতে নাপারে॥

সেইত ঈশ্বর শুন অহে মুনিবর। পার্থের সারথি হৈলা করি সমাদর॥
যেরূপ দেখিয়া বীরগণে ত্যজি প্রাণ। তঁহার সমান হৈয়া গেলা দিব্যস্থান॥

শ্রীঋষিরুবাচ। ৪। দিবি ভুব্যন্তরীক্ষেচ মহোৎপাতান্ সমুত্থিতান্।
দৃষ্ট্বাসীনান্ সুধর্ম্মায়াং কৃষ্ণঃ প্রাহ যদূনিদং॥

বলেন বাদরায়ণি শুনহে রাজন। বিবিধ উৎপাত পুরে হইল সঘন॥
সূর্য্যের মণ্ডলে নিত্য হয় পরিবেশ। যাহা দেখি হৃদয়েতে উপজয় ক্লেশ॥
উল্কাপাত ভূমিকম্প নির্ঘাত নিনাদ। যাহা দেখি হৃদয়েতে বাড়য়ে বিষাদ॥
নানামত উপদ্রব দেখি প্রজাগণ। ভয়ে কম্পমান তনু সুচিন্তিত মন॥
সুধর্ম্মা সভায় যত যদুগণ ছিলা। সবাকারে কৃষ্ণ এই কহিতে লাগিলা॥

শ্রীভগবানুবাচ। ৫। এতে ঘোরামহোৎপাতা দ্বার্ব্বত্যাং যমকেতবঃ।
মুহূর্ত্তমপি নস্থেয়মত্র নোযদুপুঙ্গবাঃ॥

ভগবান কহিছেন যে সব বচন। শুনহ তাহাই আমি করি বিবরণ॥
ভগবান বলিছেন শুনহ সকলে। যাঁরা যাঁরা শ্রেষ্ঠ আছ এই যদুকুলে॥
দ্বারকায় দেখ এই ঘোরত উৎপাত। মৃত্যুর সূচক এহ করিবে নিপাত॥
মুহূর্ত্তেক ইহাতে রহিতে না জুয়ায়। শীঘ্রগতি সবে ইথে করহ উপায়॥

। ৬। স্ত্রিয়োবালাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ শঙ্খোদ্ধারং ব্রজন্ত্বতঃ।
বয়ং প্রভাসং যাস্যামোযত্র প্রত্যক্ সরস্বতী॥

যতেক বালক বৃদ্ধ যুবতী সহিতে। শঙ্খোদ্ধার যাহ সবে দ্বারবতী হৈতে॥
আমরা প্রভাসে গিয়া করিব বসতি। পশ্চিম বাহিনী যথা বহে সরস্বতী॥

। ৭। তত্রাভিষিচ্য শুচয়উপোষ্য সুসমাহিতাঃ।
দেবতাঃ পূজয়িষ্যামঃ স্নপনালেপনার্হণৈঃ॥

সেই তীর্থে সকলে করিব গিয়া স্নান। উপবাস করি সবে দিব নানা দান॥
স্নান গন্ধ লেপন অর্চ্চন বিধিমতে। দেবতা সবার পূজা করিব তীর্থেতে॥

। ৮। ব্রাহ্মণাংস্তু মহাভাগান কৃতস্বস্ত্যয়নাবয়ং।
গোভূহিরণ্যবাসোভির্গজাশ্বরথবেশ্মভিঃ॥

শাস্ত্র অনুসারেতে করিব স্বস্ত্যয়ন। মহাভাগ ব্রাহ্মণেতে করাবো ভোজন॥
গো ভূমি হিরণ্য বস্ত্র নানা অলঙ্কার। রথ অশ্ব গজ গৃহ দিব পুরস্কার॥

। ৯। বিধিরেষহ্যরিষ্টঘ্নোমঙ্গলায়নমুত্তমং।
দেবদ্বিজগবাং পূজা ভূতেষু পরমোভবঃ॥

এইসব বিধানে অরিষ্ট শান্তি হয়। উত্তম বিধান এই মঙ্গল নিলয়॥
দেবদ্বিজ গোয়ে পূজা বিধিমতে কৈলে। প্রাণির মঙ্গল হয় ইহা আচরিলে॥

শ্রীশুকউবাচ। ১০। ইতি সর্ব্বে সমাকর্ণ্য যদুবৃদ্ধা মধুদ্বিষঃ।
তথেতি নৌভিরুত্তীর্য্য প্রভাসং প্রযযূরথৈঃ॥

শুকদেব বলিছেন শুনহ রাজন। তারপর যাহা হয় করি বিবরণ॥
এইরূপে কৃষ্ণ যদি বচন বলিলা। শ্রবণ করিয়া সবে সাধুবাদ কৈলা॥
সমুদ্র হইলা পার নৌকায় বসিয়া। প্রভাসে চলিলা সবে রথেতে চাপিয়া॥

। ১১। তস্মিন ভগবতাদিষ্টং যদুদেবেন যাদবাঃ।
চক্রুঃ পরময়া ভক্ত্যা সর্ব্বশ্রেয়োপবৃংহিতং॥

সেইত প্রভাসে কৃষ্ণবাক্য অনুসারে। যাদবেরা অনুষ্ঠান করিলা সাদরে॥
আনন্দিত হৈয়া সবে পরম ভক্তিতে। শ্রেয়ের সহিত আচরয় বিধিমতে॥

। ১২। ততস্তস্মিন্মহাপানং পপুর্মৈরেয়কং মধু।
দিষ্টবিভ্রংশিতধিয়োযদ্দ্রবৈর্ভ্রশ্যতে মতিঃ॥

তারপর সভা করি সকলে বসিলা। পানগোষ্ঠী করি সবে মধুপান কৈলা॥
মৈরেয় মধুর পানে দৈবের বশেতে। ভ্রষ্ট বুদ্ধি হৈল সবে মদিরা গুণেতে॥

। ১৩। মহাপানাভিমত্তানাং বীরাণাং নষ্টচেতসাং।
কৃষ্ণমায়াবিমূঢ়ানাং সংঘর্ষঃ সুমহানভূৎ॥

মৈরেয় পানেতে সবে মহামত্ত হৈল। ঈশ্বরের মায়া কেহ বুঝিতে নারিল॥ দৈবেতে নাশিল বুদ্ধি মদ্য পান হৈতে। ক্রোধ ভরে কেহ কারে নারিল চিনিতে॥ মদ্য পানে মত্ত হৈয়া মহা বীরগণ। কৃষ্ণের মায়ায় সবে হৈল অচেতন॥ কথোপকথন হৈতে হৈল গালাগালি। হাতা হাতি মারামারি পরে চুলাচুলি॥

। ১৪। যুযুধুঃ ক্রোধসংরব্ধা বেলায়ামাততায়িনঃ।
ধনুর্ভিরসিভির্ভল্লৈ র্গদাভিস্তোমরর্ষ্টিভিঃ॥

আততায়ী হৈয়া সবে সমুদ্রের তীরে। ক্রোধেতে অবিষ্ট হৈয়া মহাযুদ্ধ করে॥ ধানুকিতে ধানুকিতে হইল সমর। অসিতে অসিতে যুদ্ধ নাহি

আত্ম পর ॥ ভল্লে ভল্লে যুদ্ধ আর গদায় গদায়। তোমর ঋষ্টিতে মহা যুদ্ধ হৈল তায় ॥

।১৫। পতৎ পতাকৈরথকুঞ্জরাদিভিঃ খরোষ্ট্রগোভির্মহিষৈর্নরৈরপি।
মিথঃ সমেত্যাশ্বতরৈশ্চ দুর্ম্মদা ন্যহঞ্ছরৈর্দদ্ভিরিব দ্বিপাবনে ॥

শত শত পতাকা শোণিত জলে ভাসে। রথ হস্তী কত পড়ে লেখা তার কিসে॥ খর উষ্ট্র গো মহিষ পড়িল মানব। প্রলয় কালের সম হইল আহব ॥ পরস্পর অশ্ব তরে চাপি বীরগণ। শরবৃষ্টি করি সবে হইল নিধন ॥ মহামত্ত হস্তী যেন বনের ভিতরে। দন্তে দন্তে মারামারি করে৷ সবে মরে॥ সেইরূপে দুর্ম্মদ যতেক যদুবংশ। পরস্পর যুদ্ধ করি সবে হইল ধ্বংশ ॥

।১৬। প্রদ্যুম্নসাম্বৌ যুধি রূঢ়মৎসরাবক্রূরভোজাবনিরুদ্ধসাত্যকী।
সুভদ্রসংগ্রামজিতৌ সুদারুণৌ গদৌ সুমিত্রাসুরথৌ সমীয়তুঃ ॥

প্রদ্যুম্ন সাম্বেতে যুদ্ধ হইল বিস্তর। যুদ্ধেতে দোঁহার দেহে বাড়িল মৎসর॥ অক্রূর ভোজেতে যুদ্ধ হৈল ঘোরতর। অনিরুদ্ধ সাত্যকিতে লাগিল সমর ॥ সুভদ্র সংগ্রামজিতে সমর দারুণ। পরস্পর দোঁহে যুঝে হয়্যা নিদারুণ॥ গদনামে কৃষ্ণের আছিল এক ভাই। আর গদ কৃষ্ণপুত্র আছিল তথাই ॥ দুই গদে মহাযুদ্ধ হইয়া নির্দয়। সুমিত্রা সুরথে যুদ্ধ তুলনা না হয় ॥

।১৭। অন্যে চ যে বৈ নিশঠোল্মুকাদয়ঃ সহস্রজিচ্ছতজিদ্ভানুমুখ্যাঃ।
অন্যোন্যমাসাদ্য মদান্ধকারিতা জঘ্নুর্মুকুন্দেন বিমোহিতাভৃশং ॥

অন্য যেই নিশঠ উল্মুক আদি করি। সহস্রজিৎ শতজিৎ ভানুমুখ ধরি ॥ মদে মত্ত হয়্যা অতি যুঝে পরস্পর। মুকুন্দ মায়ায় সবে ত্যজে কলেবর ॥

।১৮। দাশার্হভোজান্ধকবৃষ্ণিসাত্বতা মধ্বর্বুদামাথুরশূরসেনাঃ।
বিসর্জ্জনাঃ কুকুরাঃ কুন্তয়শ্চ মিথস্তু জঘ্নুঃ সুবিসৃজ্য সৌহৃদং ॥

দাশান্ধক আর ভোজ সাত্বত বৃষ্ণিতে। সৌহৃদ্য ছাড়িয়া সবে লাগিল যুঝিতে॥ মধু আর অর্বুদ মাথুর শূরসেন। বিসর্জন কুকুরেরা সমর করেন॥ কুন্তিবংশ আদি করি যুঝিতে লাগিলা। মায়ায় মোহিত হয়্যা সৌহৃদ্য ছাড়িলা ॥

।১৯। পুত্রাস্ত্বযুধ্যন্ পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চ স্বস্রীয়দৌহিত্রপিতৃব্যমাতুলৈঃ।
মিত্রাণি মিত্রৈঃ সুহৃদঃ সুহৃদ্ভি র্জ্ঞাতীংশ্চাহন্ জ্ঞাতয়এব মূঢ়াঃ ॥

পুত্রেরা করয়ে যুদ্ধ পিতার সহিত। ভাই ভাই যুদ্ধ করে ক্রোধেতে

মোহিত॥ ভাগিনা দৌহিত্র আর পিতৃব্য মাতুল। মৈত্র মৈত্র সহ যুদ্ধ বাড়িল অতুল॥ সুহৃদে সুহৃদে যুদ্ধ জ্ঞাতিতে জ্ঞাতিতে। মদে মত্ত হৈয়া নারে আপনা চিনিতে॥

।২০। শরেষু হীয়মানেষু ভজ্যমানেষু ধন্বসু।
শস্ত্রেষু ক্ষীয়মাণেষু মুষ্টিভির্জহ্রুরেরকাঃ॥

সব শর ফুরাইল ধনুক ভাঙ্গিল। ক্ষয় হৈয়া গেল যত অস্ত্র শস্ত্র ছিল॥ এরকার বনে সবে প্রবিষ্ট হইলা। এরকার মুষ্টি ধরি যুঝিতে লাগিলা॥

।২১। তাবজ্রকল্পাহ্যভবন্ পরিঘামুষ্টিনা ভৃতাঃ।
জঘ্নুর্দ্বিষস্তে কৃষ্ণেন বার্য্যমাণাশ্চ তঞ্চ তে॥
প্রত্যনীকং মন্যমানা বলভদ্রঞ্চ মোহিতাঃ।
হন্তুং কৃতধিয়োরাজন্নাপন্নাআততায়িনঃ॥

বজ্রকল্প হৈল সেই এরকা সকল। এরকার মুষ্টি হৈল পরিঘ মুষল॥ হইল প্রলয় যুদ্ধ এরকার বনে। কাটা কাটি করে কেহ কারে নাহি চিনে॥ রাম কৃষ্ণ দোঁহে আইল নিবর্ত্ত করিতে। দোঁহে প্রতিপক্ষ বুঝে ধাইল মারিতে॥ সকলে ধাইলা দুই ভাইকে মারিতে। মুগ্ধ আততায়ি তারা অস্থির চিত্তেতে॥

।২২। অথ তাবপি সংক্রুদ্ধাবুদ্যম্য কুরুনন্দন।
এরকামুষ্টি পরিঘৌ চরন্তৌ জঘ্নতুর্যুধি॥

তদন্তর যাহা হয় কহি তবাগ্রেতে। ক্রোধে পুনঃ দুই ভাই লাগিলা যুঝিতে॥ এরকার মুষ্টিরূপ পরিঘ লইয়া। যুঝিতে লাগিলা যুদ্ধে সক্রোধ হইয়া॥ যুদ্ধ করি যুদ্ধে তাঁরা করেন ভ্রমণ। স্থির হৈয়া শুন অহে কুরুর নন্দন॥

।২৩। ব্রহ্মশাপোপসৃষ্টানাং কৃষ্ণমায়াবৃতাত্মনাং।
স্পর্দ্ধাক্রোধঃ ক্ষয়ং নিন্যে বৈণবোহগ্নির্যথা বনং।
এবং নষ্টেষু সর্ব্বেষু কুলেষু স্বেষু কেশবঃ।
অবতারিতোভুবোভার ইতিমেনেহবশেষিতঃ॥

কৃষ্ণের মায়ায় সবে মোহিত হইল। সবে প্রায় ব্রহ্ম শাপে নষ্ট হৈয়াছিল॥ সবাকার স্পর্দ্ধাক্রোধ করিলেক ক্ষয়। বৈণব অনলে যেন বন দগ্ধ হয়॥ ক্ষণমাত্রে যদুকুল বিনাশ হইল। তখন কৃষ্ণের মনে আনন্দ জন্মিল॥ মনে বিচারিলা পৃথিবীর গেল ভার। যাহার কারণ মম এই অবতার॥

। ২৪। রামঃ সমুদ্রবেলায়াং যোগমাস্থায় পৌরুষং।
তত্যাজ লোকং মানুষ্যং সংযোজ্যাত্মানমাত্মনি॥

যদুবংশ ক্ষয় দেখি প্রভু বলরাম। মনেতে ভাবিল আরোহিব নিজ ধাম॥
সমুদ্র ভিতরে বস্যে ছিলা যোগাসনে। করিলা পৌরুষ ধ্যানসমাধি বিধানে॥
আত্মায় আত্মারে লৈয়া সংযোগ করিলা। অপূর্ব্ব মানুষ্য নাম লীলায় ত্যজিলা॥

। ২৫। রামনির্যানমালোক্য ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
নিষসাদ ধরোপস্থে তূষ্ণীমাসাদ্য পিপ্পলং॥
বিভ্রচ্চতুর্ভুজং রূপং ভ্রাজিষ্ণুপ্রভয়াস্বয়া।
দিশোবিতিমিরাঃ কুর্ব্বন্ বিধূমইবপাবকঃ॥

রামের নির্যান দেখি দেবকী নন্দন। অশ্বত্থাবলম্বে ভূমে করিলা আসন॥
চতুর্ভুজ রূপ ধরিলেন ভগবান। আপনার তেজেতে হইলা দীপ্তিমান্॥
নিজ তেজে দশ দিক করিলা প্রকাশ। বিধূম পাবক সম হইল আভাস॥

। ২৬। শ্রীবৎসাঙ্কং ঘনশ্যামং তপ্তহাটকবর্চ্চসং।
কৌষেযাম্বরযুগ্মেন পরিবীতং সুমঙ্গলং।
সুন্দরস্মিতবক্ত্রাব্জং নীলকুন্তলমণ্ডিতং॥

সজল জলদ দ্যুতি জিনিয়া বরণ। বক্ষেতে শ্রীবৎসচিহ্ন হয় সুশোভন॥
উত্তপ্ত হাটক বর্চ কৌষেয় বসন। অতি সুমঙ্গল রূপ ভুবন মোহন॥
কৌষেয় বসন যুগ্মে পরিবীত অঙ্গ। সহজ রূপেরে দেখি লজ্জিত অনঙ্গ॥
সুন্দর সুস্মিত মুখবনজ বিরাজে। কুটিল রুচির নীল কুন্তলেতে সাজে॥

। ২৭। পুণ্ডরীকাভিরামাক্ষ্যং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলং।
কটিসূত্রব্রহ্মসূত্রকিরীট কটকাঙ্গদৈঃ।
হারনূপুরমুদ্রাভিঃ কৌস্তুভেনবিরাজিতং॥

পুণ্ডরীক অভিরাম নয়ন যুগল। স্ফুরিছে শ্রবণ দেশে মকর কুণ্ডল॥
কটিসূত্র ব্রহ্মসূত্র কিরীট সুন্দর। কটক অঙ্গদ হার শোভে মনোহর॥
কনক নূপুর মুদ্রা কৌস্তুভ বিরাজে। যেই মণিগণ রূপে পাইতেছে লাজে॥

। ২৮। বনমালাপরীতাঙ্গং মূর্ত্তিমদ্ভির্নিজায়ুধৈঃ।
কৃত্বোরৌ দক্ষিণেপাদমাসীনং পঙ্কজারুণং॥

বনমালা শোভা পায় হৃদয়ের মাঝে। সেই মালা সেই গলে সেইরূপে সাজে॥

আয়ুধ সকল নিজ নিজমূর্ত্তি ধরি। বেড়িয়া আছেন সবে পুটাঞ্জলি করি॥ বামপদ দক্ষিণ উরুতে আরোহিয়া। বীরাসনে ভগবান আছেন বসিয়া॥ পঙ্কজের গর্ব্ব সম অরুণ বরণ। পীতাম্বরে এইরূপ প্রকাশ সে হন॥

।২৯। মুষলাবশেষায়ঃখণ্ডকৃতেষুর্লুব্ধকোজরা।
মৃগাস্যাকারং তচ্চরণং বিব্যাধ মৃগশঙ্কযা॥
চতুর্ভুজং তং পুরুষং দৃষ্ট্বা সকৃতকিল্বিষঃ।
ভীতঃ পপাত শিরসা পদয়োরসুরদ্বিষঃ॥
অজানতা কৃতমিদং পাপেন মধুসূদন।
ক্ষন্তুমর্হসি পাপস্য উত্তমশ্লোকমেঽনঘ॥
যস্যানুস্মরণং নৃণামজ্ঞানধ্বান্তনাশকং।
বদন্তি তস্যতে বিষ্ণো ময়া সাধুকৃতং প্রভো॥
তন্মাশু জহি বৈকুণ্ঠ পাপ্মানং মৃগলুব্ধকং।
যথাপুনরহন্ত্বেবং নকুর্য্যাং সদতিক্রমং॥

মুষলের অবশেষ খণ্ড যে আছিল। তাহাতে তীরের ফলা আক্ষুটী কল্পিল॥ সেই তীর সহ জরা আইল সে স্থলে। মৃগ শঙ্কা হৈল তার কৃষ্ণ পদতলে॥ সন্ধান পুরিয়া তীর বিন্ধিল চরণে। পশ্চাতে দেখিল চতুর্ভুজ নারায়ণে॥ অসুরের দ্বেষ্টা কৃষ্ণ তাঁর পদদ্বয়ে। মস্তক অর্পিয়া পড়ে সভয় হৃদয়ে॥ অপরাধ করে৷ ভয়ে পড়ে পদতলে। না জানিয়া অপরাধ করিলাম হেলে॥ অপরাধ ক্ষমা কর শ্রীমধুসূদন। সহজে পাপিষ্ঠ আমি আক্ষুটীক জন॥ আপনি উত্তম শ্লোক পাপের নাশক। তোমা বিনা আর কেবা আছয়ে রক্ষক॥ যাঁর নাম স্মরণেতে অজ্ঞান বিনাশে। হেন পদে অপরাধ কৈনু অনায়াসে॥ সহজে পাপিষ্ঠ আমি বড়ই অজ্ঞান। আপনি আমারে বধ তবে হয় ত্রাণ॥ হেন অপরাধ যেন পুনশ্চ না করি। শ্রীহস্তে আমারে নাশ করহ শ্রীহরি॥ অহে প্রভু ভগবান মোরে শীঘ্র মারো। বৈকুণ্ঠে শ্রীহরি মৃগ লোভিরে উদ্ধারো॥

।৩০। যস্যাত্মযোগ রচিতং নবিদুর্বিরিঞ্চো রুদ্রাদয়োঽস্য তনয়াঃ পতয়োগিরাং যে।
ত্বন্মায়য়া বিহতদৃষ্টয় এতদঞ্জঃ কিন্তস্য তে বয়মসদ্গতযোগৃণীমঃ॥
শ্রীভগবানুবাচ। মাভৈর্জরে ত্বমুত্তিষ্ঠ কামএষকৃতোহিমে।
যাহিত্বং মদনুজ্ঞাতঃ স্বর্গং সুকৃতিনাং পদাং॥

তব যোগমায়া বল কে বুঝিতে পারে। ব্রহ্মা রুদ্র আদিকরি বুঝিতেসে নারে॥

তোমার মায়ায় সবে মোহিত হইয়া।সংসারে ভ্রমিছে জীব অজ্ঞানে পড়িয়া॥ তার মধ্যে আমরা অসৎ জাতি অতি। আমরা কি জানি তব যোগমায়া গতি॥ ভগবান বলেন না কর জরা ভয়। উঠ উঠ এ দোষ তোমার নাহি হয়॥ আমার অভীষ্ট এই তুমি যে করিলে। তব অপরাধ ইথে নাহি এক তিলে॥ লইয়া আমার আজ্ঞা চল স্বর্গ পুরে। পুণ্যবান্ লোক সব সে স্থানে বিহরে॥

। ৩১। ইত্যাদিষ্টোভগবতা কৃষ্ণেনেচ্ছাশরীরিণা।
ত্রিঃ পরিক্রম্য তং নত্বা বিমানেন দিবং যযৌ॥
দারুকঃ কৃষ্ণপদবীমন্বিচ্ছন্নধিগম্যতাং।
বায়ুং তুলসিকামোদমাঘ্রায়াভিমুখং যযৌ॥

এত যদি আজ্ঞা তারে দিলা নারায়ণ। আনন্দিতে জরা তাঁরে করিল বন্দন॥ কৃষ্ণ ভগবান ইচ্ছাময় সে বিগ্রহ। ব্যাধে দয়াময় প্রভু কৈলা অনুগ্রহ॥ তিন বার প্রদক্ষিণ কৈলা নারায়ণে। জরা স্বর্গপুরে গেলা বসিয়া বিমানে॥ দারুক সারথী সেই প্রলয় সময়ে। কৃষ্ণ অন্বেষিয়া সেহ কাতর অন্তরে॥ তুলসী আমোদ বায়ু আঘ্রাণ পাইয়া। কৃষ্ণের সম্মুখে গেলা ব্যাকুল হইয়া॥

। ৩২। তন্তত্র তিগ্মদ্যুতিমায়ুধৈর্বৃতমশ্বত্থমূলে কৃতকেতনং পতিং।
স্নেহপ্লুতাত্মা নিপপাত পাদয়োরথাদবপ্লুত্য সবাষ্পলোচনঃ।
অপশ্যতস্ত্বচ্চরণাম্বুজং প্রভোদৃষ্টিঃ প্রণষ্টা তমসি প্রবিষ্টা।
দিশো ন জানে ন লভেচ শান্তিং যথানিশায়ামুড়ুপে প্রণষ্টে॥।

কৃষ্ণেরে দেখিলা গিয়া অশ্বত্থের মূলে। বসিয়া আছেন প্রভু কেবল ভূতলে॥ মূর্ত্তিমন্ত আয়ুধেরা আছেন বেড়িয়া। কৃষ্ণ পদতলে পড়ে কাতর হইয়া॥ অশ্রুধারা নয়নেতে বহিছে সঘন। প্রেমেতে আকুল চিত্ত না স্ফুরে বচন॥ অনেক প্রকারে মন ধৈরয করিলা। গদ গদ বাক্যে কিছু কহিতে লাগিলা॥ না দেখিয়া প্রভু তব চরণ কমল। দৃষ্টি মম হৈল নষ্ট কান্দিয়ে বিকল॥ সকল সংসার দেখি অন্ধকারময়। দিগভ্রম হৈল নাথ কি করি উপায়॥ মনের নাহিক শান্তি প্রাণধৈর্য্য নয়। চন্দ্র অস্তে নিশা যেন অন্ধকার হয়॥

।৩৩। ইতি ব্রুবতি সূতে বৈ রথোগরুড়লাঞ্ছনঃ।
খমুৎপপাত রাজেন্দ্র সাশ্বধ্বজউদীক্ষিতঃ॥
তমন্বগচ্ছন্ দিব্যানি বিষ্ণুপ্রহরণানিচ।
তেনাতিবিস্মিতাত্মানং সূতমাহ জনার্দ্দনঃ॥

এরূপে সারথি কথা বলিতে বলিতে। গরুড় সঞ্চর রথ উড়ে গগনেতে॥ ধ্বজ বাজি সহ রথ আকাশে চলিল। ঊর্দ্ধমুখ হৈয়া সূত চাহিয়া রহিল॥ তার পাছে গেলা দিব্য বিষ্ণুপ্রহরণ। ইহা দেখি সূত হৈলা বিস্মিত বদন॥

শ্রীভগবানুবাচ।৩৪। গচ্ছ দ্বারবতীং সূত জ্ঞাতীনাং নিধনং মিথঃ।
সঙ্কর্ষণস্য নির্য্যাণং বন্ধুভ্যোব্রূহি মদ্দশাং॥
দ্বারকায়াঞ্চ নস্থেয়ং ভবদ্ভিশ্চ সবন্ধুভিঃ।
ময়া ত্যক্তাং যদুপুরীং সমুদ্রঃ প্লাবয়িষ্যতি॥

দারুকেরে চাহিয়া বলেন ভগবান। শীঘ্র দ্বারবতী তুমি করহ প্রয়াণ॥ পরস্পর জ্ঞাতিগণ নিধন লভিলা। যোগমার্গে বলদেব গমন করিলা॥ বন্ধুগণে বল গিয়া আমার এ দশা। দ্বারবতী নিবাসের ত্যজ সবে আশা॥ দ্বারকায় তোমরা না থেকো কদাচিৎ। আমি গেলে পুরী হবে সমুদ্রে প্লাবিত্॥

।৩৫। স্বং স্বং পরিগ্রহং সর্ব্বে আদায় পিতরৌ চনঃ।
অর্জ্জুনেনাবিতাঃ সর্ব্বে ইন্দ্রপ্রস্থং গমিষ্যথ॥

নিজ নিজ পরিগ্রহ সংহতি করিয়া। পিতা মাতা আমার দোঁহারে সঙ্গে লৈয়া॥ অর্জ্জুন সংহতি করি ইন্দ্রপ্রস্থে যাও। আপনার মঙ্গল সকলে যদি চাও॥

।৩৬। ত্বন্ত মদ্ধর্ম্মমাস্থায় জ্ঞাননিষ্ঠউপেক্ষকঃ।
মন্মায়ারচিতামেতাং বিজ্ঞায়োপশমং ব্রজ॥

তুমি হে দারুক মম ধর্ম্ম আস্থাকারী। জ্ঞাননিষ্ঠ হবে তুমি মায়া পরিহরি॥ মায়াময় এ সংসার কভু সত্য নয়। আমার চরণে রতি করহ নিশ্চয়॥

।৩৭। ইত্যুক্তস্তং পরিক্রম্য নমস্কৃত্য পুনঃ পুনঃ।
তৎপাদৌ শীর্ষণ্যাধায় দুর্ম্মনাঃ প্রযযৌ পুরীং॥

ইতি শ্রীভাগবতে একাদশস্কন্ধে মৌষলেকুলক্ষয়োনাম ত্রিংশোধ্যায়ঃ॥

এত শুনি সূত বড় হইল কাতর। কৃষ্ণপদে প্রণিপাত করিল বিস্তর॥

দুর্ম্মনা হইয়া তাঁরে করি প্রদক্ষিণ। বারম্বার প্রণাম করিল অতি দীন ॥
কৃষ্ণপদ শিরে ধরি দ্বারবতী গেলা। বসুদেব প্রভৃতিরে বৃত্তান্ত কহিলা ॥
একাদশ স্কন্ধে এই ত্রিংশৎ অধ্যায়। বিপ্র সুত সনাতন রচিল ভাষায় ॥

একত্রিংশৎ অধ্যায়ের আভাস।

একত্রিংশে স্বকং ধাম জগাম ভগবানিতঃ।
তমেবানুযযুঃপ্রীত্যা বসুদেবাদয়স্ততঃ ॥
দেবান্ যদূন্ বিধায়াদৌ ভূয়োদেবান্ বিধায়তান্।
শ্রীকৃষ্ণঃ স্বেচ্ছয়া ধাম স্বতস্থৈবসমাবিশত্ ॥

ভূমণ্ডল হইতে ভগবান্ স্বীয় ধাম গমন করেন তদন্তর বসুদেবাদি তাঁহার পশ্চাৎ প্রীতিযুক্ত হইয়া গমন করেন প্রথমে দেবগণের অংশকে যদুগণ রূপে অবতীর্ণ করিয়া পুনর্ব্বার সেই অংশ সকলকে দেবগণে মিলন॥ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ইচ্ছায় স্বীয় দেহের সহিত স্বীয় ধামে প্রবেশ করেন ইহা একত্রিংশাধ্যায়ে গ্রন্থকার বর্ণন করিয়াছেন ॥

শ্রীশুকউবাচ। ১। অথ তত্রাগমদ্ব্রহ্মা ভবান্যা চ সমং ভবঃ।
মহেন্দ্রপ্রমুখাদেবামুনয়ঃ সপ্রজেশ্বরাঃ ॥

শুক বলে শুন রাজা কহি হে তোমায়। দারুক দ্বারকা গেলা কৃষ্ণের আজ্ঞায়॥
তার পর ব্রহ্মা তথা আইলা আপনি। দেব ত্রিলোচন আইলা সহিতভবানী॥
মহেন্দ্রাদি দেবগণ সকলে আইলা। প্রজাপতিগণ মুনিগণ প্রবেশিলা ॥

। ২। পিতরঃ সিদ্ধ গন্ধর্ব্বা বিদ্যাধর মহোরগাঃ।
চারণাযক্ষরক্ষাংসি কিন্নরাপ্সরসোদ্বিজাঃ ॥

পিতৃ সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব উরগ বিদ্যাধর। চারণ রাক্ষস যক্ষ অপ্সরা কিন্নর ॥

বিমানে রহিলা সবে শূন্যে করি ভর। প্রকাশিত শূন্য পথ বর্ণনে বিস্তর॥
গরুড় লোকেতে থেকে যত পক্ষিগণ। মৈত্রেয় প্রভৃতি আইলা সকল ব্রাহ্মণ॥

। ৩। দ্রষ্টুকামা ভগবতো নির্য্যাণং পরমোৎসুকাঃ।
গায়ন্তশ্চ গৃণন্তশ্চ শৌরেঃ কর্ম্মাণি জন্মচ॥
ববৃষুঃ পুষ্পবর্ষাণি বিমানাবলিভির্নভঃ।
কুর্ব্বন্তঃ সংকুলং রাজন্ ভক্ত্যা পরময়া যুতাঃ॥

কৃষ্ণের নির্য্যাণ সবে দেখিবার তরে। কৃষ্ণেরে দেখেন সবে পরম আদরে॥
কৃষ্ণ জন্ম কর্ম্ম সবে করেন গায়ন। সকলে করেন কৃষ্ণ কথোপকথন॥
বিমানা বলিতে নভে আছেন বসিয়া। পুষ্পবৃষ্টি করিছেন আনন্দিত হৈয়া॥

। ৪। ভগবান্ পিতামহং বীক্ষ্য বিভূতীরাত্মনোবিভুঃ।
সংযোজ্যাত্মনি চাত্মানং পদ্মনেত্রে ন্যমীলয়ৎ॥

ভগবান দেখিলেন পিতামহ আইলা। ইন্দ্রগণ আপনার বিভুতি দেখিলা॥
ভগবান দেখিলেন এই দেবগণ। নিজ নিজ স্থানে লৈতে সবাকার মন॥
আত্মায় আপন মন করিলা সংযোগ। পদ্মনেত্র নিমিলিয়া কৈলা ধ্যান যোগ॥

। ৫। লোকাভিরামাং স্বতনুং ধারণাধ্যানমঙ্গলং।
যোগধারণয়াগ্নেয্যা দগ্ধ্বা ধামাবিশৎ স্বকং॥

যোগবলে ধরিলেন আগ্নেয়ী ধারণা। তাহে দগ্ধ নহে তনু দেখে সর্ব্বজনা॥
লোক অভিরাম তনু না করে দাহন। স্বধাম প্রবেশ কৈলা শুনহ রাজন॥

। ৬। দিবি দুন্দুভয়োনেদুঃ পেতুঃ সুমনসশ্চ খাৎ।
সত্যং ধর্ম্মোধৃতির্ভূমেঃ কীর্ত্তিঃ শ্রীশ্চানু তং যযুঃ॥

আকাশে দুন্দুভি বাজে পুষ্পবৃষ্টি হয়। ত্রৈলোক্য পুরিয়া শব্দ হৈল জয়জয়॥
সত্য ধর্ম্ম ধৃতি কীর্ত্তি ভূমে যেই ছিল। কৃষ্ণের পশ্চাৎ শোভা সকলি চলিল॥

। ৭। দেবাদয়োব্রহ্মমুখ্যা ন বিশন্তং স্বধামনি।
অবিজ্ঞাতগতিং কৃষ্ণং দদৃশুশ্চাতিবিস্মিতাঃ॥

স্বধাম চলিলা কৃষ্ণ ত্যজি ভূমণ্ডল। বুঝিতে নারিলা তাহা দেবাদি সকল॥
বুঝিতে নারিলা সবে দেখিতে না পাইলা। দেব আদি সবে অতি বিস্মিত হইলা॥ কিন্তু ব্রহ্মা রুদ্র আদি কোন দেবগণ। তাঁরাই ঈশ্বর গতিপান দরশন॥

।৮। সৌদামিন্যাযথাকাশে যান্ত্যাহিত্বাভ্রমণ্ডলং।
গতির্নলক্ষ্যতে মর্ত্ত্যৈস্তথা কৃষ্ণস্য দৈবতৈঃ॥
ব্রহ্মরুদ্রাদয়স্তে তু দৃষ্ট্বাযোগগতিং হরেঃ।
বিস্মিতাস্তাং প্রশংসন্তঃ স্বং স্বং লোকং যযুস্তদা।

যেমত আকাশে গতি বিদ্যুতের হয়। মনুষ্যেরা কদাচিৎ বুঝিতে নারয়॥ তেন সে কৃষ্ণের গতি দেবেরা না জানে। আবির্ভাব তিরোভাব করে অনুমানে॥ ব্রহ্মা রুদ্র আদি করি কোন দেবগণ। কৃষ্ণ গতি চিন্তে সবে বিস্মিত বদন॥ কৃষ্ণের সে গতি সবে প্রশংসা করিলা। নিজ নিজ স্থানে সবে তখন চলিলা॥

।৯। রাজন্ পরস্য তনুভৃজ্জননাপ্যয়েহা মায়াবিড়ম্বনমবেহি যথানটস্য।
সৃষ্ট্বাত্মনেদমনুবিশ্য বিহৃত্য চান্তে সংহৃত্য চাত্মমহিনোপরতঃ সআস্তে॥

বলেন বাদরায়ণি শুন পরীক্ষিত্। নটের সমান জান কৃষ্ণের চরিত্॥ যাদব কুলেতে যেই জনম লইয়া। তাহাতে বিবিধ লীলা আপনি করিলা॥ অন্তর্ধান হৈলা প্রভু প্রাকৃতের প্রায়। মায়া বিড়ম্বন এই বলিনু তোমায়॥ আপনা আপনি বিশ্ব করেন সৃজন। প্রবেশিয়া তাহাতে করেন বিহরণ॥ অন্তেতে এ বিশ্ব পুনঃ করিয়া সংহার। সুখেতে থাকেন নিজ মহিমাঅপার॥

।১০। মর্ত্ত্যেন যোগুরুসুতং যমলোকনীতং ত্বাঞ্চানয়চ্ছরণদঃ পরমাস্ত্রদগ্ধং।
জিগ্যেন্তকান্তকমপীশমসাবনীশঃ কিং স্বাবনেস্বরনয়ন্মৃগয়ুং সদেহং॥

যেই কৃষ্ণগুরুপুত্রে যম লৈয়াছিল। সেই শরীরেতে পুনঃ তারে আনি দিল॥ তাঁহার চরণে যেই লয়ত শরণ। অবশ্য তাহারে তিনি করেন রক্ষণ॥ যখন আছিলে তুমি জননী জঠরে। ব্রহ্ম অস্ত্রে দগ্ধ করেছিল হে তোমারে॥ কাতরে তোমার মাতা করিলা স্মরণ। গর্ব্ভেতে তোমারে তবে করিলা রক্ষণ॥ অন্তকের অন্তকারী যেই মহেশ্বর। বাণ যুদ্ধে তাঁহারে জিনিলা দামোদর॥ সদেহেতে মৃগয়ুরে স্বর্গপুরে লৈলা। স্বরক্ষা করণে কিসে সমর্থ নহিলা॥

।১১। তথাপ্যশেষস্থিতিসম্ভবাপ্যয়েষ্বনন্যহেতুর্যদশেষশক্তিধৃক।
নৈচ্ছৎ প্রণেতুং বপুরত্র শেষিতং মর্ত্ত্যেন কিং স্বস্থগতিং প্রদর্শয়ন্॥

ধরেন অশেষ শক্তি সেই নারায়ণ। বিশ্বোদ্ভবাদি তেঁহ অন্যোন্য কারণ॥ অবশিষ্ট নিজ দেহ এখানে রাখিতে। অনিচ্ছা হইল লৈলা আপন

লোকেতে॥ অন্তর্ধান করাইলা সকল যাদবে। যাদব বিহীনে মর্ত্তো কি কার্য্যহইবে॥ আত্মনিষ্ঠ জনে দিব্য গতি দেখাইলা। মর্ত্যলোক তেয়াগিয়া বৈকুণ্ঠে চলিলা॥

। ১২। যএতাং প্রাতরুত্থায় কৃষ্ণস্য পদবীং নরঃ।
প্রযতঃ কীর্ত্তয়েদ্ভক্ত্যা তামেবাপ্নোত্যনুত্তমাং।

যেইত কৃষ্ণের গতি করিনু বর্ণন। প্রভাতে উঠিয়া ইহা যে করে কীর্ত্তন॥ ভক্তিযুক্ত হৈয়া ইহা যেই নর করে। ত্রিতাপ না ঘটে তার সংসার ভিতরে॥ অবশ্য বৈকুণ্ঠ গতি সে জন লভয়। ইথে পরীক্ষিৎ নাহি করিহ সংশয়॥ সেইত উত্তমা গতি সে জন লভয়। সেবানন্দে মগ্নহৈয়া নিত্য বিহরয়॥

। ১৩। দারুকোদ্বারকামেত্য বসুদেবোগ্রসেনয়োঃ।
পতিত্বা চরণাবস্রৈর্ন্যষিঞ্চৎ কৃষ্ণবিচ্যুতঃ॥
কথয়ামাস নিধনং বৃষ্ণীনাং কৃৎস্নশোনৃপ।
তচ্ছ্রুত্বোদ্বিগ্নহৃদয়াজনাঃ শোকবিমূর্চ্ছিতাঃ॥
তত্রস্ম ত্বরিতাজগ্মুঃ কৃষ্ণ বিশ্লেষবিহ্বলাঃ।
ব্যসবঃ শেরতে যত্র জ্ঞাতয়োঘ্নন্ত আননং॥

কাতরেতে দারুক দ্বারকা প্রবেশিলা। উগ্রসেন বসুদেব অগ্রে দাণ্ডাইলা॥ চরণে পড়িয়া সুত কান্দিতে লাগিলা। যদুবংশ নিধন কৃৎস্নেতে জানাইলা॥ কৃষ্ণ ত্যক্ত সেই সুত নয়নের জলে। উগ্রসেন বসুদেব চরণ সিঞ্চিলে॥ ইহা শুনি সকলে উদ্বিগ্ন চিত্ত হৈলা। শোকেতে মূর্চ্ছিত হৈয়া সকলে পড়িলা॥ অহে নৃপ গমন করিলা সবে শুনে। করাঘাত করে সবে আপন আননে॥ কৃষ্ণের বিচ্ছেদে সবে হইলা কাতর। ত্বরায় সকলে গেলা যেখানে সমর॥ যেখানে পড়িয়া আছে যদুবীর গণ। দেখিয়া কাতরে কান্দে কৃষ্ণবন্ধু জন॥

। ১৪। দেবকী রোহিণী চৈব বসুদেবস্তথাসুতৌ।
কৃষ্ণরামাবপশ্যন্তঃ শোকার্ত্তা বিজহুঃ স্মৃতিং।
প্রাণাংশ্চ বিজহুস্তত্র ভগবদ্বিরহাতুরাঃ।
উপগুহ্য পতীংস্তাত চিতামারুরুহুঃ স্ত্রিয়ঃ।

কাতরেতে বসুদেব দেবকী রোহিণী। রাম কৃষ্ণ না দেখিয়া লোটায় ধরণী॥

কৃষ্ণের বিরহে সবে অচেতন হৈলা। কৃষ্ণের বিরহাতুরে প্রাণ তেয়াগিলা॥
নারীগণ নিজপতি ক্রোড়েতে লইয়া। চিতা আরোহণ কৈলা কৃষ্ণ ধেয়াইয়া॥
অহে তাত পরীক্ষিৎ এসব বৃত্তান্ত। শুনিয়া বুঝহ যেই হয় সুসিদ্ধান্ত॥

।১৫। অর্জ্জুনঃ প্রেয়সঃ সখ্যুঃ কৃষ্ণস্য বিরহাতুরঃ।
আত্মানং সান্ত্বয়ামাস কৃষ্ণগীতৈঃ সদুক্তিভিঃ॥

কৃষ্ণের বিরহে পার্থ হইলা কাতর। যেই কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সখা প্রিয়বর॥
তাঁহার বিরহাতুর পার্থ ধনুর্দ্ধর। আপনারে শান্তি কৈল জ্ঞানে করি ভর॥
কৃষ্ণচন্দ্র যেই জ্ঞান তাঁরে দিয়াছিলা। সেই জ্ঞান হৈতে তেঁহ ধৈরয ধরিলা॥

।১৬। বন্ধূনাং নষ্টগোত্রাণামর্জ্জুনঃ সাম্পরায়িকং।
হতানাং কারয়ামাস যথাবদনুপূর্ব্বশঃ॥
দ্বারকাং হরিণা ত্যক্তাং সমুদ্রোঽপ্লাবয়ৎ ক্ষণাৎ।
বর্জ্জয়িত্বা মহারাজ শ্রীমদ্ভগবদালয়ং॥
নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ।
স্মৃত্যাশেষাশুভহরং সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলং॥
স্ত্রীবালবৃদ্ধানাদায় হতশেষান্ ধনঞ্জয়ঃ।
ইন্দ্রপ্রস্থং সমাবেশ্য বজ্রং তত্রাভ্যষেচয়ৎ॥
শ্রুত্বা সুহৃদ্বধং রাজন্নর্জ্জুনাত্তে পিতামহাঃ।
ত্বাস্তুবংশধরং কৃত্বা জগ্মুঃ সর্ব্বে মহাপথং॥

নষ্টগোত্র হতবন্ধু আর যত ছিল। অর্জ্জুন তা সবাকার দাহন করিল॥
আনুপূর্ব্বে দাহাদি সে করিল সবার। যে রূপে করিতে হয় নির্ব্বাহ তাহার॥ যেইক্ষণে পৃথিবী ত্যজিলা নারায়ণ। সমুদ্র দ্বারকা পুরী করিলা প্লাবন॥ কেবল কৃষ্ণের নিজ মন্দির রহিল। অবশেষ পুরী সব সমুদ্রে ডুবিল॥ শ্রীমধুসূদন কৃষ্ণ হরি ভগবান। সেই পুরে হয় তাঁর নিত্য সন্নিধান॥
অতেব সে পুরী না লঙ্ঘিলা উদন্বান। ডুবায়ে না দিল তেঁহ [illegible]লা সাবধান॥
যে পুরী স্মরণ কৈলে সর্ব্বাশুভ হরে। সমস্ত মঙ্গল ভদ্র যা[illegible]তে বিহরে॥
হেন পুরী অবশেষ রহিল ভুবনে। অশেষ পাতক হরে যার [illegible] স্মরণে॥
হতশেষ বাল বৃদ্ধ যুবতী যে ছিলা। অর্জ্জুন সবারে লৈয়া ইন্দ্রপ্র[illegible]স্থ গেলা॥
বজ্রেরে নৃপতি কৈল পুরী মথুরায়। ইন্দ্রপ্রস্থ গেলা পার্থ বড়ই [illegible]রায়॥

অহে পরীক্ষিৎ তব পিতামহ গণ। পার্থ মুখে শুনিলেন সুহৃদ নিধন ॥
তোমারে সে করি রাজা হস্তিনা নগরে। মহাপথে গেলাসবে কৃষ্ণ চিন্তা করে॥

।১৭। যএতদ্দেবদেবস্য বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি জন্মচ।
কীর্ত্তয়েচ্ছ্রদ্ধয়ামর্ত্ত্যঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥

অতঃপর শুন রাজা স্থির করি মন। যাহা আচরিলে হয় সংসার মোচন॥
দেব দেব সেই কৃষ্ণ বিষ্ণু ভগবান। তাঁর জন্ম কর্ম্ম যেই মর্ত্ত্য করে গান ॥
শ্রবণ করয়ে কিম্বা শ্রবণ করায়। সকল পাতক হৈতে সেই মুক্তি পায় ॥

।১৮। ইত্থং হরের্ভগবতো রুচিরাবতার বীর্য্যাণি বাল্যরচিতানিচ শন্তমানি।
অন্যত্র চেহচ শ্রুতানি গৃণন্মনুষ্যো ভক্তিং পরাং পরমহংসগতৌ লভেত ॥

ইতি শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে মৌষলং নামৈকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

এইরূপে কৃষ্ণের রুচির অবতার। যেই প্রভু ভগবান শ্রীহরি আকার ॥ ইহাতে যতেক কৈলা বাল্যাদি ব্যাপার। অসংখ্যক বীর্য্য তাঁর কেবা পায় পার ॥ অন্যত্র ইহবা যত করিলা শ্রবণ। এসব চরিত্র হে মঙ্গলরূপ হন ॥ ইহা যে মনুষ্য দেখ করয়ে গায়ন। কীর্ত্তনের এক ফল করিহে বর্ণন ॥
কৃষ্ণেতে পরমাভক্তি সেই নর পায়। সন্দেহ না কর ইথে কহিনু তোমায়॥
একাদশ স্কন্ধে একত্রিংশৎ অধ্যায়। স[illegible] বিরচিল প্রাকৃত ভাষায় ॥
শ্রীল শ্রীভাগবত মহাপুরাণেতে। পরম হংস সংহিতা ব্যাস বিরচিতে ॥

সমাপ্তশ্চায়মেকাদশ স্কন্ধঃ ॥

এতদ্গ্রন্থ প্রকাশকো শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস।